তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দশম-কল্পের চতুর্থ ভাগের সূচীপত্র

সম্বৎ ১৯৩১ । কলিগতাব্দ ৪৯৮৩ । ১ চৈত্র বুধবার।

বেদান্ত-দর্শন।

৪৬৪ সংখ্যক পত্রিকার ২৩৭ পৃষ্ঠার পর।

শ্রুতি কহিতেছেন "আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি" আত্মাতেই পরমাত্মাকে দৃষ্টি করিবে। "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং" জীবাত্মারূপ জ্যোতির্ম্ময় কোষে ব্রহ্ম স্থিতি করেন। "তংহ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং" সেই পরমাত্মা আত্মবুদ্ধির প্রকাশক। এই প্রকারের বিস্তর শ্রুতি আছে। এই সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্ম পরমাত্মারূপে জীবাত্মার মধ্যে স্বয়ং প্রকাশ, এবং জীবাত্মা সেই প্রকাশের দ্বারা প্রকাশিত। সুতরাং শ্রুতির স্থূল সিদ্ধান্ত এই যে আত্মা শব্দ যত বিশদ রূপে পরমাত্মাতে প্রয়োগ হইতে পারে তত জীবাত্মাতে নহে। সেই হেতু জীবাত্মা যত দূর পরমাত্মাকে আমি বলিতে পারেন তত আপনাকে নহে। কিন্তু স্বতঃসিদ্ধতা ও পরতঃসিদ্ধতা, নিরুপাধিত্ব ও সোপাধিত্ব প্রভৃতির বিচার ব্যতীত জীবের সেই পরমাত্মভাব সিদ্ধ হয় না। এ সংসারে জীবাত্মা প্রকৃতিনিষ্ঠ হইয়া আছেন। প্রকৃতিকে ব্যবহার ও ভোগ করিবার নিমিত্তে জীবাত্মার বিবিধ করণ বিদ্যমান আছে। মনোবুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ এবং দেহেন্দ্রিয়াদি বাহ্যকরণ সমস্ত তাঁহার সহায়। জীবাত্মা এই সকল করণকে স্বীকার পূর্ব্বক স্থূল সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য ভোগে উন্মত্ত আছেন। আমরা বিষয়ভোগের মধ্যে থাকিয়া জীবাত্মাকে ঐ সকল লক্ষণাত্মক রূপে বুঝিয়া থাকি। কিন্তু শাস্ত্র জীবাত্মার তদতীত একটি পারমার্থিক অবস্থা জ্ঞাপন করেন। সে অবস্থায় বিষয়-সম্বন্ধ থাকে না। তখন তাহাকে লক্ষ্য করা যায় এমন কোন লক্ষণ বা চিহ্ন এ সংসারে পাওয়া যায় না। স্থূল সূক্ষ্ম বিষয়ে প্রবৃত্ত অন্তঃকরণাদি তখন নিবৃত্ত হয়। এই সকল অন্তঃকরণাদি লক্ষণকে উপাধি কহে। জীবাত্মা সংসারাবস্থায় তদভিমানী। অতএব সে অবস্থায় তাঁহাকে সোপাধিক কহা যায়। আর, পারমার্থিক অবস্থায় তিনি তাদৃশাভিমানশূন্য। সে জন্য তদবস্থায় তাঁহার কোন নির্দ্দেশ নাই। কেবল নিরুপাধিক বলিয়া উক্ত হন। ফলতঃ জীবাত্মার সোপাধিত্ব বিগত হইয়া নিরুপাধিত্ব প্রকাশিত হইলেও তিনি স্বর-

স্প্রকাশরূপ নহেন। পরমাত্মাই স্বয়ম্প্রকাশ ও স্বতঃসিদ্ধ। জীবাত্মা সেই পরজ্যোতিতে প্রকাশিত, সুতরাং পরতঃসিদ্ধ। পারমার্থিক অবস্থায় জীবাত্মা স্বয়ং উপাধিশূন্য বিধায় নিরুপাধিক পরমাত্মাকে দর্শন করিবার অধিকারী হয়। দর্শনমাত্রে আপনার ক্ষুদ্রত্ব বিসর্জ্জন করিয়া সেই হৃদয়-পুণ্ডরীকস্থ মহান আত্মাকে আত্মারূপে গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে উভয় আত্মাই নিরুপাধিক বিধায় উভয়ের মধ্যে কোন উপাধিগত ব্যবধান থাকে না। কেবল তাদৃশ পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মবাদী "অহংব্রহ্ম" ভাব লাভ করিতে পারেন। তদ্ভিন্ন সে ভাবের কেহই অধিকারী নহেন। ইহাই সিদ্ধান্ত। এই অবস্থাই অমৃত। কিন্তু ইহা জীবাত্মার অত্যন্ত অভাবরূপ কোন লয়ের অবস্থা নহে। ইহা কেবল মাত্র জীবাত্মাভিমান-ত্যাগের এবং পরমাত্মজ্ঞানোদয়ের অবস্থা। ইহাই মোক্ষ।

মাণ্ডুক্যোপনিষদে আছে

"সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্ম অয়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ"।

এই জগতের সমুদয় বস্তু ব্রহ্ম, এই আত্মাই ব্রহ্ম, এই আত্মার চারি পাদ। এই শ্রুতির এমত অভিপ্রায় নহে যে ব্রহ্ম স্বয়ং এই জগৎ হইয়াছেন। ইহার মর্ম্ম এই যে ব্রহ্মরূপ কারণের অভাবে জগতের অসম্ভাব উপস্থিত হয়। অতএব সমুদয় জগতের যাহা সার, যাহা প্রাণ, যাহা আত্মা, তাহা তিনি। এস্থলে কার্য্যকারণের অভেদ লক্ষণায় সমুদয় জগৎ ব্রহ্মরূপে কথিত হইয়াছেন। স্বরূপতঃ নহে। কিন্তু জগৎরূপ ব্যপদেশ দ্বারা যে ব্রহ্মোপদেশ তাহাতে ব্রহ্ম তৃতীয় পুরুষ রূপে নির্দ্দিষ্ট হন মাত্র। কেবল আত্মারূপেই তিনি প্রত্যক্ষ। এই কারণে এই শ্রুতিতে পশ্চাৎ কহিলেন "এই আত্মাই ব্রহ্ম" কিন্তু এরূপ উক্তিও সন্দেহশূন্য নহে। এজন্য আত্মার চারি পাদ কল্পনা পূর্ব্বক সোপাধিক ও অপ্রত্যক্ষহেতুক তিন পাদকে ত্যাগ করিয়াছেন। কেবল অবশিষ্ট পাদ যাহা নিরুপাধিক এবং জীবাত্মার প্রত্যক্ষ অন্তরাত্মা, তাঁহাকেই মোক্ষাধিকারে বিজ্ঞেয় বলিয়াছেন। আত্মার সোপাধিক ও অপ্রত্যক্ষ যে পাদত্রয় তাহার নির্দ্দেশ এই। এই জগৎ এবং জীবের স্থূল সূক্ষ্মাদি দেহ এই সমস্ত উপাধি-শব্দের বাচ্য। জগৎ ও দেহের তিন অবস্থা। বীজ বা কারণাবস্থা, অঙ্কুর বা সূক্ষ্মাবস্থা, পরিণত বা স্থূলাবস্থা। এই সর্ব্বাবস্থাতে পরমাত্মা উপহিত বা ঔপাধেয়। এই সমস্ত অবস্থাতেই তিনি স্রষ্টা, পাতা, বিধাতা, অন্তর্যামি ও নিয়ন্তারূপে বর্ত্তমান। জীবেরও ঐ তিন অবস্থা। তাহাও ঔপাধিক। জাগ্রদবস্থায় স্থূলের প্রভাব, স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম শরীরের প্রভাব, এবং সুষুপ্তিতে কারণ-দেহস্বরূপিণী অব্যক্ত প্রকৃতির প্রভাব। এই প্রত্যেক অবস্থায় পরমাত্মা উপহিত ও নিয়ন্তা। কিন্তু উহার কোন অবস্থাতেই পরমাত্মা প্রত্যক্ষরূপে দৃষ্ট হয় না। এই ত্রিবিধ-অবস্থাপন্ন সোপাধিক ঈশ্বরকে জীবের আত্মা বলা শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে' কিন্তু তাঁহার যে চতুর্থ-পাদ-স্বরূপ মোক্ষজনন নিরুপাধিক অংশ আমাদের আত্মার স্বামি রূপে বা সাক্ষাৎ আত্মা রূপে আমাদের আত্মাতেই বিরাজিত, তিনিই প্রকৃত আত্মা বলিয়া অভিহিত হন। ব্রহ্মজ্ঞানীর জীবাত্মাতে দ্বৈত নাই। তাঁহার সংসারবুদ্ধি ও তৎসহকারী অন্তঃকরণাদি অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীরাভিমান রূপ কোন উপাধি থাকে না। সুতরাং তাঁহার জীবাত্মা নিরুপাধিক। তাঁহার যিনি প্রকাশ স্বরূপ আত্মা তিনিও সৃষ্টি সংসারের অতীত রূপে

নিরুপাধিক। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানীর জীবাত্মা সর্ব্বপ্রকার সোপাধিক অহংজ্ঞানের অভাবে, অথচ স্বীয়পরতঃসিদ্ধতা হেতু নিরুপাধিক অহংব্রহ্মজ্ঞানে সিদ্ধ হয়। কিন্তু অল্পজ্ঞ স্বরূপ জীবাত্মা যে বাস্তবিক ব্রহ্ম অথবা মোক্ষাবস্থায় ব্রহ্ম হইয়া যায় শাস্ত্রের সে অভিপ্রায় নহে।

মহর্ষি বেদব্যাসও স্বীয় ব্রহ্মমীমাংসায় শ্রুতির ঐ তাৎপর্য্যই গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশ বামদেববৎ" ইত্যাদি সূত্রে যে বিচার করিয়াছেন তাহা হইতে অতি সুন্দর সিদ্ধান্ত লাভ হইতেছে। ব্রহ্মকে আপনার আত্মা হইতে দূরস্থ ও পৃথক্ জ্ঞান করিবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি শাস্ত্রদৃষ্টিতে বামদেব ঋষির ন্যায় আপনাকেই ব্রহ্ম রূপে বর্ণন করে, তাহাতে এমন মনে করা উচিত নহে যে, তদ্দ্বারা তাহার স্বীয় ক্ষুদ্র জীবাত্মা ব্রহ্ম হইয়া গেল। কিন্তু ইহাই বুঝিতে হইবে যে তাহার আত্মা এক মাত্র ব্রহ্মজ্ঞানে আলোকিত হওয়ায় সে মুখ্য আত্মা স্বরূপ ব্রহ্মকেই আত্মা রূপে দৃষ্টি করিয়াছে। এস্থলে মহাত্মা রামমোহন রায় "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি ব্রহ্মাত্মভাব সম্বন্ধে কহিয়াছেন যে "ইত্যাদি বাক্যের অধিকারী সকলেই হয়েন, এ নিমিত্তে তাঁহাদিগো জগতের স্বতন্ত্র কারণ এবং উপাস্য করিয়া স্বীকার করা যায় না"। অর্থাৎ, পারমার্থিক ভাবে সকলেই অহংব্রহ্মবাদ অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাঁহারা জগৎকারণ ও উপাস্য রূপে গৃহীত হইবেন এমন নহে। এ সম্বন্ধে উক্ত মীমাংসায়" "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ" প্রভৃতি সূত্রে ব্যাসদেব আরো সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মোক্ষের নিমিত্তে ব্রহ্মজ্ঞ সাধু ব্রহ্মকেই আত্মা রূপে গ্রহণ করিবে ও করাইবে। এবং উপাসনার নিমিত্তে "মনোব্রহ্মেত্যুপাসীত" প্রভৃতি শ্রুতি অনুসারে নিকৃষ্ট মনাদিকেও উৎকৃষ্ট ব্রহ্মদৃষ্টিতে গ্রহণ করিবে। কিন্তু তাই বলিয়া মনাদি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইল এমত নহে। কেবল উপাসনার নিমিত্তে তাহা উৎকৃষ্ট অধ্যাসমাত্র। অতএব আচার্য্যেরা কহিতেছেন যে

অহংব্রহ্মাস্মি, অহমাত্মাব্রহ্মেত্যাদি মহাবাক্যৈঃ তত্ত্ববিদঃ আত্মত্বেন ব্রহ্ম গৃহ্নন্তি, তথা স্বশিষ্যান গ্রাহয়ন্তি"।

"অহংব্রহ্মাস্মি" "অহমাত্মাব্রহ্ম" ইত্যাদি মহাবাক্য দ্বারা তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি ব্রহ্মকেই আত্মারূপে গ্রহণ করিবেন এবং স্বীয় শিষ্যগণকেও গ্রহণ করাইবেন। কিন্তু

"নবক্তুরাত্মোপদেশাদিতিচেদধ্যাত্মসম্বন্ধভূমাহ্যস্মিন্।"

ব্রহ্মজ্ঞ বক্তা আপনাকে ও শিষ্যকে পরমাত্মারূপে উপদেশ করিলেই সে বক্তার আত্মা যে উপাস্য হয় এমত নহে। এই সকল বাক্যের দ্বারা স্থির হইল যে বেদান্ত শাস্ত্র পরমাত্মাকে স্বয়ম্প্রকাশ ও প্রসিদ্ধ আত্মা রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু জীবাত্মাকে ব্রহ্ম বলেন নাই।

বৈদান্তিক আচার্য্যেরা "জীব-ব্রহ্ম" ও "জগদ্‌ব্রহ্ম" বাদকে যেরূপ তাৎপর্য্যে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অযুক্ত নহে। শ্রুতিবাক্য সকল অতি সংক্ষিপ্ত। অনেক শ্রুতির অর্থ সুস্পষ্ট নহে। শ্রুতমাত্রে তাহার এক প্রকার অর্থ বোধ হয়। কিন্তু লিঙ্গষট্‌ক দ্বারা বিচার করিলে তাহার প্রকৃত অর্থ জ্ঞাত হওয়া যায়। এস্থলে একটি লৌকিক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করায় ক্ষতি নাই। যথা, "প্রদীপ"। এই শব্দটি উচ্চারণ মাত্রেই একটি অর্থ বোধ হইবে। স্থূলতঃ তৈলাধার-পাত্রের সহিত প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকাকে "প্রদীপ" বলিয়া বুঝাইবে।

কিন্তু যাঁহার যৎকালে যেমন নিষ্ঠা তিনি তৎকালে "প্রদীপ" শব্দে সেই অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন। চিত্ত যদি আলোক-নিষ্ঠ থাকে, তবে প্রদীপ শব্দের আলোকই লক্ষ্য হইবে; আর যদি পাত্রনিষ্ঠ থাকে, তবে তাহার লক্ষ্য তৈলাধার হইবে। দেখ, এই একটি সামান্য শব্দ যাহা লইয়া আমরা প্রত্যহ ব্যবহার করি তাহার অর্থে এত গোল। "শব্দস্যাচিন্তশক্তিত্বাৎ" শব্দের অচিন্তশক্তি। তাহাতে, প্রতি শব্দই নানা অর্থে গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু, প্রকরণগত লিঙ্গষট্ক দ্বারা বিচার পূর্ব্বক ঋষি ও আচার্য্যগণ যে অর্থ অবধারণ করেন তাহাই উপাদেয়। কূট ও আভাস চৈতন্য, সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি, অহংব্রহ্মাস্মি, প্রভৃতি বৈদান্তিক শব্দ সমূহের যথাশ্রুত অর্থ এই যে জীবব্রহ্ম, জগৎব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্ম আমি ব্রহ্ম ইত্যাদি। ফলে যথাশ্রুত অর্থে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে। দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা ঐ সমস্ত বাক্যেরই অর্থ দ্বৈত পক্ষে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং জগৎ ও জীব যে ব্রহ্ম নহে তাঁহারা তাহাই দর্শাইয়াছেন। অদ্বৈতবাদী আচার্য্যেরা ঐ সকল বাক্য দ্বারা কেবল একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মভাব গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন আলোকনিষ্ঠ চিত্ত তৈলাধার পাত্রকে অবাধে ব্যতিরেক করে, সেইরূপ অদ্বৈতবাদী আচার্য্যেরা পরম বৈরাগ্য সহকারে জগৎ ও জীবাত্মারূপ দ্বৈতাবরণ ব্যতিরেক পূর্ব্বক আপনাদের অদ্বয় ব্রহ্মনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ঐ সকল দ্বৈতকে তাঁহারা পারমার্থিক দৃষ্টিতে ত্যাগ করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তৎসমূহকে ব্রহ্ম বলা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। জগৎ ও জীবাত্মারূপ দ্বৈত সেই অদ্বয় পরমাত্মার আলোকে প্রকাশিত। এই কারণে তাঁহারা পরমাত্মাকে আতপ এবং উক্ত দ্বৈত সমূহকে ছায়া, পরমাত্মাকে সত্যস্বরূপ এবং দ্বৈত জগৎ ও জীবকে মিথ্যা স্বরূপ কহিয়াছেন। একেবারে অলীক কহেন নাই। কেন না মিথ্যা দুই প্রকার। এক প্রকার মিথ্যা অভাববাচক এবং দ্বিতীয় প্রকার মিথ্যা ভ্রমবাচক। বন্ধ্যার পুত্র, শশশৃঙ্গ, আকাশকুসুম এ সকল অভাববাচক। তৎসমস্ত অস্তিত্বশূন্য ত্রিকাল-মিথ্যা। জগৎকে এ প্রকার মিথ্যা বলা শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে। কিন্তু তাহাকে মায়িক বলাই উদ্দেশ্য। মায়িক অর্থাৎ অধ্যাস বা ভ্রম। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞানের নাম অধ্যাস। অর্থাৎ একটা বস্তু মূলে আছে, তাহা কি তাহা জানি না। সেই বস্তুকে অন্যরূপে দৃষ্ট হইতেছে। ইহাই মায়া। যেমন তেজে বারি-বুদ্ধি। রজ্জুতে সর্পবোধ, শুক্তিতে রজতবোধ ইত্যাদি। এস্থানে তেজ রজ্জু, শুক্তি প্রভৃতি বস্তুই জল, সর্প, ও রজতাদি ভ্রমজ্ঞানের আশ্রয়। তাহাই অন্য প্রকারে দৃষ্ট হয়। ভ্রমজ্ঞান বস্তুতন্ত্র নহে। বস্তুতন্ত্র হইলে তেজ রজ্জু ও শুক্তিই দৃষ্ট হয়। ভ্রমজ্ঞান কর্ত্তৃতন্ত্র। সুতরাং দৃষ্টিকর্ত্তার অন্তঃকরণ হইতে তাদৃশ জ্ঞান জন্মে। সেইরূপ এই জগৎ ও জীববোধ এক প্রকার অনাদি ভ্রম। ব্রহ্ম রূপ পরম বস্তুর আশ্রয়ে এবং কর্ত্তৃ ভোক্তৃস্বরূপ জীবগণের প্রকৃতিরূপ অনাদি-বাসনা-প্রভাবে একমাত্র মায়া-বীজ-স্বরূপিণী ঐশী শক্তিকে জগদাদি রূপে দৃষ্ট হইতেছে। কেন না ইহাদের অস্তিত্ব কেবল ব্রহ্ম-শক্তিরই প্রভাব মাত্র। ইহারা স্বয়ম্ভু, স্বয়ম্প্রকাশ স্বতঃসিদ্ধ নহে। ব্রহ্মের প্রকাশে ইহারা প্রকাশিত। ব্রহ্মশক্তিরই মহিমা। সেই মূলবস্তু স্বরূপ শক্তিরই প্রভাব ও আবি-

র্ভাব এই সমুদয়। পারমার্থিক জ্ঞানে, ব্রহ্ম-নিষ্ঠা সহকারে, বিষয়তৃষ্ণাশূন্য হইয়া দেখিলে যুগপৎ তাহাদের মায়িকত্ব এবং ব্রহ্ম-শক্তির প্রত্যক্ষত্ব অনুভূত হয়। দ্রষ্টা-স্বরূপ জীবেরই ভ্রম হইয়া থাকে। ব্রহ্ম-জ্ঞান জন্মিলে জীবের সে ভ্রম থাকে না। কেন না তখন জীব জানিতে পারেন যে আমি দেহ নহি, প্রাণ নহি, মন নহি, বুদ্ধি নহি, আমি অনিত্যকর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব বিশিষ্ট সংসারী জীবও নহি। এস্থলে প্রশ্ন এই তবে কি জীব ব্রহ্ম? যদি ব্রহ্ম হন তবে তাহার ঐ সকল ভ্রম হওয়া অসম্ভব। যদি নিজে মিথ্যা হন তবে তাঁহার সত্য বা মিথ্যা কোন জ্ঞানই হইতে পারে না। এস্থলে শাস্ত্রের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত এই যে জীব ব্রহ্মও নহেন, মিথ্যাও নহেন এবং সাংসারিক উপাধেয় জীবত্বও তাঁহার স্বরূপ নহে। তিনি নিরুপাধি, বিশুদ্ধ, ও অসংসারী। একমাত্র ব্রহ্মজ্যোতিই তাঁহার প্রকাশক। কেবল এই শেষোক্ত কারণে তাঁহার স্বতঃসিদ্ধতা স্বীকৃত হয় না। বিশেষতঃ সাধারণ দৃষ্টিতে জীবাত্মাকে যে রূপ সাংসারিক বলিয়া বোধ হয় তাহা সত্য নহে। এ দিকে অসংসারী বিশুদ্ধ জীবাত্মাও ব্রহ্মাশ্রিত। সেই বিশুদ্ধ জীবের অশুদ্ধ অবস্থাতে ভ্রম জন্মে। তাঁহার নির্ম্মল অবস্থাতে আপনাকে এবং জগৎকে এক মাত্র ব্রহ্মশক্তির আবির্ভাব ও আশ্রিত রূপ বোধ হইয়া দ্বৈত সত্ত্বেও অদ্বয় ব্রহ্মাত্মভাব লাভ হয়। সে অবস্থায় কেবল জ্ঞান দ্বারা দ্বৈতের বিনাশ হয় মাত্র এবং নিখিল দ্বৈতের আশ্রয় স্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মের আত্মত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। ভ্রমজ্ঞানস্বরূপ দ্বৈতাভিমান বিগত হয়।

এই মীমাংসা বৈদান্তিক আচার্য্যগণের কূটস্থ ও আভাস চৈতন্যের বিচারেও স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। জীবাত্মাতে তদীয় প্রকাশক রূপ কূটস্থ পর ব্রহ্মের জ্যোতি আছে। সেই জ্যোতির নাম প্রতিবিম্ব বা আভাস চৈতন্য। সেই আভাস চৈতন্য অভাবে জ্যোতিবিহীন চক্ষুর ন্যায় জীবাত্মা অন্ধ। এই বিচারে অদ্বৈতবাদী আচার্য্যেরা উক্ত আভাসরূপী ব্রহ্মকেই আত্মারূপে বরণ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে যিনি জীবাত্মার প্রকাশক প্রধানতঃ তিনিই আত্মা। তিনি ব্রহ্ম। একথায় মৌলিক জীবাত্মাকে ব্রহ্ম বলা হইল না। তাঁহাকে একেবারে মিথ্যাও বলা হয় নাই। কিন্তু উৎকৃষ্ট জ্যোতির সম্মুখে ক্ষুদ্র জ্যোতি যেমন ম্রিয়মান হয়, এই পারমার্থিক ভাবে, ব্রহ্মের রাজসিংহাসনের সম্মুখে জীবাত্মা অকিঞ্চনের ন্যায় স্তব্ধানন্দে বিগলিত হইয়া গেল। ইহাই মোক্ষাবস্থা।

বৈদান্তিক আচার্য্যেরা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বাক্যের যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতেও উক্ত মীমাংসা দীপ্যমান। এই মহাবাক্যের অর্থ সামান্যতঃ এই যে সমস্ত জগতই ব্রহ্ম। কিন্তু তাহার লক্ষ্যার্থ তাহা নহে। সদানন্দযোগীন্দ্র কহিয়াছেন—

"আভ্যাং মহাপ্রপঞ্চতদুপহিতচৈতন্যাভ্যাং তপ্তায়ঃপিণ্ডবদবিবিক্তং সৎ অনুপহিতং চৈতন্যং "সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্মেবেতি" মহাবাক্যস্য বাচ্যং ভবতি, বিবিক্তং সল্লক্ষ্যমপি ভবতি।"

সমুদয় জড় ও জীবসমন্বিত এই বিশ্বের নাম মহৎপ্রপঞ্চ। যেমন দগ্ধ লৌহপিণ্ডের সর্ব্বাঙ্গে অগ্নি ওতপ্রোত এই বিশ্বে সেই রূপ ব্রহ্ম ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত আছেন। "অযোদহতি" (লৌহ পিণ্ড দহন করিতেছে) এই কথা বলিলে তাহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দুইটি তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহার একটি বাচ্যার্থ এবং অন্যটি লক্ষ্যার্থ। বাচ্যার্থ এই যে সাগ্নিক যে লৌহপিণ্ড তাহাই কোন

পদার্থকে দহন করিতেছে। আর লক্ষ্যার্থ এই যে স্বয়ং লৌহপিণ্ডের কোন দাহিকা শক্তি নাই, সুতরাং তাহাতে ওতপ্রোতরূপে ব্যাপ্ত অথচ তাহা হইতে ভিন্ন যে অগ্নি তাহাই দহন করিতেছে। "অয়োদহতি" এই বাক্যের তাহাই লক্ষ্যার্থ। সেই রূপ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ব্রহ্মই জগৎ) এই বাক্যটির বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থরূপ দুইটি সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য আছে। তাহার বাচ্যার্থ এই যে এই জগতে ব্রহ্ম ওতপ্রোতভাবে প্রবিষ্ট থাকায় সমস্ত জগতই ব্রহ্মরূপে গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু তাহার লক্ষ্যার্থ অর্থাৎ প্রকৃতার্থ এই যে জগৎ কেবল হেয়, উপাধি মাত্র। অনুৎকর্ষ হেতু সেই ভূতমাত্রোপাধিকে তিরস্কার করিতে হইবে। তিরস্কার করিলে তাহাতে সর্ব্বতোভাবে উপহিত, অথচ তাহা হইতে দগ্ধদারুনিঃসৃত অনলের ন্যায় স্বতন্ত্র যে ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকেন তিনিই উপাদেয়। তিনিই লক্ষ্য এবং বেদ্য। অতএব "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই এই মহাবাক্যের লক্ষ্য সেই জগৎ হইতে ভিন্ন-স্বভাব-বিশিষ্ট ব্রহ্ম। নতুবা দেহকে আত্মবোধ করা যেমন স্থূল বুদ্ধির কার্য্য, দগ্ধ লৌহপিণ্ড, বা দগ্ধ দারুকে অগ্নিবোধ করা যেমন অবিশুদ্ধ বোধ, জগৎকে ব্রহ্ম বোধ করা সেইরূপ স্থূল বুদ্ধির কার্য্য। জ্ঞানই সর্ব্বপ্রকার প্রচলিত কুসংস্কারের বিনাশক। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি জ্ঞানযোগে কেবল ভাবই গ্রহণ করিবেন। অসংস্কৃত-চিত্ত শ্রুতকথাগ্রাহী ইতর লোকের ন্যায় তিনি শব্দের বাচ্যার্থ মাত্রে সন্তুষ্ট হইবেন না।

ক্রমশঃ

পাতঞ্জল দর্শন।

৪৬৪ সংখ্যক পত্রিকার ২২৫ পৃষ্ঠার পর।

ভাষ্য। অনুমেয়স্য তুল্যজাতীয়েষ্বনুবৃত্তোভিন্নজাতীয়েভ্যোব্যাবৃত্তঃ সম্বন্ধোযস্তদ্বিষয়া সামান্যাবধারণপ্রধানা বৃত্তিরনুমানং। যথা দেশান্তরপ্রাপ্তেগতিমচ্চন্দ্রতারকং চৈত্রবৎ। বিন্ধ্যশ্চাপ্রাপ্তেরগতিঃ।

অব্যভিচারি হেতু দ্বারা * অনুমেয় পদার্থের সামান্যাংশে বা সামান্য রূপে † যে নিশ্চয়, তাহাকে অনুমান বৃত্তি বা অনুমান প্রমাণ কহে ‡ ইহারও পূর্ব্ববৎ অনন্তরভাবী ফল (প্রমা) আছে, ফল না থাকিলে উহা প্রমাণ হইবে না। অনুমান এইরূপ করিতে হয়। চন্দ্র ও তারা সকল গতিশীল; কেন না, ইহাদের এক দেশ পরিত্যাগ ও অপর দেশ প্রাপ্তি দৃষ্ট হইতেছে। যাহাদেরই এক দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর-দেশ-প্রাপ্তি হয় তাহারাই গতিশীল। যেমন চৈত্র। কেবল চৈত্র (পুরুষ বিশেষের নাম) কেন, চৈত্র মৈত্র দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত সোমদত্ত আমি তুমি ইনি উনি সকলই সকল মনুষ্যই ইহার

---

* অর্থাৎ হেত্বাভাস-দোষ-বিনির্ম্মুক্ত হেতু দ্বারা। হেত্বাভাস-দোষ পঞ্চবিধ। সব্যভিচার ১ বিরুদ্ধ ২ প্রকরণসম ৩ সাধ্যসম ৪ কালাতীত ৫। পাঠকগণের বিশেষ রূপ জিজ্ঞাসা থাকে, গোতমদর্শনের ১ম অধ্যায়ের ২য় আহ্নিকের "সব্যভিচার-বিরুদ্ধ-প্রকরণসম-সাধ্যসমা-তীতকালাঃহেত্বাভাসাঃ" (৪৫) অনৈকান্তিকঃ সব্যভিচারঃ" (৪৬) "সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্য তদ্বিরোধী বিরুদ্ধঃ" (৪৭) "যস্মাৎ প্রকরণচিন্তা স নির্ণয়ার্থমপদিষ্টঃ প্রকরণসমঃ" (৪৮) সাধ্যাবিশিষ্টঃ সাধ্যত্বাৎ সাধ্যসমঃ (৪৯) "কালাত্যয়াপদিষ্টঃ কালাতীতঃ" (৫০) এই সূত্র সকল বিশেষরূপে আলোচনা করিতে পারেন। ইহাতে মতভেদ নাই।

† বস্তুর দুটি অংশ সামান্য ও বিশেষ। মনুষ্য-বস্তুর সামান্য মনুষ্য সকল, এবং কোনো একটি মনুষ্যই মনুষ্য-বস্তুর বিশেষাংশ। ইহা সাংখ্য বৃদ্ধের মতে। নৈয়ায়িকগণ সামান্যকে জাতি এবং বিশেষকে ব্যক্তি বলেন। এখানে সাংখ্যবৃদ্ধের মতেই পাঠকগণ আলোচনা করিবেন।

‡ অনুমান দ্বিবিধ স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। পরার্থানুমানে পঞ্চাবয়ব বাক্য প্রয়োগ করিতে হয় সে সকল বিস্তার এখন থাক্।

দৃষ্টান্ত। কেবল মনুষ্যই কেন, পশু পক্ষী গো মহিষ প্রভৃতিও ইহার দৃষ্টান্ত। এ সকলের দেখ, একদেশ পরিত্যাগ ও অপর-দেশ-প্রাপ্তি আছে, এবং ইহারা গতিশীলও বটে। অতএব প্রকৃতে চন্দ্র ও তারাগণও যে গতিশীল তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ রহিল না। এইরূপে হেতুর বিপরীতে সাধ্যের বিপরীতও অনুমিত হইবে। অর্থাৎ যাহাদের একদেশ পরিত্যাগ ও অপরদেশ-প্রাপ্তি নাই তাহারা গতিশীল নহে। যেমন বিন্ধ্যগিরি। কেবল বিন্ধ্যগিরিই কেন, বিন্ধ্য-গিরি, শৈলগিরি, হিমালয়গিরি, প্রভৃতি সকল গিরিই ইহার দৃষ্টান্ত।

ভাষ্য। আপ্তেন দৃষ্টোঽনুমিতোবার্থঃ পরত্র স্ববোধ-সংক্রান্তয়ে শব্দেনোপদিশ্যতে। শব্দা তদর্থ বিষয়া বৃত্তিঃ শ্রোতুরাগমঃ। যস্যাশ্রদ্ধেয়ার্থো বক্তা ন দৃষ্টানুমিতার্থঃ স আগমঃ প্লবতে। মূলবক্তরি তু দৃষ্টানুমিতার্থে নির্ব্বিপ্লবঃ স্যাৎ ॥ ৭ ॥

আপ্ত পুরুষ, প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা যে বিষয় যেরূপ অবগত হন, তিনি পরকে অবগত করিবার জন্য যদি সেইরূপ সেই বিষয়টি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেন তবে শ্রোতাগণের সম্বন্ধে সেই আপ্ত পুরুষের বাক্য আগম প্রমাণ। ইহারও ফল আছে। শাব্দবোধই ইহার ফল (প্রমা)। প্রমার করণ প্রমাণ। এই জন্যই 'আগম' প্রমাণ।

'আপ্তি' ধর্ম্ম যাহাতে থাকে, সেই আপ্ত পুরুষ। যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান, কারুণ্য ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ আছে তাঁহাতেই এই আপ্তি-ধর্ম্ম থাকে। সুতরাং তিনিই আপ্ত পুরুষ। ব্রহ্মা, মনু, বেদব্যাস, সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি মহর্ষিরা এই আপ্ত পুরুষের অন্তর্গত। পক্ষে, যে ব্যক্তি অশ্রদ্ধেয় অর্থের বক্তা যাহার প্রতিপাদিত বিষয় সকল দৃষ্টও নহে অনুমিতও নহে, নিতান্ত অসম্ভব অলীক, অথচ তত্ত্বজ্ঞানও নাই কারুণ্যও নাই, ইন্দ্রিয়নিগ্রহও নাই, সে অনাপ্ত। অনাপ্তের আগম (উপদেশ) আগমাভাস, অর্থাৎ অগ্রাহ্য। অতএব ব্রহ্মাদি, বা মন্বাদি মূলশাস্ত্রকার বক্তাগণের প্রতি কিছু মাত্র সন্দেহ থাকিল না। ফলতঃ তাঁহারা যাহা কিছু দেখিয়াছেন বা অনুমান করিয়াছেন সেই মাত্রই করুণা করিয়া লোকগণকে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহাদের বাক্য নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ ॥ ৭

বুদ্ধির প্রমাণাদি পঞ্চ বৃত্তির অন্তর্গত প্রথম-নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ বৃত্তি নিরূপিত হইল। এক্ষণে তৎপর-নির্দ্দিষ্ট বিপর্য্যয়-বৃত্তি নিরূপিত হইতেছে।

সূঃ। বিপর্য্যয়োমিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্ ॥ ৮

বিপর্য্যয় মিথ্যাজ্ঞানকে কহে। এক বস্তুকে আর এক বস্তুর ভ্রম, ও মিথ্যাজ্ঞান, একই কথা।

ভাষ্য। স কস্মান্ন প্রমাণং? যতঃ প্রমাণেন বাধ্যতে। ভূতার্থবিষয়ত্বাৎ প্রমাণস্য। তত্র প্রমাণেন বাধনমপ্রমাণস্য দৃষ্টং। তদ্ যথা—দ্বিচন্দ্রদর্শনং। সদ্ বিষয়েন একচন্দ্রদর্শনেন বাধ্যতে ইতি।

এই বিপর্য্যয়-বৃত্তি প্রমাণ না অপ্রমাণ? অপ্রমাণ। কেন? যেহেতু ইহার প্রমাণ দ্বারা নিবৃত্তি হয়। পক্ষে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়, যথার্থ হওয়াই প্রমাণের প্রামাণ্য। সুতরাং যে, প্রমাণে টেকে না, সেই-ই অপ্রমাণ। অপ্রমাণ বিপর্য্যয়-বৃত্তির প্রমাণ দ্বারা কোথায় নিবৃত্তি হয়? তাহার কোনো উদাহরণ আছে? আছে। দ্বিচন্দ্র দর্শনই তাহার উদাহরণ। দেখ, এখানে প্রমাণ এক চন্দ্র দর্শন দ্বারা অপ্রমাণ বিপর্য্যয় জ্ঞানের নিবৃত্তি হইতেছে।

ভাষ্য। সেয়ং পঞ্চপর্ব্বা ভবত্যবিদ্যা। অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাইতি। এত এব স্বসংজ্ঞাভিস্তমোমোহোমহামোহস্তামিস্রোঽন্ধতামিস্র ইতি। এতে চিত্তমলপ্রসঙ্গেচাভিধাস্যন্তে ॥ ৮ ॥

এই অবিদ্যার (বিপর্য্যয় জ্ঞানের) পাঁচটি

পাব আছে। অবিদ্যা ১ অস্মিতা ২ রাগ ৩ দ্বেষ ৪ ও অভিনিবেশ ৫ নামে তাহারা প্রসিদ্ধ। অবিদ্যার এই পাঁচটি পাবই ক্লেশস্বরূপ। সাংখ্য বৃদ্ধেরা অবিদ্যাকে তম অস্মিতাকে মোহ রাগকে মহামোহ দ্বেষকে তামিস্র এবং অভিনিবেশকে অন্ধতামিস্র বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই পঞ্চ ক্লেশের বিশেষ রূপে নিরূপণ, চিত্তমলের নিরূপণ সময়ে, করিব ইচ্ছা রহিল। এক্ষণে ক্রমপ্রাপ্ত তৃতীয় বিকল্পবৃত্তি নিরূপিত হইতেছে।

সূঃ। শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ ॥৯

বি+বিশেষ রূপে, কল্প+অধ্যারোপ। ইত্যর্থে জানিয়া শুনিয়াও যে আরোপ জ্ঞান তাহাকে বিকল্প বৃত্তি বা বিকল্প জ্ঞান কহে। এইটি 'বিকল্প' এই শব্দ-লভ্য অর্থ। সমুদয় সূত্রের অর্থ এইরূপ। যে বস্তুর জ্ঞান হইতেছে সেটি অলীক, অথচ তাহার জ্ঞানও সত্যবৎ ও ব্যবহারও সত্যবৎ ঈদৃশ অলীকবস্তু-বিষয়ক যে চিত্তবৃত্তি (জ্ঞান) তাহাকে বিকল্প জ্ঞান কহে।

ভাষ্য। স ন প্রমাণোপারোহী, ন বিপর্য্যয়োপারোহী। বস্তুশূন্যত্বেঽপি শব্দজ্ঞানমাহাত্ম্যনিবন্ধনোব্যবহারোদৃশ্যতে। তদ্ যথা চৈতন্যং পুরুষস্য স্বরূপমিতি। যদা চিতিরেব পুরুষস্তদা কিমত্র কেন ব্যপদিশ্যতে? ভবতি চ ব্যপদেশে বৃত্তিঃ—যথা চৈত্রস্য গৌরিতি। যথা প্রতিষিদ্ধবস্তুধর্ম্মা নিষ্ক্রিয়ঃ পুরুষঃ। তিষ্ঠতি বাণঃ স্থাস্যতি স্থিতইতি। গতিনিবৃত্তৌ ধাত্বর্থমাত্রং গম্যতে। তথা অনুৎপত্তিধর্ম্মা পুরুষ ইতি। উৎপত্তিধর্ম্মস্য অভাবমাত্রমবগম্যতে ন পুরুষান্বয়ী ধর্ম্মঃ। তস্মাদ্ বিকল্পিতঃ স ধর্ম্মঃ। তেন চাস্তি ব্যবহার ইতি ॥ ৯ ॥

এই বিকল্প জ্ঞানকে প্রমাণও বলিতে পারি না, আবার অপ্রমাণও বলিতে পারি না। অর্থাৎ ইহা প্রমাণ বৃত্তির মধ্যেও অন্তর্ভূত হইতে পারে না এবং অপ্রমাণ বৃত্তির (বিপর্য্যয় বৃত্তির) মধ্যেও অন্তর্ভূত হইতে পারে না। ইহা প্রমাণ অপ্রমাণ হইতে স্বতন্ত্র, তৃতীয়, অর্থাৎ স্বনামেই প্রসিদ্ধ। যদ্‌বস্তুবিষয়ক জ্ঞান হইতেছে সেটি ইহার অলীক সুতরাং প্রমাণ আর কিরূপে বলি? পক্ষে অলীককে অলীক রূপে জানিয়া শুনিয়াও সত্যবদ্ জ্ঞান ও সত্যবৎ ব্যবহার হইতেছে সুতরাং অপ্রমাণই বা (বিপর্য্যয় জ্ঞান) কিরূপে বলি? অতএব ইহা প্রমাজ্ঞানও নহে, ভ্রমজ্ঞানও নহে, কিন্তু স্বতন্ত্র একথা কেবল মুখে বলিলে হইবে না, উদাহরণ চাই? উদাহরণ দেখ, জগতে ইহার উদাহরণের অসদ্ভাব নাই, অনেক আছে। অনেক আছে কি, 'অসংখ্য আছে' বলিলেও বলা যায়। সম্প্রতি কতিপয় প্রদর্শন করি।

১ চৈতন্য পুরুষের স্বরূপ।

২ পুরুষ প্রতিষিদ্ধ-বস্তুধর্ম্মা।

৩ পুরুষ নিষ্ক্রিয়।

৪ বাণ থামিতেছে, থামিবে, থামিয়াছে।

৫ পুরুষ অনুৎপত্তিধর্ম্মা।

১। চেতন (পুরুষ) ও চৈতন্য দুই-ই যখন এক বস্তু তখন এই এক বস্তুতে ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভাব কল্পনা কিরূপে হইবে? পক্ষে ভিন্ন বস্তুদ্বয়েইত ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভাব কল্পনা হয়* ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যেমন "চৈত্রের গোরু" দেখ, এখানে চৈত্র ব্যক্তি ও গোরু ভিন্ন বস্তু দ্বয়, এই জন্যই ইহাদের পরস্পর স্ব-স্বামিভাব কল্পনা হইতেছে। এই রূপে "পৃথিবী গন্ধবতী" এই একটি উদাহরণ। এখানেও দেখ, পৃথিবী ও গন্ধ দুটি ভিন্ন বস্তু এই জন্যই ইহাদের ধর্ম্মধর্ম্মি ভাব কল্পনা

* ভিন্ন বস্তুদ্বয়ের কেবল ধর্ম্ম ধর্ম্মিভাব কল্পনা হয় এমন নহে, যেখানে যেমন সম্ভব সেখানে সেই রূপই কল্পিত হয়। স্বস্বামিভাব, জন্য-জনক ভাব বা কার্য্য-কারণ ভাব ইত্যাদি অনেক প্রকার আছে। এ সকলকে সম্বন্ধ কহে। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে এই সকল সম্বন্ধে শব্দের উত্তর ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় ষষ্ঠী বিভক্তি "র" অক্ষর।

হইতেছে। ফলতঃ 'ধর্ম্মধর্ম্মিভাব,' 'স্বস্বামিভাব,' 'জন্যজনকভাব' প্রভৃতি সম্বন্ধ-কল্পনা যে ভিন্ন-বস্তু-দ্বয়েই হইয়া থাকে অভিন্ন এক বস্তুতে হয় না এতদ্বিষয়ে জগতে এরূপ অনেক উদাহরণ আছে, তাহা আর কত দেখাইব। এই অভিন্ন এক বস্তু যে চেতন ও চৈতন্য, ইহার কেন এরূপ ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব কল্পনা হয়? যাহা দ্বারা লোকের 'চেতনের চৈতন্য' এরূপ ভেদ ভাবে জ্ঞান ও সেই জ্ঞানমূলক ঐ রূপ (চেতনের চৈতন্য) ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত বিশেষণ প্রয়োগ হইতেছে, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই বিকল্প জ্ঞান। জগতে মানবগণের যেমন প্রমা জ্ঞান ও ভ্রম জ্ঞান আছে তদ্রূপ একটী স্বতন্ত্র বিকল্প জ্ঞানও আছে। সেই বিকল্প জ্ঞান জন্যই এরূপ ব্যবহার হইতেছে।

২। পুরুষ, প্রতিষিদ্ধ-বস্তু-ধর্ম্মা। ইহার অর্থ, বস্তুধর্ম্মাভাববিশিষ্ট পুরুষ। এইরূপ অর্থেই ঐরূপ প্রয়োগ হইতেছে। অভাব যে কেবলান্বয়ী, স্বলক্ষণ-পরিণাম মাত্র * তবে পুরুষে উহা কি রূপে বিশেষণ হইবে? কেবলান্বয়ী অভাব যদি পুরুষ পদার্থ হইতে অতিরিক্ত হইত তবে ত উহা বিশেষণ হইতে পারে? এই বিকল্প জ্ঞানই অতিরিক্ত করিয়া দিল। সুতরাং বিশেষণ হওয়া আর অসম্ভব নহে।

৩। পুরুষ নিষ্ক্রিয়। এ উদাহরণটিও পূর্ব্ববৎ। ক্রিয়াভাব ও পুরুষ একই পদার্থ তথাপি বিকল্প জ্ঞান নিবন্ধন পুরুষে ক্রিয়াভাব বিশেষণ হইয়া পুরুষ ক্রিয়াভাব-বিশিষ্ট. এইরূপ ঐ উদাহরণের অর্থ হইল।

৪। বাণ থামিতেছে, থামিবে, থামিয়াছে। এখানেও দেখ, 'থাম' ধাতুর † প্রকৃত অর্থ, থামা মাত্র কিন্তু 'ইতেছে' 'ইবে' ও 'ইয়াছে' এই তিনটি প্রত্যয়ের যে ত্রিবিধ কালের বোধার্থ যোগ ও সেই যোগমূলক যে এক থামা তিন হইল। ইহার কারণ কি? এক বস্তুকে যে দুই বস্তু জ্ঞান করে সেই বিকল্প জ্ঞানই এখানে এক থামাকে তিন থামা করিল। ফলতঃ ধাতুর কল্পনা প্রত্যয়ের কল্পনা বর্ত্তমানাদি কালের কল্পনা এ সমস্তই এই বিকল্প জ্ঞানের কার্য্য।

৫। পুরুষ অনুৎপত্তিধর্ম্মা। এই উদাহরণটি দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদাহরণের ন্যায় বুঝিবে। তথাপি কিঞ্চিৎ পরিষ্কার করিয়া দেই। "পুরুষ অনুৎপত্তিধর্ম্মা" বলিতে পুরুষে উৎপত্তি-ধর্ম্ম সকলের * অভাব এই মাত্র বোধ হওয়া উচিত কিন্তু লোকগণের তাহা কৈ হইতেছে? লোক সকল "অনুৎপত্তি-ধর্ম্ম † একটি অসাধারণ ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া উহা পুরুষে বিশেষণ করিয়া দিতেছে‡ ইহার কারণ কি? ইহার কারণ বিকল্প

---

* নৈয়ায়িকগণের ন্যায় সাংখ্যাচার্য্যগণ অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করেন না। ইঁহারা অভাবকে অধিকরণ স্বরূপ বলেন 'ঘটের অভাব পটে' বলিতে ঘটাভাব পটস্বরূপ। 'ঘটের অভাব এই ভূমিতে' এই বলিতে ঘটাভাব এই ভূমি স্বরূপ। কেবল তত্তৎ অধিকরণ স্বরূপ বলিলেও চলিবে না। তত্তৎ অধিকরণের স্বলক্ষণপরিণাম স্বরূপ পর্য্যন্ত বলিতে হইবে। পরিণামের ত্রৈবিধ্য যখন নিরূপিত হইবে তখন স্বলক্ষণ পরিণাম স্পষ্টরূপে বুঝিবেন। এখন আর বিস্তারে কাজ নাই।

† সংস্কৃত ভাষায় 'তিষ্ঠতি' 'স্থাস্যতি' 'স্থিত' এই তিনটি প্রয়োগের মূল ধাতু 'স্থা'। ভাষ্যকার 'স্থা' ধাতুরই উল্লেখ করিয়াছেন। আমি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে ও বুঝাইতে ব্রতী, সুতরাং বাঙ্গলা ভাষায় 'থামিতেছে' 'থামিবে' 'থামিয়াছে' এই তিনটি প্রয়োগের মূল ধাতু 'থাম' বই আর কি বলিব?

* উৎপন্ন পদার্থের পরিস্পন্দাদি ধর্ম্ম সকলকে উৎপত্তি ধর্ম্ম কহে।

† উৎপত্তি-ধর্ম্ম সকলের যে অভাব, তাহারই নাম 'অনুৎপত্তি-ধর্ম্ম'।

‡ অথচ ইহা সকলেই জানেন,—অভাব, বস্তুর কেবলীভাব অর্থাৎ অভাবাধিকরণের সদৃশ পরিণাম মাত্র। এরূপ জানিয়া শুনিয়াও ঐ অভাব স্বরূপ অনুৎপত্তি-ধর্ম্মকে পুরুষের বিশেষণ করিতে ছাড়িতেছে না। ইহাই আশ্চর্য্য! বিকল্প জ্ঞান! তোমার অসাধ্য নাই!!

জ্ঞান।' বিকল্প জ্ঞান নিবন্ধনই পুরুষে এই রূপ বিকল্পিত ধর্ম্ম আরোপিত হইতেছে (০), সুতরাং এরূপ ব্যবহারও হইতেছে § ॥৯॥

এক্ষণে বুদ্ধিবৃত্তির চতুর্থ অবয়ব বা চতুর্থ শাখা নিদ্রাবৃত্তির লক্ষণ সংক্ষেপে নিরূপিত হইবে।

ক্রমশঃ।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য।

তৃতীয় প্রস্তাব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১। চৈতন্য মঙ্গল
বা চৈতন্য ভাগবত।

২। চৈতন্য চরিতামৃত।

বৃন্দাবনদাস-প্রণীত গ্রন্থ অধুনা "চৈতন্য ভাগবত" নামে পরিচিত, কিন্তু পূর্ব্বে এই গ্রন্থ চৈতন্য-মঙ্গল নামে আখ্যাত হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রধানত বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া চৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করেন তিনি বারংবার ইহা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু একবারও বৃন্দাবনদাস-প্রণীত গ্রন্থকে "চৈতন্য ভাগবত" বলেন নাই। অধিকন্তু তিনি স্পষ্ট ভাবে লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য চরিতে ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥
বৃন্দাবন দাস কৈল "চৈতন্য মঙ্গল"
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥"

(চৈ, চ, আদিখণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ।)

"বৃন্দাবন দাস নারায়ণীর নন্দন।
"চৈতন্যমঙ্গল" যিহোঁ করিলা রচন॥
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
"চৈতন্য মঙ্গলে" ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥

(চৈ, চ, আদিখণ্ড একাদশ পরিচ্ছেদ)

"বৃন্দাবন দাস ইহা "চৈতন্যমঙ্গলে"।
বিস্তারি বর্ণিয়াছে চৈতন্য কৃপাবলে॥"

(চৈ, চ, আদি খণ্ড, সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বৃন্দাবনদাস স্বয়ং তাঁহার গ্রন্থকে কি আখ্যা দান করিয়াছিলেন ইহা বলা নিতান্ত কঠিন নহে। তাঁহার গ্রন্থের কোনও কোনও স্থানে "চৈতন্যচরিত" শব্দের পরিবর্ত্তে "চৈতন্যমঙ্গল" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়—

"তবে দুই প্রভু স্থির হই একস্থানে।
বসিলেন চৈতন্য মঙ্গল সঙ্কীর্ত্তনে॥"

(অন্ত্য খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়)

"তথাপি অদ্বৈত বাক্য অলঙ্ঘ্য সভার।
গাইতে লাগিল শ্রী চৈতন্য অবতার॥
নাচেন অদ্বৈত সিংহ আনন্দে বিহ্বল।
চতুর্দ্দিকে গায় সবে চৈতন্য মঙ্গল॥"

(অন্ত্য খণ্ড সপ্তম অধ্যায়

অধিকন্তু চৈতন্যচরিতামৃত পাঠে অবগত হওয়া যায়—কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনদাসের অনুমতি লইয়া নিজগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—

"চৈতন্য লীলার ব্যাস দাস বৃন্দাবন।
তাঁর আজ্ঞায় করি তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ॥"

(চৈ,চ, মধ্যম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ

এই অবস্থায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবন-দাস-রচিত গ্রন্থের যে নাম লিখিয়াছেন তাহাই বৃন্দাবন দাসের অনুমোদিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, মুদ্রিত পুস্তকের, আদি খণ্ডের শেষ ভাগে "ইতি শ্রী চৈতন্য ভাগবতে আদি খণ্ড সম্পূর্ণম্" এই মাত্র উল্লেখ আছে; কিন্তু আমরা যে

(০) অর্থাৎ যাঁহাতে স্পষ্ট পদার্থের ধর্ম্ম কিছুই নাই, তাঁহাতে জানিয়া শুনিয়াও "কিছুই নাই" এইটিই আবার ধর্ম্ম (বিশেষণ) করিয়া দিলাম! হাঃ কুসংস্কার!

§ আমি বিচারাংশ সকল পরিত্যাগ করিয়া অতি সংক্ষেপে স্থূল স্থূল সারাংশ সকল বলিলাম।

মুদ্রিত পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার আদি খণ্ডের শেষ ভাগে (১৬০ পৃষ্ঠায়) "ইতি আদি খণ্ড ও গয়াভূমিগমনং পঞ্চদশোঽধ্যায় সংপূর্ণ।" লিখিত আছে। অতএব বোধ হয় বৃন্দাবন দাস স্বয়ং কখনই তাহার গ্রন্থকে "চৈতন্য ভাগবত" লিখিয়া যান নাই। মুদ্রাঙ্কনকালে বৈষ্ণবগণ চৈতন্য মঙ্গলকে "চৈতন্য ভাগবত" আখ্যা দান করিয়াছে।

কুমারহট্টনিবাসী শ্রীনিবাস বা শ্রীবাস পণ্ডিত চৈতন্যের একজন প্রিয় শিষ্য ও সহচর ছিলেন। উক্ত পণ্ডিতের ভ্রাতৃদুহিতা নারায়ণীর গর্ভে বৃন্দাবন দাস জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয় ভ্রমক্রমে নারায়ণীকে শ্রীনিবাসের দুহিতা লিখিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন—

* * *

শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নাম নারায়ণী।"

(মধ্য খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়।)

যে সময়ে চৈতন্য শ্রীনিবাসের গৃহে বাস করেন, সেই সময়ে নারায়ণী চার বৎসরের বালিকা মাত্র। বালিকা নারায়ণী চৈতন্যের প্রসাদ ভোজন করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিল। চৈতন্য তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। সেই কৃষ্ণপ্রেমমুগ্ধ বালিকার গর্ভে দ্বিতীয় "অগ্নি শর্ম্মা" রূপ বৃন্দাবন দাস জন্ম গ্রহণ করেন। বৈষ্ণবগণ বৃন্দাবন দাসকে ব্যাসদেবের অবতার লিখিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে চৈতন্যঅনুচরদিগের কাণ্ডকীর্ত্তন দর্শনে বোধ হয় তাঁহারা ভাগাভাগীতে এক একটি বিশিষ্ট লোক হওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন।

বৃন্দাবন দাস বোধ হয় চৈতন্যের জীবিতাবস্থায় জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার তিরোধানান্তে "চৈতন্যমঙ্গল" গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। চৈতন্যমঙ্গল সম্ভবত শকাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ ভাগে রচিত হইয়াছিল।

ন্যায়রত্ন মহাশয় বৃন্দাবন দাসের "পাণ্ডিত্য" ও "কবিত্বের" কিঞ্চিৎ প্রশংসা করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় বৃন্দাবন দাস এক জন পণ্ডিত কিন্তু সুকবি নহেন। তাঁহার কাব্য নীরস।

চৈতন্যমঙ্গল-রচনার অল্প কাল পরেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করেন। এই গ্রন্থ শকাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্তে কিম্বা ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস বৈদ্যজাতীয়। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী ঝমাতপুরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি নিজ গ্রন্থের আদি খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে যে রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা অনুমিত হয়, তিনি বলরামের অবতার নিত্যানন্দের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন। চৈতন্যের শিষ্য ও সহচর খ্যাতনামা রূপ, সনাতন ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পদাশ্রয় ও শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে অবস্থানকালে তিনি নিজ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য-চরিতামৃতে বারংবার বলিয়াছেন, কৃষ্ণাবতারে ব্যাস যেরূপ ভগবানের চরিত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেইরূপ চৈতন্যাবতারে ব্যাসের অবতার বৃন্দাবন দাস "চৈতন্যমঙ্গল" গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস যে সকল বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন তাহার বিস্তৃত বর্ণনাই কৃষ্ণদাসের প্রধান উদ্দেশ্য।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ সুকবি ও পণ্ডিত। তাঁহার কাব্য অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল। ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন "চরিতামৃতের ভাষা বিশেষ সুশ্রাব্য বা সুন্দর নহে।" চৈতন্যমঙ্গল ও

চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষা সেকালে অর্থাৎ কতক বিশুদ্ধ সংস্কৃত, কতক প্রাকৃত কতক নিতান্ত অপভ্রংশ গ্রাম্য শব্দ ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখা যায়, তথাপি চৈতন্য-চরিতামৃত চৈতন্যমঙ্গল অপেক্ষা প্রাঞ্জল। কিন্তু চরিতামৃতে ভাষা একটুকু বাঁকা, কৃষ্ণদাস কবিরাজ চরিতামৃতে বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ভূরি ভূরি বচন উদ্ধৃত ও প্রমাণস্থলে প্রয়োগ করিয়া বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু চৈতন্যের অবতারত্ব প্রমাণ করিবার জন্য তিনি যে সকল বচন কৌশল-সহকারে স্বগ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন তৎপাঠে আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না। সংস্কৃত বচনের এত বাহুল্য না হইলে গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত সুপাঠ্য হইত।

উভয় গ্রন্থই আদি, মধ্য ও অন্ত্য তিন খণ্ডে বিভক্ত। চৈতন্যমঙ্গল আদি খণ্ডে ১৫, মধ্য খণ্ডে ২৬, ও শেষ খণ্ডে ৮টী অধ্যায়। চৈতন্য চরিতামৃতে আদি খণ্ডে ১৭, মধ্য খণ্ডে ২৫ ও অন্ত্য খণ্ডে ২০টী পরিচ্ছেদ।

উভয় গ্রন্থই চৈতন্যের জীবন-চরিতমূলক। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রন্থকারদ্বয়ের গোঁড়ামি নিবন্ধন অসাধারণ ঈশ্বর-প্রেমিক চৈতন্যের চরিত্রেও কিঞ্চিৎ কলঙ্ক নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাঁহারা কথায় কথায় চৈতন্যকেও অগ্নিশর্ম্মা রূপে পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা চৈতন্যের বাল-স্বভাবের কথা বলিতেছি না। যে সময়ে তিনি ঈশ্বরের প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছেন, দয়াময় পরমেশ্বরের দয়া ও ক্ষমার প্রতিবিম্ব তাঁহার হৃদয়ে পূর্ণভাবে পতিত হইয়াছে সে সময়েও আমরা কখন কখন তাঁহার উগ্রচণ্ড রূপ দর্শন করিয়া আন্তরিক বেদনা অনুভব করিয়া থাকি। যাহা হউক এই দুই গ্রন্থ অবলম্বনে এক্ষণে আমরা চৈতন্যের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত পাঠকদিগকে উপহার অর্পণ করিতেছি।

চৈতন্য।

বঙ্গেশ্বর আদিশূরের ন্যায় জয়ন্তীয়াপতি আদিত্য সত্যসিন্ধু আর্য্যাবর্ত্ত হইতে একদল বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। সেই ব্রাহ্মণগণের সন্তান সন্ততিগণ "শ্রীহট্টের বৈদিক" নামে খ্যাত। সেই বৈদিককুলজাত—

"শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র নাম।
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্‌গুণ প্রধান॥
সপ্ত মিশ্র তার পুত্র সপ্ত ঋষীশ্বর।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর॥
জগন্নাথ জনার্দ্দন ত্রৈলোক্য নাথ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ॥"

(চৈ, চ, আদিখণ্ড, ১৩ পরিচ্ছেদ।)

জগন্নাথ মিশ্র বিদ্যাভ্যাস জন্য নবদ্বীপে বাস করিতেছিলেন। তথায় নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর(১) দুহিতা শচীর সহিত তাহার পরিণয় কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। শচীর গর্ভে ক্রমে ক্রমে জগন্নাথের ৮টী কন্যা জন্মিয়া শৈশবেই কালকবলিত হয়। তৎপরে তাঁহাদের একটী পুত্র জন্মে। সেই শিশুর নাম বিশ্বরূপ রাখা হইয়াছিল। বিশ্বরূপের জন্মের পর শচী পুনর্ব্বার অন্তঃসত্ত্বা হইলেন।

"হৈতে হৈতে হৈল গর্ভ ত্রয়োদশ মাস।
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে মিশ্রের হল ত্রাস॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কহিল গণিয়া।
এই মাসে পুত্র হবে শুভক্ষণ পাঞা॥
চৌদ্দশত সাত শকে মাস ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকাল হৈল শুভক্ষণ॥

(১) পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে যে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও শ্রীহট্ট নিবাসী। আধুনিক লেখকগণ চক্রবর্ত্তীকে "নবদ্বীপ নিবাসী" লিখিয়া চৈতন্যের উপর পশ্চিম বঙ্গের আংশিক স্বত্বাবধারণ করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু আমরা শ্রীহট্টবাসীদিগের প্রতি অবিচার করিতে পারি না। চৈতন্যের উপর তাহাদের সম্পূর্ণ স্বত্ব রহিয়াছে।

সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব শুভক্ষণ॥
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন॥
এত জানি চন্দ্রের রাহু করিলা গ্রহণ।

* * * *

(চৈ, চ, আদিখণ্ড, ১৩ পরিচ্ছেদ।)

এতদ্দ্বারা উপপাদিত হয় যে মিশ্রের দ্বিতীয় পুত্র ত্রয়োদশ মাস মাতৃগর্ভে বাস করত ১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যা-কালে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম-কালে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রোপরি পতিত হইয়াছিল। প্রতিবেশিনীরা সেই বালকের নিমাই আখ্যা দান করেন। কিন্তু নামকরণ কালে তাঁহার নাম বিশ্বম্ভর হইয়াছিল।

যে সময়ে নিমাই বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করেন প্রায় সেই সময়ে পঞ্জাবে ও ইয়োরোপে আরও দুইটী বালক ভূমিষ্ঠ হয়। উত্তর কালে এই তিনটী শিশুর জীবন এক স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছিল। বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে পঞ্জাব-দেশ-জাত বালক নানক ও ইউরোপ-জাত বালক লুথার।

নিমাইকে তাঁহার অনুচরগণ কখন বা পূর্ণ ব্রহ্মের ও কখন বা ব্রজরাজনন্দন কৃষ্ণের অবতার লিখিয়াছেন এবং তজ্জন্য তাঁহার জন্মের অগ্রপশ্চাতে ভূরি ভূরি অলৌকিক ঘটনা বর্ণন করিয়াছেন। আমরা সে সমস্ত অমূলক কথার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করি।

শৈশবাবস্থায় নিমাই অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। তিনি প্রতিবেশীদিগের গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক খাদ্য দ্রব্য অপহরণ করিতেন। এ জন্য জনক জননী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলে নিজ গৃহের দ্রব্যাদি অপচয় ও মৃৎপাত্র সকল চূর্ণ করিতেন। স্ত্রীলোকেরা ইষ্ট দেবতার পূজার জন্য নৈবেদ্যাদি লইয়া গঙ্গাতীরে গমন করিলে নিমাই তাহা বল-পূর্ব্বক গ্রহণ ও ভোজন করিতেন। গোঁড়া চরিতাখ্যায়কগণ এই সকল কুকার্য্যকেও বাল্যলীলা বলিয়া নানা প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চরিতামৃতকার এক স্থানে চৈতন্যের মুখে "গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর।" এই পদটী বলাইয়া যে কত আনন্দ অনুভব করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। চৈতন্য জ্ঞান লাভ করিয়া কখনও এবম্প্রকার কিছু বলেন নাই বাল্যকালে অজ্ঞানাবস্থায় ইহা বলিয়া থাকিলেও সেই কথার উল্লেখ করিয়া গৌরব করা নিতান্ত অজ্ঞানের কার্য্য। শাক্তগণ দুর্গাকে ব্রহ্মরূপিণী ও আদ্যাশক্তি এবং শৈবগণ শিবকে দেবদেব ও মহেশ্বর বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। যে ভাবেই হউক এই সকল সম্প্রদায় একমাত্র ঈশ্বরেরই উপাসনা করিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের ইষ্ট দেবতাকে দাস দাসী বলিয়া যে বর্ণনা করে ইহা নিতান্ত অন্যায় কার্য্য। চৈতন্য-সহচরদিগের গোঁড়ামি ও ঘৃণিত কার্য্যগুলি নিতান্ত লজ্জাজনক। (১)

(১) জনৈক চৈতন্যানুচর "পণ্ডিতের" নিকট একদা আমরা যাহা শ্রবণ করিয়াছি, পাঠকগণ তাহা শ্রবণ করুন * * * গোস্বামী আহার করিলে পর তাহার স্ত্রী স্বীয় পুত্রকে বলিলেন যাও বাবা তোমার পিতার প্রসাদ গ্রহণ কর, তৎপরে আমি ভোজন করিব, পুত্র বলিলেন না মা আপনি অগ্রে প্রসাদ গ্রহণ করুন আমি তৎপরে আপনার প্রসাদ গ্রহণ করিব। মাতা বলিলেন বাবা সে কি হইতে পারে, তুমি প্রভুবংশজ গোস্বামীসন্তান আমি শাক্ত বামনের মেয়ে, আমি কি তোমাকে প্রসাদ দিতে পারি। পাঠকগণ ইহা লেখকের কল্পিত গল্প মনে করিবেন না, আমরা স্বকর্ণে জনৈক বৈষ্ণব-নাম-ধারী অবৈষ্ণবের মুখে এই ঘৃণিত গল্প শ্রবণ করিয়াছি। ন্যায়রত্ন মহাশয় "নিরীহস্বভাব বৈষ্ণবদিগের" পক্ষ সমর্থন করিয়া ২১৪টী কথা বলিয়াছেন (৫৫।৫৬ পৃষ্ঠা।) বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দ্বারা যে

নিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় তাঁহার অগ্রজ বিশ্বরূপ গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নিরুদ্দেশ হন। এই আকস্মিক ঘটনা দ্বারা চৈতন্যের চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন বর্ত্তমান অবস্থায় তিনি বৃদ্ধ জনক জননীর এক মাত্র অবলম্বন ও আশ্রয়। তাঁহার চঞ্চল স্বভাব বিদূরিত হইল, তিনি মনোযোগ পূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন।

"যে অবধি বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
তদবধি প্রভু চিত্তে হইয়া সুস্থির॥
নিরবধি থাকে পিতামাতার সমীপে।
দুঃখ পাসরায় সুখে জননী জনকে॥
খেলা সম্বরিয়া প্রভু যত্ন করি পড়ে।
তিলার্দ্ধেক পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে॥"

(চৈ, ম, আদিখণ্ড, ৬ অধ্যায়।)

বিদ্যাভ্যাসকালে নিমাইএর অসাধারণ ধীশক্তি দর্শনে, অধ্যাপক ও তাঁহার সহাধ্যায়িগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন।

"একবার যে সূত্র পড়িয়া প্রভু যায়।
আর বার উলটিয়া সভারে ঠৈকায়॥
দেখিয়া অপূর্ব্ব বুদ্ধি সভেই প্রশংসে।"

* * * *

(চৈ, ম, আদিখণ্ড ৬ অধ্যায়।)

"যত ব্যাখ্যা গঙ্গাদাস পণ্ডিত করেন।
সকৃৎ শুনিলে মাত্র ঠাকুর ধরেন॥
গুরুর সকল ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন।
পুনর্ব্বার সেই ব্যাখ্যা করেন স্থাপন॥
সহস্র সহস্র শিষ্য পড়ে যত জন।
হেন কার শক্তি নাহি করয়ে দূষণ॥
দেখিয়া অদ্ভুত বুদ্ধি গুরু হরষিত।
সর্ব্বশিষ্য শ্রেষ্ঠ করি করিল পূজিত।"

চৈ, ম, আদি খণ্ড ৭ অধ্যায়।

গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়া নিমাই বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট সাহিত্য অলঙ্কারাদি অধ্যয়ন করেন। বাসুদেবের ছাত্রগণমধ্যে চৈতন্য, রঘুনাথ ও রঘুনন্দনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অল্প বয়সেই নিমাই সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন এবং অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন।

যৌবনের প্রারম্ভে নিমাই বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীর বিমল প্রণয়ে মুগ্ধ হন। লক্ষ্মী যেরূপ সুন্দরী নিমাইও সেইরূপ সুন্দর, সুপুরুষ ছিলেন। সুতরাং লক্ষ্মীও তাঁহার ন্যায় প্রেমানুরাগিণী হইয়া পড়েন। তাঁহাদের বিবাহ হইবার পূর্ব্বে গোপনে প্রকৃত বিবাহ হইয়া গিয়াছিল।

"এক দিন বল্লভাচার্য্য কন্যা লক্ষ্মী নাম।
দেবতা পূজিতে আইল করি গঙ্গাস্নান॥
তারে দেখি প্রভু হৈল সাভিলাষ মন।
লক্ষ্মী চিত্তে সুখ পাইল প্রভুর দর্শন॥
সাহজিক প্রীত দুহার করিল উদয়।
বাল্যভাবে ছন্নতনু হইল নিশ্চয়॥
দুঁহা দেখি দুঁহার চিত্তে হইল উল্লাস।
দেবপূজা ছলে কৈল দুহে পরকাশ॥
প্রভু কহে আমা পূজ আমি মহেশ্বর।
আমারে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর॥
লক্ষ্মীতার অঙ্গে দিলা পুষ্পচন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন॥
প্রভু তার পূজা পাঞা হাসিতে লাগিল।
শ্লোক পড়ি তার ভাব অঙ্গিকার কৈল।"

(চৈ, চ, আদিখণ্ড ১৪ পরিচ্ছেদ।)

এই সময় জগন্নাথ মিশ্র পরলোক গমন করিলে নিমাই শাস্ত্রানুসারে তাঁহার প্রেতকার্য্য সম্পাদন করেন। তৎপরে বনমালী ঘটক নিমাই ও লক্ষ্মীর প্রণয়-বৃত্তান্ত অব-

বাঙ্গালা ভাষার বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছে, তাহা আমরা স্বীকার করিতেছি কিন্তু তাহাদের গোঁড়ামি নিতান্ত ঘৃণা ও লজ্জাজনক।

গত হইয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। শচী প্রথমত এই বিবাহে অসম্মত ছিলেন, কিন্তু পশ্চাৎ পুত্রের মনোভাব জ্ঞাত হইয়া অচিরাৎ বল্লভ-দুহিতার সহিত নিমাইএর পরিণয়-কার্য্য সম্পাদন করিলেন।

অল্পকাল মধ্যে নিমাই একজন প্রধান পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত হইলেন। বাঙ্গলার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে বহুসংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। চৈতন্য-চরিতাখ্যায়কগণ লিখিয়াছেন এই সময়ে নিমাই জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে জয় করিয়া অসাধারণ যশোলাভ করিয়াছিলেন।

এই সকল ঘটনার পর নিমাই পিতৃভূমি সন্দর্শনার্থ শ্রীহট্ট প্রদেশে গমন করেন। বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীহট্টের পরিবর্ত্তে "বঙ্গদেশ" লিখিয়াছেন। বোধ হয় তাঁহাদের লিখিত "বঙ্গ" প্রকৃত "বঙ্গ" হইতে বিস্তৃত। আমরা দেশ-প্রচলিত প্রবাদ ও চৈতন্যের উত্তর কালের কার্য্য দ্বারা "বঙ্গে গমন" কে "শ্রীহট্ট গমন" অবধারণ করিলাম। নবদ্বীপনিবাসী হইলেও "নিমাই" এর প্রতি ব্যঙ্গোক্তি পূর্ব্বক "ছিলটীয়া" বা "ছিলটী" শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন নিমাই শ্রীহট্টের কদর্য্য ভাষার উল্লেখ করিয়া শ্রীহট্টবাসীদিগকে বিদ্রূপ করিলে তাঁহারা তাঁহাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন—

" * * * *

তুমি কোন দেশী তাহা কহত নিশ্চয়॥'
পিতা মাতা আদি করি যতেক তোমার।(৩)
বল দেখি শ্রীহট্টে জন্ম না হয় কাহার॥
আপনি হইয়া শ্রীহট্টিয়ার তনয়।
তবে ঢোল কর কারে অন্যে দুঃখ পায়॥"

নিমাই কিছুকাল শ্রীহট্টে বাস করিয়াছিলেন। এই সময়ে পতিবিরহকাতরা লক্ষ্মী সর্প-দংশনে মানব-লীলা সম্বরণ করেন।

নিমাই শ্রীহট্ট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পতিপ্রাণা পত্নীর মৃত্যু-সম্বাদ অবগত হইলেন। তিনি প্রথমত পত্নী-বিয়োগ-শোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন। এই শোক হইতেই তাঁহার হৃদয়ে সংসার-বৈরাগ্য ও বৈরাগ্য হইতে ঈশ্বর-প্রেমের সূত্রপাত হয়।

"প্রিয়ার বিরহ দুঃখ করিয়া স্বীকার।
স্তব্ধ হই রহিলেন সর্ব্বদেবসার॥
লোকানুকরণ দুঃখ ক্ষণেক করিয়া।
কহিতা লাগিলা কিছু ধৈর্য্য চিত্ত হৈয়া॥
"কস্য কে পতিপুত্রাদ্যা মোহএবহি কেবলং।"

বৃদ্ধা জননীর অনুরোধে নিমাইকে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। এবার তিনি "পণ্ডিতরাজ" সনাতনের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার অন্তেবাসী ধনবান যুবক বুদ্ধিমন্ত এই বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহে নিমাইএর সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল বলিয়া বোধ হয় না, কারণ লক্ষ্মীর বিয়োগে তাঁহার হৃদয়ে যে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, দিন দিন সেই বৈরাগ্য বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার মনকে এক অদ্ভুত ও পুণ্যময় পথে প্রধাবিত করিবার সূত্রপাত করিল। সেই বৈরাগ্যপূর্ণ হৃদয়ে তিনি ভক্তি-রত্নাকর শ্রীমদ্ভাগবতে নিমজ্জিত হইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া পূর্ব্বপত্নী লক্ষ্মীর অভাব পূর্ণ করিতে পারিলেন না, দাম্পত্য প্রেমের পরিবর্তে তাঁহার হৃদয়ে জগতের সারভূত পবিত্র ঈশ্বর-প্রেমের প্রতিবিম্ব পতিত হইল।

সেই বৈরাগ্যপূর্ণ হৃদয়ে তিনি প্রেমময়ী পূর্ব্বপত্নীর প্রেতকৃত্য সম্পাদন

(৩) এতদ্দ্বারা অনুমিত হইতেছে নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীও শ্রীহট্টবাসী ছিলেন। বোধ হয় জগন্নাথ ও শচীর পরিণয় কার্য্য দ্বারা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর নবদ্বীপে আসিবার সূত্রপাত হয়।

জন্য গয়াক্ষেত্রে গমন করেন। সেই-স্থানে ঈশ্বর পুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। পুরী এক জন পণ্ডিত ও ঈশ্বর-প্রেমিক প্রকৃত বৈষ্ণব। ঈশ্বর পুরী সর্ব্বদা নিমাইকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহার সেই উপদেশে নিমাইএর বৈরাগ্যপূর্ণ হৃদয়ের অন্তস্তল অবধি বিদ্ধ হইল। তিনি পুরীর নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। (৪)

লক্ষীর মৃত্যু হইতে নিমাইএর হৃদয়ে যে অনল-প্রচ্ছন্ন ভাবে জ্বলিতেছিল ঈশ্বর পুরীর উপদেশরূপ-ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত হইয়া তাহা সুবিমল জ্যোতি ধারণ পূর্ব্বক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। নিমাই ঈশ্বর-প্রেমে উন্মত্ত হইলেন।

"প্রভু বলে গয়া করিবারে আইলাম।
সার্থক হইল ঈশ্বর পুরী দেখিলাম ॥
আর দিন নিভৃতে ঈশ্বর পুরী স্থানে।
মন্ত্র দীক্ষা চাহিলেন মধুর বচনে ॥
পুরী বলে মন্ত্র বা বলিয়া কোন্ কথা।
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্ব্বথা ॥
তবে তার স্থান শিক্ষাগুরু নারায়ণ।
করিলেন দশাক্ষর মন্ত্রের গ্রহণ ॥
তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীরে।
প্রভু বলে দেহ আমি দিলাম তোমারে ॥
হেন শুভ দৃষ্টি তুমি করহ আমারে।
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণপ্রেমের সাগরে ॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীঈশ্বর পুরী।
প্রভুরে দিলেন আলিঙ্গন বক্ষে ধরি ॥
দোঁহার নয়ন জলে দোঁহার শরীর।
সিঞ্চিত হইল প্রেমে কিছু নহে স্থির ॥

*　*　*
*　*　*　*

ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু প্রেম প্রকাশিয়া।
কান্দিতে লাগিলা অতি উচ্চঃ করিয়া ॥
কৃষ্ণরে বাপরে প্রাণ জীবন শ্রীহরি।
কোন্ দিগে গেল মোর প্রাণ করি চুরি ॥
পাইনু ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা।
শ্লোক পড়ি পড়ি প্রভু কান্দিতে লাগিলা ॥
প্রেম ভক্তি রসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর।
সকল শ্রীঅঙ্গ হৈল ধূলায় ধূষর ॥
আর্ত্তনাদ করি প্রভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
ভাসিলেন নিজ ভক্তি বিরহ সাগরে ॥
যে প্রভু আছিল অতি পরম গভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে আপনে অস্থির ॥
কোথা গেল বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়া আমারে।
গড়াগড়ি যায়েন কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে ॥"

(চৈ ম আদি খণ্ড, ১৫ অধ্যায়।)

ক্রমশঃ।

তত্ত্ব-কৌমুদী ও আদি ব্রাহ্ম-সমাজ।

গত ১৬ই ফাল্গুনের তত্ত্ব-কৌমুদীতে আদি ব্রাহ্মসমাজের নিন্দাবাদপূর্ণ একটি ক্ষুদ্র প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ প্রস্তাবের প্রারম্ভেই লিখিত হইয়াছে। "পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার প্রণীত "নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" নামক নব প্রকাশিত পুস্তিকায় লিখিয়াছেন যে অতি অশুভ ক্ষণে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার ক্ষমতার পরিচালন দ্বারা সমাজের উন্নতি ও স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রতিরুদ্ধ করেন, এবং সেই হইতেই সমাজের সজীবতার পথ রুদ্ধ হইয়াছে এবং অধোগতির পথ প্রসারিত হইয়াছে। এই স্থল পাঠ করিলে ভাষার নিয়মানুসারে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি রোধ করিয়া-

(৪) বোধ হয় চৈতন্যের গুরু কুমারহট্টনিবাসী ঈশ্বরপুরী একজন কায়স্থ জাতীয়।
"বলেন ঈশ্বরপুরী আমি শূদ্রাধম।"
(চৈতন্যমঙ্গল, আদিখণ্ড, নবম অধ্যায়।)
"প্রভু বলে কুমারহট্টরে নমস্কার।
শ্রীঈশ্বরপুরীর যে গ্রামে অবতার ॥"
(চৈতন্যমঙ্গল, আদিখণ্ড, ১৫ অধ্যায়।)

ছেন এমত বুঝায়। সম্পাদক মহাশয়ের ইহাই কি বলিবার অভিপ্রায়?

আমরা আমাদের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কোন অপৌত্তলিক ক্রিয়া না করিয়া উপবীত গ্রহণ করিলে ধর্ম্মের কি হানি হইতে পারে? এ বিষয়ে তত্ত্ব-কৌমুদী যুক্তি না দেখাইয়া কেবল গালির আশ্রয় লইয়াছেন।

তত্ত্ব-কৌমুদী লিখিয়াছেন যে উপবীতের বিভীষিকায় অনেক সাধারণ ব্রাহ্ম আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বারদেশে পদার্পণ করিতে ইচ্ছা করেন না। অত্যন্ত বিরুদ্ধমতাবলম্বী ব্যক্তি দিগের উপাসনালয় সম্বন্ধেও এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা উচিত হয় না, যেহেতু যে কোন মতাবলম্বীর উপাসনালয় হউক না কেন ঈশ্বরোপাসনার স্থান বলিয়া তাহা একটি পবিত্র স্থান মনে হয় এবং তাহার ভিতর প্রবেশ করিবার কালে প্রকৃত ব্রাহ্মের মনে একটি পবিত্র ভাবের উদয় হয়। তিনি পৃথিবীস্থ কোন উপাসনালয়ের প্রতি এরূপ ঘৃণা প্রকাশ করেন না। বিশেষতঃ যে আদি ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে তত্ত্বকৌমুদী উল্লিখিত প্রস্তাবে লিখিয়াছেন যে তাহার ধর্ম্মমতের সহিত তাঁহাদিগের বা শিক্ষিতদিগের কোন বিরোধ নাই সেই আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্বন্ধে এরূপ ভাষা কত দূর প্রয়োগযোগ্য তাহা পাঠকবর্গ অনায়াসে বিবেচনা করিতে পারেন। সাম্প্রদায়িক অনৌদার্য্য ও আধ্যাত্মিক গর্ব্ব ইহা অপেক্ষা আর কত দূর যাইতে পারে? আদি ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষীয় সকল ব্রাহ্মসমাজের পিতা স্বরূপ। আদি ব্রাহ্মসমাজ না থাকিলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোথা হইতে উৎপত্তি হইত? পিতার প্রতি কি ঐরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতে হয়? তিনি কৃতজ্ঞতা চাহেন না, কেবল মাত্র একটু বিনয় চাহেন। তত্ত্বকৌমুদী উক্ত সংখ্যার কোন স্থলে বলিয়াছেন যে গত সাম্বৎসরিক উৎসব হইতে তাঁহারা এই বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন যে তাঁহাদিগের বিনয় শিক্ষা হইয়াছে। ইহার প্রমাণ হাতে হাতেই পাওয়া গেল!!

যশোলিপ্সা।

আমরা যে সকল নীচ প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য করি তন্মধ্যে যশোলিপ্সা একটি। বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে স্বার্থপরতা যশোলিপ্সার মূলে অবস্থিতি করিতেছে। অনেকের বিশ্বাস যশোলিপ্সা মনুষ্য-হৃদয়ের একটি সৎপ্রবৃত্তি, কিন্তু স্বার্থপরতা যাহার ভিত্তি তাহাকে কি প্রকারে সৎপ্রবৃত্তি বলা যাইতে পারে! যাঁহারা যশোলিপ্সার অধীন হইয়া মহৎ কার্য্য করেন তাঁহাদিগকে আমরা মহৎ ব্যক্তি বলিতে পারি না। যশোলিপ্সা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া অনেকে অনেক মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া পৃথিবীতে মহৎ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা মহৎ-নামের বাচ্য নহেন। যিনি যশোলাভের আশায় নানা কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিয়া পরোপকার সাধন করেন তিনি প্রকৃত পরোপকারী নহেন। যিনি যশোলাভেচ্ছায় স্বদেশের হিতসাধন করেন তিনি প্রকৃত স্বদেশানুরাগী নহেন। যিনি ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবার জন্য নানা ধর্ম্ম-কার্য্য সম্পাদন করেন তিনি প্রকৃত ধার্ম্মিক নহেন। যশোলাভার্থী ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তির সকল ধর্ম্মই ব্যর্থ হয়। বস্তুতঃ কার্য্য দ্বারা ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক বুঝা যায় না, কার্য্যের উদ্দেশ্যই ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক প্রমাণ করিয়া দেয়। যশোলাভ করিব যে ব্যক্তির ধর্ম্মাচরণের এই স্বার্থসাধক নীচ উদ্দেশ্য সে সহস্র ধর্ম্ম-কার্য্য করিলেও ধার্ম্মিক

নামের যোগ্য হইতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিব, আমাদের কর্ত্তব্য পালন করিব, যাহার ধর্ম্মাচরণের এই মহৎ নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্য সে যৎসামান্য ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন করিলেই ধার্ম্মিক নামের উপযুক্ত হয়। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি কেবল স্বীয় কর্ত্তব্য-বোধ দ্বারা চালিত হইয়াই ধর্ম্মাচরণ করেন। যাহা আমার কর্ত্তব্য, যাহা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য তাহা পালন করিব, তাহার যে ফল হউক তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও করিব না, প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি এই মহৎ উচ্চ নিঃস্বার্থ ভাবে উত্তেজিত হইয়া ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন করেন। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তির আত্মায় যশোলিপ্সার স্থান নাই। যশঃসৌরভে তিনি কদাপি আকৃষ্ট হয়েন না। যশের মোহন সৌন্দর্য্য তাঁহাকে কখন মুগ্ধ করিতে পারে না। তিনি যশের প্রতি কখন কিছুমাত্র সমাদর প্রকাশ করেন না। যশোলিপ্সার পরিবর্ত্তে কর্ত্তব্য-পালনেচ্ছা তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া বাস করে। তিনি যাহা কিছু করেন কর্ত্তব্যপালনরূপ পবিত্র মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য করিয়া থাকেন। তাঁহার হৃদয়-ব্যাপী-কর্ত্তব্য-পালনেচ্ছার উজ্জ্বল পবিত্রতার সম্মুখে নীচ অপবিত্র যশোলাভেচ্ছা অগ্রসর হইতে সক্ষম হয় না।

যশোলাভেচ্ছায় ধর্ম্মপালন করা নিতান্ত অস্বাভাবিক, কর্ত্তব্য-বোধ দ্বারা প্রয়োজিত হইয়া ধর্ম্মসাধন করাই স্বাভাবিক। যশোলিপ্সায় স্বার্থপরতা বর্ত্তমান, কিন্তু কর্ত্তব্য-বোধে স্বার্থপরতার লেশমাত্র নাই। ধর্ম্মের সহিত স্বার্থের কোন সম্বন্ধ নাই, অতএব স্বার্থপরতামূলক-যশোলিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য যে ধর্ম্মকার্য্য করা যায় তাহাকে কি প্রকারে ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে? ঈশ্বর আমাদিগের প্রত্যেকের হৃদয়ে কর্ত্তব্য-বোধ নিহিত করিয়া দিয়াছেন। সেই কর্ত্তব্য-বোধ দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা সকল কার্য্য সম্পাদন করি ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। কর্ত্তব্য-বোধ দ্বারা নিয়োজিত হইয়া কার্য্য করিলে আমাদিগের অধর্ম্মে পতিত হইবার বড় অল্প সম্ভাবনা থাকে, কেন না তখন কর্ত্তব্যপালনই আমাদের কার্য্যের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়। যশোলিপ্সা দ্বারা নিয়োজিত হইয়া কার্য্য করিলে আমাদিগের পাপে নিমগ্ন হইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা থাকে, কেন না তখন যশোলাভই আমাদের কার্য্যের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়। কর্ত্তব্য-বোধানুসারে কার্য্য করিলে যাহা করিব তাহা কর্ত্তব্য কি না তাহা স্থির নিশ্চয় না করিয়া তাহা করিতে প্রবৃত্ত হই না, কিন্তু যশোলাভেচ্ছায় কার্য্য করিলে তাহা কর্ত্তব্য কি না তাহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তাহাতে যশ লাভ হইবেক কি না তাহাই লক্ষ্য করিয়া তাহা করিতে প্রবৃত্ত হই। যশোলিপ্সা দ্বারা পরিচালিত হইলে আমরা আমাদের বিশ্বাসের বিপরীতাচরণ করিতে ও নানা বিগর্হিত কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ হই না। যশোলিপ্সা এরূপ নীচ প্রবৃত্তি যে উহাকে প্রশ্রয় দিলে উহা আমাদিগকে পাপে প্রবৃত্ত করিতে ত্রুটি করে না। ধর্ম্মকার্য্যের এই অস্বাভাবিক পরিচালক যে যশোলাভেচ্ছা তাহা হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া উহার স্বাভাবিক পরিচালক যে কর্ত্তব্য-বোধ তাহার অধীন হওয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। ধর্ম্মসাধনেচ্ছু ব্রাহ্মগণের স্ব স্ব হৃদয় হইতে যশোলিপ্সা উৎপাটিত করিয়া তাহার স্থানে কর্ত্তব্যপালনেচ্ছা স্থাপন করা অতীব কর্ত্তব্য। যত দিন কণামাত্র যশোলিপ্সা আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইবে ততদিন আমরা প্রকৃতরূপে ধর্ম্মসাধনে সক্ষম হইব না।

যশোলিপ্সারূপ দূষিত অপবিত্র বায়ু যতদিন আমাদের হৃদয়াকাশে প্রবাহিত হইবে তত কাল আমরা যে কোন ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন করিব উহা সে সকলকেই কলুষিত করিবে, অধর্ম্মে পরিণত করিবে। অনেকানেক ব্রাহ্মকে যশোলিপ্সাক্রান্ত বলিয়া লোকে তাঁহাদিগকে দোষ দিয়া থাকে। বাস্তবিক তাঁহারা যে যশোলিপ্সার অধীন তাহা তাঁহাদের বাক্য ও কার্য্যে প্রকাশ করিয়া থাকে। তাঁহারা যশোলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য-বোধকে হীন মলিন, ক্ষীণ ও নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিতেছেন। তাঁহারা যশোলিপ্সাকে বিনাশ করিয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য-বোধকে জাগান এবং তাহার স্বাভাবিক পরিচালন দ্বারা তাহাকে বলীয়ান করুন, পবিত্র করুন, উজ্জ্বল করুন। যশোলিপ্সা অতি নীচ, অতি ঘৃণার্হ জানিয়া, উহা আধ্যাত্মিক উন্নতির একটি ভয়ানক প্রতিবন্ধক জানিয়া প্রত্যেক ধর্ম্মানুরাগী ব্রাহ্ম উহা পরিত্যাগ করুন, এবং উহার স্থানে কর্ত্তব্য-পালনেচ্ছা প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহাকে স্বীয় হৃদয়-রাজ্যে আধিপত্য করিতে দিউন, দেখিবেন, যশোলিপ্সার নীচাশয়তা স্বার্থপরতা হইতে মুক্ত হইয়া এবং কর্ত্তব্য-পালনেচ্ছার বিমল নিঃস্বার্থপরতা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া তাঁহাদের আত্মা পবিত্র হইবে, মহান হইবে, স্বর্গীয় ভাবে সুন্দর হইবে, এবং ধর্ম্মসাধনে যে ভূমানন্দ লাভ করা যায় তাহা তাঁহারা প্রকৃত রূপে উপভোগ করিতে সমর্থ হইবেন। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি ব্রাহ্মগণের হৃদয় হইতে যশোলিপ্সা উৎপাটিত করিয়া এবং তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য-পালনের নিঃস্বার্থ সুমহৎ ইচ্ছা তাঁহাদিগের আত্মায় জাগাইয়া তাঁহাদিগের ধর্ম্মসাধনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিউন।

সমালোচন

বামাতোষিণী। শ্রী প্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত। কলিকাতা, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং কর্ত্তৃক ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সন ১২৮৮ সাল। বঙ্গভাষায় স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযোগী ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ ও নীতিগর্ভ পুস্তকের বিশেষ অভাব দেখা যায়। বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র বহু দিবস হইতে এই অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে স্ত্রীলোকদিগের পাঠার্থ কয়েকখানি উপাদেয় পুস্তক লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত "বামাতোষিণী" পুস্তক অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীলোকগণের বিশেষ উপকারী হইবে। এই পুস্তক সুখসচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ সম্বন্ধে নানা সদুপদেশ এবং বিশুদ্ধ ধর্ম্মোপদেশে পরিপূর্ণ। এই পুস্তকের নায়িকা শান্তিদায়িনী পতিপরায়ণতা, ধর্ম্ম-নিষ্ঠা, এবং ঈশ্বর-ভক্তি সম্বন্ধে আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকগণের অনুকরণযোগ্য। কি প্রকারে মাতা অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগণের ধর্ম্মভাব ও বুদ্ধির উন্মেষ করিতে পারেন এ গ্রন্থে তদ্বিষয়ে অনেক উপদেশ আছে। স্ত্রীলোকদিগের পাঠ্য এরূপ ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অতি বিরল। আজকাল শিক্ষিত বঙ্গীয়পুরুষসমাজে ধর্ম্মের শিথিলতার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিতা বঙ্গ স্ত্রীসমাজে ধর্ম্মের শিথিলতা উপস্থিত হইতেছে। আমাদিগের স্ত্রীসমাজে "বামাতোষিণী" বিস্তৃত রূপে পঠিত হইলে বঙ্গীয় রমণীদিগের ধর্ম্মানুরাগ বৃদ্ধি পাইবে। আজ কাল যে সকল বঙ্গীয় ললনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্মশূন্য শিক্ষায় শিক্ষিতা হইতেছেন তাঁহারা যদ্যপি এই পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া, ইহার নায়িকা শান্তিদায়িনীর পতিপরায়ণতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বর-ভক্তির সম্পূর্ণ অনুকরণ করেন তাহা হইলে তাঁহারা বঙ্গ রমণী-সমাজের ভূষণ স্বরূপ হইবেন, এবং উহার মুখোজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইবেন। ধর্ম্মশূন্য শিক্ষা রমণী-স্বভাব-সুলভ মাধুর্য্য হরণ করে। ধর্ম্মশূন্য শুষ্ক বিদ্যা শিখিয়া আমাদিগের দেশের শিক্ষিতা রমণীরা গৃহের ও সমাজের সুখ বৃদ্ধি করিতে পারি-

বেন না। কিন্তু যদ্যপি তাঁহারা তাঁহাদিগের বিদ্যা-বত্তার সহিত শান্তিদায়িনীর উচ্চ আধ্যাত্মিক গুণ সকল যোগ করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই সমাজের উপকারিণী এবং গৃহের সুখ-বৃদ্ধিকারিণী ও শান্তিদায়িনী হইবেন। যাঁহারা আপনাদিগের স্ত্রী ও কন্যাগণকে ধর্ম্মপরায়ণা হইতে বাসনা করেন, আমরা পরামর্শ দিই, তাঁহারা "শান্তিদায়িনীর" আদর্শ তাঁহাদিগের সম্মুখে স্থাপন করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩, পশ্চাৎদেয় বার্ষিক মূল্য ৪৷৷০ ডাক মাশুল ।৶০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্প অর্থাৎ (১৭৬৫ শকের ভাদ্র, যে মাস হইতে উক্ত পত্রিকা প্রথম প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয় তদবধি ১৭৬৮ শকের চৈত্র পর্য্যন্ত) চারি বৎসরের পত্রিকা পুনর্মু-দ্রিত হইবার কল্পনা হইতেছে। দুই শত গ্রাহক হইলে উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট স্বীয় নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবেন। উহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ৩ টাকা অর্থাৎ প্রথম কল্পের অগ্রিম মূল্য ১২ বার টাকা।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

আগামী ২০ শে বৈশাখ মঙ্গলবার শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের ঊনবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে নন্দন বাগানস্থ মৃত বাবু কাশীশ্বর মিত্র মহাশয়ের ভবনে প্রাতে ৭ ও সন্ধ্যা ৭৷৷০ ঘটিকার সময় ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫২।

ফাল্গুন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	... ...	৫৪৩ ৶ ৫
পূর্ব্বকার স্থিত		২৩২৭৸৵১৫
সমষ্টি	... ...	২৮৭১ ৵০
ব্যয়	... ...	৪৬০ ৶০
স্থিত	... ...	২৪১০৸৶০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	৭৷৷৶ ৫
আনুষ্ঠানিক দান।		
শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়		৫৲
সাম্বৎসরিক দান।		
শ্রীযুক্ত নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস		৷৷০
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়		২ ৶ ৫
		৭৷৷৶ ৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৮২ ৶০
পুস্তকালয়	...	৩৯ (৫
যন্ত্রালয়	...	৩৯৬।৵১৫
গচ্ছিত	...	১৭৸৵০
সমষ্টি		৫৪৩ ৶ ৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	৮৩৸/১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৯৩।/ ৫
পুস্তকালয়	... ...	২০৷৷ ১০
যন্ত্রালয়	... ...	১৬২। ১০
গচ্ছিত	... ...	১০০ ৶ ৫
সমষ্টি		৪৬০ ৶০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

সম্বৎ ১৯৩৬। কলিগতাব্দ ৪৯৮৩। ১ বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

Registerd NO 52.

দশম কল্প
চতুর্থ ভাগ
জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৩
৪৬৬ সংখ্যা
শক ১৮০৪

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বর্ষ-শেষ ব্রাহ্মসমাজ।

৩১ চৈত্র বুধবার।

নদ-নদী সমুদ্রে প্রতিমুহূর্ত্তে তরঙ্গমালা উত্থিত হইতেছে, আমরা কিয়ৎ পরিমাণে গণনা করিতে পারিলেও যেমন তাহাদিগকে ধৃত করিয়া রাখিতে পারি না; তেমনি অনন্ত-কাল-সমুদ্রে নিমেষ মুহূর্ত্ত, পক্ষমাস, ঋতু-সম্বৎসর রূপ উর্ম্মি-শ্রেণী পর্য্যায়-ক্রমে সমুদ্ভূত হইতেছে, তাহারা আমারদিগের গণনার মধ্যে সমাগত হইলেও আমরা তাহারদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হই না। যেমন সমুৎপন্ন হয়, তেমনি তাহারা জল-বিম্বের ন্যায় কাল-সমুদ্রে, বিলীন হইয়া থাকে। যাহা বর্ত্তমান, তাহাই আমারদের, যাহা অতীত হইতেছে, তাহার উপর আর আমারদের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই।

নদ-নদী-সমুদ্র-প্রবাহে ভৌতিক জগতে প্রতিমুহূর্ত্তে কতই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। কত সমৃদ্ধিশালী নগর-গ্রাম জলসাৎ হইতেছে, কত প্রকার বীজরাশি দূর-দূরান্তর হইতে জলস্রোতে আনীত হইয়া ছায়াবিহীন মরুভূমি-সদৃশ তৃণ-শূন্য স্থান সমূহকে কিছুদিন মধ্যেই সুরম্য প্রাকৃতিক উদ্যান-রূপে পরিণত করিতেছে, কত গিরি-গাত্র-বিধৌত মৃৎপাষাণ-কণা সকল জল-প্রবাহে ভাসমান হইয়া জনশূন্য ভীষণ সাগর-গর্ভে দ্বীপ উপদ্বীপ সংরচন-পূর্ব্বক ভবিষ্যৎ বংশের জন্য রাজ্য-সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করিতেছে। নদ-নদী-সমুদ্র-উচ্ছ্বাসে কত নীরস বীজপুঞ্জ অঙ্কুরিত হইয়া ফুল ফল প্রসব করত প্রাণী-জগতের মধ্যে প্রতিদিন কত পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছে। জল-স্থল, অনল-অনিল আকাশ দ্বারা যাহা কিছু প্রাকৃতিক ক্রীড়া-কৌতুক প্রদর্শিত হইতেছে, সে সমুদায়ই কাল-ক্রোড়ে। জননীর বক্ষে শিশু সন্তান সকল যেমন নানাবিধ রঙ্গ-ভঙ্গ করিয়া থাকে, তেমনি কাল-ক্রোড়ে জগতের সজীব নির্জীব দেব-মনুষ্য সকলেই অবস্থিত থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ নানা লীলা প্রদর্শন করিতেছে।

সকলের মধ্যে কালের পরাক্রম নিতান্ত দুর্দমনীয়। যাহা প্রাকৃতিক, যাহা পার্থিব, যাহা নশ্বর, তাহারা কালের একান্ত দাস, নিতান্ত আজ্ঞাবহ। কালের বল-বিক্রম অতিক্রম করিয়া তাহারা এক পদও অগ্রসর

হইতে পারে না। কালের নির্দ্দেশ নির্ব্বন্ধ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক তাহারা এক মুহূর্ত্তও অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। এমন যে প্রকাণ্ড সূর্য্য চন্দ্র, তাহারাও কাল-যবনিকার মধ্যেই যথানিয়মে ক্রীড়া করিতেছে। এমন যে নদী-গিরি-সমুদ্র, ওষধি বনস্পতি, জীব-জন্তুপূর্ণ বৃহদায়তন ভূমণ্ডল, তাহাও কাল-ক্রোড়ে ঘূর্ণিত হইতেছে। এমন যে সুখ-প্রদ ষড় ঋতু, তাহারাও পৃথ্বীরূপ রঙ্গভূমি মধ্যে পর্য্যায়-ক্রমে আপনাপন কৃত্য সমাপন করিয়া অমনিই প্রস্থান করে, জীব-জগৎ সস্পৃহ নেত্রে সমুৎসুক হৃদয়ে তাহাদের মধ্যে কাহারও কার্য্য-কলাপ দর্শনেচ্ছু হইলেও আর দীর্ঘকাল কৌতূহল চরিতার্থ করিতে সমর্থ না হইয়া শশব্যস্তে অপসৃত হয়। কাল-প্রভাবে সকলেই শঙ্কিত, সকলেই অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। কি চক্ষুর অগোচর পরমাণুকণা, কি অভ্রভেদী গিরিকুলশ্রেষ্ঠ হিমাদ্রিমালা, কি সূক্ষ্মতম শৈবাল-সূত্র, কি যোজন-ব্যাপী মহাদ্রুম-সকল, কি অণুবীক্ষণ-দৃশ্য কীটাণু-শ্রেণী, কি প্রকাণ্ডাকৃতি মাতঙ্গ-যূথ, সকলেই কালের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীন। এমন যে অজর অমর উন্নতিশীল আত্মা, তাহার অদ্ভুত ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব-শোভিত পরমাশ্চর্য্য বাহন দেহের উপরেই কালের দুর্নিবার্য্য আধিপত্য। কাল-বশেই বাল্য,কৌমার, যৌবন-জরা উপস্থিত হইয়া মানব-শরীরকে রূপান্তর ভাবান্তর অবস্থান্তর করিয়া ফেলে। তাহার কমনীয় কান্তি, অনুপম শ্রী সৌন্দর্য্য সংহরণ পূর্ব্বক কালেতে পৃথিবীর ধূলি করিয়া দেয়। কালের কর্তৃত্ব কেবল জড় উদ্ভিদেরই প্রতি, কালের শাসন কেবল জীব শরীরেরই উপরে। অজর অমর আত্মার নিকটে কালের সকল পরাক্রমই পরাভূত হয়। কালের সকল শক্তি পরাজয়-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কাল-ক্রোড়েই আত্মা প্রসূত হয় সত্য বটে, কিন্তু কাল তাহার উন্নতি-পথ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। কাল স্বীয় প্রতাপ-পরাক্রম-প্রভাবে কৌমার যৌবনের বিলাস-সুখের প্রলোভন দেখাইয়া বা জরা-মৃত্যুর ভয় প্রদর্শন করিয়া কোন ক্রমেই তাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না। পদ্ম যেমন জলগর্ভেই জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু সে জল-সীমা অতিক্রম করিয়া প্রস্ফুটিত হয়; আত্মা তেমনি কাল-ক্রোড়েই প্রসূত হয়, কিন্তু কালের প্রবল পরাক্রম অতিক্রম করিয়া জ্ঞান-ধর্ম্মে, প্রীতি পবিত্রতাতে দিন দিন উন্নত হইয়া স্বীয় স্রষ্টা-পাতা বিধাতা সেই কালাতীত পরব্রহ্মের প্রতিই উত্থিত হইয়া থাকে। কাল জননী জরায়ু মধ্যে জীবাত্মা ও তাহার শরীরকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, জীবাত্মা তাহা ভেদ করিয়া উন্নতি-কামনায় স্বীয় বাহনসহ মুক্ত বায়ুতে অবতীর্ণ হয়। কাল, বাল্য-ক্রীড়াতে আত্মাকে নিয়োজিত করে, আত্মা তাহা অতিক্রম করিয়া কৌমার-সীমায় উপনীত হয়। কাল, যৌবনের উপভোগ্য বিবিধ বিলাস উপহার সম্মুখে ধারণ করে, আত্মা সে সমুদয়ের প্রলোভন স্থির-বিক্রমে তুচ্ছ করিয়া সমগ্র অনিত্য পার্থিব সুখের অসারত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রহ্মামৃত পানের জন্য ধাবিত হইতে থাকে। কাল, মানব-শরীরের ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব, বলবীর্য্য সংহরণ পূর্ব্বক জরার নির্জীবতা নিশ্চেষ্টতা আনিয়া দেয়, আত্মা ব্রহ্মবলে বলীয়ান্, ব্রহ্ম-তেজে তেজীয়ান্ হইয়া ব্রহ্মলোকে যাইবার জন্য সমুৎসুক হয়। বীজ যেমন বীজকোষ বিদারণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়, সর্প যেমন নির্ম্মোক পরিহার পূর্ব্বক সুস্থ সবল হইয়া উত্থান করে, জীর্ণবস্ত্র পরিবর্ত্তনের ন্যায় তেমনি জীবাত্মা বার্দ্ধক্যের অকর্ম্মণ্য

দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উৎসাহ সহকারে দিব্য স্ফূর্ত্তিতে উন্নত লোকে গমন করিয়া থাকে।

অন্যের সঙ্গে কালের যেরূপই সম্বন্ধ থাকুক, আত্মার সহিত তাহার সম্বন্ধ অন্য প্রকার। জড় উদ্ভিদের নিকটে কাল দুর্লঙ্ঘ্য সেতু, আত্মার পক্ষে সে সহজ সরল রাজবর্ত্ম। পশুর নিকটে কাল দুর্ভেদ্য কারাগার; আত্মার সন্নিধানে সে আনন্দপ্রদ বিহার-ভূমি। বিষয়-বিমুগ্ধ জীবের পক্ষে সে ভীষণ নিয়ন্তা, প্রকৃত আত্মদর্শী পরমাত্মপ্রেমী সদাত্মার সন্নিধানে সে পিতৃ-নিয়োজিত সেবক স্বরূপ। যাহারা নিরক্ষর তাহারাই অনল অনিল, সলিল ব্যোমের শক্তিকে নিতান্ত অনতিক্রমণীয় মনে করিয়া অগত্যা তাহারদের দাসত্বে নিয়োজিত, তাহারদেরই প্রবল অত্যাচারে অহর্নিশি প্রপীড়িত হইয়া থাকে; কিন্তু যাঁহারা বিজ্ঞান-প্রভাবে তাহারদের প্রকৃতি পদ্ধতি অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা তাহাদিগকে নির্ভীক হৃদয়ে ক্রীতদাসের ন্যায় আপনারদিগের অভীষ্ট সাধনে নিয়োগ করিয়া থাকেন অজেয় সমুদ্রকে বিশাল বাণিজ্যবর্ত্ম, দুর্দ্দম্য অনল অনিলকে পোত বা শকট-সঞ্চালক করিয়া দিবারাত্রি কৃষি-বাণিজ্যের যৎপরোনাস্তি উন্নতি সাধন করিতেছেন। যে আকাশের উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-প্রভায় ত্রিভুবন জ্যোতিষ্মান্, যার অতুলন বিক্রমে জীব-জন্তু জগৎ কম্পমান হইয়া উঠে, মনুষ্য সেই অস্থির তাড়িৎকে দৌত্যকার্য্যে নিয়োগ করত সমগ্র ভূমণ্ডলের সংবাদ গ্রহণ করিতেছে। সেই তাড়িৎ-প্রবাহকে যদৃচ্ছাক্রমে শারীরিক রোগ-নিরসনে প্রয়োগ করত শরীরের সুস্থতা সম্পাদন করিতেছে——গৃহ অট্টালিকা মধ্যে জ্বলন্ত সুখপ্রদীপরূপে স্থির ভাবে স্থাপন পূর্ব্বক অধ্যয়ন অধ্যাপনা দ্বারা আত্মোন্নতি সংসাধন করিতেছে। তেমনি যাহারা অনাত্মদর্শী, তাহারাই কালের প্রবল পরাক্রম দেখিয়া ভীত হয়, কালের বলবীর্য্য উল্লঙ্ঘন করা দুঃসাধ্য ভাবিয়া আপনারদিগকে তাহার নিতান্ত অধীন বলিয়া বিবেচনা করে। কিন্তু যাঁহারা আত্মদর্শী, তাঁহারা সহজেই প্রকৃতির রহস্য ভেদে সমর্থ হয়েন, তাঁহারদের নির্ম্মল জ্ঞানে, আত্মার লক্ষ্য, ঈশ্বরের উদ্দেশ্য অভিপ্রায় সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।

আত্মার বলের নিকটে যেমন ভৌতিক পদার্থের বল-বিক্রম পরাভূত হয়, তেমনি আত্মার শৌর্য্য-বীর্য্যের সন্নিধানে মহাবল পশুপ্রবৃত্তি সকলও পরাভব স্বীকার করে। যে কাম-রিপুর উত্তেজনায় অনাত্মদর্শী ব্যক্তি পিশাচ-প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, যে ক্রোধের কুমন্ত্রণায় মনুষ্য রাক্ষস অপেক্ষা হেয় কার্য্য সাধনে নিযুক্ত হইয়া থাকে, যে লোভের প্রলোভনে মনুষ্য জ্ঞান-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তৃণাপেক্ষা লঘু ভাব ধারণ করে, যে মোহে অন্ধীভূত হইয়া মনুষ্য এককালে সদসৎ চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়া সংসারাবর্ত্তে ঘূর্ণিত হইতে থাকে, যে মদ-মাৎসর্য্য-ভাবে স্ফীত হইয়া সাধনবিহীন মানব, দেব-অধিকারকে বিস্মৃত হওত ঘৃণিত আসুরিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, যাহাদের প্রতাপ পরাক্রম নিতান্ত অনতিক্রমণীয় বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তিগণ এককালে হতাশ হইয়া সংসারের-দাসত্বে রিপুকুল-সুশ্রূষায় দুর্লভ জীবনকাল অতিবাহিত করে; আত্মদর্শী মহাপুরুষ আত্মপ্রভাবে দেব-প্রসাদে তাহাদিগকে এককালে সংযত পদানত করিয়া সুরবিক্রমে ক্রমাগতই উন্নতি-সোপানে উত্থিত হইতে থাকেন। কি ভৌতিক, কি আন্তরিক কোন পদার্থই, কোন রিপুই তাঁহারদের উন্নতিশীল আত্মার রেখামাত্রও গতিরোধ করিতে

সমর্থ হয় না। সংসারের যে দিকে পাত করা যায়, সেই দিক্ তোই অ অগণ্য জড় উদ্ভিদ, পশুপক্ষী, জীবজন্ত পরিপূর্ণ; তেজঃপূর্ণ সূর্য্য তো সকলেরই উপরে সমভাবে জ্যোতি বর্ষণ করিতেছে, কিন্তু এমন স্বচ্ছ পদার্থ অতি বিরল যাহাতে সূর্য্যমূর্ত্তি সুন্দররূপে প্রতিফলিত হয়। পৃথিবীর সকল স্থানই নর-নারীতে পরিপূর্ণ, সকলের শরীরই, আত্মার নিবাস নিকেতন; কিন্তু এমন শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র স্বচ্ছ আত্মা কোথায়, যাহাতে ঐশ্বরিক জ্যোতি বিশদ-রূপে প্রতিবিম্বিত হইবে? সকলের চক্ষু-পুত্তলিকাকেই পরমেশ্বর স্বচ্ছ করিয়া—সকলের আত্মাকেই উন্নতিশীল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু লোকে যদি চক্ষু উন্মী-লিত করিয়া সূর্য্যজ্যোতিকে গ্রহণ না করে, তাহা হইলে যেমন সে চক্ষুসত্ত্বেও অন্ধ; তেমনি যে নরনারী শিক্ষা-সাধন-অভাবে আত্মাকে মলিন ও অপবিত্র রাখিয়া, ঈশ্বরের সত্যজ্ঞান, অমৃত-জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হইতে না দেয়, তাহার সম্মুখে উন্নতির সরল সোপান প্রমুক্ত থাকিলেও, সে আপ-নাকে বদ্ধ ভাবেই উপলব্ধি করে। তা-হার আত্মা অমৃত ও উন্নতিশীল হই-লেও সে আপনাকে মৃতবৎ জ্ঞান করিয়া থাকে। তন্তু-কীট, যেমন আপনার কার্য্য-দোষেই আপনার কৃত গৃহভিত্তি ম-ধ্যেই আবদ্ধ হইয়া পড়ে, তেমনি সাধন-বিহীন মনুষ্যও আপনার দুরিত দুষ্কৃত দ্বারাই আপনার গতি-মুক্তির পথ রোধ করিয়া শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তাহার পক্ষে সকলই দুর্দম্য, সক-লই দুরতিক্রম্য, সকলই দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু সেই শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র আত্মা সাধকের সন্নিধানে সকলই বশ্য সক-লই অতিক্রম্য ও সকলই সুসাধ্য হইয়া পড়ে। একবার সেই ব্রহ্মগত-প্রাণ তপঃ-সিদ্ধ মহাপুরুষের তেজঃপূর্ণ মহাবাক্য শ্রবণ কর, যে ইহার যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে; "প্রেমসূর্য্যোযদি ভাতি ক্ষণমেকং হৃদয়ে, সকলম্ হস্ততলম্"। সেই প্রেম-সূর্য্য যে সাধকের হৃদয়ে ক্ষণকালের জন্য প্রকাশ পান, তাঁহার সকল বাধা-বিঘ্ন তি-রোহিত হয়, সকল সংশয় বিনষ্ট হয়, সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, সকলই তাঁহার হস্তগত হইয়া পড়ে। যে আত্মার অস্তিত্ব, বিষয়-বিমুগ্ধ জ্ঞানান্ধ ব্যক্তিগণ উপলব্ধিই করিতে পারেন না, তিনি ঈশ্বরের এই বিশাল বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে কেবল আত্মারই উজ্জ্বল-সত্ত্বা প্রত্যক্ষ প্রতীতি করেন। যে পরলোক অন্যের নিকটে প্রতিভাত হয় না, যে অনন্ত কাল লোকের কল্পনাতেই আইসে না, তিনি মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়া সম্মু-খেই সেই পরলোক ব্রহ্মলোকের সত্ত্বা দেদীপ্যমান সন্দর্শন করেন—বর্ত্তমান কা-লকেই সেই অনন্ত-কাল-সমুদ্রের একটী বিন্দু রূপে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। তিনি ইহকালে, ইহলোকে পরিদৃশ্যমান আত্মোন্নতির পদ্ধতি প্রক্রিয়া জাজ্জ্বল্যতর রূপে প্রতীতি করিয়া, আশা, উদ্যম উৎসাহে অনন্ত উন্নতি-পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। অন্যের পক্ষে যাহা ছায়া, তাঁহার নিকটে তাহা উজ্জ্বলতর সূর্য্যজ্যোতিঃ রূপে প্রকাশ পায়। অপর ব্যক্তির সন্নিধানে যাহা ক-ল্পনা, তাঁহার নিকটে তাহা জ্বলন্ত সত্য-রূপে প্রতিভাত হয়। আত্মাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া—আত্মাকে স্ব-স্বরূপে আনয়ন-পূর্ব্বক আজ এই বর্ষ-শেষ রজনীতে আ-ত্মার বলবিক্রম সকলে উপলব্ধি কর, যে আত্মার স্রষ্টা-পাতা সেই অনন্ত স্বরূপ ঈশ্বরের প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধা-ভক্তি স্বতই উদ্দীপ্ত হইবে।

যাহারা কাল-স্রোতে ভাসমান—প্রবৃত্তি প্রলোভনে নীয়মান হইয়া থাকে, তাহারা আত্মার বল-বীর্য্য কি অনুভব করিবে? সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া—পশুভাব সকলে জলাঞ্জলি দিয়া, ধর্ম্ম-দুর্গের নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক আত্মার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে, যে আত্মা কি দেব-প্রভাবে রাশি রাশি বাধা-বিঘ্ন, আকর্ষণ প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া উন্নতি-পথে ধাবিত হইতেছে। দেশ কালের প্রতি দৃক্-পাত না করিয়া আত্মা কি ঊর্দ্ধশ্বাসে একাদিক্রমে সেই সত্য-জ্ঞান-অমৃত-স্বরূপের সন্নিহিত হইবার জন্য উত্থিত হইতেছে। সেই প্রেমপূর্ণ পিতার, সেই স্নেহময়ী মাতার সস্নেহ মধুর আহ্বান শ্রবণ করিয়া, সকলের অনুরোধ উপরোধ তুচ্ছ করত সংসারের জ্বলন্ত শোক-সন্তাপ, দুঃখ-হুতাশনের মধ্য দিয়া কি অক্ষত ভাবে উৎসাহের সহিত সেই চির-আনন্দ-পূর্ণ ব্রহ্মধামের প্রতি অগ্রসর হইতেছে!

হে বিশ্বজননি! হে সুন্দরপালয়িত্রি! সম্বৎসর-সঞ্চিত পাপমলা বিধৌত করিয়া তোমার অমৃতময় শীতল ক্রোড়ে আমারদিগকে স্থানদান কর। হে ধর্ম্মরাজ! তোমার পবিত্র ধর্ম্মের অক্ষয় কবচে আমারদের আত্মাকে আবৃত করিয়া ভবিষৎ বিঘ্ন বিপত্তির মধ্য দিয়া, উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিবার শক্তি-সামর্থ্য প্রদান কর। হে জ্ঞানময় অমৃতময় পরমেশ্বর! তোমার সত্য জ্ঞান অমৃত জ্যোতিতে আত্ম-স্বরূপ সন্দর্শন করিবার ক্ষমতা আমারদিগকে অর্পণ কর যে, আত্মরূপ হিরণ্ময় উজ্জ্বল কোষ মধ্যে সর্ব্বক্ষণ তোমাকে নিরীক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হই——তোমার বলে বলীয়ান্, তোমার তেজে তেজীয়ান্ হইয়া দিব্য লোকে গমন করিবার বলবীর্য্য লাভ করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

বেদান্ত-দর্শন।

৪৬৫ সংখ্যক পত্রিকার ৬ পৃষ্ঠার পর

শ্রীমান সদানন্দ যোগীন্দ্র "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের বিচারেও পূর্ব্বোল্লিখিত ন্যায়টিকে যোজনা করিয়াছেন। মহর্ষি উদ্দালক স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে "তত্ত্বমসি" (তুমিই ব্রহ্ম) এই উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু এই উপদেশের যথাশ্রুত অর্থে কোন ঋষি বা আচার্য্য শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই। কারণ শ্বেতকেতু একজন মনুষ্য, অথবা শ্বেতকেতুর জীবাত্মা অল্পজ্ঞ মাত্র, তৎপ্রতি ব্রহ্মসম্বোধন সম্ভবে না। সুতরাং ঋষি ও আচার্য্যগণ উহার যথাশ্রুত অর্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উহার নিগূঢ় ও উপাদেয় অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে "সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহা বাক্যের বিচারে ব্রহ্মনিরূপণ করা গিয়াছে। তাহাই ব্রহ্মের বিশুদ্ধ ভাব।

প্রথমতঃ। ব্রহ্ম এই জড় ও জীবজগতে ব্যাপ্তও আছেন, ইহার অতীতও আছেন। তিনি সমুদয় দেহের কারণ, সূক্ষ্ম, ও স্থূলাবস্থায় উপহিত। তত্তদবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, ও বিরাট প্রভৃতি নাম হয়। ফলে একমাত্র ব্রহ্মই এ সকল কল্পিত ঈশ্বরাদির আধার চৈতন্য। তিনি অধিকাংশতঃ অনুপহিত। তদুপলক্ষে তাঁহার নাম তুরীয়। সে অবস্থায় তিনি প্রকৃতি ও সংসার-ধর্ম্মের অতীত। "লৌহে দহন করিতেছে" এই কথা বলিলে অগ্নিই যেমন লক্ষিত হয়, লৌহ লক্ষিত হয় না, সেইরূপ "ব্রহ্ম" শব্দ উচ্চারণ করিলে তাহার যে বিশুদ্ধ লক্ষ্যার্থ অর্থাৎ অনুপহিত ও তুরীয় ভাব তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। এবং উক্ত উপহিত ও কল্পিত ঈশ্বরাদি ভাব সমূহকে ত্যাগ করিতে হইবে। অতএব উদ্দালক শ্বেতকেতুকে যে ব্রহ্ম বলিয়া

সম্বোধন করিয়াছেন সে কোন্ ব্রহ্ম ? ইহার উত্তর এই যে তিনি ঈশ্বর নহেন, হিরণ্যগর্ভ নহেন, বিরাট নহেন। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ে পরমেশ্বরের যে নিয়ন্তৃত্ব রূপ বিদ্যমানতা তাঁহাও নহেন। তিনি সমস্ত ঈশ্বরদিগের আধার চৈতন্য স্বরূপ পরম মহেশ্বর। তিনি উপাধি-কল্পনা-শূন্য।

দ্বিতীয়তঃ। কিন্তু প্রশ্ন এই যে শ্বেতকেতু কি প্রকারে সেই উপাধি-কল্পনা-শূন্য ব্রহ্ম হইবেন ? এস্থলে "শ্বেতকেতু" নামের মূল অর্থ কি ? শাস্ত্রের উত্তর এই যে সেই মূল অর্থ ব্রহ্ম। তাহা শ্বেতকেতুর সাংসারিক কর্ত্তাভোক্তাস্বরূপ জীবাত্মাকে প্রতিপন্ন করে না, শ্বেতকেতুর কারণ-দেহ-স্বরূপ প্রকৃতিকে প্রতিপন্ন করে না, তাঁহার সূক্ষ্ম শরীর রূপ মনোবুদ্ধি প্রাণেন্দ্রিয়াদিকে নির্দ্দেশ করে না এবং সেই সমস্ত শরীরে উপহিত চৈতন্য-স্বরূপ প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্ব নামক ঈশ্বরের ব্যষ্টি নিয়ন্তৃরূপ বিদ্যমানতাকেও প্রতিপন্ন করে না। তাহা ব্রহ্মকেই প্রতিপন্ন করে। কেননা দেহ আত্মা নহে এবং দেহের মধ্যে উপহিত থাকিয়া ব্রহ্মচৈতন্যের যে সমস্ত অংশ দেহব্যাপারকে নিয়মিত করিতেছেন তাহাও আত্মা নহে। কিন্তু তৎসমস্তের আধারভূত জীবাত্মার প্রকাশক-স্বরূপ সংসার-ধর্ম্মের অতীত যে ব্রহ্ম তিনিই আত্মা। তিনিই "অয়োদহতি" বাক্যের লক্ষ্যার্থের ন্যায় শ্বেতকেতুর স্বয়ম্প্রকাশ, স্বতঃসিদ্ধ, আধার-চৈতন্যরূপ প্রত্যক্ষ আত্মা। উদ্দালক পরমার্থ-দৃষ্টিতে স্বীয় পুত্রের সাংসারিক জীবত্বকে অতিক্রম পূর্ব্বক তাঁহার মূল প্রকাশক স্বরূপ ব্রহ্মজ্যোতিকে তাঁহার আত্মপদে দর্শন করিয়াছেন। সেই বিশুদ্ধ আত্মাকে তিনি "তুমি" বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। সামান্য শ্বেতকেতু এস্থলে উপলক্ষ মাত্র। সুতরাং সামান্য শ্বেতকেতু বা তাঁহার সাংসারিক জীবাত্মা যে ব্রহ্ম এমন উক্ত হয় নাই। অথবা শ্বেতকেতুর জীবাত্মা যে শরীরাদির নিয়ন্তা ঈশ্বর এমনও কথিত হয় নাই। কিন্তু শ্বেতকেতুর আত্মবোধের যিনি প্রকাশক আত্মা তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। তিনিই শ্বেতকেতুর বিশুদ্ধাত্মা। এতাবতা শ্বেতকেতুর প্রতি "তুমি ব্রহ্ম" বাক্য সংলগ্ন হইল। "যিনি অপ্রত্যক্ষরূপে জগতের সমষ্টি আত্মা তিনিই প্রত্যক্ষরূপে তোমার ব্যষ্টি আত্মা" এই মোক্ষজনন আত্মোপদেশ শ্বেতকেতুর প্রতি প্রদত্ত হইয়াছে। এস্থানে সমষ্টি ব্যষ্টি, প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ প্রভৃতি ভাব সমস্ত আপেক্ষিক ও সম্বন্ধাধীন ভাব মাত্র। তৎসমস্ত ত্যাগ করিলে একমাত্র নিত্য, অদ্বয়, জ্ঞানানন্দ স্বরূপ আত্মাই স্বয়ম্প্রকাশ থাকেন। সেই অদ্বয় আত্মজ্ঞানই একমাত্র মোক্ষের হেতু এবং বেদান্তবেদ্য।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে তবে কি আমাদের স্বাধীন জীবাত্মা স্বাধীন কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব উৎসন্ন হইল ? এ কথার প্রতি বেদান্তের উত্তর এই যে কর্ম্মাধিকারে স্বাধীন ক্রিয়া ও কৃত কর্ম্মের ফলভোগ কোটি কল্পেও রহিত হইবে না। কিন্তু জ্ঞানাধিকারে স্বপ্রকাশ পরাবর আত্মা হৃদয়ে দৃষ্ট হইবামাত্রে ঐ সমস্ত দ্বৈতভাব তিরোহিত হইবে। তখন স্বাধীনতার অহঙ্কার বিদূরিত হইবে। পরমাত্মাতেই জীবের পূর্ণ নির্ভর স্থির হইবে। এবং স্বীয় বুদ্ধি বিদ্যা সেই আত্মার প্রচুর জ্যোতিতে দিবাভাগের খদ্যোতিকার ন্যায় অভিভূত হইয়া যাইবে। সাধনা, উপাসনা, যাগযজ্ঞ, সন্ন্যাস, প্রভৃতি আশ্রম-বিহিত ক্রিয়া এবং নানাবিধ বিদ্যার আলোচনা দ্বারা জীব ইহলোকাবধি পরলোক পর্য্যন্তে স্থূল সূক্ষ্ম বিস্তর প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন। কিন্তু পরমাত্মার সাক্ষাৎকার ব্য-

তীত সকলই অন্ধকার। শঙ্করাচার্য্য কহিয়াছেন "পরমার্থভাবমপেক্ষ্য দেবাদয়োপি অসুরাঃ"। যদি পরকালে ব্রহ্মলোকেও গমন হয় এবং পরমাত্মজ্ঞান না থাকে তবে সেই ব্রহ্মলোকও অসুরলোকের তুল্য। কেননা তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে তাহা অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন। অতএব পরমাত্মার সাক্ষাৎ দর্শন কর্ত্তব্য। তাহার নিমিত্তে জীবের দেহাভিমান, বিজ্ঞানাভিমান, কর্ত্তৃভোক্তৃত্বাভিমান, উপাসনাভিমান পরিত্যক্ত হওয়াই প্রয়োজন। কেননা পরমাত্মা স্বয়ংপ্রকাশ স্বরূপ। ঐ সকল দ্বৈতরূপ অভিমান তিরস্কৃত হইলেই তিনি জীবাত্মাতে আত্মারূপে দৃষ্ট হন।

তত্র বৃত্তৌ প্রতিবিম্বিতং চৈতন্যমপি যথা প্রদীপপ্রভা আদিত্যপ্রভাবভাসনাসমর্থা সতী তয়াভিভূতা ভবতি, তথা স্বয়ংপ্রকাশমানপ্রত্যগভিন্নপরব্রহ্মাবভাসনর্হতয়া তেনাভিভূতং সৎ স্বোপাধিভূতাখণ্ডবৃত্তের্ব্বাধিতত্বাৎ দর্পণাভাবে মুখপ্রতিবিম্বস্য মুখমাত্রবৎ প্রত্যগভিন্নং পরব্রহ্মমাত্রং ভবতি।

নয়ন-দর্পণে প্রতিবিম্বিত জ্যোতিঃ যেমন নয়নাকারাকারিত, সেইরূপ জীবের অন্তঃকরণ-দর্পণে কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতিবিম্বিত আভাসচৈতন্য তদাকারাকারিত। চক্ষুর দর্শন-ক্রিয়াতে জ্যোতিঃ যেমন সহায়, অন্তঃকরণ-বৃত্তির সাংসারিক ক্রিয়াতে আভাসচৈতন্য সেইরূপ সহায়। কিন্তু জীবের ব্রহ্মদর্শনে উক্ত আভাসচৈতন্য অন্তঃকরণ-বৃত্তি সমূহকে কোন আনুকূল্য করিতে পারে না। বরং জীবের ব্রহ্মদর্শনরূপ সৌভাগ্যোদয় হইলে তাহা অন্তঃকরণ-বৃত্তির সহিত পরাভূত হইয়া যায়। যেমন দীপের প্রভা সূর্য্যপ্রভাকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া সূর্য্যপ্রভা কর্ত্তৃক স্বয়ং অভিভূত হয়, তদ্রূপ অন্তঃকরণ-বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত পরিচ্ছিন্ন আভাস-চৈতন্য পরব্রহ্ম চৈতন্যকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া স্বয়ং অভিভূত হয়। তৎকালে সংসারবাসনার অন্ত হওয়ায় অন্তঃকরণের বৃত্তি-প্রবাহ রহিত হয়। সে জন্য উক্ত আভাসচৈতন্য আর তাহাতে প্রতিফলিত হয় না। তখন যেমন দর্পণাভাবে মুখ মুখমাত্রই থাকে তদ্বৎ অন্তঃকরণ-বৃত্তির অভাবে প্রতিবিম্বিত আভাস-চৈতন্য ব্রহ্ম মাত্রই থাকেন। কিন্তু তৎকালে জীবাত্মা ব্রহ্ম হইয়া যান এমত উক্ত হয় নাই। তখন কেবল জীবাত্মার সংসারক্ষেত্রে বিচরণশীল অন্তঃকরণ-বৃত্তি সমূহের নিরোধ হয়। জীবাত্মা স্বীয় প্রকাশক আভাসরূপী ব্রহ্মজ্যোতিকে স্বরূপতঃ পরব্রহ্মের সহিত অভেদরূপে দৃষ্টি করেন, এবং তাঁহার সংসার ও সাংসারিক জীবাভিমানশূন্য হওয়ায় নির্ব্বিশেষ পরমাত্মা-চৈতন্য তাঁহার সাক্ষাৎ আত্মারূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। স্থূল কথা এই যে জীবের অন্তঃকরণ-বৃত্তিস্থ বুদ্ধি বিদ্যা পরব্রহ্মকে কোন মতেই প্রকাশ করিতে পারে না। তবে বেদান্ত-বিজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম-স্বরূপাবগতির প্রতিবন্ধকরূপ অজ্ঞান সমস্ত নষ্ট করিতে পারে এই মাত্র।

"ব্রহ্মণ্যজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিতঃ।
স্বয়ং প্রকাশমানত্বাৎ নাভাস উপযুজ্যতে॥"

ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় অজ্ঞান-নাশের নিমিত্তে শ্রবণ মননার্থ অন্তঃকরণ-বৃত্তির অপেক্ষা করে। কিন্তু ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ বিধায় অন্তঃকরণ-বৃত্তিস্থ আভাস-চৈতন্য অথবা তদালোক-সম্পাদ্য জীবাত্মা তাঁহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। অভিপ্রায় এই যে জীবাত্মাতে যখন পরমাত্মার স্বরূপজ্ঞান সমুজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, তখন জীবাত্মা স্বয়ং, তাঁহার প্রজ্ঞানেত্রস্বরূপ আভাস-চৈতন্য, এবং তাঁহার বুদ্ধি বিদ্যার সহিত অন্তঃকরণ-বৃত্তি, এ সমস্তই পরব্রহ্মজ্যোতিতে অভিভূত হইয়া যায়। তাহাতে একমাত্র ব্রহ্মই

আত্মারূপে প্রকাশ পান। আর সন্তুষ্ট তাঁহাতে যেন একীভূত হইয়া যায়।

উপরে শ্রুতি, ব্যাস-মীমাংসা, এ আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত-বাক্য দ্বারা জীবের ব্রহ্মাত্মভাবের যে তাৎপর্য্য দেওয়া গেল তদ্দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ইহাই বুঝা যাইবে যে স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ পরমাত্মাই জীবাত্মার জ্যোতিঃ বিধায় শাস্ত্র একেবারে তাঁহাকেই আত্মারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এবং জীবাত্মাকে সাংসারিক ভাব হইতে সংশোধন পূর্ব্বক পরমাত্ম-ভাব দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন। জীবেতে বৈরাগ্যের অধিকার আছে বলিয়া জীবের সংসার,দেহ, সুখ, দুঃখ, পুণ্য পাপাদির অভিমান পরিত্যাগের ব্যবস্থা। ফলতঃ সৌভাগ্যবান পুরুষের সম্মুখে এমন এক শুভ ক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয় যখন তিনি প্রিয়তম ব্রহ্মের জন্য সমস্তই ত্যাগ করিতে পারেন। তখন তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া আপনার অতি স্নেহের সামগ্রী যে দেহ দারা, পুত্র, সম্পত্তি এবং আপনার চির-প্রার্থনীয় যে স্বর্গাদি ভোগ সে সমস্তকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানেন। তখন সাংসারিক বাধা ও আবরণের অভাব হেতু জীব ব্রহ্মকেই স্বীয় সম্পৎরূপে লাভ করেন। সংসার-অবস্থায় জীবাত্মা যেমন প্রকৃতির ধাতু দ্বারা সংরচিত হইয়া যান, সেইরূপ পারমার্থিক অবস্থায় তিনি পরমাত্ম-ধাতু দ্বারা পুষ্ট হন। "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের এই অর্থ। নতুবা জীব কখন সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হন না। জীবাত্মা কখন পরমাত্মা নহেন। সাংসারিক আমি জগৎ-পতি নহি। অথচ জীবের সংসারাভিমানও চিরস্থায়ী নহে। এবং অন্তে ব্রহ্মাত্মভাব রূপ মোক্ষ লাভ হইবেই হইবে। বেদান্ত শাস্ত্র হইতে মোক্ষের অভিন্নরূপ, আত্মার আলোক ও আধার আত্মা-স্বরূপ সাক্ষাৎ ব্রহ্মোপলব্ধির এই প্রকার উপদেশ পাওয়া যায়।

বেদান্তের মোক্ষস্বরূপ সাক্ষাৎ ব্রহ্মপরতা ও ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধতা বিষয়ে ইতি পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায় সকল বলা গিয়াছে। এবং জীবের ব্রহ্মাত্মাস্বরূপ মোক্ষাবস্থার তাৎপর্য্য কি তাহাও উপরে বলা গেল। সংপ্রতি এই সকল সিদ্ধান্তের প্রতি কর্ম্মী প্রভৃতি বাদীগণের যে সকল আপত্তি আছে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ রূপে সেই সকল আপত্তির উল্লেখ পূর্ব্বক তাহার মীমাংসা করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহার কতিপয়ের বিচার প্রদর্শন করিয়া উপস্থিত "তত্তু সমন্বয়াৎ" সূত্রের ব্যাখ্যা সমাপ্ত করিব।

পাতঞ্জল দর্শন।

৪৬৫ সংখ্যক পত্রিকার ১০ পৃষ্ঠার পর।

অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা ॥১০ সূঃ

নিদ্রা শব্দে সুষুপ্তি। অভাব বলিতে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন বৃত্তি সকলের অভাব। প্রত্যয় শব্দে কারণ। আলম্বন শব্দে বিষয়। বৃত্তি শব্দে বুদ্ধিবৃত্তি। সমুদায়ের অর্থ এই রূপ, যে বুদ্ধিবৃত্তির বিষয়, জাগ্রৎ স্বপ্ন বৃত্তির অভাব (তিরোধান) কারণ তমঃপদার্থ হয়, সেই বুদ্ধিবৃত্তিই সুষুপ্তি-বৃত্তি।

সাংখ্য বৃদ্ধেরা সুষুপ্তি-বৃত্তির নিদ্রাবৃত্তি শব্দে ব্যবহার করেন, সুতরাং অতঃপর আমরাও ঐরূপ ব্যবহার করিতেছি।

পুরুষের জন্মমরণাত্মক সংসারচক্রে ঘূর্ণনকারিণী অবস্থা ব্যুত্থান অবস্থা। ব্যুত্থান অবস্থা, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও নিদ্রা এই তিনটি অবস্থার সমষ্টি মাত্র। সাংখ্য বৃদ্ধগণ, এই তিন অবস্থাকে জাগ্রৎ বৃত্তি স্বপ্নবৃত্তি ও নিদ্রা

বৃত্তি বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুটি প্রমাণ বিপর্য্যয় ও বিকল্প বৃত্তির স্বীকারেই স্বীকার করা হইয়াছে। পৃথক্ আর স্বীকার করিবার আবশ্যক দেখেন নাই। কেন না, বাস্তবিকই উহারা প্রমাণাদি বৃত্তিত্রয়ের অন্তর্ভূত। তবে কেন আর উহাদিগকে (জাগ্রৎ ও স্বপ্নবৃত্তিকে) স্বতন্ত্র বৃত্তি বলিয়া গণ্য করিবেন? পক্ষে নিদ্রাবৃত্তি দেখ, কোনো বৃত্তিরই অন্তর্ভূত নহে। প্রমাণেরও অন্তর্ভূত হইতে পারে না, বিপর্য্যয় বা বিকল্পেরও অন্তর্ভূত হইতে পারে না। ইহা একটি স্বতন্ত্র বৃত্তি। এই জন্যই সাংখ্য বৃদ্ধগণ ইহাকে প্রমাণ, বিপর্য্যয় ও বিকল্পের ন্যায় একটি স্বতন্ত্র বৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন। ফলতঃ ইহা কোন্ বুদ্ধিমান্ না অনুভব করিবেন যে, "জাগ্রৎ ও স্বপ্নবৃত্তিতে যে সকল পদার্থ গোচরিত হইতেছে, সে সমস্ত হয় প্রমাণের মধ্যে, না হয় বিপর্য্যয়ের মধ্যে, না হয় বিকল্পের মধ্যে, এই তিনের, একটার না একটার মধ্যে আছেই আছে। পক্ষে নিদ্রাবৃত্তির বিষয় যখন জাগ্রৎ স্বপ্ন বৃত্তি সকলের তিরোধানকারক তমঃ পদার্থ (ব্যবহার্য্য-বিষয়-শূন্য) তখন ইহার, ব্যবহার্য্য-বিষয়-গ্রাহক প্রমাণাদি উক্ত বৃত্তিত্রয়ের কিরূপে অন্তর্ভূত করা যাইতে পারে?" নিদ্রাবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তি, প্রায় কৈবল্য-অবস্থার ন্যায় হইয়া পড়ে। তবে পার্থক্যের মধ্যে এইমাত্র থাকে, কৈবল্য-অবস্থায় নির্বিষয় বুদ্ধিবৃত্তির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ থাকে না, সুতরাং পুরুষের আর সংসার হয় না, মুক্ত হইয়া যায়। কিন্তু নিদ্রাবস্থায় পুরুষের নির্ব্বিষয় বুদ্ধিবৃত্তির সহিত একেবারে সম্বন্ধচ্যুত হয় না, যৎকিঞ্চিৎ থাকে অর্থাৎ তখন জাগ্রৎ স্বপ্ন বৃত্তির তিরোধান (আবরণ বা আচ্ছাদন) কারক যে বুদ্ধিবৃত্তির তমোভাগ তাহার সহিত অথবা তমঃপ্রধানা বুদ্ধিবৃত্তিই বল, তাহার সহিত সম্বন্ধ থাকে। কিরূপে থাকে, এখন তাহার অনুভব দেখান যাউক্।

ভাষ্য। সাচ, সংপ্রবোধে প্রত্যবমর্শাৎ, প্রত্যয়-বিশেষঃ। কথং?

১। "সুখমহমস্বাপ্সং, প্রসন্নং মে মনঃ, প্রজ্ঞাং মে বিশারদীকরোতি।

২। দুঃখমহমস্বাপ্সং স্ত্যানং মে মনঃ, ভ্রমত্যন-বস্থিতং।

৩। গাঢ়ং মূঢ়োঽহমস্বাপ্সং, গুরুনি মে গাত্রাণি, ক্লান্তং মে চিত্তং, অলসং মুষিতমিব তিষ্ঠতীতি।"

সখল্বয়ং প্রবুদ্ধস্য প্রত্যবমর্শোন স্যাৎ। অসতি প্রত্যয়ানুভবে, তদাশ্রিতাঃ স্মৃতয়শ্চ তদ্বিষয়া ন স্যুঃ। তস্মাৎ প্রত্যয়বিশেষোনিদ্রা। সা চ সমাধাবিতর-প্রত্যয়বন্নিরোদ্ধব্যা ইতি ॥ ১০

সেই নিদ্রাবৃত্তি প্রমাণাদি বৃত্তির ন্যায় একটি স্বতন্ত্র বৃত্তি বিশেষ, একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। পক্ষে যদি বৃত্তি সকলের অভাবকে নিদ্রা বলি, স্বতন্ত্র বৃত্তি স্বীকার না করি, তবে নিদ্রা-অবস্থায় পুরুষের বুদ্ধিবৃত্তির সহিত কিছু মাত্র সম্বন্ধ থাকে না এ কথা, কাজে কাজেই স্বীকার করিতে হইল। এরূপ যখন স্বীকার করিতে হইল, তখন সে অবস্থায় সুখ দুঃখ বা মোহের অনুভব হয় না, ইহাও অবশ্য বলিতে হইল। কিন্তু পরমার্থত দেখিতেছি, সে অবস্থাতেও সুখ দুঃখ বা মোহের বেশ অনুভব আছে। যদি নাই থাকে, তবে সুপ্তোত্থিত প্রবুদ্ধ ব্যক্তির সুখ দুঃখাদির স্মরণ হয় কি রূপে?

সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির সুখ দুঃখাদির এই রূপ স্মরণ হয় দেখ,

১। "আমি আজ অতি সুখে নিদ্রিত ছিলাম, মন আমার প্রসন্ন আছে, বুদ্ধি আমার বেশ্ স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়াছে"।

ইহা সুখের স্মরণ।

২। "আমি আজ অতি দুঃখে নিদ্রিত ছিলাম, মন আমার অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়া একস্থানে স্থির হইতেছে না, চারিদিকে ঘুরিতেছে"

ইহা দুঃখের স্মরণ।

৩। "আজ আমি গাঢ় নিদ্রিত হইয়া একেবারে যেন মূঢ় অর্থাৎ জড়ের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছি। অঙ্গ সকল যেন ভার, ও মন যেন অতিশয় ক্লান্ত ও আলস্যযুক্ত বোধ হইতেছে। অধিক কি, মন যেন আর, আমাতেই নাই, কেহ যেন অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে"

ইহা মোহের স্মরণ।

যদি নিদ্রা অবস্থায় বৃত্তি-সামান্যের একেবারে অভাবই হইয়া যায়, তবে তখন সুখ দুঃখাদির অনুভব হইবে না। অনুভব না হইলে সংস্কার হইবে না। সংস্কার না হইলে এইরূপ স্মরণও হইবে না। অতএব প্রমাণাদি বৃত্তির ন্যায় নিদ্রাও বৃত্তিবিশেষ, ইহা অবশ্য স্বীকরণীয় হইল *। এবং সমাধির জন্য প্রমাণাদি অন্যান্য বৃত্তি সকল যেমন নিরোধনীয় তদ্রূপ এই নিদ্রাবৃত্তিও নিরোধনীয়॥ ১০

এক্ষণে বুদ্ধির পঞ্চমী বৃত্তি "স্মৃতি" নিরূপিত হইতেছে।

অনুভূতবিষয়াসংপ্রমোষঃ স্মৃতিঃ॥ ১১ সূঃ

"অসংপ্রমোষ" শব্দে অস্তেয় ভাব। অনুভূত বিষয়ের যে অস্তেয় ভাব তাহাকে স্মৃতি-বৃত্তি কহে।

ভাবার্থ। চিত্তে বিষয়ানুভব জন্য বিষয়াকার সংস্কার জন্মে। সংস্কারোত্তর একটি জ্ঞান জন্মে। সে জ্ঞানটি এইরূপ "আমি অমুক বিষয় জ্ঞাত হইলাম"। বিষয়ের অনুভবাত্মক জ্ঞান, এই সংস্কারোত্তর জাত জ্ঞানের পিতামহ হইল। সেই পিতামহ অনুভবে. যে বিষয় যে পরিমাণে স্ফূর্ত্তি পায়, পৌত্রের সেই মাত্র লব্ধ সুতরাং আপনার। পৌত্র যদি এই আপন বিষয় ছাড়া অতিরিক্ত ন্যূন বা অধিক গ্রহণ করে, অথবা ঐ আপন বিষয়কেই ন্যূন বা অধিক ভাবে নূতন করিয়া গ্রহণ করে, তবে তাহার ঐরূপ গ্রহণ করা 'স্তেয়ভাব' হইবে। সুতরাং উহা স্মৃতি নহে, উহা বিস্মৃতি অর্থাৎ বিপর্য্যয়-বৃত্তি। পক্ষে যদি ঐ পৌত্র জ্ঞান, সেই লব্ধ বা আত্মীয় বিষয়টুকু ঠিক্ ঠিক্ গ্রহণ করে * তবে তাহার ঐরূপ গ্রহণ করা অস্তেয় ভাব হইল। জ্ঞানের এই অস্তেয় ভাবই স্মৃতিবৃত্তি।

ভাষ্য। কিং প্রত্যয়স্য চিত্তং স্মরতি? আহোস্বিৎ বিষয়স্য? ইতি। গ্রাহ্যোপরক্তঃ প্রত্যয়োগ্রাহ্যগ্রহণোভয়াকারনির্ভাসস্তথাজাতীয়কং সংস্কারমারভতে। স সংস্কারঃ স্বব্যঞ্জকাঞ্জনস্তদাকারামেব গ্রাহ্যগ্রহণোভয়াত্মিকাং স্মৃতিং জনয়তি।

সর্ব্বকর্ত্রী বুদ্ধি, কেবল বিষয়ের গ্রহণ করিতেছেন? অথবা কেবল অনুভব মাত্র গ্রহণ করিতেছেন? কেবল অনুভবেরও নহে, এবং কেবল বিষয়েরও নহে কিন্তু তিনি বিষয় ও বিষয়ানুরক্ত অনুভব উভয়েরই গ্রহণ করিতেছেন। ইহাতে যুক্তি এই, গ্রহণ অনুভবেরই বটে, কিন্তু অনুভব বিষয় ছাড়া থাকে না। সুতরাং বলিতে হইল, বুদ্ধি উভয়েরই গ্রহণকর্ত্রী। রক্তকাচাবৃত প্রকাশ এতদ্বিষয়ে পূর্ণ দৃষ্টান্ত। দেখ ইহা কেবল রক্তাকারেই প্রকাশ পাইতেছে এমন নহে, কিন্তু 'রক্ত-গুণ ও রক্ত-গুণ-রঞ্জিত প্রকাশ উভয়কে লইয়াই প্রকাশ পাইতেছে,

* এস্থলে অনেক বিচার আছে, সে সকল পরিত্যক্ত হইল। একেত পাতঞ্জলের এই পাদটা বড় শুষ্ক নীরস, তাহার উপর আবার বিচারের আড়ম্বর করিয়া আরও শুষ্ক করা উচিত নহে।

* যদি কিঞ্চিৎ ন্যূন গ্রহণ করে তাহা হইলেও ক্ষতি নাই কিন্ত অধিক গ্রহণ করাই স্তেয়ভাব। ইহাই প্রকৃত কথা।

তদ্রূপ এখানেও। বুদ্ধি কেবল বিষয়ের বা কেবল অনুভবের গ্রহণ করেন না কিন্তু বিষয় ও বিষয়ানুরক্ত অনুভব উভয়কে লইয়াই ইহার প্রকাশ হইয়া থাকে। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। অতএব এক্ষণে ইহা বলা বাহুল্য যে, প্রথম 'বুদ্ধিবৃত্তি' (অনুভব বৃত্তি) যখন উভয়াকার (নৃসিংহের ন্যায়) হইল, তখন ইহার যে সংস্কার হইবে এবং পরে আবার সেই সংস্কার হইতে যে স্মৃতি-বৃত্তির প্রাদুর্ভাব হইবে, তাহারাও উভয়াকারই হইবে সন্দেহ কি? এখন একবার জিজ্ঞাসা করি, "চিত্ত কেবল বিষয় মাত্র স্মরণ করে? অথবা কেবল অনুভব মাত্র স্মরণ করে?" কেবল বিষয়কেও স্মরণ করে না, কেবল অনুভবকেও স্মরণ করে না, কিন্তু বিষয় ও বিষয়ানুরক্ত অনুভব একেবারে উভয়কেই স্মরণ করে।

যাহা হউক এক্ষণে শিষ্যগণের স্পষ্টরূপে জ্ঞাতার্থ অনুভব ও স্মৃতির কোন্ অংশে প্রভেদ তাহা বলি।

ভাষ্য। তত্র গ্রহণাকারপূর্ব্বা বুদ্ধিঃ। গ্রাহ্যাকারপূর্ব্বা স্মৃতিঃ।

অগৃহীত তত্ত্বের গ্রহণই অনুভব। এবং গৃহীত তত্ত্বের গ্রহণই স্মৃতি।

একটি সন্দেহ।

মনে কর এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিতেছে যে, "তাহার মৃত পিতা স্বর্গীয় বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে উঠিতেছে এবং সে স্বয়ং সহস্র-সংবৎসর-সাধ্য দীর্ঘসত্র নামক যজ্ঞ শেষ করিয়াছে; এই স্বাপ্নিক জ্ঞান অনুভব না স্মৃতি? মৃত পিতা অনবগত (অগৃহীত) বিষয় নহে সুতরাং অনুভব বলিতে পারি না। এবং মৃত পিতার বিমানারোহণ জাগ্রৎ সময়ে কখনও দৃষ্ট নহে, এটি অধিক হইল, সুতরাং অস্তেয় ভাব থাকিল না। অস্তেয় ভাব যে জ্ঞানে থাকিল না, সে জ্ঞানকে স্মৃতিই বা কিরূপে বলি? এইরূপে নিজের যে সহস্র সংবৎসর-সাধ্য দীর্ঘসত্র যাগের অনুষ্ঠান-বিষয়ক জ্ঞান, সেটিও না অনুভব না স্মৃতি কিছুই হইল না। অতএব এইরূপ স্বাপ্নিক জ্ঞান কি ঐ দ্বিবিধ জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র?

এতদুত্তরে,——

ভাষ্য। সা চ দ্বয়ী, ভাবিতস্মর্ত্তব্যা চ অভাবিতস্মর্ত্তব্যা চ। স্বপ্নে ভাবিতস্মর্ত্তব্যা। জাগ্রৎসময়ে ত্বভাবিতস্মর্ত্তব্যেতি।

না, স্বতন্ত্র নহে। উহা স্মৃতিরই অন্তর্ভূত। স্মৃতি দ্বিবিধ, কল্পিত-বিষয়ক স্মৃতি এবং অকল্পিত বিষয়ক স্মৃতি। স্বপ্নে কল্পিত বিষয়ের স্মৃতি হয়। জাগ্রৎ সময়ে অকল্পিত বিষয়ের স্মৃতি হয়। অর্থাৎ জাগ্রৎ অবস্থায় যে সকল বিষয় মনে মনে কল্পিত হয় * সেই সকল বিষয়ের স্বপ্নাবস্থায় যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানকে স্বাপ্নিক, 'কল্পিত স্মৃতি' জানিবে। এবং জাগ্রৎ অবস্থায় বাস্তবিক যাহা দৃষ্ট হয় স্বপ্নে যদি সেই মাত্র আলোচিত হয় তবে ঐ আলোচনা স্বাপ্নিক হইলেও 'অকল্পিত স্মৃতি'ই জানিবে। কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থায়, এক প্রকারই স্মৃতি হয়। "অকল্পিত স্মৃতি"ই জাগ্রৎ অবস্থার স্মৃতি। জাগ্রৎ অবস্থায় "কল্পিত স্মৃতি" কখনই হয় না। ইহা স্থির।

ভাষ্য। সর্ব্বাঃ স্মৃতয়ঃ প্রমাণবিপর্য্যয়-বিকল্পনিদ্রাবৃত্তীনামনুভবাৎ প্রভবন্তি।

গো, অশ্ব, মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণিগণ পরস্পর অত্যন্ত ভিন্নপ্রকৃতি হইলেও ইহারা যেমন চেতন জাতীয়। চেতনত্ব (চৈতন্য) ইহাদের যেমন সর্ব্বানুস্যূত ধর্ম্ম। ইহাদের-বিপরীত-ধর্ম্মাক্রান্ত গৃহ পর্ব্বতাদি। কেন না গৃহ পর্ব্বতাদির সর্ব্বানুস্যূত ধর্ম্ম, চেতনগণের সর্ব্বানুস্যূত ধর্ম্মের (চৈতন্যের) বিপরীত অর্থাৎ অচৈতন্য বা জড়ত্ব। তদ্রূপ

* কিরূপে কল্পিত হয়, তাহা সূক্ষ্মদর্শি বুদ্ধিমানেরাই বুঝিতে পারেন, সকলে পারে না।

এখানেও। প্রমাণ বিপর্য্যয় বিকল্প ও নিদ্রাবৃত্তি, ইহারা পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন-প্রকৃতি হইলেও ইহারা সমান জাতীয়। কারণ ইহাদের সর্ব্বানুস্যূত ধর্ম্ম (অনুভবত্ব) এক। পক্ষে স্মৃতি-বৃত্তিসকল আর এক জাতীয়, যেহেতু ইহাদের সর্ব্বানুস্যূত ধর্ম্ম স্মৃতিত্ব। স্মৃতিত্ব, অনুভব-বৃত্তি সকলের সর্ব্বানুস্যূত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ। * অনুভবত্ব ও স্মৃতিত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম কেন? অনুভব অগ্রে হয়, স্মৃতি-বৃত্তি পরে হয়, এই জন্যই বিরুদ্ধ। এস্থলে ইহাও জানিয়া রাখা উচিত, প্রমাণাদি অনুভব-বৃত্তি সকল স্মৃতি-বৃত্তির উপজীব্য অর্থাৎ অনুভাব না হইলে স্মৃতি কখনই হয় না।

ভাষ্য। সর্ব্বাশ্চৈতা বৃত্তয়ঃ সুখদুঃখমোহাত্মিকাঃ।
সুখদুঃখমোহাশ্চ ক্লেশেষু ব্যাখ্যেয়াঃ।
সুখানুশয়ীরাগঃ। দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ।
মোহঃ পুনরবিদ্যেতি।

এতাঃ সর্ব্বা বৃত্তয়োনিরোদ্ধব্যাঃ। আসাং নিরোধে সংপ্রজ্ঞাতোবা সমাধির্ভবতি, অসংপ্রজ্ঞাতো-বেতি ॥ ১১ ॥

এই প্রমাণাদি বুদ্ধি-বৃত্তি সকল, সমস্তই সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক। ক্লেশ পদার্থের নিরূপণ সময়ে সুখ দুঃখাদির পরিচয় ভালরূপেই দিব। তবে এক্ষণে এইমাত্র জানিয়া রাখ, অনুরাগ-জনকই সুখ, দ্বেষ-জনকই দুঃখ, এবং অজ্ঞান বা আচ্ছন্ন-ভাব-জনকই মোহ।

উপসংহারে উপদেশ্য এই, সাধকগণের প্রমাণাদি পঞ্চবৃত্তিই নিরোধনীয়। চিত্তের এই সমস্ত বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে, সংপ্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়। সংপ্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হইলেই অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হইবে ॥ ১১

ভাষ্য। অথাসাং নিরোধে ক উপায়ঃ? ইতি

এই পঞ্চবিধ বুদ্ধি-বৃত্তি সকলের নিবৃত্তি করিবার কি উপায় আছে?

এতদুত্তরে,——

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ ॥ ১২ সূঃ

অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবৃত্তি সকলের নিরোধ হয়। অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি সকলের নিরোধের উপায় দুইটি অভ্যাস ও বৈরাগ্য।

ভাষ্য। চিত্ত-নদী নাম উভয়তোবাহিনী। বহতি কল্যাণায়, বহতি পাপায় চ। যা তু কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারা বিবেকবিষয়নিম্না সা কল্যাণবহা। সংসারপ্রাগভারা অবিবেকবিষয়নিম্না পাপবহা। তত্র বৈরাগ্যেণ বিষয়স্রোতঃ খিলীক্রিয়তে। বিবেকদর্শনাভ্যাসেন বিবেকস্রোত উদ্ঘাট্যতে। ইত্যুভয়াধীনশ্চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধঃ ॥ ১২

জীবমাত্রের অন্তর্জগতে চিত্তবৃত্তি নামে নদী আছে। ইহার দুইটি মুখ,—দুই মুখ হইয়া এই নদী বহিতেছে। গঙ্গা যেমন তিন মুখ হইয়া বহিতেছেন এই জন্য গঙ্গার তিন নাম, মন্দাকিনী, ভাগীরথী ও ভোগবতী। চিত্ত-নদীও সেইরূপ দুই মুখ হইয়া বহিতেছে এই জন্য ইহার দুই নাম, কল্যাণবহা, পাপবহা। কল্যাণবহার সতত কল্যাণ-স্রোত বহিতেছে। পাপবহার সতত পাপস্রোত বহিতেছে। কল্যাণবহা, কৈবল্য নামক অমৃত-সাগরে সঙ্গতা হইবার উদ্দেশে কৈবল্যগামি বিবেক-পথে নামিয়া অনবরত ঐ দিকেই প্রবাহিত হইতেছে। পাপবহা, সংসার নামক দুস্তর সাগরে সঙ্গতা হইবার উদ্দেশে, সংসার-সাগরগামি অবিবেক-পথে নামিয়া অনবরত ঐদিকেই প্রবাহিত হইতেছে। জীবগণের ব্যুত্থান অবস্থায় কল্যাণরূপি জলের স্রোত বন্ধ হওয়ায় কল্যাণবহা চিত্তনদীর মুখ একেবারে বন্ধ আছে। পক্ষে পাপবহা চিত্তনদীর মুখ (ধারা) বেশ্ খোলা

* নৈয়ায়িকগণ এই জন্যই—এই বিবেচনা করিয়াই বুদ্ধির অনুভব ও স্মৃতি দ্বিবিধ কার্য্য বিভাগ করিয়া পরে অনুভবকে চারি প্রকার বলিয়াছেন। যথা "অনুভূতিঃ স্মৃতিশ্চৈধ অনুভূতিশ্চতুর্ব্বিধা" ইত্যাদি ভাষাপরিচ্ছেদ দেখ।

আছে, কেন না, পাপরূপ জলের স্রোত বেগে চলিতেছে। অতএব ব্যুত্থান-অবস্থায় সাধক যোগীগণের কর্ত্তব্য, বৈরাগ্য রূপ উৎখাত অস্ত্রে কল্যাণবহা চিত্তনদীর মুখটি খুলিয়া দেওয়া এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পাপবহা চিত্তনদীর মুখটি অভ্যাস রূপ মৃত্তিকা ফেলিয়া বন্দ করিয়া দেওয়া। তাহা হইলেই সাধকগণ কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। সার কথা এই চিত্তবৃত্তি সকলের নিরোধ, কেবল অভ্যাসের অধীনও নহে এবং কেবল বৈরাগ্যের অধীনও নহে, কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য উভয়েরই অধীন ॥ ১২

অভ্যাস কি?

এতদুত্তরে,—

তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ॥ ১৩ সূঃ

বুদ্ধি, প্রমাণাদি পঞ্চবৃত্তিহীন হইয়াও পুনশ্চ তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া পঞ্চতয়ী হইতে পারে, যে যত্ন দ্বারা বুদ্ধি, প্রমাণাদি পঞ্চ-বৃত্তি-হীন হয়, এবং পঞ্চবৃত্তিহীন হইয়াও আবার তাহার পূর্ব্ববৎ পঞ্চতয়ী ভাব না হয়, সেই যত্ন-বিশেষের নাম অভ্যাস।

ভাষ্যকার শব্দার্থ বলিতেছেন,—

ভাষ্য। চিত্তস্যাবৃত্তিকস্য প্রশান্তবাহিতা স্থিতিঃ, তদর্থঃপ্রযত্নোবীর্য্যং উৎসাহঃ, তৎসংপিপাদয়িষা তৎসাধনানুষ্ঠানং অভ্যাসঃ॥ ১৩

চিত্তকে বৃত্তিশূন্য করিয়া, বৃত্তিশূন্য চিত্তের শান্তভাবে অবস্থিতি হইবার জন্য সেই বৃত্তিশূন্য চিত্তের যে সামর্থ্য টুকুর আবশ্যক, সেই সামর্থ্য টুকু তাহাতে আনিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়া * সবৃত্তিক চিত্তের বৃত্তি নিরোধ ও নির্ব্বৃত্তিক চিত্তের প্রশান্তবাহিতা-সামর্থ্য-সম্পাদক যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ ক্রিয়াযোগ সকলের † যে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান, তাহাকে অভ্যাস কহে ॥১৩

অভ্যাস দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ ও নিরুদ্ধ চিত্তের প্রশান্ত ভাবে অবস্থিতি, এ দুই-ই হইতে পারে; 'হওয়া নিতান্ত অসম্ভব' একথাও বলিতে পারি না, পক্ষে 'বরাবরই যে, চিত্ত, নিরুদ্ধবৃত্তি হইয়া থাকিবে' এরূপও বিশ্বাস করি না। কেন না, অনাদি কাল হইতে আগত ব্যুত্থান-সংস্কারকে অতিকষ্টেস্বষ্টে যদিও একবার হঠাইয়া দাও, দিলে, কিন্তু তাহাতেই বা কি বিশেষ লাভ? একটু অবসর পাইলেই, আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস, আবার আসিবে। যেহেতু সে যে ইহার শত্রু।

এতদুত্তরে,—

স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতোদৃঢ়ভুমিঃ॥ ১৪ সূঃ

ভাষ্য। দীর্ঘকালাসেবিতঃ, নিরন্তরাসেবিতঃ, তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ বিদ্যয়া শ্রদ্ধয়া চ সম্পাদিতঃ, সৎকারবান্ দৃঢ়ভুমির্ভবতি। ব্যুত্থানসংস্কারেণ দ্রাগিত্যেবানভিভুতবিষয় ইত্যর্থঃ॥ ১৪

১। যাবৎ বিবেক-খ্যাতির ও পর বৈরাগ্য দ্বারা নিরোধ না হইতেছে তাবৎকাল বরাবরই অভ্যাস করিতে যত্নবান্ হও।

২। (ক) কিছুকাল অভ্যাস করিয়া 'কৃতকার্য্য হইলাম' ভাবিয়া সহসা ত্যাগ করিও না। (খ) অভ্যাস কালে মধ্যে মধ্যে আলস্য করিও না।

৩। শীতোষ্ণাদির দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতারূপ তপস্যা, গুপ্তেন্দ্রিয়ের সংযম রূপ ব্রহ্মচর্য্য, উপদেশ গ্রহণ রূপ বিদ্যাশিক্ষা, এবং শ্রদ্ধা ইহাদের নাম সৎকার। এই সকল সৎকা-

* এই ইচ্ছার মধ্যে দুইটি ইচ্ছা ভাসিল। প্রথম সবৃত্তিক চিত্তের বৃত্তিনিরোধ, দ্বিতীয় নির্ব্বৃত্তিক চিত্তের প্রশান্তবাহিতা-সম্পাদক সামর্থ্য এই দুইটি।

† অর্থাৎ যম নিয়মাদি ক্রিয়াযোগ দ্বারা চিত্তের বৃত্তিনিরোধ এবং বৃত্তিনিরোধ হইয়া গেলেও সেই নিরুদ্ধ চিত্তের প্রশান্তবাহিতা-সামর্থ্য দুই কার্য্যই সম্পাদিত হইয়া থাকে।

রকে সতত অভ্যাসের সহায়ী করিয়া রাখিবে।

এইরূপ ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া অভ্যাস করিলে, অভ্যাস দৃঢ় হয়। অভ্যাস এইরূপে দৃঢ় হইয়া গেলে, সাধ্য কি প্রবল শত্রু ব্যুত্থান-সংস্কার আসিবে।। ১৪

ক্রমশঃ।

আরও উচ্চে, আরও উচ্চে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে উন্নতিই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য। উন্নতি লাভ করাই মনুষ্য-জীবনের কার্য্য। উন্নতি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, উন্নতি লাভই আমাদের জীবনের কার্য্য বলিয়া ঈশ্বর আমাদিগের আত্মার উন্নতি-লাভেচ্ছা গভীর রূপে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক অবিকৃত আত্মায় এই উন্নতি-লাভেচ্ছা সর্ব্বদা প্রদীপ্ত থাকে। উন্নতির জীবনই প্রকৃত মনুষ্য-জীবন। সময় বহিয়া যাইতেছে, অথচ যে ব্যক্তি উন্নতি লাভ করিতেছে না, তাহার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র, তাহার জীবন মানব-জীবন নামের বাচ্য নহে। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে শরীর, মন ও আত্মার উন্নতি-সাধনে ব্যাপৃত, যিনি শারীরিক নিয়ম পালন দ্বারা বলবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া শারীরিক উন্নতিসাধনে, বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জ্জন দ্বারা মানসিক উন্নতিসাধনে এবং নানা ধর্ম্ম-কার্য্য সম্পাদন করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনে নিযুক্ত তিনিই মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাঁহার অনন্ত স্রষ্টার মহান্ অভিপ্রায় সম্পাদনে নিযুক্ত। উন্নতিসাধন যেমন আমাদের এই নশ্বর পার্থিব জীবনের উদ্দেশ্য ও কার্য্য, সেইরূপ উন্নতিসাধনই আমাদের অনন্ত পারলৌকিক জীবনের উদ্দেশ্য ও কার্য্য। কোন কোন প্রচলিত ধর্ম্মাবলম্বীরা কল্পনা করেন যে পারলৌকিক জীবন বিশ্রামের জীবন, আরামের জীবন, আধ্যাত্মিক বিলাসের জীবন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। আমাদিগের অবিনাশী আত্মার যে সকল অমর গুণ আছে, তাহা পরলোকে ক্রমে ক্রমে অধিকতর বর্দ্ধিত ও উন্নতই হইবে, কুত্রাপি হ্রাস পাইবে না কিংবা ক্ষীণতর হইবে না। কার্য্য করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা আমাদের আত্মার দুইটি প্রধান গুণ; পরলোকে আমাদিগের এই কার্য্য করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা হ্রাস না পাইয়া ক্ষীণতর না হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও উন্নত হইবে। পারলৌকিক জীবন কার্য্যের জীবন, আমাদের উন্নতিসাধক পবিত্র, মহৎ, স্বর্গীয় কার্য্যের জীবন। পরলোকে আমরা কার্য্য-সাধন দ্বারা ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতে থাকিব—সে অনন্তকালব্যাপী অনন্ত উন্নতি, সে উন্নতির আর বিরাম নাই, শেষ নাই। পরলোকে আমরা অনন্ত কাল উন্নতি লাভ করিতে থাকিব, কিন্তু কুত্রাপি উন্নতির চরম সীমায় উপস্থিত হইতে পারিব না, কুত্রাপি ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণতা লাভ করিতে পারিব না। সেখানে আমরা জ্ঞানে, প্রেমে, পবিত্রতায়, শক্তিতে, সৌন্দর্য্যে ও আনন্দে এবং কত শত অজ্ঞাত স্বর্গীয় গুণে ক্রমাগত অবিরামে উন্নত হইতে থাকিব। কিন্তু কোন গুণ ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারিব না, কোন গুণে ঈশ্বরের সমকক্ষ হইতে পারিব না। আমাদের জ্ঞানের বিষয় দুই, ঈশ্বর ও তাঁহার সৃষ্টি। এখানে আমরা ঈশ্বরকে সামান্য রূপে জানিতে পারিতেছি সেখানে অনন্ত কাল আমরা ঈশ্বরকে ক্রমশঃ অধিকতর রূপে জানিতে থাকিব, কিন্তু অনন্ত কাল অধিকতর রূপে

জানিয়াও তাঁহাকে সম্যকরূপে অর্থাৎ ঈশ্বর আপনাকে আপনি যেরূপ জানেন তদনুরূপ জানিতে সক্ষম হইব না, অনন্ত কালও আমাদিগের ঈশ্বরজ্ঞানের উন্নতির শেষ হইবে না। এখানে আমরা সৃষ্ট বস্তু সকলের বিষয় অতি সামান্যরূপ জানিতেছি, সেখানে অনন্ত কাল আমরা ব্রহ্মাণ্ডস্থ সকল বস্তুর যথার্থ প্রকৃতি ও কার্য্য ক্রমশঃ অধিকতর রূপে জানিতে থাকিব, কিন্তু অনন্ত কাল অধিকতর রূপে জানিয়াও উহাদিগকে কখন সম্যক্ রূপে অর্থাৎ ঈশ্বর উহাদিগকে যেরূপ জানেন, তদনুরূপ জানিতে পারিব না, অনন্ত কালও আমাদিগের সৃষ্ট-বস্তু-জ্ঞানের উন্নতির শেষ হইবে না। এখানে আমরা স্ত্রী পুত্র পরিবার, বন্ধু, স্বদেশ মানবজাতি ও ঈশ্বরের প্রতি প্রেম করিতে শিক্ষা করি, সেখানে অনন্ত কাল আমরা সমস্ত সৃষ্ট জীবকে এবং সেই পরম পূর্ণ স্বরূপ অনুপম সুন্দর পুরুষকে ক্রমশঃ অধিকতর রূপে, গভীরতর রূপে প্রেম করিতে শিক্ষা করিতে থাকিব, কিন্তু অনন্ত কাল অধিকতররূপে গভীরতর রূপে প্রেম শিক্ষা করিয়াও, সম্যক রূপে অর্থাৎ ঈশ্বর যেরূপ প্রেমিক তদনুরূপ প্রেমিক হইতে পারিব না, অনন্ত কালও আমাদের প্রেমশিক্ষার উন্নতির শেষ হইবে না। এখানে আমরা পবিত্রকাম, পবিত্রমনা ও পবিত্রাত্মা হইতে শিক্ষা করিতেছি, সেখানে অনন্ত কাল আমরা ক্রমশঃ অধিকতর রূপে পবিত্র হইতে থাকিব, কিন্তু অনন্ত কাল পবিত্রতায় উন্নতি লাভ করিয়াও সম্যক রূপে অর্থাৎ ঈশ্বর যেরূপ পবিত্র তদনুরূপ পবিত্র হইতে সক্ষম হইব না, অনন্তকালও আমাদের পবিত্রতায় উন্নতি লাভ করা শেষ হইবে না। এখানে আমরা শরীরের হউক, মনের হউক কিংবা আত্মার হউক শক্তি লাভ করিয়া থাকি, সেখানে অনন্ত কাল আমরা ক্রমশঃ অধিকতর রূপে বিচিত্র আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিতে থাকিব, কিন্তু অনন্ত কাল অধিকতর রূপে শক্তি লাভ করিয়াও আমরা সম্যকরূপে অর্থাৎ ঈশ্বর যেরূপ শক্তিমান সেরূপ শক্তিমান হইতে পারিব না, অনন্ত কালও আমাদিগের শক্তিতে উন্নতি লাভ করা শেষ হইবে না। এখানে আমরা জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা, ও শক্তি লাভ করিয়া প্রকৃতরূপে সুন্দর হইতে থাকি, সেখানে অনন্ত কাল আমরা জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা ও শক্তিতে উন্নতি লাভ করিতে থাকিব এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত কাল ক্রমশঃ অধিকতর রূপে সুন্দর হইতে থাকিব, কিন্তু অনন্ত কাল সৌন্দর্য্যে উন্নতি লাভ করিয়াও সম্যক রূপে অর্থাৎ ঈশ্বর যেরূপ সুন্দর তদনুরূপ সুন্দর হইতে পারিব না, অনন্ত কালও আমাদের সৌন্দর্য্যের ক্রমোন্নতির শেষ হইবে না। এখানে আমরা জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা, শক্তি ও সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া বিমলানন্দ উপভোগ করিয়া থাকি, সেখানে অনন্ত কাল আমরা জ্ঞান প্রেম, পবিত্রতা শক্তি ও সৌন্দর্য্যে উন্নতি লাভ করিতে থাকিব, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত কাল ক্রমশঃ অধিকতর উচ্চতর বিমলতর আনন্দ লাভ করিতে থাকিব, কিন্তু অনন্ত কাল ক্রমশঃ অধিকতর উচ্চতর বিমলতর আনন্দলাভ করিয়াও, সম্যক রূপে অর্থাৎ ঈশ্বর যেরূপ পূর্ণ আনন্দময় তদ্রূপ হইতে পারিব না, অনন্ত কালও আমাদের আনন্দের বৃদ্ধি ও উন্নতির শেষ হইবে না। বাস্তবিক পরলোক একটি বিশাল শিক্ষালয়। সে শিক্ষালয়ের শ্রেণী অগণনীয়, অনন্ত। অনন্ত কাল ব্যাপিয়া আমরা সেই শিক্ষালয়ের এক শ্রেণী হইতে উচ্চতর শ্রেণীতে উত্থিত হইতে থাকিব, কিন্তু অনন্ত কালেও

আমাদের এই উত্থানের শেষ হইবে না। অনন্ত দেবের সেই অনন্ত শিক্ষালয়ে ক্রমাগত এক শ্রেণী হইতে উচ্চতর শ্রেণীতে অসংখ্য পুণ্যাত্মা সকল আরোহণ করিতেছেন। তাঁহারা প্রতিমুহূর্ত্তেই উচ্চতর অবস্থার দিকে প্রধাবিত হইতেছেন, প্রতিমুহূর্ত্তেই উচ্চতর লোকে আরোহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। "আরও উচ্চে" "আরও উচ্চে" এই মহাবাক্য ইহাঁদিগের মুখ হইতে অনবরত বিনির্গত হইতেছে। "আরও উচ্চে" "আরও উচ্চে" এই মহাবাক্য অনন্ত উন্নতির অধিকারী এই পবিত্রাত্মাদিগের জীবন-পরিচালক বাক্য। ইহাঁদিগের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কার্য্য বলিতেছে "আরও উচ্চে" "আরও উচ্চে"। অনন্ত কাল এই অমরাত্মাদিগের মুখ হইতে এই উত্তেজক বাক্য বিনির্গত হইবে, অনন্ত কাল ইহা ইহাঁদিগের জীবনকে পরিচালিত করিবে, অনন্ত কাল ইহাঁরা সেই অনন্ত লোকের উচ্চ লোক হইতে উচ্চতর লোকে আরোহণ করিতে থাকিবেন। পরম করুণাময় ঈশ্বর প্রত্যেক মানবাত্মাকে এই অনন্ত উন্নতির জীবনের অধিকারী করিয়াছেন। এইরূপ মহান অলৌকিক উন্নতি কল্পনা করিলেও আমাদিগের মন উন্নত হয়, হৃদয় প্রসারিত হয়, আত্মা অননুভূত আনন্দ অনুভব করে। "আরও উচ্চে" "আরও উচ্চে" এই মহাবাক্য ইহ জীবনের পরিচালক করিয়া যাহাতে আমরা সম্পূর্ণরূপে আমাদের পার্থিব জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করত এই স্বর্গীয় অনন্ত উন্নতির অনন্ত জীবনের উপযুক্ত অধিকারী হইতে পারি; ঈশ্বর আমাদিগকে এমৎ মতি দিউন, এমৎ বল দিউন।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

ফেলোওয়ার্কর নামক

ইংরাজী পত্রিকার প্রবন্ধ-বিশেষের প্রতিবাদ।

সম্প্রতি Fellow-worker নামক নূতন ইংরাজি মাসিক পত্রিকা বাহির হইয়াছে দেখিয়া আদি সমাজের শরীরে নূতন বলের সঞ্চার হইবে আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রথম সংখ্যা বাহির হইতেই তাহার মধ্যে আদি সমাজের কতকগুলি বিরোধী মত দেখিয়া, পূর্ব্বে যেমন আশা হইয়াছিল—তেমনি ভয় পাইতে হইয়াছে। Vedic notion of the Divine principle নামক একটি যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বেদের বচন স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিবার কথা কিন্তু তাহার কিছুই দেখিলাম না; ইহাই দেখিলাম যে বেদের বচনের সমস্ত ভাবার্থ উল্টাইয়া ফেলিয়া নূতনবিধ এক মতের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

সপ্তম পৃষ্ঠায় যে পরিচ্ছেদের অবতারণা করা হইয়াছে তাহাতে সাধারণ লোকের মনে বিষম ধন্ধ উপস্থিত হইতে পারে। বেদেতে আছে "নাসদাসীৎ ন সদাসীৎ" ইহার ভাবার্থ গ্রহণ না করিয়া যদি শব্দার্থ ধরা যায় তাহা হইলে এই দাঁড়ায় যে আদিতে কিছু না ছিল যে—তাহাও নয়, কিছু ছিল যে—তাহাও নয়; এরূপ ব্যাখ্যার কোন অর্থ নাই,—আছে এবং নাই এক সঙ্গে থাকিতে পারে না ইহা বলা বাহুল্য। সুতরাং শব্দার্থ ছাড়িয়া উহার ভাবার্থের প্রতি দৃষ্টি করিলে তবেই উহার প্রকৃত অর্থ বোধগম্য হইতে পারে; সে অর্থ সহজে এইরূপ প্রতীতি হয়;—প্রথমত কিছু যে ছিল না তাহা নয় এইটী মুখ্য কথা, তাহা শুনিয়া পাছে মনে হয় যে, যে প্রকার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় দেখিতেছি শুনিতেছি সেইরূপ কিছু ছিল, এই জন্য বলা হইয়াছে যে, কিছু ছিল যে তাহা নয় অর্থাৎ তুমি যাহা দেখিতেছ শুনিতেছ এরূপ কিছু ছিল না। এক কথায় এই, ছিল না যা তাহা পরিচ্ছিন্ন বস্তু, ছিল যা তাহা অপরিচ্ছিন্ন বস্তু। লেখক শব্দার্থ একেবারে কড়ায় গণ্ডায় বজায় রাখিতে যতদূর আয়াস পাইবার পাইয়াছেন অথচ শেষ কালে হঠাৎ শব্দার্থ ছাড়িয়া দিয়া নূতন এক ভাবার্থ উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি যে বলেন যে, entityও ছিল না nonentityও ছিল না, এই টুকু হইল শব্দার্থ, আর তিনি যে একটা ভাবার্থ বাহির করিয়াছেন তাহা

এই যে abstract entity ছিল। Entity ছিল না ইহা স্থির অথচ abstract Entity ছিল। লেখক শব্দার্থ সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিতে চান অথচ গায়ের জোরে স্থাপন করিতেছেন abstract entity ছিল। শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া। entityই যদি মূলে ছিল না তবে abstract entity থাকিবে কোথা হইতে! যদি গরুই না থাকে তবে গোত্ব কিরূপে থাকিবে। abstract entity আছে এই যে একটা কথা ইহা বেদের কথা নহে ইহা তাঁহার নিজের কথা। তাঁহার এই নিজের কথাটীকে যেরূপ করিয়া তিনি ঘটাইয়াছেন তাহা এই;—entity হয় Objective নয় subjective; যদি গোড়ার অস্তিত্বকে Objective বলা হয় তবে যে-জ্ঞানের তাহা object সেই জ্ঞানের অস্তিত্বের আকাঙ্ক্ষা থাকে, সুতরাং গোড়ার অস্তিত্ব objective entity হইতে পারে না; আর subjective entity বলিলেও objective entityর আকাঙ্ক্ষা থাকে, অর্থাৎ জ্ঞান আছে বলিলে একটা কোন বিষয়ের জ্ঞান আছে এই রূপ বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা থাকে, সুতরাং গোড়ার অস্তিত্ব কেবল যে জ্ঞানরূপী তাহাও হইতে পারে না; এইরূপ তাহা subjective entityও নয় objective entityও নয়—তবে কি না তাহা abstract entity। এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে তিনি ঐক-দেশিক অস্তিত্বের যে আপেক্ষিকতা-দোষ দেখাইতেছেন তাহা কেবল subjective-ছাড়া যে objective ও objective-ছাড়া যে subjective তাহাতেই খাটে; কিন্তু লেখক এটি ধরেন নাই যে আত্মার অস্তিত্ব এক হিসাবে যেমন subjective আর এক হিসাবে তেমনি objective—দুইই; কেন না আত্মা আপনি আপনাকে জানে, সুতরাং আত্মা আপনার জ্ঞানের বিষয়ও বটে এবং জ্ঞাতাও বটে, অথচ তাহা দুই নহে, এক। আর এক দিকে এইরূপ দেখা যায় যে এমন যদি কোন জ্ঞান থাকে যাহা কোন বস্তুকে তাহার নিগূঢ়তম প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া জানে—জ্ঞানের মধ্যে এবং বস্তুর মধ্যে একটুও পর্দার আড়াল থাকে না—তবে তাহা জ্ঞানের পূর্ণতারই লক্ষণ; জীবাত্মাতে এই রূপ প্রকার জ্ঞানের অল্প একটু আভাস আছে মাত্র,—কতক পরিমাণে সে আপনি আপনাকে জানে—সম্যক্ রূপে নহে। subjective এবং objective উভয়াত্মক অস্তিত্বই যে ব্রহ্মে একীভূত তাহা সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম এই কথাতেই প্রকাশ পাইতেছে; জ্ঞানের যথার্থ বিষয় যে সত্তা (objective) এবং সেই বিষয়ের প্রকাশক যে জ্ঞান (subjective) উভয়ই ব্রহ্মেতে আনন্ত্যে পর্য্যবসিত। এই রূপ পূর্ণ অস্তিত্বই ব্রহ্ম-শব্দের বাচ্য। কিন্তু যাহা subjectiveও নয় objectiveও নয় এরূপ অস্তিত্ব মূলেই থাকিতে পারে না—সুতরাং তাহাকে ব্রহ্ম বলা আর শূন্যকে ব্রহ্ম বলা সমান।

লেখক subjective entityর প্রধান দোষ এই ধরিয়াছেন, subjective entity means the consciousness of some other thing. Thus when we say one is conscious of one's self we mean that one knows one is not another. লেখক এস্থানে আত্মজ্ঞানের মুখ্য অর্থ ছাড়িয়া দিয়া গৌণ অর্থ ধরিয়াছেন, এমন কি গৌণ অর্থকেই মুখ্য করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, আপনাকে 'জানার' অর্থ এই যে আমি অন্য নই,—এই পর্য্যন্ত; মনে কর একজন হিমালয় পর্ব্বতকে শুধু এইরূপ জানেন যে, হিমালয় হাতি নয়, ঘোড়া নয়, উট নয়, পিপীলিকা নয়, বালুকণা নয়,—এরূপ করিয়া অনন্ত কাল জানিলেও তাহার হিমালয় জ্ঞান একপদও অগ্রসর হইবে না; তেমনি আপনাকে জানার অর্থ যদি কেবল এই হয় যে, আমি অন্য নই তবে সে জ্ঞানেরও মূল্য ঐরূপ। অবশ্য আমরা বলিতেছি না যে আমরা আপনাকে সম্যকরূপে জানিতে পারি, তাহা দূরে থাকুক একগাছি তৃণকেও সম্যকরূপে জানিতে পারি না, তবে কি-না—কি তৃণ কি আত্মা তদ্বিষয়ক সদাত্মক (positive) জ্ঞান আমরা যতটুকু জানি তাহাকেই আমরা তদ্বিষয়ক অভাবাত্মক negative জ্ঞান অপেক্ষা প্রাধান্য দিয়া থাকি; যেমন তৃণ অঙ্গার নয় এ জ্ঞান অপেক্ষা তৃণ হরিদ্বর্ণ উদ্ভিদ এরূপ জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়া থাকি, আমি কাষ্ঠ নহি এ জ্ঞান অপেক্ষা আমি জ্ঞানবান পুরুষ এ জ্ঞানকে আমরা প্রাধান্য দিয়া থাকি। আমি যে কি নহি তাহাই যে কেবল আমরা জানি তাহা নহে, আমি যে কি তাহাও আমরা জানি; সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব এক হিসাবে যেমন subjective আর এক হিসাবে তেমনি objective—অথচ আত্মা—যে এক সেই এক; যে আত্মা আপনাকে জানিতেছে, সেই একই আত্মা আপনার জ্ঞানের বিষয়; অতএব লেখক যে বলিয়াছেন যে, In either case we are obliged to affirm duality as the primal principle' একথা খাটে না; subjective entity মাত্রই এক হিসাবে যেমন subjective আর এক হিসাবে তেমনি objective, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহা দুই নহে—তাহা এক। যদি পূর্ণ জ্ঞানের কথা বল তবে তাহাতে আত্মজ্ঞান

ও সর্ব্বজ্ঞান একাধারেই পাওয়া যায়, যেমন আপনাকে পূর্ণমাত্রায় জানিলে আপনা হইতে অবাধে যে যে কার্য্য উৎপন্ন হইবে তৎ সমস্ত সেই সঙ্গে জানা যায় কেন না আত্মার স্বয়ংপ্রবৃত্ত কার্য্য আত্মারই অন্তর্ভূত; তেমনি পরমাত্মা আপনাকে জানিবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার স্বয়ং-উৎপাদ্য কার্য্য জানিতেছেন, তাঁহাতে আত্মজ্ঞান ও সর্ব্বজ্ঞান একাধারে বর্ত্তমান। যেখানে এইরূপ সেখানে abstract entity বলাতে অস্তিত্বের মাত্রা যে কত কম বলা হইয়াছে তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। অতএব লেখক আত্মজ্ঞানের এবং অন্য জ্ঞানের মধ্যে যে একটা ভেদ দাঁড় করাইয়াছেন তাহা পরমাত্মার পক্ষে খাটে না, পরিমিত আত্মার সম্বন্ধেই তাহা খাটিতে পারে; কেন না পরিমিত আত্মার বাহিরে অন্য অন্য সত্তা আছে, পরমাত্মার বাহিরে অন্য অন্য সত্তা নাই, সকল সত্তাই তাঁহার অন্তর্ভূত। যেমন এক মহাকালের মধ্যে সকল কালই অন্তর্ভূত অথচ প্রত্যেক খণ্ড কালই পরস্পর হইতে এবং নিত্য কাল হইতে বিভিন্ন সেইরূপ পরমেশ্বরেতে সকল অস্তিত্বই অন্তর্ভূত অথচ তাহারা পরস্পর হইতে এবং তাঁহা হইতে বিভিন্ন। কিন্তু abstract শব্দের অর্থ এইরূপ যে তাহাতে কোন অস্তিত্ব অন্তর্ভূত নহে, সুতরাং তাহা হইতে কোন অস্তিত্ব উৎপন্ন হইতে পারে না, যেমন—গোত্ব হইতে গরু উৎপন্ন হইতে পারে না। লেখক এইরূপ একটা শূন্যগর্ভ abstract entityকে Divine Principle পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। আমরা জানি moral principle (ধর্ম্মতত্ব) ধর্ম্ম-অনুষ্ঠাতার জ্ঞানে উজ্জ্বলভাব ধারণ করিলে তবেই তাহা হইতে ধর্ম্মকার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে,আর তাহার সহিত যদি অনুষ্ঠাতার ইচ্ছার কোন সম্পর্ক না থাকে তাহা হইলে তাহা হইতে কোন কার্য্যই উৎপন্ন হইতে পারে না; তেমনি আবার বিজ্ঞানের তত্ব সকল আমাদের খুব জ্ঞানায়ত্ত থাকিতে পারে কিন্তু তাহাদিগকে কার্য্যে খাটাইবার ইচ্ছা অসত্তে তাহাদিগের দ্বারা কোন কার্য্য হইতে পারে না। অতএব ঐশ্বরিক তত্বের সঙ্গে যদি ঐশ্বরিক ইচ্ছার কোন সম্পর্ক না থাকে তাহা হইলে শুদ্ধ সেই শূন্যগর্ভ তত্ব হইতে জগৎ উৎপন্ন হইতেছে ইহার অর্থ বুঝা মনুষ্যের অসাধ্য। লেখক বলিয়াছেন Those who have followed us so far will percieve that the sage does preach to us the gospel of the being of the Divine Principle. He unlike those of other faiths, does not believe in god considered as a person. His God is the Devine Principle which may be recognised by our spiritual perception আমরা চতুষ্কোণ পদার্থের চারিটি কোণ প্রত্যাহার করিয়া তাহাদের লক্ষণাদি বিষয়ে স্বতন্ত্ররূপে আলোচনা করিতে পারি কিন্তু তাহার চারিধার ছাড়িয়া শুদ্ধ কেবল চারি কোণ প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, তেমনি, ঐশ্বরিক তত্বকে ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র রূপে আলোচনা করিতে পারিলেও ঈশ্বরের জ্ঞান ভাব ইচ্ছা হইতে ঐশ তত্বকে প্রত্যাহার করিয়া আত্মগোচর (spiritual perception) করিতে পারি না। ঐশ্বরিক তত্বকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া জ্ঞান দ্বারা আলোচনা করা যাইতে পারে কিন্তু তাহাকে আত্মা দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে ঈশ্বরের জ্ঞান ভাব ইচ্ছার সঙ্গে, এক কথায় এই, ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করিতে হয়, কেননা যে তত্ব একটা প্রত্যাহৃতি মাত্র (abstraction) তাহা কখন প্রত্যক্ষের গোচর হইতে পারে না। লেখক শুদ্ধ কেবল abstract শূন্যগর্ভ প্রত্যাহৃতির প্রশংসায় এইরূপ বলিতেছেন How true and how infinitly simple and grand is the Rishi's conception of the Universal Supreme Parabrahma! This is the God which is not like any thing we find in our conditioned sphere of thought. এস্থলে লেখক একটা বিপরীত কথা বলিয়াছেন; abstract entity মাত্রই conditioned (সাপেক্ষিক,) কেননা প্রত্যাহার করা বলিলেই যাহা হইতে প্রত্যাহার করিতে হইবে এমন বস্তু বুঝায়,যেমন নানা গোরু হইতে প্রত্যাহার করিয়া তবেই গোত্ব পাওয়া যায়; এইরূপ সহজেই দেখা যাইতেছে যে, abstract entity বলিলেই যাহা হইতে abstract করা হইয়াছে এমন-সব concrete entityর আকাঙ্ক্ষা থাকে; অতএব abstract entity সাপেক্ষিক ভিন্ন নিরপেক্ষ বা নিরালম্ব (unconditioned) হইতে পারে না। abstract বলিলেই আমাদের বুদ্ধির আয়ত্তাধীন তত্ব বুঝায় তদতীত যে বাস্তবিক সত্তা তাহা বুঝায় না। যাহা অপরিচ্ছিন্ন তাহা বুদ্ধির বহির্ভূত নিরপেক্ষ সত্য সুতরাং তাহা পরিমিত বুদ্ধির বিষয় যে প্রত্যাহৃতি (abstraction) তাহার অতীত। অতএব প্রত্যাহৃতি মাত্রকে অপরিচ্ছিন্ন সত্যের পদবীতে স্থাপন করা লেখকের ভ্রম। প্রত্যাহৃতি শব্দের অর্থই অবচ্ছিন্তি সুতরাং প্রত্যাহৃতি শব্দেই পরিচ্ছিন্নতার ভাব অপ্রকাশ রহিয়াছে। তিনি বলেন, It is not like a man with all his imperfections on his head magnified

infinitely in a Titanic magic lantern, to be believed in and worshipped for his enormous power of doing good or evil, according as his inclination sways him. The Rishi's god is Absolute Infinity. লেখকের অভিপ্রায় এই যে পরব্রহ্মে জ্ঞান ভাব ইচ্ছা আরোপ করিলে তাঁহাকে মনুষ্যবৎ করা হয়, অতএব তাহা কর্ত্তব্য নহে; তিনি যদি এরূপ বলিতে পারেন তবে তাঁহার প্রতিপক্ষেরও এরূপ বলিবার অধিকার আছে যে, ঈশ্বরেতে জ্ঞান ভাব ইচ্ছা আরোপ না করিলে তাঁহাকে কাষ্ঠ-পাষাণবৎ করিয়া ফেলা হয়। আসল কথা এই যে, তিনি যখন absolute infinity তখন তাঁহাতে জ্ঞান ভাব এবং ইচ্ছা অসীমতা-প্রাপ্ত; মনুষ্যে যেমন জ্ঞান ভাব এবং ইচ্ছা অপূর্ণ বলিয়া তাহা অনেক সময় অব্যবস্থিত ও অনিয়ন্ত্রিত ভাব ধারণ করে, পরব্রহ্মে জ্ঞান ভাব ইচ্ছা পরিপূর্ণ বলিয়া তাহা কোন প্রকার মানব-ধর্ম্মাক্রান্ত হইতে পারে না। মনুষ্য-সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে, যে পরিমাণে তাহার জ্ঞানাদির উৎকর্ষ সেই পরিমাণেই তাহাতে অব্যবস্থিত এবং অনিয়ন্ত্রিত ভাবের অভাব লক্ষিত হয়; পূর্ণজ্ঞান পরমাত্মাতে অব্যবস্থিত ও অনিয়ন্ত্রিত ভাব মূলেই সম্ভবে না—জ্ঞান ভাব ইচ্ছা নাই বলিয়া যে সম্ভবে না তাহা নহে, জ্ঞান ভাব ইচ্ছার পূর্ণতা আছে বলিয়াই তাহা সম্ভবে না। ঈশ্বরকে যাঁহারা যথেচ্ছাচারী বলিয়া কল্পনা করেন তাঁহারা ঈশ্বরের জ্ঞান ও ঐশী শক্তির খর্ব্বতা করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞান ও ঐশী শক্তি ঈশ্বরে পূর্ণরূপে দেখেন তাঁহারা কখন তাঁহাকে যথেচ্ছাচারী ও অব্যবস্থিতরূপে কল্পনা করেন না। লেখক বলেন "It does not create but creation evolves from it. যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইহাতে বুঝায় যে যেমন বীজের অজ্ঞাতসারে বৃক্ষ জন্মিতেছে তেমনি ঈশ্বর হইতে তাঁহার অজ্ঞাতসারে সমস্ত জগৎ উদ্ভূত হইতেছে"। ঈশ্বরকে মনুষ্যবৎ করিলে যাঁহার সহ্য হয় না তিনি ঈশ্বরকে বৃক্ষবৎ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলেন না—আশ্চর্য্য! "যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইহার অর্থ যাঁহা হইতে ভূত সকল জন্মিতেছে—এই পর্য্যন্ত, ইহা দেখিয়া লেখক কিরূপে সিদ্ধান্ত করিলেন জানি না যে, ঋষির অভিপ্রায় এই যে, সৃষ্টি-বিষয়ে ঈশ্বরের কোন কর্ত্তৃত্ব ছিল না; তাহা যদি হইত তবে "যেন জাতানি জীবন্তি" যাঁহা কর্ত্তৃক সমস্ত জীবিত রহিয়াছে এরূপ ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব-জ্ঞাপক বচন তাহার অব্যবহিত পরেই বিন্যস্ত হইত না। সৃষ্টি-ক্রিয়ার প্রবাহই স্থিতি—সুতরাং রক্ষণ-ক্রিয়াতে যে-কর্ত্তৃত্ব বিদ্যমান সৃষ্টি-ক্রিয়াতেও সেই কর্ত্তৃত্বই বিদ্যমান ছিল ইহা বলা বাহুল্য—সৃষ্টি এবং স্থিতি ইহার একপক্ষে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করাতেই অপর পক্ষেও ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা হইয়াছে।

লেখক বলেন

It is not every body who can at once raise himself to the contemplation of this lofty ideal of truth. Each man has to make his own God, which is a reflection of himself. So far it is useful as it keeps us moving towards that high ideal; but we must also remember that these are but way-side inns where we may rest awhile but we shall never find a home until we come face to face with the Supreme Parabrahma, the God of our forefathers, যাঁহাতে জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতির উৎকর্ষ নাই তাঁহাতে পৌছিবার জন্য লেখক মনুষ্যের ভাবকে অবলম্বন করিবার বিধি দিতেছেন ইহাই বা কিরূপ? লেখকের অভিপ্রায়ানুযায়ী জ্ঞানশূন্য ভাবশূন্য ইচ্ছাশূন্য ঈশ্বরেতে যদি পৌছিতে হয় তবে মনুষ্যের ভাব কেন—বৃক্ষের ভাব অবলম্বন করাই ত সোজা পথ। আত্মাতে নাকি জ্ঞান ভাব ইচ্ছারূপী পূর্ণতার দিকঘাঁসা ভাব আছে এই জন্যই ঈশ্বরে পৌছিতে গেলে আত্মার ভাব অবলম্বন করাই প্রকৃত পথ। কেননা সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে ঈশ্বরের পূর্ণতার আদর্শ যদি কাহারও থাকে তবে তাহা মনুষ্যের—বৃক্ষেরও নহে পাষাণেরও নহে। আত্মার দ্বার দিয়াই আমরা ঈশ্বরেতে পৌছিতে পারি। আত্মার দ্বার দিয়া আমরা ঈশ্বরকে শূন্যগর্ভ অস্তিত্ব রূপে দেখি না কিন্তু পরম আত্মারূপে উপলব্ধি করি। আমাদের আত্মা পরিমিত ও দ্বিতীয়সাপেক্ষ কিন্তু তিনি অপরিমিত ও অদ্বিতীয়, এই জন্য তাঁহার সহিত আমাদের উপমা হয় না, কিন্তু তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে হইলে আত্মার দ্বার ভিন্ন উপায় নাই। আত্মা দ্বারা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিবার পদ্ধতি এইরূপ;—জীবাত্মা সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই জীবাত্মাও যখন আপনাতে অপূর্ণতা উপলব্ধি করে তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণ পরমাত্মা আশ্রয়রূপে প্রতিভাত হ'ন; যেমন, আকাশখণ্ডের পরিমিতত্ব উপলব্ধি করিবামাত্র তাহার সঙ্গেই অপরিমিত মহাকাশের ভাব প্রতীয়মান হয়। সুতরাং

পূর্ণ জ্ঞান পূর্ণ ইচ্ছা পূর্ণ ঐশী শক্তি পূর্ণ আনন্দ এই রূপ যত কিছু পূর্ণতার ভাব আছে সকলই পূর্ণব্রহ্মের অন্তর্ভূত—এই যে সত্যজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি শান্তং শিবমদ্বৈতং ইনিই আমাদের "God of our forefathers" পূর্ব্বপুরুষদিগের দেবতা।

সত্যই আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখ্য লক্ষ্য, আনুষঙ্গিক লক্ষ্য এই যে আমাদের শাস্ত্র হইতে বিশেষত বেদ হইতে আধ্যাত্মিক সত্য উদ্ধার করা। লেখক যদি যথোচিত প্রণিধানের সহিত এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন তাহা হইলে স্বকপোলকল্পিত মত বেদের স্কন্ধে চাপাইয়া জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আদি সমাজের মত-বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতেন না।

শ্রী হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

THE THEOSOPHICAL SOCIETY.

Our readers have doubtless heard of the Theosophical Society and the Theosophists. The leaders of this Society are Madame H. P. Blavatsky, a venerable Russian lady of rank and of extensive general attainments and deep erudition on matters of recondite lore, and Col. H. S. Olcott, an eminent American gentleman of great scientific knowledge and commanding eloquence, who held very important posts in the service of his country. The Col. is the President—Founder of the Society and Madame Blavatsky, its Corresponding Secretary and the Editor of its journal, the "Theosophist." Both the Madame and the Colonel have made immense personal sacrifices for the sake of an idea, that is, the cause of Theosophy. The objects of the Society, in the words of the worthy Colonel, are ;—

1st. To form the nucleus of a universal Brotherhood of Humanity, without distinction of race, creed or color.

2ndly. To promote the study of Aryan and other eastern literature, religions, and sciences, and vindicate their importance.

3rdly. To investigate the hidden mysteries of nature and the Psychical Power in man.

We have much pleasure to express our hearty sympathy with the second of the three objects of the Society. Unlike the large majority of our English educated countrymen, we have always cherished a deep respect for the achievements of our Aryan forefathers in the field of knowledge. We have long held that our great Rishi ancestors were far more advanced in all the departments of knowledge than the present generation of English educated Hindus imagine them to be. If one take the trouble to turn over the volumes of this journal from its commencement to this day, extending over a long period of about forty years, one would find numerous essays and dissertations on Indian antiquities,—on the religion, the philosophy, the science and the literature of ancient India. We have always thought as the Theosophists now teach, that the *Yoga Vidya* is based on some deep scientific principles. We gave, in the 44th number of this journal, published thirty six years ago, a long account of the Yogi sect, and instances of the marvellous powers attained by Yogis, with pictures,—instances which we found to be very well authenticated and corroborated by the strongest testimonies. In this number we gave the most correct information about the Bhukailas Yogi available at that early date. It is surely a source of great gratification to us that we have now our long cherished opinions on the greatness of our forefathers and the high value of the store of knowledge they have bequeathed to us shared by such learned persons of the Western World as the Founder and the Corresponding Secretary of the Theosophical Society. The Society has been publishing for the last two years a monthly journal called "The Theosophist." This journal possesses a wide circulation and is conducted with marked ability. Although we do not share in all the opinions of the Theosophical Society, and are not its members, we wish God-speed to its most praiseworthy attempts "to promote the study of Aryan literature, religions and sciences and to vindicate their importance."

ভ্রমসংশোধন।

গত বৈশাখের তত্ত্বকৌমুদী ও আদি ব্রাহ্মসমাজ শিরস্ক প্রস্তাবে, ১৭পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভ ও পঞ্চম পংক্তিতে "অপৌত্তলিক ক্রিয়া না করিয়া" র পরিবর্ত্তে পৌত্তলিক ক্রিয়া না করিয়া পঠিত হইবে।
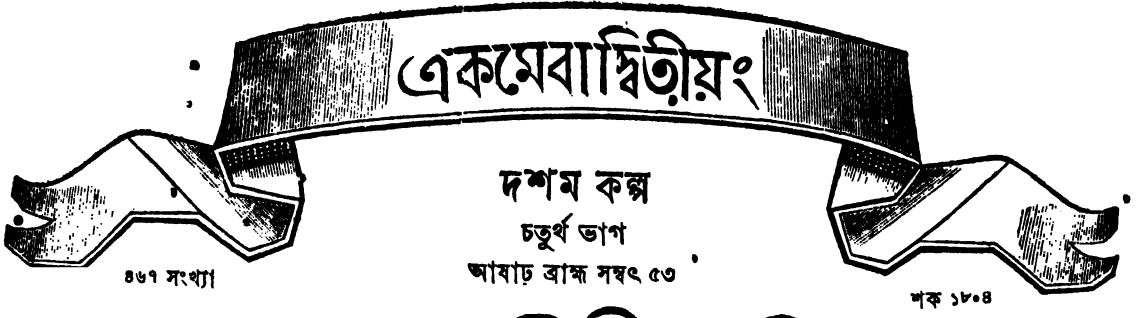
Registerd NO 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং
দশম কল্প
চতুর্থ ভাগ
৪৬৭ সংখ্যা
আষাঢ় ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৩
শক ১৮০৪
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজ।

১৮০৪ শক, ২০ বৈশাখ, মঙ্গলবার।

সায়ংকাল।

ঈশ্বরই সত্য-জ্ঞান, অমৃত-মঙ্গলের অতুলন আদর্শ। তিনি মানব আত্মার উন্নতি-উৎকর্ষ সাধনের জন্য, আপনিই তাহার নেতা-নিয়ন্তা, সুহৃদ্ উপদেষ্টা-রূপে নিয়তই তাহার চিরসঙ্গী হইয়া রহিয়াছেন। পুত্র যেমন স্বভাবতই পিতার শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক প্রকৃতির প্রতিরূপ প্রাপ্ত হয়, ঈশ্বর তেমনি স্বীয় স্বর্গীয় উপাদানেই মানব-আত্মাকে সংরচন করিয়াছেন——তাঁহারই প্রসাদে মনুষ্য তাঁহার সত্য-জ্ঞান, অমৃত-মঙ্গল-ভাবের আভাস লাভ করিয়াছে। পুত্র যদি সুন্দর শ্রী সৌষ্ঠব-সম্পন্ন সদ্বুদ্ধিশালী জ্ঞান-ধর্ম্ম-নিষ্ঠ পিতার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের সাদৃশ্য লাভ করিয়া তাহার রক্ষণ, পোষণ ও উন্নতি-সাধন-বিষয়ে যত্নবান্ না হন, তাহা হইলে যেমন কালে, সর্ব্ব বিষয়েই তাহার বিরুদ্ধ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইতে হয়; আত্মা দেব-প্রসাদে প্রীতি-পবিত্রতা, জ্ঞান-ধর্ম্ম, শান্তি-মঙ্গল-বিষয়ে সেই অমৃতের পুত্র রূপে ভূমিষ্ঠ হইয়া যদি সে তৎসমূহের উৎকর্ষ-সাধনে দৃঢ়ব্রত না হইয়া কার্য্য-দোষে স্বেচ্ছাচারী ও পাপবিমুগ্ধ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহারও তেমনি আত্মার দেব-ভাব সকল ক্রমে নিষ্প্রভ বা বিলুপ্ত হইয়া যায়। যেমন দুরাচারী অসৎ কুলাঙ্গার সন্তান সকলের স্বভাব-চরিত্র, কার্য্য-কলাপ দেখিয়া লোকে তাঁহাদের পিতৃ-পিতামহের শৌর্য্য-বীর্য্য মহত্ত্ব সহসা অনুভব করিতে পারে না, তাহারদের অসৎ ক্রিয়া-কলাপ ঘন-মেঘাবলী রূপে জন-সমাজে বিস্তৃত হইয়া যেমন পিতৃ-পিতামহের যশঃ-শশাঙ্ককে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তেমনি সাধন-বিহীন আত্মার দুরিত দুষ্কৃত-সকল, কি জন-সমাজে, কি অন্তরাকাশে অজ্ঞান-অন্ধকার, মোহ-তিমির বিস্তার করিয়া, ঈশ্বরের সত্য-জ্ঞান-অমৃত-মঙ্গল-ভাব অন্যকে দেখিতে দেয় না এবং আপনিও তাহা সন্দর্শন করত কৃতার্থ হইতে পারে না। ব্যক্তিগত বা পরিবারগত অসৎকার্য্য-কদম্ব দ্বারা যেমন গৃহ-পতি বা গৃহ-স্বামীর সম্মান সম্ভ্রম, যশঃ-কীর্ত্তি তিরোহিত হইয়া যায়,

তেমনি সমষ্টি বা সমাজগত দুষ্কৃতি দুরাচার দ্বারা লোক-রাজ্যে আত্মার দেব-প্রভাব এবং আধ্যাত্মিক জগতে পরমাত্মার করুণা-চন্দ্রমার স্বর্গীয় বিমল-রশ্মি, মেঘান্তরালস্থিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

জন-সমাজের এমনই দুর্গতি-দুর্দ্দশা, এখনকার দৃষ্টান্ত প্রলোভনের এমনই দুর্নিবার্য্য প্রবল-পরাক্রম, শিক্ষা-সাধন-অভাবে মনুষ্যের আত্ম-রক্ষা, আত্ম-সম্বরণের শক্তি-সামর্থ্যের এমনি অভাব-অনটন, যে, সে সুরা অপ্সরা, অপব্যয় অত্যাচার-জনিত সহস্র সহস্র লোকের রোগ শোক, দুঃখ দারিদ্র, দুর্গতি-অবনতি প্রতি মুহূর্ত্তে স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়াও তাহার শিক্ষা বা চৈতন্য লাভ হয় না। অর্থোপার্জ্জনের দুর্বিষহ কষ্ট-ক্লেশ প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়া—মান সম্ভ্রম-লাভের অনির্ব্বচনীয় আয়োজন জাজ্বল্যতর-রূপে নিরীক্ষণ করিয়াও পিতৃ-পিতামহ-প্রদত্ত অনায়াস-লব্ধ ধন-ঐশ্বর্য্য-রাশি অকাতরে অকার্য্যে অপব্যয় করত স্বাস্থ্য-সম্পদে জলাঞ্জলি দিয়া দুঃখ-দরিদ্রতাকে সযত্নে আহ্বান-পূর্ব্বক পথের ভিখারী হইয়া পড়িতেছে। একবার সেই সদাচারী সদ্ব্যয়ী, সঞ্চয়শীল পিতৃ-পিতামহকে স্মরণ করে না, তাঁহারদের সদ্দৃষ্টান্তে যেমন ভ্রমেও সঞ্চালিত হয় না; তেমনি মনুষ্য অমৃতের পুত্র হইয়াও সে, সংসার-সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গ-দর্শনে এমনই বিহ্বল ও হতজ্ঞান, এখানকার মোহ-অন্ধকারে সে এমনই অন্ধীভূত, আপাতরম্য ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগে, অলীক আমোদ-প্রমোদে সে এরূপ উন্মত্ত, যে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া তাহার এরটুকুও আত্মদৃষ্টি নাই। স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি যেমন পৈতৃক ধনের অপব্যয় করে, সেও তেমনি অমৃতের পুত্র হইয়াও অসঙ্কোচ-ভাবে তাঁহার স্নেহ-করুণার অপব্যবহার করিয়া থাকে। তাঁহার প্রেম-বিতরিত দেব-দুলভ আভরণ সকল কাচ-বিনিময়ে জলাঞ্জলি দেয়! তাঁহার প্রসাদ-লব্ধ দেবাধিকার, পশু-বৃত্তির চরিতার্থতা জন্য বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। নীতিজ্ঞ পণ্ডিতবৃন্দ, পুরাকীর্ত্তি ও পিতৃঃ পিতামহগণের শৌর্য্য-বীর্য্য-মহত্ত্ব চিন্তন ও সমালোচনাকেই যেমন সমাজগত দুর্গতি-অবনতি অপনোদনের এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির একমাত্র সহজ সরল সোপান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, ধর্ম্মজ্ঞ সুধীগণও তেমনি আত্মার প্রত্যক্ষ পিতা ও পুরাতন পিতামহ পরমেশ্বরের জ্ঞান-মহিমা, গুণ গরিমা-চিন্তনকেই আত্ম-অবনতি-পরিহারের অদ্বিতীয় উপায় বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। বস্তুতঃ পিতৃ-পিতামহগণের পুরাকীর্ত্তি-সমালোচনা দ্বারা যেমন অধোগতিপ্রাপ্ত জনসমাজের নির্জীবতা ও নিশ্চেষ্টতা বিদূরিত হইয়া যায়, এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ ক্রমে প্রমুক্ত হইতে থাকে, এমন আর কিছুতেই হয় না। উপদেশ অপেক্ষা যে মনুষ্য, দৃষ্টান্ত দ্বারা অধিকতর-রূপে শিক্ষিত হয়, ইহা একটী স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

পৃথিবীতে এমন অনেক জাতি বর্ত্তমান আছে, যাহারদের পিতৃ-পিতামহের এরূপ সদ্গুণ বা সদ্দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান নাই, যদ্দৃষ্টে তাহারা কোন রূপ শিক্ষা পাইতে পারে। যাঁহাদের অনুকরণীয় বা অনুসরণীয় কুল-ক্রমাগত পরিদৃশ্যমান জ্ঞান-ধর্ম্ম এমন কিছুই দৃষ্ট হয় না, যদ্দ্বারা তাঁহারদের সন্তান-সন্ততিগণ আত্মোৎকর্ষ-সাধনে বিশেষ সাহায্য পাইতে পারেন। বরং পিতৃ-পিতামহের নাম-ধাম উচ্চারণ করিতে গেলে অনেককেই লোক-সমাজে লজ্জিত ও ঘৃণিত হইতে হয়। তাঁহারদের কার্য্য-কলাপ অনুসরণ করিতে হইলে মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়া, পশু বা রাক্ষস-ভাব ধারণ

করিতে হয়! সৌভাগ্য ক্রমে আর্য্য-সন্তানগণের পক্ষে ঠিক্ তাহার বিপরীত!! অন্যান্য জাতিকে পূর্ব্বপুরুষগণের পশুবৎ হীন ও কদর্য্য প্রকৃতি, আলোচনা করিয়া মনুষ্য-ভাব উপার্জ্জনের জন্যই সচেষ্টিত হইতে হয়, আর্য্য-কুলের পিতৃ পিতামহের দেব-ভাব মহদ্‌ভাব সকল অনুশীলন করিলে আর্য্য-সন্তানগণকে সামান্য মানব-স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া দেব-প্রকৃতি প্রাপ্তির নিমিত্তই উত্তেজিত করে। চিরকালই ভারতবর্ষ যেমন আর্য্য সন্তানগণের দৈহিক অভাব-অনটন-পূরণ-উপযোগী অন্ন বস্ত্র প্রভৃতির একমাত্র অশেষ ভাণ্ডার বলিয়া প্রসিদ্ধ, তেমনি এই আর্য্য-ভূমি মানসিক ও আধ্যাত্মিক বল-বীর্য্য উন্নতি-লাভের অক্ষয় রত্নখনি রূপে ভুবন-বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। ভারতের অন্ন-বস্ত্র, এখন পর্য্যন্ত যেমন পৃথিবীর বহু অংশ লোকের গ্রাস-আচ্ছাদন প্রদান করিতেছে, তেমনি ভারতের জ্ঞান-ধর্ম্ম অদ্যাপিও ভূমণ্ডলের অপরাপর দিক্ দেশস্থ ধর্ম্মপিপাসু মহদাত্মা সকলের দুর্নিবার্য্য ধর্ম্ম-তৃষ্ণা শান্তি করিতেছে। ভারতের হিমাচল যেমন সর্ব্বোচ্চ, ভারতের জ্ঞান-ধর্ম্মও তেমনি সর্ব্বোন্নত। পৃথিবীর যে জাতি কৃষি-বাণিজ্যে যখন কিছু উন্নত হইয়াছেন, তখনই যেমন সর্ব্বাগ্রে প্রকৃতির প্রতিকৃতি, অশেষ ধন-ধান্য সুখ-ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ ভারতের প্রতি তাঁহারদের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে; তেমনি ভূমণ্ডলের মধ্যে যখন যে কোন জাতি জ্ঞান-গিরির কথঞ্চিৎ উচ্চতর প্রদেশে আরোহণ করিয়াছেন, তখনই ভারতের জ্ঞান-ধর্ম্মের সমুজ্জ্বল প্রভা তাঁহারদের চক্ষুকে আকর্ষণ করিয়াছে। এখনই দেখ, ইয়ুরোপ আমেরিকা প্রভৃতির জ্ঞানীকুল-চূড়ামণি, মনুষ্য-জাতির শিরোমণি-সদৃশ মহাত্মাগণ ভারতের ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য আকুল ও উন্মত্ত। এখনই দেখ, কতশত সাধু সদাত্মা ব্যক্তি ভারতের ধর্ম্ম-ধন আহরণের নিমিত্ত ভিখারীবেশে এই পুণ্যভূমির নগর-গ্রামে পর্ব্বত-অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতেছেন। এখনও ভারতের কাল-জীর্ণ, কীটনিকুম্বিত গ্রন্থাদি বিপুল ধন-রত্নব্যয়ে—অধিক কি প্রাণবিনিময়ে তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য, তৎসমূহের সার-উদ্ধার নিমিত্ত কি উৎকট পরিশ্রমই স্বীকার করিতেছেন! ভারতের নামে কত দেশদেশান্তরস্থ পণ্ডিত-প্রধান জনগণের রসনা হইতে লালাস্খলন হইতেছে। কত অধ্যাপক-চূড়ামণিগণ আর্য্য ঋষিদিগের ধর্ম্ম-চিন্তার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে অবিরল প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। কত সদ্বিদ্যাশালী মহাপুরুষ আচার ব্যবহারে শিক্ষা অনুষ্ঠানে বিরুদ্ধপ্রকৃতি হইলেও আপনাদিগকে পবিত্র আর্য্য বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বিশেষ শ্লাঘা করিতেছেন। আমরা সেই পুণ্যক্ষেত্রেই বাস করিতেছি, সেই সকল পুণ্য-তোয় নদনদীগণ, সেই সকল ধর্ম্মারণ্য সাধন-গিরি আমারদিগের চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই আর্য্য পিতৃপিতামহের কাল-কবলিত শৌর্য্য-বীর্য্য, কীর্ত্তিকলাপের এখনও ভগ্নাবশেষ সকল আমারদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইতেছে, তাঁহারদের অক্ষয় অতুলন ধর্ম্ম-কীর্ত্তি সকল, তাঁহারদের আত্মোন্নতির সমুজ্জ্বল দেবস্পৃহনীয় নিদর্শন সমূহ এই—এখনই আমারদের চক্ষুর সম্মুখে দীপ্তি পাইতেছে। এই সকল প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিয়াও কি আমারদের শরীরে নূতন প্রাণ, মনে নবতর বীর্য্য, আত্মাতে কল্যাণতর ভাবের আবির্ভাব হইবেক না? আমরা যে দেবাধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, সামান্য মনুষ্য ও পশুভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাতে কি আমারদের আ-

ত্মাতে অনুতাপ ও অনুশোচনা উপস্থিত হইয়া আমারদিগকে জাগ্রত ও উত্তেজিত করিবে না? যাহারা পিতার গৃহে, পিতার উপদেশ দৃষ্টান্তে শিক্ষালাভ করিতে না পারে, কোথায় তাহাদের আর উচ্চ শিক্ষালয়? মাতার সস্নেহ বাক্যে যাঁহারদের জ্ঞানোদয় না হয়, তাহাদের উন্নত-গুরু আর কোথাও নাই! পুরাকীর্ত্তি-চিন্তন ও সমালোচন দ্বারা অপর জাতি রাজ্য সাম্রাজ্য, বিষয়-বিভব প্রভৃতি বৈষয়িক ব্যাপারে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে কিন্তু আর্য্যজাতির তদ্দ্বারাই ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন জন্য উদ্যম-উৎসাহ, শৌর্য্য-বীর্য্য, উপদেশ দৃষ্টান্ত সকলই লব্ধ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বহুসংখ্যক লোকসমাজের বৈষয়িক উন্নতির প্রতি প্রবল দৃষ্টি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিষয়ী লোকের উপদেশের প্রতিই প্রবল অনুরাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু আর্য্যসমাজের সন্নিধানে বিষয়ের অসারত্ব, ধর্ম্মেরই মহা গুরুত্ব। বিষয়, ধর্ম্মের অনুকূল হইলেই তবেই তাহা আর্য্য-সন্তানগণের সেব্য, নতুবা তাহা পরিত্যজ্য। মনুষ্যের মধ্যে বিষয়-বিত্তে, শিল্প-বাণিজ্যে; মান-মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভই অনেক জাতির একমাত্র উদ্দেশ্য কিন্তু মনুষ্য হইয়া দেবত্ব লাভ করাই, জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত হওয়াই আর্য্য কুলগুরুদিগের সারতম উপদেশ। পৃথিবী অপেক্ষা দেবলোক, ব্রহ্মলোকের প্রতি তাঁহারদের স্থির দৃষ্টি। দেবতাদিগের সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করাই আর্য্য-জাতির প্রধান উদ্দেশ্য। ব্রহ্মলাভজনিত আধ্যাত্মিক হর্ষ উল্লাস মনুষ্য অপেক্ষা দেবতাদিগের সন্নিধানে ব্যক্ত করণেই তাঁহারদের অধিকতর আনন্দ। যখনই তাঁহারা যোগধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া কোন উজ্জ্বল সত্য লাভ করিয়াছেন, তখনই প্রেমোল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া, দিব্যধামবাসী দেবতাদিগকে আহ্বান করত মনের আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। যথা

শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রাআ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।"

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥"

"হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র-সকল! তোমরা শ্রবণ কর। আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান পুরুষকে জানিয়াছি; সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।"

অপরাপর জাতি দেবতাদিগকে ঐশ্বরিক শক্তি-সম্পন্ন পরমাদ্ভুত জীব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু আর্য্য-ঋষিগণ তাঁহারদিগকে জ্ঞান-প্রেমোন্নত অগ্রজ রূপেই জানিতেন। আর্য্য-সন্তান-সকল অতি পুরাকাল হইতেই আত্মার উন্নতিশীল প্রকৃতি প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে,

মর্ত্ত্যা হ বা অগ্রে দেবা আসন্।
দেবগণ অগ্রে মর্ত্ত্য ছিলেন।
দেবা উবা অগ্রে ইথ মনুষ্যাঃ।
দেবগণ অগ্রে মনুষ্য মাত্র।
যথা বৈ মনুষ্যা এবং দেবা অগ্রআসন্।

মনুষ্য যেমন তদ্রূপ দেবগণ অগ্রে ছিলেন।"

ক্রমে ধর্ম্মশিক্ষা ও ব্রহ্মসাধন-প্রভাবে দেবত্ব অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। আমরাও যদি যত্ন করি, উপাসনাশীল ও ব্রহ্মপরায়ণ হই, আমরাও দেবত্ব লাভে সমর্থ হইতে পারি। আমরাও লোকান্তরে ঈশ্বরের উচ্চ সাধক-শ্রেণীমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়া তাঁহার নবতর কল্যাণতর করুণা অধিকাধিকরূপে প্রতীতি করিয়া উন্নত ভাবে তাঁহার মহিমা মহীয়ান্ করিতে সমর্থ হইব। আমারদের

বেদবেদান্ত, পুরাণ-তন্ত্র কেবল আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক ভাবেই পরিপূর্ণ। এ দেশের ব্রত-ধর্ম্ম, ক্রিয়া-কর্ম্ম কেবল সেই পারলৌকিক উন্নত অবস্থা প্রাপ্তিরই প্রবৃত্তি-সোপান স্বরূপ।

আমারদের স্বর্গের ভাব কি ? না

"মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে।"

সকলের সম্ভজনীয় পরম পুরুষ, মধ্যে বিরাজিত রহিয়াছেন, আর সকল দেবতা নিয়ত তাঁহার উপাসনা করিতেছেন। আমরা পরলোকে গমন করিয়া সেই মনোহর দৃশ্যই সন্দর্শন করিব, হর্ষ-উল্লাসে তাঁহারদের সঙ্গে মিলিত হইয়া সেই মহেশের মহদ্‌যশঃ ঘোষণা করত স্বর্গীয় আনন্দ সম্ভোগ করিব, এই আমারদের আশা।

পরলোকগমনোন্মুখ ব্যক্তির প্রতি, পুত্র প্রভৃতি পরমাত্মীয়বর্গের উৎসাহকর বাক্য কি ? না

"প্রেহি প্রেহি পথিভিঃ পূর্ব্বেভির্যত্র নঃ পূর্ব্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ।"

ঐ স্থানে শুভ যাত্রা কর, শুভ যাত্রা কর, যেখানে পূর্ব্বতন পথদিয়া আমাদের পিতৃ-পিতামহাদি পূর্ব্বপুরুষ গমন করিয়াছেন।

"সঙ্গচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সংযমেনেষ্টাপূর্ত্তেন পরমে ব্যোমন।"

সৎকর্ম্ম-জনিত পুণ্য সহ প্রস্থান পূর্ব্বক পরম স্বর্গধামে পিতৃপিতামহাদির সঙ্গলাভ কর।

"হিত্বায়াবদ্যং পুনরস্তমেহি সঙ্গচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চাঃ।"

এই নশ্বর কুৎসিত পাপ-দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিব্য দীপ্ত শোভন পুণ্য-শরীর ধারণ-পূর্ব্বক পুণ্য-লোকে বাস কর। এই রূপ সকল বিষয়েই আর্য্য-কুলের দেব-লোক ও দেবতাদিগের সঙ্গেই অধিকতর নিকটতর যোগ-সম্বন্ধ। আর্য্য-জাতির ধর্ম্মোন্নতি-সাধন-বিষয়ে কোন দেব-মনুষ্য আদর্শ নহে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"ই কেবল একমাত্র নেতা, নিয়ন্তা ও আদর্শ। কোন সুরনর-চরিত্রের অনুকরণ করা; তাঁহারদের ধর্ম্ম-শিক্ষা নহে, পরব্রহ্মের সহিত সালোক্য, সাযুজ্য, সারূপ্য-সাধনই তাঁহারদের প্রধানতম ব্রত-ধর্ম্ম, ক্রিয়া-কর্ম্ম। যশোমান, খ্যাতি প্রতিপত্তি ও মহত্ত্ব পুরুষত্ব-প্রাপ্তি প্রভৃতি স্বার্থ-লালসা নির্ব্বাণ করিয়া সর্ব্ব-বিষয়ে ব্রহ্মের হওয়াই তাঁহারদের সারতম উপদেশ। রাজ-ভক্ত সৈনিক পুরুষের ন্যায় আপনার যথাসর্ব্বস্ব প্রাণ-পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া, সেই রাজ-রাজের ইচ্ছা পূরণ— সেই ত্রিভুবন-পালক মহারাজেরই জয়-সাধন করা সর্ব্বোচ্চতম সাধন লক্ষ্য।

পরলোকগত পিতৃ-পিতামহের সৎকীর্ত্তি চিন্তন ও তাঁহারদের সাধু স্বভাব প্রভৃতির সমালোচন, যেমন সন্তান সন্ততির সামাজিক বৈষয়িক উন্নতি সাধনের অনুকূল বর্ত্ম, তেমনি আত্মার প্রত্যক্ষ পিতা পুরাতন পিতামহ আত্মস্থ, জাগ্রত জীবন্ত ঈশ্বরের বরণীয় জ্ঞান-শক্তি-চিন্তা, তাঁহার গুণ-গরিমা প্রীতি-মহিমা আলোচনাই আত্মোন্নতি সংসাধনের অব্যর্থ উপায়। সকল দেশের সকল জাতির পৈতৃক কীর্ত্তিকলাপের অসদ্ভাব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু আত্মোন্নতির অত্যুচ্চ অনুকরণীয় আদর্শ, সর্ব্বজন-পিতৃ-পিতামহ ঈশ্বর কাহারও পক্ষে কোন কালে দুষ্প্রাপ্য নহেন। তিনি সর্ব্বকালেই সকলের আত্মাতে বর্ত্তমান। সেই নীতিজ্ঞের উপদেশ-অনুরূপ অনুকরণ-স্থল-লাভ অনেক জাতির পক্ষেই দুর্লভ; কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞের আদেশ প্রতিপালন সকলেরই পক্ষে সুলভ ও সুসাধ্য। ধর্ম্মরাজ ঈশ্বর চিরকালই আত্মার অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার অনুপম কীর্ত্তি, অতুলন মহিমা ভূলোক, দ্যুলোকে জাজ্বল্যমান্। ইহকাল, পরকাল—অনন্ত কালই আমারদের আত্মা তাঁহার আশ্রিত। চির

দিনই তিনি আমারদের দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য হইয়া রহিয়াছেন। সকলে তাঁহার শরণাপন্ন হও, তাঁহার নিত্য পূজার্চ্চনায় নিযুক্ত থাক যে দেবত্ব মহত্ত্ব লাভ করিবে।

হে সংসার-সাগরের ধ্রুবতারা! তুমি আমারদের সন্নিধানে চির প্রকাশিত থাক, যে আমরা তোমার অতুলন অক্ষয় মঙ্গল-জ্যোতিতে গম্য পথ আলোকিত দেখিয়া নির্ভয়ে উন্নতি-সোপানে অগ্রসর হই। হে প্রেমপূর্ণ পিতা! স্নেহময়ী মাতা! তুমি তোমার পূর্ণ মহিমায় আমারদের আত্মাতে বিরাজ কর, যে আমরা তোমার জ্ঞান প্রেম সত্য মঙ্গল-ভাবের অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া—তোমার সাদৃশ্য সন্নিকর্ষ লাভ করত তোমার পুত্র-নামের যোগ্য হইয়া কেবল তোমারই মহিমা মহীয়ান করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মসূত্র।

মনুষ্য নিঃসঙ্গ অবস্থায় নিস্পৃহ থাকে কিন্তু সংস্রবাধীন তাহার অভিমান জন্মে। সুতরাং জনসমাজই অভিমানের মূল। এই অভিমান হইতে সামাজিক মর্য্যাদার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু যে সমাজ যে পরিমাণে উন্নত তথায় মর্য্যাদার কারণ তত উন্নত হয়। যে জাতি বাহ্যদর্শী ধন ও পদ তাহাদের মর্য্যাদার মূল, আর যে জাতি অন্তর্দর্শী গুণই তাহাদের মর্য্যাদার কারণ হইয়া থাকে। এই ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠা-ভূমি। এখানে গুণই মর্য্যাদার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। যিনি বিদ্বান ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র, সত্যনিষ্ঠা সরলতা কারুণ্য ও বিনয় যাঁহার ভূষণ, যিনি সহিষ্ণু ও ক্ষমাবান তিনিই জনসমাজে শ্রেষ্ঠ। ফলতঃ এইরূপ গুণানুরোধে মর্য্যাদার সৃষ্টি অতি পূর্ব্বকালে কেবল এই ভারতবর্ষেই হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণেরাই এই সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি ব্রাহ্মণ ইহাই নামের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। কিন্তু ব্রহ্মকে জানিতে হইলে উল্লিখিত সদ্গুণ উপার্জনের একান্ত আবশ্যকতা আছে। এদিকে আবার জনসমাজের যা কিছু উপকার ঐ সমস্ত গুণ ব্যতীত তাহা হইতে পারে না। যিনি ব্রহ্মকে জানিলেন তিনি অবশ্য পূজার পাত্র কিন্তু যিনি নানারূপ সামাজিক গুণ অধিকার করিয়া জনসমাজের শ্রেয়ঃসাধনে ব্রতী হইলেন তিনি মর্য্যাদার পাত্র। এক সময়ে ব্রাহ্মণেরা নিজের সমস্ত চিন্তা যত্ন ও সদ্ভাব জনসমাজের সেবায় নিয়োগ করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র কৃষক হইতে প্রবলপ্রতাপ রাজা পর্য্যন্ত সকল শ্রেণী ও সকল বর্ণকে কল্যাণকর পথে নিয়মিত করা ইহাঁদের কার্য্য ছিল। এতদ্দেশীয় প্রাচীন ব্যবহার শাস্ত্র তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। এই সমস্ত গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বসাধারণের সুখ দুঃখ হৃদয়ের শিরায় শিরায় অনুভব করিতেন। সমাজ তাঁহাদের নিকট যথেষ্ট উপকার পাইয়াছিল এবং বিনিময়ে তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিয়াছিল। সর্ব্বসাধারণের এই কৃতজ্ঞতাই সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদা। এতদ্ব্যতীত ইহার অর্থান্তর নাই।

উপরে বলা হইল ব্রহ্মজ্ঞান ও তাহার সহিত জনসমাজের কল্যাণকামনা এই দুইটি ব্রাহ্মণত্ব ও সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদা লাভের একমাত্র কারণ। এক্ষণে স্পষ্টাক্ষরে বলা যায় যে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণত্বলাভ বর্ণাধীন ছিল না গুণাধীন ছিল। বিশেষতঃ প্রবর্ত্তক গুণের অভাব নিবন্ধন ব্রাহ্মণত্বের নিবৃত্তির যখন বিধি দৃষ্ট হয় তখন ইহার গুণা-

ধীনতা পক্ষে কোন সন্দেহ নাই। এস্থলে মহাভারতের একটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ইহাতেই কথার যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে। সর্প রাজা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসিল রাজন্, ব্রাহ্মণ কে? যুধিষ্ঠির কহিলেন, সত্য দান, ক্ষমা, সচ্চরিত্র অক্রূরতা, তপস্যা ও দয়া যাঁহাতে দৃশ্যমান হয় তিনিই ব্রাহ্মণ। সর্প কহিল সত্য দানাদি সদ্গুণ শূদ্রেও দৃষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহারাও ব্রাহ্মণ? যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে শূদ্রে ঐ সকল সদ্গুণ থাকে সে শূদ্র নহে এবং যে ব্রাহ্মণে তাহা না থাকে সে ব্রাহ্মণ নয়। ফলত যে ব্যক্তিতে এই সকল সদ্গুণ দৃষ্ট হইবে তিনিই ব্রাহ্মণ। আর যে ব্যক্তিতে এই সকল সদ্গুণ নাই সেই শূদ্র। * মহাভারতের এই কথা যদি কেহ প্রশংসাপর বাক্য মাত্র মনে করেন তাঁহাদিগের তুষ্টির নিমিত্ত ছান্দোগ্য উপনিসদের একটী উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

একদা জবালার পুত্র সত্যকাম মাতা জবালাকে কহিল, মাতঃ আমার গোত্র কি বলিয়া দেও, আমি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিব। জবালা কহিল, বৎস! আমি যৌবন কালে অনেকের পরিচারণা করিয়া তোমায় লাভ করিয়াছি। তোমার গোত্র কি আমি তাহা জানি না, কেবল এই মাত্র জানি তুমি জবালার পুত্র, নাম সত্যকাম। তুমি গিয়া আচার্য্যকে ইহাই বল। পরে সত্যকাম আচার্য্যের নিকট ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের জন্য গমন করিল এবং আচার্য্য নাম গোত্র জিজ্ঞাসিলে সে, জননী যে রূপ কহিয়াছিল অবিকল তাহাই কহিল। তখন আচার্য্য সত্যকামের এইরূপ সরলতা দেখিয়া কহিলেন, বৎস! ব্রাহ্মণ না হইলে সরল ভাবে এরূপ কথা আর কেহ বলিতে পারে না। * অতএব আইস আমি তোমাকে উপনীত করিব। ছান্দোগ্যের এই উপাখ্যানে দেখিতেছি মানবক সত্যকামের কে যে পিতা তার কিছুই ঠিক্ হয় না। কিন্তু সে সরল ভাবে সত্য কহিতেছে, এই গুণ টুকুই হইল তাহার ব্রাহ্মণত্বের কারণ। ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিতে সত্যনিষ্ঠা সরলতা যে থাকিতে পারে না আচার্য্যের ইহাই ধারণা। এই উপাখ্যান ব্যতীতও বিশ্বামিত্রাদি ক্ষত্রিয় হইয়া তপোবলে যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন ইহা ব্রাহ্মণত্বের গুণাধীনতার বিশিষ্ট প্রমাণ সন্দেহ নাই।

এক্ষণে ব্রাহ্মণের উপবীতটি কি এবং ইহার উপযোগিতাই বা কি তাহা প্রদর্শন করা আবশ্যক। মহর্ষি পরাশর কহিয়াছেন, মনুষ্য জাতমাত্রে শূদ্র, সংস্কারে দ্বিজ, বেদ পাঠে বিপ্র ও ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রাহ্মণ হয়‡। মনুষ্য যখন জন্মিল তখন শূদ্র অর্থাৎ জ্ঞান ও সদাচার-বিহীন মনুষ্য। সংস্কারবশাৎ তাহার দ্বিজত্ব লাভ হয়, অর্থাৎ নিকৃষ্ট জন্ম ঘুচিয়া তাহার উৎকৃষ্ট জন্ম হয়। ইহাই ধর্ম্ম-জীবনের আরম্ভ। পরে বেদপাঠাধীন বিপ্রত্ব লাভ; অর্থাৎ জ্ঞানী হইলে বিপ্র হয়। অনন্তর ব্রহ্মজ্ঞান, ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এস্থলে দেখিতেছি পরা-

* সর্প উবাচ। ব্রাহ্মণঃ কোভবেৎ রাজন্? যুধিষ্ঠির উবাচ। সত্যং দানং ক্ষমাশীলমানৃশংস্যস্তপো-ঘৃণা। দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতিঃ। সর্প উবাচ। শূদ্রেষ্বপি চ সত্যঞ্চ দানমক্রোধ এব চ। আনৃশংস্যমহিংসা চ ঘৃণাচৈব যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠির উবাচ। শূদ্রে তু যস্তবেৎ লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে। নবৈ শূদ্রোভবেৎ শূদ্রোব্রাহ্মণোন চ ব্রাহ্মণঃ। যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ। যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ।

মহাভারত আজগর পর্ব্বাধ্যায়।

* তং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণোবিবক্তুমর্হতি।

ছাং উং

‡ জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে। বেদপাঠাৎ ভবেদ্বিপ্রঃ ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

পং সং।

শর-নির্দ্দিষ্ট দ্বিতীয় অবস্থা হইতে অর্থাৎ ধর্ম্ম-জীবনের আরম্ভ হইতে মনুষ্যের ঈশ্বরই বেদ্য এবং আত্মশোধনই কার্য্য। এই দুই কার্য্যে উপবীতের বিশেষ উপযোগিতা আছে। ইহা ঐ দুইটী কার্য্যের স্মারক। ইহা যে দ্বি-জাতির ঐ দুইটী কার্য্যের স্মারক তাহা ইহার কএকটী নামে স্পষ্ট বুঝা যায়। ইহার প্রথম নাম ব্রহ্মসূত্র। ব্রহ্মকে বা আত্মাকে সূচিত করিয়া দেয় এই জন্য ব্রহ্মসূত্র। * আত্মার তিনটী উপাধেয়; মন, বুদ্ধি, ও অহঙ্কার। এই তিন উপাধেয়ের সহিত আত্মাকে স্মরণ করাইয়া দেয় বলিয়া উপবীত ত্রিসূত্রী। মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই তিনটী আবার গুণ ও উপাদান অনুসারে সর্ব্বশুদ্ধ নয়টি হইতেছে। মনের ধর্ম্ম সত্ব রজ ও তম। বুদ্ধির ধর্ম্ম স্মৃতি অনুমিতি ও প্রত্যক্ষ। এবং অভিমান বা অহঙ্কারের উপাদান জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান। ত্রিধর্ম্মী মন বুদ্ধ্যাদি উপাধেয়ের সহিত আত্মার স্মারক বলিয়া উপবীত ত্রিপক্ক হইয়া থাকে। উপবীতের অপর নাম যজ্ঞসূত্র। যজ্ঞ ব্রহ্মের নামান্তর †। আর একটী নাম ত্রিদণ্ডী। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে দ্বিজত্ব অবস্থা হইতে ব্রাহ্মণের ঈশ্বরই বেদ্য এবং আত্ম-শোধনই কার্য্য। উপবীতের ত্রিদণ্ডী নামদ্বারা এই দুইটী বিষয় সম্পন্ন হইতেছে। ঈশ্বরকে জানিতে হইলে বাক্য মন কায় বা ইন্দ্রিয়কে দমন করা আবশ্যক। অর্থাৎ বাক্‌দণ্ড মনোদণ্ড কায় বা ইন্দ্রিয়দণ্ড আবশ্যক। উপবীতের তিন দণ্ডের নাম বাক্‌দণ্ড মনো-দণ্ড ও কায়দণ্ড। এই জন্য উপবীত ত্রিদণ্ডী। এই বাক্ কায় ও মন এই তিনের আবার তিন তিন ধর্ম্ম আছে। বাক্যের ধর্ম্ম সত্য প্রিয় ও মিত; মনের ধর্ম্ম স্বত্ব রজ ও তম, শরীরের ধর্ম্ম বাত পিত্ত কফ। সাধন-স্থলে এই বাক্য মন ও কায়ের উপর সাধ-কের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ত্রিধর্ম্মী বাক্যের উপর দৃষ্টি রাখিবার হেতু বোধ-সুলভ। এখন মন ও শরীরের তিন ধর্ম্মের বিষয় কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। সাধনায় চিত্তের বিক্ষেপনিবারণ ও স্থৈর্য্যসম্পা-দন আবশ্যক, এই জন্য রজস্তমের অভি-ভব ও সত্বের আধিক্য চাই, নচেৎ সাধনা ও সিদ্ধি হয় না। আর শরীরের বাত পিত্ত ও কফ এই তিন ধর্ম্মের মধ্যে একের আধিক্য অন্যের অল্পতায় ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য ঘটিবার সম্ভা-বনা। এই জন্য আহারসংযম করিতে হয়। অর্থাৎ মিত আহারে ঐ তিন শারীর ধর্ম্মের সমতা রক্ষা করিয়া ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য দূর করিতে হয়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে বাক্য মন ও শরীরের এই তিন তিন গুণের দ্যোতক বলিয়া উপবীতেরও প্রত্যেক সূত্র ত্রিপক্ক হইয়া থাকে।

বৈদিক আর্য্যসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃ-দ্ধির জন্য এক সময়ে একটা কার্য্যবিভাগ হইয়াছিল। যাহার যে কার্য্য সুখসাধ্য ও সহজ সে সেই কার্য্য স্বীকার করিত এবং সেই কার্য্যের উৎকর্ষসাধনের জন্য এক একটী ব্যবসায়-স্মারক চিহ্ন ধারণ করিত। ব্রাহ্ম-ণের ধর্ম্মসাধন ব্যবসায়, ইহার স্মারক নির্ণীতরূপ কার্পাসসূত্রের উপবীত। যুদ্ধবিগ্রহ দেশরক্ষা উপদ্রবনিবারণ এই গুলি ক্ষত্রি-য়ের কার্য্য, এই জন্য তাহাদের ব্যবসায়-স্মারক শণসূত্রের উপবীত। শণসূত্রে ধনুকের মৌর্ব্বী বা ছিলা হইয়া থাকে। বৈশ্যের কৃষি ও পাশুপাল্য ব্যবসায়, এই জন্য তাহাদের ব্যবসায়স্মারক মেষ-লোমের উপবীত। * এইরূপ চিহ্ন ধারণে অবলম্বিত ব্যবসায় সাধনে মনের যে একটা উপকার ও বল হয় সে বিষয়ে

* ব্রহ্মসূচনাৎ সূত্রং। আরুণেয় শ্রুতি।

† যজ্ঞো বৈ সঃ। শ্রুতি

* কার্পাসমুপবীতং স্যাৎ বিপ্রস্যোর্দ্ধকৃতং ত্রিবৃৎ। শণসূত্রময়ং রাজ্ঞোবৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকং। মনু।

কোন সন্দেহ নাই। উপনয়ন হইতে ব্রাহ্মণের স্কন্ধে একটী গুরুতর কার্য্যভার ন্যস্ত হয়। তিনি যেন অকূল পারাবারে নিক্ষিপ্ত হন। উপবীত দিকদর্শন-শলাকার ন্যায় তাঁহাকে গন্তব্য পথ দেখাইয়া দেয়। তিনি যখনই ইহা দেখিবেন তখনই তাঁহার উপাস্য ঈশ্বর ও স্বকর্ত্তব্য স্মরণ হইবে এবং তন্নিবন্ধন তাঁহার মনে বল আসিবে। এই জন্যই উপনয়নকালে আচার্য্যেরা "আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ" এই বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া মানবকের হস্তে উপবীত দিয়া থাকেন।

সাধনের প্রথমাবস্থায় উপবীতের যে বিশেষ উপযোগিতা আছে উপবীতের কএকটী নামে তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল। এতদ্ব্যতীত উপবীতের গ্রন্থি দিবার কালে গোত্রাদিপ্রবর্ত্তক ঋষিদিগের নামোল্লেখ করিয়া গ্রন্থি দিতে হয়। গ্রন্থিদিবার নিয়ম এই যাহার যতগুলি ঋষি গোত্রাদিপ্রবর্ত্তক গ্রন্থিতে সূত্রবেষ্টন-সংখ্যা সেই পরিমাণে থাকে। যাহার পঞ্চ প্রবর তাহার উপবীতের গ্রন্থিতে পাঁচটী বেষ্টন। যাহার তিন প্রবর তাহার তিনটী বেষ্টন। উপবীতদর্শনে এই গোত্রাদিপ্রবর্ত্তক পূর্ব্বপুরুষদিগের স্মৃতি যে কি পর্য্যন্ত ফলোপধায়ক তাহার বাহুল্য উল্লেখের প্রয়োজন নাই। রাম কৃষ্ণাদির নামোচ্চারণ মাত্রে তাঁহাদের পুরাণপ্রসিদ্ধ গুণাদির স্মৃতি যেমন সহজে উপস্থিত হয় ইহাও তদ্রূপ। এই পূর্ব্বতন মহাপুরুষদিগের স্মৃতি অন্ধকারে দীপালোকের কার্য্য করিয়া থাকে।

সাধনের অবস্থায় উপবীত সর্ব্বদা ধারণ করিয়া রাখা আবশ্যক।* ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মলাভই মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য। চিত্তবিক্ষেপ এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের বিষম প্রতিকূল। কিন্তু যদি চক্ষের উপর সেই উদ্দেশ্যের স্মারক চিহ্ন কিছু থাকে তাহা হইলে উদ্দেশ্যের গুরুত্ব-স্মরণে সহজেই চিত্ত স্থির হয় এবং সেই গুরুত্ব সততই হৃদয়ে জাগরূক থাকে। এই জন্যই সর্ব্বদা উপবীত ধারণ করিবার বিধি। কি পবিত্র দৃশ্য যখন কোন শান্তস্বভাব সৌম্যদর্শন ব্রাহ্মণ স্কন্ধলম্বিত উপবীত অঙ্গুষ্ঠাগ্রে বেষ্টন পূর্ব্বক একতান মনে ব্রহ্মযোগে উপবিষ্ট আছেন! কি পবিত্র দৃশ্য যখন কোন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মোপাসনার পর দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মকে উত্তান মুখে ঊর্দ্ধ হস্তে অঙ্গুষ্ঠলগ্ন ব্রহ্মসূত্র প্রদর্শন পূর্ব্বক অন্তর্ভেদি স্বরে ব্রহ্মণ্যদেব এই কথা মুক্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া থাকেন!

এই ব্রহ্মসূত্র যে আজীবন ধারণ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। পূর্ব্বে ইহা পরিত্যাগ করিবারও বিধি ছিল। কিন্তু যাঁহাদের মতে স্থৈর্য্য ও মনে ধৈর্য্য নাই, যাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ বাক্‌শক্তি লইয়া ধর্ম্ম-বাণিজ্যে তরী ভাসাইয়াছেন, যেন তেন প্রকারেণ অন্যের প্রতিষ্ঠালোপ করিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করাই যাঁহাদের ব্যবসায়, এখনকার ধার্ম্মিকাভিমানী অকালপক্ক বালকদিগের ন্যায় তখনকার ব্রাহ্মণেরা উপবীতত্যাগকেই ধার্ম্মিকতার সার বলিয়া জানিতেন না। তাঁহারা যখন দেখিতেন বাক্য মন ও ইন্দ্রিয় নিয়মিত হইয়াছে এবং ব্রহ্ম করতলন্যস্ত আমলকবৎ প্রত্যক্ষ হইতেছেন, সাধনা ও সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা লাভ হইয়াছে তখন তাঁহারা বাহ্যসূত্র ধারণ করিবার আর আবশ্যকতা বুঝিতেন না।†

---

* সদোপবীতিনা ভাব্যং। মনু।

† ব্রহ্মসূচনাৎ সূত্রং। ব্রহ্মসূত্রমহমেব বিদ্বান বহিঃসূত্রং ত্যজেৎ য এবং বেদ। আরুণেয় শ্রুতি। যদ্দ্বারা ব্রহ্ম সূচিত হন তাহার নাম ব্রহ্মসূত্র। আমি ব্রহ্মরূপ সূত্র বিদিত আছি যিনি এরূপ জানেন তিনি বহিঃসূত্র ত্যাগ করিবেন।

নদীর পরপারে উত্তীর্ণ হইলে নৌকায় আর কি প্রয়োজন।

আমরা এতক্ষণ বলিলাম যে ব্রাহ্মণ একটী বংশ নয় এবং উপবীতও বংশচিহ্ন নয়। কিন্তু যাহা একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ অথবা যাহা লাভ করা কষ্টকর ব্যাপার, কালে তাহার একটা দুর্দশা ঘটে। ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মসূত্রের সেই দুর্দ্দশাই ঘটিয়াছে। এখন ব্রাহ্মণত্বলাভে আর কিছুমাত্র গুণানুরোধ নাই এবং ব্রহ্মসূত্রও ব্রাহ্মণের ঈশ্বর, স্বকার্য্য ও পূর্ব্বপুরুষদিগের জ্ঞান ধর্ম্মাদির স্মারক নয়। ব্রাহ্মণ একটী বংশ ও ব্রহ্মসূত্র সেই বংশের চিহ্নমাত্র দাঁড়াইয়াছে।

এক্ষণে কথা এই যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রসিদ্ধ দার্শনিক বা কবির বংশোদ্ভব বলিয়া আপনার পরিচয় দেয় তাহা হইলে সে ব্যক্তি যে কোন দোষের কার্য্য করে এমন কখন বলা যাইতে পারে না। আমাদিগের দেশে যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণতা ও বিদ্যাবত্তার জন্য জগন্মান্য প্রাচীন ঋষিদিগের কুলোদ্ভব, তাঁহারা যদি আপনাদিগকে সেই কুলোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন তাহাতে কি দোষ হইতে পারে? উপবীত উচ্চকুলোদ্ভবতার পরিচায়ক মাত্র। আমরা পূর্ব্বে যেরূপ বলিলাম ভট্ট মোক্ষমূলারও তাঁহার "Christian Missions" নামক পুস্তিকায় বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণের উপবীত তাঁহাকে তাঁহার ঈশ্বর, তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও তাঁহার ভবিষ্যৎ বংশকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ব্রাহ্মণ নিজের উপবীত দেখিলে ব্রহ্মসূত্রসূচিত সর্ব্বস্বধন ঈশ্বর তাঁহার স্মরণ-পথে উদিত হয়েন; তিনি নিজের উপবীত দেখিলে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য তাহা পালনে যত্ন ও বল হয়, তিনি নিজের উপবীত দেখিলে তাঁহার সন্তানদিগকে ব্রাহ্মণকুলোচিত গুণসম্পন্ন করাইতে তাঁহার আগ্রহাতিশয় জন্মে। মোক্ষমূলার যাহা বলিয়াছেন তাহাতে আমরা এই সংযোগ করিতে চাই যে উপবীত ব্রাহ্মণকে তাঁহার মহিমান্বিত পূর্ব্বপুরুষদিগকে স্মরণ করাইয়া তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে উত্তেজিত করে। যদি বল ঋষির সন্তান এবং ঋষির সন্তান নয় এমৎ বিভেদ জাতিবিভেদ তাহা হইলে, ঐ প্রকার জাতিবিভেদ পরিবর্জ্জন করা অসাধ্য। আপনার শোণিতগত বংশত্ব কে বিলোপ করিতে সমর্থ হয়? যেমন ধনী দরিদ্র, বিদ্বান মূর্খ ইত্যাদি বিভেদ থাকিবেই থাকিবে, সেইরূপ উচ্চ বংশীয় ও নীচ বংশীয় প্রভেদ থাকিবেই থাকিবে। যেমন বিদ্যা ও ধন জন্য প্রদত্ত উপাধির চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিতে কোন হানি নাই, সেইরূপ উপবীত ধারণ করিতে কোন হানি নাই। তবে ব্রাহ্মের পক্ষে সেই উপবীতের সঙ্গে পৌত্তলিকতার যতটুকু সম্বন্ধ আছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাহা ধারণ করা উচিত। উপনয়ন-ক্রিয়ার পৌত্তলিকাংশ পরিত্যাগ করিয়া তাহা তাঁহার সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। যদি বল এ প্রকার বংশ-প্রভেদের অনেকে অপব্যবহার করিতে পারে, তাহার উত্তর এই যে ধনী দরিদ্র, মূর্খ পণ্ডিত এরূপ প্রভেদেরও লোকে অপব্যবহার করিতে পারে অর্থাৎ ধনী দরিদ্রকে বিদ্বেষ ও ঘৃণা করিতে পারেন। ধন কিছু নিন্দনীয় পদার্থ নহে, কিন্তু তজ্জন্য অভিমান ও দরিদ্রকে বিদ্বেষ ও ঘৃণা নিন্দনীয়। বিদ্যা কিছু নিন্দনীয় পদার্থ নহে, কিন্তু মূর্খকে তজ্জন্য বিদ্বেষ ও ঘৃণা নিন্দনীয়। সেইরূপ আভিজাত্তিক চিহ্ন ধারণ করা নিন্দনীয় নহে কিন্তু তজ্জন্য অনভিজাতদিগকে বিদ্বেষ ও ঘৃণা নিন্দনীয়। যদি পৌত্তলিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া কোন ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ব্রাহ্ম কুলচিহ্নস্বরূপ উপবীত ধারণ করেন তাহাতে কি হানি হইতে পারে? আমরা ত ইহাতে কোন দোষ দেখি না।

যাঁহারা এরূপ প্রত্যাশা করেন যে মনুষ্য আভিজাতিক বিশেষতঃ' পিতৃপুরুষদিগের এমন মহদ্গুণ যে জগদ্বিখ্যাত ধর্ম্মপরায়ণতা তৎসূচক আভিজাতিক চিহ্ন সহজে পরিত্যাগ করিবে তাঁহারা মানব স্বভাব বিষয়ে একেবারে দৃষ্টিপাত করেন না।

নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম।

"সগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ,
ডেলা দিয়ে ভাঙ্গে ডেলা।''

প্রসাদী সঙ্গীত।

পরব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই। সৃষ্ট বস্তুর কোন গুণ যে স্রষ্টাতে আছে তাহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? স্রষ্টা ও সৃষ্ট বস্তু ভিন্নপ্রকৃতি, কিন্তু ওদিকে ব্রহ্ম সগুণ অর্থাৎ জ্ঞান-শক্তি-করুণা-বিশিষ্ট এই বিশ্বাস মনুষ্যের প্রকৃতি-গত এবং প্রত্যেক মানবাত্মায় বর্ত্তমান। উহা মানবপ্রকৃতিতে গাঢ়রূপে মুদ্রিত বিশ্বাস, অতএব উহা ঈশ্বর-প্রত্যাদেশ বলিতে হইবে। ঈশ্বর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সত্য সকল মানব প্রকৃতি দ্বারা আমাদিগকে প্রত্যাদেশ করিতেছেন। এই জন্য ঈশ্বর সগুণ অবশ্য বলিতে হইবেক। কিন্তু ঈশ্বর অনন্ত স্বরূপ সর্ব্বস্রষ্টা, আমরা অন্তবিশিষ্ট সৃষ্ট জীব, ঈশ্বরের জ্ঞান করুণা শক্তি আমাদিগের জ্ঞান করুণা শক্তি অপেক্ষা অনন্ত পরিমাণে অধিক ও অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ, অতএব তাঁহার জ্ঞান করুণা শক্তির সহিত আমাদের জ্ঞান করুণা শক্তির কোন তুলনাই হইতে পারে না। ভাষার অভাব প্রযুক্ত ব্রহ্মের ঐ সকল গুণকে জ্ঞান শক্তি করুণা শব্দ দ্বারা আমরা নির্দ্দেশ করি। ব্রহ্ম জ্ঞান-করুণা-শক্তি-বিশিষ্ট অতএব তিনি সগুণ; তাঁহার জ্ঞান শক্তি করুণা কোন প্রকারে আমাদের জ্ঞান শক্তি করুণার ন্যায় নহে, অতএব তিনি নির্গুণ। ঈশ্বর সগুণ অথচ নির্গুণ ইহা প্রহেলিকাবৎ প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম-বিজ্ঞানে এরূপ প্রহেলিকা অনেক আছে যাহাতে আমরা বিশ্বাস করি। মনুষ্যের ইচ্ছা স্বাধীন অথচ ঈশ্বর পূর্ব্ব হইতে সকল ঘটনা জানিতেছেন, এই দুই পরস্পর-বিরোধী সত্য কিন্তু আমরা উভয় সত্যেই এককালে বিশ্বাস করি। ঈশ্বরের অনন্ত করুণা ও অনন্ত শক্তির সহিত পৃথিবীতে দুঃখ ক্লেশের অস্তিত্বের কোন মতে সমন্বয় হয় না, অর্থাৎ আমরা বিশ্বাস করি যে তিনি অনন্ত-শক্তি ও অনন্ত-করুণা-বিশিষ্ট। এইরূপ যেমন আমরা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনেক পরস্পর-বিরোধী সত্যে বিশ্বাস করি সেইরূপ ঈশ্বর নির্গুণ অথচ সগুণ এই দুই পরস্পর-বিরোধী সত্যে বিশ্বাস করিয়া থাকি।

পাতঞ্জল দর্শন।

৪৬৫ সংখ্যক পত্রিকার ১০ পৃষ্ঠার পর।

বৈরাগ্য কি?

এতদুত্তরে,—

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্॥ ১৫ সূঃ

ভাষ্য। স্ত্রিয়োঽন্নপানমৈশ্বর্য্যমিতিদৃষ্টবিষয়বিতৃষ্ণস্য স্বর্গ-বৈদেহ্যপ্রকৃতিলয়ত্বপ্রাপ্ত্যানুশ্রবিকবিষয়ে বিতৃষ্ণস্য দিব্যাদিব্যবিষয়সংপ্রয়োগেঽপি চিত্তস্য বিষয়দোষদর্শিনঃ প্রসংখ্যানবলাদনাভোগাত্মিকা হেয়োপাদেয়শূন্যা "বশীকারসংজ্ঞা'' বৈরাগ্যম্॥ ১৫॥

উপভোগ্য বিষয় দ্বিবিধ। লৌকিক ও অলৌকিক; স্ত্রী, অন্ন, পানীয়, ঐশ্বর্য্য বা আধিপত্য প্রভৃতি কি চেতন কি অচেতন লোকে প্রসিদ্ধ পদার্থ সকলকে লৌকিক বিষয় কহে। এবং স্বর্গ, বৈদেহ্য, প্রকৃতিলয়ত্ব (১) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ উপভোগ্য বিষয়

১ দুঃখ যাহাকে অভিভব করিতে পারে না, দুঃখ কর্ত্তৃক যে মধ্যে মধ্যে গ্রস্ত হয় না, এবং যাহা দ্বারা

সকলকে অলৌকিক বিষয় (২) কহে। "এই লৌকিক ও অলৌকিক বিষয় সকল ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির কার্য্য, সুতরাং ত্রিগুণাত্মক। যখন ত্রিগুণাত্মক হইল তখন, ইহারাও সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক" এইরূপ ভাবনাকে 'বিষয়-দোষ-দর্শন' কহে। বিষয়-দোষ-দর্শনের পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিলে বিষয় সকল যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনি বিষয় সকলের দোষ সকলও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে। বিষয়-দোষ-দর্শনের এই পরিপাকাবস্থাকে সাংখ্য বৃদ্ধেরা 'প্রসংখ্যান' কহেন। যোগীরা লৌকিক বা অলৌকিক বিষয় সকল উপস্থিত হইলেও যে, সে সকলে রাগ বা দ্বেষ কিছুই করেন না, তাহার কারণ এই প্রসংখ্যান। প্রসংখ্যান-বলেই তাঁহারা রাগ-দ্বেষ-রহিত। তবে ইহা বলা বাহুল্য, উপস্থিত সেই সকল বিষয়ে তাঁহাদের অতিশিশু বা মূকের ন্যায় সামান্যাকারে—যাহাতে রাগও ভাসিতেছে না, দ্বেষও ভাসিতেছে না এরূপ আকারে বিষয়াকারাকারিত একটি চিত্তবৃত্তির প্রাদুর্ভাব হয় মাত্র অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিতে বিষয়াকার একটি ছাঁচ্ মাত্র পড়ে। প্রসংখ্যানবান্ মহাত্মার এই বৃত্তি উপেক্ষাবৃত্তি। এই উপেক্ষাবৃত্তির নাম অপর বৈরাগ্য। যাহাদের চিত্ত, এইরূপ উপেক্ষাবৃত্তি লাভ করে, তাহাদের চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি সমুদায় ইন্দ্রিয়ই বশীভূত হয়, ইহা স্বীকার করি, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা মন অবশিষ্ট আছে। মন তখন ইন্দ্রিয়গণের পরিচালনে প্রবৃত্ত হইবে না, সত্য কিন্তু তাহাতে পূর্ব্বসঞ্চিত রাগদ্বেষের সংস্কার আছে, সেই সংস্কারটুকু বিষয়-গ্রহণে ঔৎসুক্য বিধান করিবে। এই ঔৎসুক্য টুকুরও যখন নিবৃত্তি হইবে তখনকার উপেক্ষাবৃত্তিই প্রকৃত উপেক্ষা। ইহার নাম " বশীকার উপেক্ষাবৃত্তি।" যোগীরা এই বশীকার উপেক্ষা বৃত্তিকে "বশীকার সংজ্ঞা" অপর বৈরাগ্য কহেন (৩) ॥১৫॥

অভিলষিত সকল আপনাপনিই উপস্থিত হয়, চাইতে হয় না, ঈদৃশ সুখবিশেষের নামই স্বর্গ। দেহ রহিতকে বিদেহ কহে। এখানে বিদেহ ইন্দ্রিয়, অহঙ্কার, ও বুদ্ধি। বিদেহ স্বরূপ প্রাপ্তির নাম বৈদেহ্য। যাহারা অল্পে সন্তুষ্ট তাহারা তৌষ্টিক। তৌষ্টিকগণ প্রকৃত দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা না করিয়া বিদেহগণকে আত্মা ভাবিয়া উপাসনা করে। তাহারাই 'বৈদেহ্য' লাভ করে। প্রকৃতিতে লীন হওয়ার নাম প্রকৃতিলয়ত্ব। যাহারা প্রকৃতিকে আত্মা বিবেচনা করিয়া উপাসনা করে তাহাদের 'প্রকৃতিলয়ত্ব' প্রাপ্তি হয়। বায়ুপুরাণে এ সকল বিষয় স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। পাঠকগণের উপকারার্থ কতিপয় শ্লোক অনুবাদ করিয়া দেই। যাহারা পৃথিব্যাদি মহাভূতকে আত্মা (ঈশ্বর) বিবেচনা করিয়া উপাসনা করে, তাহারা একশত বৎসর কাল সংসার-মুক্ত হইয়া ঐ উপাসিত মহাভূত সকলে লীন থাকে। যাহারা অহংপদার্থকে আত্মা বিবেচনা করিয়া উপাসনা করে, তাহারা এক সহস্র বৎসর কাল সংসার-মুক্ত হইয়া সেই উপাসিত অহংপদার্থে লীন থাকে। যাহারা বুদ্ধিকে আত্মা বিবেচনা করিয়া উপাসনা করে, তাহারা দশ সহস্র বৎসর সংসার-মুক্ত হইয়া সেই উপাসিত বুদ্ধি পদার্থে লীন থাকে। যাহারা ইন্দ্রিয়গণকে আত্মা বিবেচনায় উপাসনা করে, তাহারা দশ মন্বন্তরকাল সেই উপাসিত ইন্দ্রিয় সকলে লীন হইয়া থাকে। যাহারা আত্মবুদ্ধিতে প্রকৃতিদেবীর উপাসনা করে, তাহারা লক্ষ বৎসর কাল সংসার-মুক্ত হইয়া সেই উপাসিত প্রকৃতিতে লীন হইয়া অবস্থান করে। আর যাঁহারা যথার্থতঃ নির্গুণ পরমপুরুষ পদার্থ (ঈশ্বর) প্রত্যক্ষ রাখিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছেন তাঁহাদের দুঃখের শেষ একেবারে হইয়া যাইতেছে। তাঁহাদের সুখের আর কালসংখ্যা নাই। তাঁহারা এই ঈশ্বর-রাজ্যে অনন্ত কালই সুখী, অনন্ত কালই মুক্ত।" বায়ুপুরাণোক্ত এই সকল উক্তি মধ্যে অনেক নিগূঢ় ভাব আছে। ভরসা করি, ভাবুকগণ স্বয়ংই সে সকল বাহির করিবেন।

২ মূল সূত্রকার যাহাকে 'দৃষ্ট বিষয়' ও 'আনুশ্রবিক বিষয়' শব্দে ব্যবহার করিলেন, ভাষ্যকার স্পষ্টার্থে তাহাকেই 'অদিব্য বিষয়' ও 'দিব্য বিষয়' শব্দে ব্যবহার করিলেন। আমরা দেখিলাম, আজকাল ভাষ্যকারের ব্যবহৃত শব্দেও লোকের সুস্পষ্ট বোধ হইবে না,—এই বিবেচনা করিয়া আমরা আবার আর এক প্রকার শব্দের ব্যবহার করিলাম। অর্থাৎ 'অদিব্য বিষয়' শব্দের পরিবর্ত্তে 'লৌকিক বিষয়' এবং 'দিব্য বিষয়' শব্দের পরিবর্ত্তে অলৌকিক বিষয়' শব্দ ব্যবহার করিলাম। ফলতঃ আমাদের তিনজনার তিন প্রকার শব্দের ব্যবহার হইলেও অর্থের কিছুমাত্র তারতম্য নাই, তুলাদণ্ড ন্যায়ে সমানই অর্থ আছে।

৩ বৈরাগ্য দ্বিবিধ। পরবৈরাগ্য ও অপরবৈরাগ্য।

সূঃ। তৎপরং পুরুষখ্যাতেগুর্ণবৈতৃষ্ণ্যম্ ॥ ১৬ সূঃ

বিবেক বৃত্তিওত গুণবৃত্তি, সুতরাং ইহাও অবিবেক বৃত্তির ন্যায় দুষ্টা (৪)” এইরূপ বিবেচনা করিয়া বিবেক বৃত্তিতেও যে বিবেক বৃত্তির লাভানন্তর উপেক্ষা তাহার নাম “পর-বৈরাগ্য ” ॥

ভাষ্য। দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয়দোষদর্শী বিরক্তঃ পুরুষ-দর্শনাভ্যাসাত্তৎশুদ্ধিঃ প্রবিবেকাপ্যায়িতবুদ্ধিঃ গুণেভ্যো ব্যক্তাব্যক্তধর্ম্মকেভ্যোবিরক্তঃ। ইতি তৎদ্বয়ং বৈরাগ্যং।

লৌকিকালৌকিক-বিষয়-দোষদর্শী (প্রসং-খ্যানবান্) পুরুষই বিরক্ত। বিরক্ত পুরুষের বৈরাগ্যই অপর বৈরাগ্য। অপর বৈরাগ্যের লক্ষণ বলা হইয়াছে। এক্ষণে পর-বৈরাগ্যের লক্ষণ বলি।—অপরবৈরাগ্যবান পুরুষ, আত্মদর্শনাভ্যাসে বেশ সমর্থ হন। তিনি আত্মদর্শন করিতে করিতে আত্মা ও প্রকৃতির পরস্পরাধ্যাস অনায়াসে বিচ্ছিন্ন করেন। ইহারই নাম প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান। এবং ইহারই নাম বিবেক-বৃত্তি। অপরবৈরাগ্যযুক্ত পুরুষ, নিরন্তর আত্মদর্শনাভ্যাস-ফলে বিবেকবৃত্তি পর্য্যন্ত লাভ করিয়াই যদি কৃতকার্য্য হইলাম বিবেচনা করেন তবে তাঁহার সেই পর্য্যন্তই; তাঁহার আর পরবৈরাগ্য লাভ হইবে না। পক্ষে বিবেক-বৃত্তি পর্য্যন্ত লাভ করিয়াও যদি অলংবুদ্ধি না হন (৫) তবে তিনি পর-বৈরাগ্যের অধিকারী। অলংবুদ্ধি যখন হইল না তখন তিনি বিবেক-জ্ঞান লাভ করিয়াও পুরুষ-দর্শনের অভ্যাস-কার্য্যে কখনই বিরত হন না। উত্তরোত্তর তাঁহার পৌরুষদর্শনাভ্যাস ক্রমশঃ বৃদ্ধিই হইতে থাকে। এইরূপ বৃদ্ধি হইতে হইতে যখন তাঁহার দর্শন ও পৌরুষ দর্শন (অর্থাৎ জীব-চৈতন্য ও ঈশ্বর-চৈতন্য) এক হইয়া যাইবে, তখন তাঁহার গুণবৃত্তি মাত্রে হেয়-ভাব জন্মিবে। (৬) গুণ-বৃত্তিমাত্রে যখন হেয়তা জন্মিল তখন বিবেক-বৃত্তিতেও কাজে কাজেই উপেক্ষা জন্মে। যেহেতু বিবেক-বৃত্তিও গুণবৃত্তি। গুণবৃত্তি বিষয়িণী, এই অবস্থার উপেক্ষা বৃত্তিকে “ পরবৈরাগ্য ” কহে। এইরূপে বৈরাগ্য দ্বিবিধ।

ভাষ্য। তত্র যদুত্তরং তজ্‌জ্ঞানপ্রসাদমাত্রং। যস্যোদয়ে প্রত্যুদিতখ্যাতিরেবং মন্যতে—“প্রাপ্তং প্রাপনীয়ং। ক্ষীণাঃ ক্ষেতব্যাঃ ক্লেশাঃ। ছিন্নঃশ্লিষ্ট-পর্ব্বা ভবসংক্রমঃ যস্যাবিচ্ছেদাৎ জনিত্বা ম্রিয়তে মৃত্বা চ জায়তে ইতি।” জ্ঞানস্যৈব পরাকাষ্ঠা বৈরাগ্যং। এতস্যৈব হি নান্তরীয়কং কৈবল্যমিতি ॥ ১৬ ॥

এই দ্বিবিধ বৈরাগ্যের মধ্যে শেষটি কেবল জ্ঞানপ্রসাদ স্বরূপ। বিবেকী পুরুষ,

---

পর বৈরাগ্য পরে বলিতেছেন। এক্ষণে অপরবৈরাগ্য বলিলেন। এই অপরবৈরাগ্য চতুর্ব্বিধ। যতমান-সংজ্ঞা ১ ব্যতিরেকসংজ্ঞা ২ একেন্দ্রিয়সংজ্ঞা ৩ ও বশী-কারসংজ্ঞা ৪। ইন্দ্রিয়গণকে আপন আপন গ্রাহ্য বিষয় হইতে বিমুখ করিতে যত্ন করার নাম “যতমান সংজ্ঞা।” ইহা প্রথম অবস্থা। ঐরূপ যত্নে কোন্ ইন্দ্রিয় কৃতকার্য্য হইল কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় অপরি-পক্ক আছে, এইটি নিশ্চয় করিতে পারিলে, “ব্যতি-রেকসংজ্ঞা।” ইহা বৈরাগ্যের দ্বিতীয় অবস্থা। তাহার পর সকল ইন্দ্রিয়ই পরিপক্ক হইল, কিন্তু মনের ঔৎসুক্য টুকু অবশিষ্ট আছে। বৈরাগ্যের এটি তৃতীয় অবস্থা। ইহাকে “একেন্দ্রিয় সংজ্ঞা” কহে। অনন্তর যখন সেই অবশিষ্ট মানস ঔৎসুক্য টুকুও নিঃশেষ হইল তখন বৈরাগ্যের “বশীকার সংজ্ঞা” নাম হইল। “বশীকার সংজ্ঞা” অপর বৈরাগ্য চতুর্থ অবস্থা। এই চতুর্থ অবস্থাই অপর বৈরাগ্যের চরম অবস্থা। বশীকার সংজ্ঞা অপর বৈরাগ্যের লাভ করিতে হইলে, যতমানাদি ক্রমে এই তিনটি, ক্রমশঃ সাধন করিতে হইবে। সুতরাং এই তিনটির “সাধন বৈরাগ্য” ও নাম দিতে পার। অতএব চতুর্ব্বিধ অপরবৈরাগ্যের দুই ভাগ। সাধনভাগ ও সিদ্ধভাগ। সাধনভাগ প্রথম তিনটি, সিদ্ধ ভাগ চতুর্থটী।

৪ এই দোষ-দর্শনকে “পরংপ্রসংখ্যান” বলে। অপরবৈরাগ্যের বল “প্রসংখ্যান,” পরবৈরাগ্যের বল “পরং প্রসংখ্যান।”

৫ ফলতঃ যাঁহার বিবেক জ্ঞান পর্য্যন্ত লাভ হয়, “তাঁহার অলংবুদ্ধি” হওয়াই অসম্ভব। যেহেতু ‘অলং-বুদ্ধি’ তমোগুণের কার্য্য। তাঁহার তখন তমোগুণ কোথায়!!

৬ অথবা অগ্রেই গুণ-বৃত্তিতে হেয়-ভাব, তৎপরে জীব ও ঈশ্বরের একীভাব। এই একীভাবে অবস্থানই বুদ্ধির জ্ঞান-প্রসাদ মাত্রে অবস্থিতি।

যাহার উদয়ে এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন,—"প্রাপ্য সকল সমস্তই লাভ করিলাম, আর আমার কিছুরই অভাব নাই। সকল অভাবই পূর্ণ হইল। অবিদ্যাদি ক্লেশ সকল সমস্তই দূর হইল। আহা! এত দিনের পর আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। যাহার অবিচ্ছেদে (বিচ্ছেদ না থাকায়) জন্তুগণ জন্মিতেছে, মরিতেছে, আবার মরিয়াও জন্মিতেছে, সেই নিঃসন্ধি (সন্ধিবিহীন) বা অবিচ্ছিন্ন পর্ব্ব(৭) সংসারচক্র(৮) একেবারে ছিন্ন হইয়া গেল। আহা! এত দিনে শান্ত হইলাম।"

শেষ সার কথা বলি। জীবজ্ঞানের যে পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ চরম সীমা, তাহারই নাম "পরবৈরাগ্য।" এই পরবৈরাগ্যকে যোগীরা "ধর্ম্মমেঘসমাধি" ও বলিয়া থাকেন।

অপর বৈরাগ্যের অব্যবহিত পরে "সত্ত্ব পুরুষান্যতাখ্যাতি (৯)। সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতির অব্যবহিত পরে "সংপ্রজ্ঞাত সমাধি" (১০)। সংপ্রজ্ঞাতের অব্যবহিত পরে "পরবৈরাগ্য"। পরবৈরাগ্যের অব্যবহিত পরে "অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি' (১১)। অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির নাম কৈবল্য মুক্তি। বিদেহ কৈবল্য দেহ সত্ত্বে হয় না ॥ ১৬ ॥

ক্রমশঃ।

৭ সহজ কথায় যাহাকে 'গাঁইট' কহে, সাধু ভাষায় তাহাকেই 'সন্ধি' ও 'পর্ব্ব' কহে। 'অবিচ্ছিন্ন-পর্ব্ব' বলিতে যাহার গাঁইট্ অর্থাৎ বিচ্ছেদ নাই, ঈদৃশ। ঈদৃশ কে? সংসার চক্র।

৮ জন্ম ও মরণের যে অনিয়ত পর্য্যায় তাহারই নাম সংসার-চক্র।

৯ প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান, বিবেকবৃত্তি ও সত্ত্ব পুরুষান্যতাখ্যাতি একই কথা।

১০ ইহাকে সবিকল্পক সমাধিও কহে। এই অবস্থাই জীবের জীবন্মুক্ত অবস্থা।

১১ ইহাকে নির্ব্বিকল্পক সমাধি কহে। এ অবস্থায় ধ্যাতা ধ্যান ধ্যেয় ত্রিপুটিভাব থাকে না। নিরাকার ব্রহ্ম, এই অবস্থাতেই বুদ্ধি-বিষয় হন। এই অবস্থার বুদ্ধিই 'অগ্র্যা' বুদ্ধি।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য।

তৃতীয় প্রস্তাব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

নিমাই গয়া হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। সচী দেখিলেন পুত্রের চরিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সংসারের প্রতি ত্যক্ত বিরক্ত, স্ত্রীকে দেখিতে পারেন না।

"যে যে জন আইসে প্রভুরে সম্ভাষিতে।
প্রভুর চরিত্র কেহ না পারে বুঝিতে ॥
পূর্ব্ববিধ ঔদ্ধত্য না দেখে কোন জন।
পরম বিরক্ত প্রায় থাকে সর্ব্বক্ষণ ॥
পুত্রের চরিত্র মাই (১) কিছুই না বুঝে।
পুত্রের মঙ্গল লাগি গঙ্গা বিষ্ণু পূজে ॥
স্বামী নিলা ধন নিলা যত পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সবে মাত্র আছে এক জন ॥
অনাথিনী মোরে কৃষ্ণ দেহ এই বর।
'সুস্থ হৈয়া ঘরে তোর রহু বিশ্বম্ভর' ॥
লক্ষ্মীরে (২) আনিয়া পুত্র সমীপে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায় ॥
নিরবধি শ্লোক পড়ি করয়ে রোদন।
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বলে অনুক্ষণ ॥"

(চৈঃ মঃ মধ্যখণ্ড ১ অধ্যায়।)

অধ্যাপনা-কার্য্যেও নানা প্রকার গণ্ডগোল হইতে লাগিল। ব্যাকরণের সূত্র ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া নিমাই পণ্ডিত কৃষ্ণ-গুণ গান করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সকল দর্শন করিয়া তাঁহার ছাত্রগণ নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে নিমাইর ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট গমন করিয়া বলিল—

এবে যত বাখানেন নিমাই পণ্ডিত।
শব্দ সঙ্গে বাখানেন কৃষ্ণের চরিত ॥

১ মুদ্রিত চৈতন্য মঙ্গলের (ভাগবত) সকল স্থানেই "মাই" শব্দের পরিবর্ত্তে "আই" শব্দ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

২ লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া।

গয়া হৈতে যাবৎ আসিয়াছেন ঘরে।
কৃষ্ণ বিনা আর ব্যাখ্যা কিছুই না স্ফুরে ॥
সর্ব্বদা বলেন কৃষ্ণ পুলকিত অঙ্গ।
ক্ষণে হাসে হুঙ্কার করয়ে বহু রঙ্গ ॥
প্রতি সূত্রে শব্দ অর্থে একত্র করিয়া।
প্রতিদিন কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেন বসিয়া ॥
এবে তাঁর বুঝিবারে না পারি চরিত।
কি করিব আমি সব বলহ পণ্ডিত ॥

পণ্ডিত ছাত্রগণকে বলিলেন "তোমরা এক্ষণে গমন কর, অপরাহ্নে নিমাইকে লইয়া আমার নিকট আসিবে।" তদনুসারে নিমাই ও তাঁহার ছাত্রগণ অপরাহ্নে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন পণ্ডিত নিমাইকে বলিলেন—

"গুরু বলে বাপ বিশ্বম্ভর শুন বাক্য।
ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন অল্প নহে ভাগ্য ॥
মাতামহ যার চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর।
বাপ যার জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর ॥
উভয় কুলেতে মূর্খ নাহিক তোমার।
তুমিও পরম যোগ্য ব্যাখ্যাত টীকার ॥
অধ্যয়ন ছাড়িলে সে যদি ভক্ত হয়।
বাপ মাতামহ কি তোমারি ভক্ত নয় ॥
ইহা জানি ভাল মতে কর অধ্যয়ন।
অধ্যয়ন হইলে সে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ॥
ভদ্রাভদ্র মুখে দ্বিজ জানিব কেমন।
ইহা জানি কৃষ্ণ বল কর অধ্যয়ন ॥
ভালমতে গিয়া শাস্ত্র বসিয়া পড়াও।
ব্যতিরিক্ত অর্থ কর মোর মাথা খাও ॥"

(চৈঃ মঃ মধ্যখণ্ড, ১ অধ্যায়।)

তদুত্তরে নিমাই উপযুক্ত রূপ অধ্যাপনা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। নিমাই শিষ্যগণের সহিত চতুষ্পাঠীতে গমন করত অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। প্রথম প্রথম নিমাই উদ্দেশ্য স্থির রাখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ অধ্যাপনা হইতে লাগিল। তখন নিমাই বুঝিলেন তাঁহার দ্বারা আর এই কার্য্য চলিতে পারে না। তিনি বিনয় সহকারে শিষ্যবর্গকে বলিলেন—

"যত শুনি শ্রবণে সকলি হরি নাম।
সকল জগত দেখি গোবিন্দের ধাম ॥
তোমা সভা স্থানে মোর এই পরিহার।
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার ॥
তোমা সভাকার যার স্থানে চিত্ত লয়।
সে স্থানে পড়হ আমি দিলাম বিদায় ॥
হরি বিনে আমার না আইসে বাক্য আর।
সত্য আমি কহিলাম চিত্ত আপনার ॥"

(চৈঃ মঃ মধ্যখণ্ড, ১ অধ্যায়।)

ধন্য নিমাই। ধন্য তোমার প্রেম, ধন্য বঙ্গভূমি।
"গৌড়দেশ ধন্য, যথা অবতীর্ণ, গৌরাঙ্গ পরশমণি।"

(ভক্তমাল।)

এইরূপ বলিয়া নিমাই ছাত্রদিগের হস্তে পুস্তক তুলিয়া দিলেন। কিন্তু তাহারা গুরুর অমৃতমধুর বাক্য শ্রবণে পুস্তক বন্ধ করিয়া বলিলেন—"প্রভু! আমরা অন্য কোনও পণ্ডিতের নিকট যাইব না, অদ্য হইতে আমাদের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইল। আমরাও সর্ব্বদা আপনার সহিত হরিনামোচ্চারণ পূর্ব্বক জীবন যাপন করিব।" শিষ্যবর্গের বচন শ্রবণে নিমাইর হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রেমের আবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, হরিনাম সংকীর্ত্তন পূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিয়া হরিনাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিল। ইহাই সংকীর্ত্তনের শিরোমণি নিমাইর জীবনে প্রথম সংকীর্ত্তন।

"এই মতে পরিপূর্ণ বিদ্যার বিলাস।
আরম্ভিলা মহা প্রভু কীর্ত্তন প্রকাশ ॥"

(চৈ, ম, ২, ১,)

নিমাইর আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় শাক্ত-সংখ্যাই অধিক ছিল। বোধ হয়

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে বৈদিক ধর্ম্ম হীনপ্রভ হইলে শনৈঃ পাদবিক্ষেপ পূর্ব্বক শক্তি-উপাসনা হিন্দু সমাজে বিস্তৃত হইয়াছিল। বৈদিক ধর্ম্মের কেবল নরহত্যা, পশুবধ, মদ্য-পান প্রভৃতি জুগুপ্সিত কার্য্যগুলি শাক্তগণ। বিশেষ রূপে বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কালিকা পুরাণে লিখিত আছে

"নরেণ বলিনা দেবী সহস্রং পরিবৎসরান্।
বিধিদত্তেন চাপ্নোতি তৃপ্তিং লক্ষং ত্রিভির্নরৈঃ॥"

কামাক্ষা তন্ত্রে লিখিত আছে

"কালিকাতারিণীদীক্ষাং গৃহীত্বা মদ্যসেবনং।
ন করোতি নরোযস্তু স কলৌ পতিতোভবেৎ॥
বৈদিকে তান্ত্রিকে চৈব জপহোমবহিষ্কৃতঃ।
অব্রাহ্মণ স এবোক্তঃ স এব হস্তিমূর্খকঃ॥
শুনিমূত্রসমং তস্য তর্পণং যৎ পিতৃষপি।
কালীতারমানুপ্রাপ্য বীরাচারং করোতি ন।
শূদ্রত্বং তচ্ছরীরেণ প্রাপ্নুয়াৎ স ন চান্যথা॥"

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বলিতেছে—

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পতিত ভূতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

আমরা কোন ধর্ম্মেরই নিন্দা করিতে অভিলাষী নহি, তথাপি ইহা না বলিয়া বিরত হইতে পারিলাম না যে, যে ধর্ম্মে নরবলির এবম্প্রকার গুণানুবাদ, মদ্যপানের দৃঢ় আদেশ ইন্দ্রিয়-বিনোদন জন্য নর জাতীয় শক্তির বিধি, সেই তান্ত্রিক ধর্ম্মের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি যে কতদূর জুগুপ্সিত ও মানব সমাজের অনিষ্ট-কর তাহা সহজেই পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। অদ্যাপি বাঙ্গালার প্রধান জাতি ত্রয়ের মধ্যে শাক্তসংখ্যাই অধিক। কিন্তু এক্ষণে আর শাক্তদিগের সেই সকল কুক্রিয়ার চিহ্ন প্রায়ই পরিলক্ষিত হয় না। নিমাইর আবি-র্ভাবের পূর্ব্বে শাক্তগণ এবম্প্রকার নিরীহ ভাব অবলম্বন করেন নাই। তখন তাহা-দের অত্যাচারে বাঙ্গালা উচ্ছিন্ন হইতেছিল। মদিরাস্রোত বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছিল। নর-রুধিরে ও পশুরুধিরে বাঙ্গালা হইতেছিল। নিমাই যখন

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কালৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা"॥

উচ্চারণ পূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগি-লেন, তখনই শক্তি-উপাসকগণ শাণিত কুঠার ধারণ পূর্ব্বক তদ্বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হই-লেন।

ক্রমশঃ।

নিশীথ-চিন্তা।

আমরা দেখিতেছি ব্রাহ্মগণ "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব ব্রাহ্মধর্ম্মের এই বীজ সত্য অনুসারে কার্য্য করিতে অত্যন্ত বিমুখ। অধিকাংশ ব্রাহ্ম উপাসনা-অর্থে ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন, তাঁহার নামগান ও তাঁহার নিকট আমাদের ধর্ম্মো-ন্নতি ও মুক্তির জন্য প্রার্থনা ভিন্ন আর অন্য কিছুই বুঝেন না। কোন কোন ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মদল দিনরাত্রিব্যাপী ঈশ্বরের গুণগান ও কীর্ত্তন ও তাঁহার প্রসঙ্গ করাকে প্রকৃত উপাসনার পরাকাষ্ঠা মনে করেন। এরূপ মনে করা ভ্রম। ঈশ্বরের স্বরূপধ্যান ও চিন্তা, ঈশ্বরপ্রসঙ্গ, ঈশ্বরের গুণগান ও মহিমাকীর্ত্তন ও তাঁহার নিকট আমাদের গূঢ়তম আধ্যাত্মিক অভাব মোচন জন্য সরল ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা তাঁহার উপাসনার একটি প্রধান অঙ্গ বটে কিন্তু উহাই তাঁহার সম্পূর্ণ উপাসনা নহে। আমাদের জীবনের সমস্ত ধর্ম্মকার্য্য সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্যের সম-ষ্টিই যথার্থ ঈশ্বরোপাসনা। যদ্যপি আমরা অবিরত ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া আমাদের কর্ত্তব্যপালনে নিযুক্ত থাকি তাহা হইলে প্রতি মুহূর্ত্তেই আমরা যথার্থ ঈশ্বরোপাসনা করি, তাহা হইলে আমাদের জীবনই উপা-

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম প্রস্তাবের (১০ খণ্ড, তৃতীয় ভাগ, ১৩৫ পৃষ্ঠার) টীকায় আমরা বলিয়াছি, যে, "লেখক এই প্রবন্ধের সহিত দ্বাদশ শতাব্দীর বঙ্গীয় বর্ণমালার অবিকল প্রতিলিপি পাঠাইয়াছেন। সময় ক্রমে তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।" অদ্য আমরা সেই বর্ণমালার অবিকল প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম।

রাজার নাম।

প র মে শ্ব র প র ম বৈ ষ্ণ ব প র ম ভ ট্টা র ক

ম হা রা জা ধি রা জ শ্রী ম ল্ল ক্ষ্ম ণ সে ন দে বঃ

---

১ (১) বাখরগঞ্জে প্রাপ্ত কেশব সেনের শাসনপত্র হইতে উদ্ধৃত। ২, ৩, (ড, ঢ) চট্টগ্রামে প্রাপ্ত ত্রিপুরেশ্বর দামোদর দেব প্রদত্ত শাসনপত্র হইতে উদ্ধৃত। ইহার তারিখ ১১৬৬ শকাব্দ।

সনাময় হয়। আমরা যদি ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া স্বহস্তে ক্ষেত্রকর্ষণ করি তাহাও ঈশ্বরোপাসনা। আমরা যাহাতে এইরূপ প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনা করিতে সক্ষম হই তজ্জন্য সযত্ন হওয়া কর্ত্তব্য।

(২)

বলিতে গেলে ঈশ্বরের ন্যায় ও দয়া একই পদার্থ। যাহা তাঁহার ন্যায়, তাহাই তাঁহার দয়া। তাঁহার কোন কার্য্য ন্যায় অথচ নিষ্ঠুর কিম্বা দয়া-সূচক অথচ অন্যায় হইতে পারে না। তিনি যাহা করেন তাহা যেমন পূর্ণ ন্যায় তেমনি অতুল করুণার পরিচায়ক। পাপীর কঠোর দণ্ডে পরম পিতার পূর্ণ ন্যায়-পরতা যেরূপ প্রকাশিত, অনন্ত দয়াও সেইরূপ সমুজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত। ঈশ্বরের অনেক কার্য্য মনুষ্যের চক্ষে নিষ্ঠুর কিম্বা অন্যায় বলিয়া প্রতীতি হয়, কিন্তু অন্তবৎ-জ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া মনুষ্য কিরূপে বুঝিবে যে সেই সকল কার্য্যই তাঁহার অনন্ত ন্যায় ও অনন্ত দয়ার পরিচায়ক। যতই আমরা উন্নত হইতে থাকিব, যতই আমরা পবিত্র জ্ঞান লাভ করিতে থাকিব ততই আমরা এই অতুল সত্য বুঝিতে সক্ষম হইব।

(৩)

খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন "Seek ye first the Kingdom of God and his righteousness, and all other things shall be added unto you." "অগ্রে ঈশ্বরের রাজ্য ও পবিত্রতা অন্বেষণ কর, তাহা হইলে আর সকল বস্তু তোমার হইবে।" কেহ কেহ মনে করেন, যে এই বাক্যের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি ঈশ্বর-প্রেমিক ও পবিত্র-চরিত্র হয়েন, ঈশ্বর তাঁহাকে পার্থিব নানা সুখসম্পত্তি প্রদান করেন। আমাদিগের বিবেচনার উপরে উদ্ধৃত খ্রীষ্টোক্ত বাক্যের এই অর্থ নহে। এই বাক্যে একটি গভীর আধ্যাত্মিক সত্য নিহিত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পবিত্র রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, ঐশ্বরিক পবিত্রতায় স্বীয় আত্মাকে পবিত্র করিয়াছেন তিনি সকলই পাইয়াছেন, আর সকল বস্তুই তাঁহার হইয়াছে।

"সোঽশ্নুতে সর্ব্বান কামান সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।"

তিনি ঈশ্বরের সহিত সকল কামনা উপভোগ করেন। তিনি পার্থিব সুখ সম্পত্তি ধন মান যশের কোন অভাব বোধ করেন না। তিনি সকল পার্থিব কামনা অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহার আর পার্থিব কোন ভোগ্য বস্তুর আবশ্যকতা বোধ হয় না। ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার পবিত্রতা ও আনন্দের এক কণা পাইয়া তিনি আপ্তকাম হইয়াছেন, তাঁহার আর কোন কামনার বস্তু নাই। তাঁহার আর কোন অভাব নাই। যিনি ঈশ্বরকে জানিয়াছেন, তাঁহার পবিত্রতা তাঁহার মহান ভাব যাঁহার হৃদয়কে উন্নত করিয়াছে তিনি আর কিছুই চাহেন না, তিনি ঈশ্বরকে পাইয়া আর কোন বস্তু যে আবশ্যক হইতে পারে ইহা বুঝিতে পারেন না। যে হৃদয়ে যে আত্মায় ঈশ্বরের প্রকাশ ও অধিকার, সে হৃদয় সে আত্মা কি আর কোন বস্তুর অভাব বোধ করিতে পারে? অগ্রে ঈশ্বরের রাজ্য ও পবিত্রতা অন্বেষণ কর, তাহা হইলে আর সকল বস্তু তোমার হইবে খ্রীষ্টের এই বাক্যের গূঢ় অর্থ এই যে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা কর, তাঁহাকে পাইলে দেখিবে সকলই তোমার হইয়াছে।

(৪)

অনেকে বিবেচনা করেন যে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম ও স্বার্থহীন হইয়া ধর্ম্মসাধন করা অসম্ভব। যাঁহারা পারত্রিক সুখ লাভ অপেক্ষা ধর্ম্মসাধনের কোন উচ্চতর মহত্তর উদ্দেশ্য দেখিতে পান না তাঁহারাই এইরূপ মনে করেন। সকল কামনা পরিত্যাগ করিয়া আমরা যদি এই মনে করিয়া ধর্ম্মসাধন করি

যে আমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য, যাহা ঈশ্বরের প্রিয় তাহা করিব তাহাতে আমাদের সুখ বা দুঃখ হয় তদ্বিষয়ে আমরা দৃকপাত করিব না, তাহা হইলে বাস্তবিকই সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম ভাবে ধর্ম্মসাধন করা হয়। কোন কামনাযুক্ত না হইয়া কেবল ধর্ম্মসাধনের জন্য ধর্ম্মসাধন করিলেই প্রকৃতরূপে, সম্যকরূপে ধর্ম্ম-সাধন হয়, অন্য উপায়ে হয় না।

(৫)

দয়াময় ঈশ্বর আমাদের ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ভ্রম সকল মার্জ্জনা করেন। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে মত বাস্তবিক ভ্রমাত্মক, তাহা সত্য বলিয়া আমরা সরল ভাবে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিলে ঈশ্বর আমাদিগকে তজ্জন্য দোষী বিবেচনা করেন না। যাহা আমাদের সাধ্যের অতীত ঈশ্বর তাহা আমাদের নিকট হইতে দাবী করেন না। আমরা সাধ্যমতে চেষ্টা করিয়া কতকগুলি ভ্রমকে ভ্রম বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, গভীর চিন্তা ও বিবেচনার পরও সে গুলি সত্য বলিয়া আমাদের প্রতীতি হইল বলিয়া তাহাদিগকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম, তাহার জন্য ঈশ্বর আমাদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েন না। সাধ্যমতে চেষ্টা করাই আমাদের কর্ত্তব্য ঈশ্বর আমাদিগের নিকট হইতে সকলই সাধ্যমত চাহেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন সকল বিষয়ে—ভ্রমের ভ্রমাত্মকতা সত্যের সত্যতা বুঝিতে, ধর্ম্মাচরণ করিতে, পবিত্র হইতে সাধ্যমত চেষ্টা করেন?

(৬)

পাপ-কার্য্যের নৈসর্গিক শাস্তি যদ্যপি আমাদের অনুতাপের কারণ হয়, তাহা হইলে সে অনুতাপ যথার্থ অনুতাপ নহে। পাপের জন্য কোন শারীরিক রোগ কিম্বা সাংসারিক দুঃখ বিপদ যে অনুতাপের কারণ সে অনুতাপ প্রকৃত অনুতাপ নহে। সে অনুতাপে কোন ফল নাই। যতক্ষণ না পাপ করিয়াছি—ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি বলিয়া হৃদয়ে ভয়ানক আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়া পাপের প্রতি ঘৃণা ও ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা, অপবিত্রতার প্রতি বিদ্বেষ ও পবিত্রতার প্রতি প্রীতির উদ্রেক না করে ততক্ষণ আমাদিগের প্রকৃত অনুতাপ হয় না। পাপ করিয়াছি বলিয়া যে দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণা সেই প্রকৃত অনুতাপ। এই প্রকৃত অনুতাপের উদয় হইলে আমরা পাপ-পথ পরিত্যাগ করি, ধর্ম্মপথ অবলম্বন করি। প্রকৃত অনুতাপের এমনি ঈশ্বর-প্রদত্ত গুণ যে উহা একবার আমাদিগের হৃদয়ে প্রদীপ্ত হইলে আমাদের পুনরায় পাপে পতিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া উঠে।

(৭)

যে ব্যক্তি পাপ-জনিত আত্মগ্লানি সহ্য করিয়াছেন এবং ধর্ম্মসাধন-জনিত আনন্দও উপভোগ করিয়াছেন তিনি জানেন পাপ-জনিত আত্মগ্লানির অপেক্ষা তীব্রতর ভীষণতর কষ্ট আর নাই, এবং ধর্ম্মসাধন-জনিত আনন্দের অপেক্ষা গভীরতর উচ্চতর আনন্দও আর নাই।

(৮)

সৌন্দর্য্য আধ্যাত্মিক, স্বর্গীয় বস্তু। সকল বস্তুরই আধ্যাত্মিকতা আছে। জড় পদার্থ হইতে জ্ঞানপ্রেমসম্পন্ন মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেরই অল্প বা অধিক পরিমাণে আধ্যাত্মিকতা আছে। বস্তু সমূহের আধ্যাত্মিকতা হইতেই তাহাদের সৌন্দর্য্য উৎপন্ন হয়। যে বস্তুতে যতদূর আধ্যাত্মিকতার বিকাশ সে বস্তুর ততই সৌন্দর্য্য। পৃথিবীতে মনুষ্যই সর্ব্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিক, তজ্জন্য মনুষ্য অপেক্ষা সুন্দর বস্তু পৃথিবীতে আর নাই। ইহলোকে মনুষ্যের যতই আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি হয়

ততই তাহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়, এবং মৃত্যুর পর অনন্ত কাল যতই তাহার আধ্যাত্মিকতার বৃদ্ধি ও বিকাশ হইতে থাকে, ততই সে অধিকতররূপে সুন্দর হইতে থাকে। আধ্যাত্মিকতাই সৌন্দর্য্যের কারণ বলিয়া সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক পুরুষ যে ব্রহ্মাণ্ডপতি জগদীশ্বর তিনি সম্পূর্ণরূপে সুন্দর, পূর্ণ সৌন্দর্য্য স্বরূপ।

ক্রমশঃ

পৃথিবীর গতি-প্রণালী।

আহ্নিক গতি।

আমরা দেখিতে পাই পর্য্যায়-ক্রমে দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন আইসে। সূর্য্য প্রভাতে পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া ক্রমশঃ পশ্চিমে অস্তমিত হয়। ইহাতে সহজেই বোধ হইতে পারে একদিনে সূর্য্য পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরিয়া আইসে। রাত্রিতে আকাশের নক্ষত্র দেখিলেও এইরূপ মনে হয় সেই জন্য পুরাকালে সর্ব্বত্রই বিশ্বাস ছিল যে স্থির পৃথিবীকে কেন্দ্র-স্বরূপ অবলম্বন করিয়া সূর্য্য ও নক্ষত্র সকল মণ্ডলাকারে তাহার চারি দিকে পরিভ্রমণ করে। যদিও টলেমির পূর্ব্ববর্ত্তী হিপার্কস নামে একজন জ্যোতির্ব্বেত্তা এই মতটির উদ্ভাবক তথাপি দ্বিতীয় খৃষ্টশতাব্দীর মধ্য ভাগে মিশর দেশীয় টলেমিই প্রথমে ইহা বিশেষ পরিষ্কার করিয়া লিপিবদ্ধ করেন এনিমিত্ত তাঁহার নাম হইতে জ্যোতিষ্ক-জগতের এই কল্পিত ভ্রমণ-প্রণালীকে টলেমিক প্রণালী কহে। খৃষ্টীয় ১৫ শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপে এই মত প্রবল রূপে প্রচলিত ছিল। পরে বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বেত্তা কোপর্ণিকস ইহার ভ্রম দেখাইয়া সপ্রমাণ করেন যে পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় এক একবার আপনার মেরুদণ্ডের চারিদিক আবর্ত্তন করে সেই জন্য সূর্য্য ও নক্ষত্রমণ্ডলীর ঐরূপ দৃশ্যমান গতি অনুভূত হয়। কিন্তু কোপর্ণিকস ইউরোপে ১৫ শ শতাব্দীতে যে সত্যটি প্রমাণ করেন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণ তাহার বহু পূর্ব্বে সে সত্যটি জানিতেন। জ্যোতির্ব্বিদশ্রেষ্ঠ আর্য্যভট্ট, কোপর্ণিকসের প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর গতিবিধি পরিষ্কার রূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এক সময়ে ভারতবর্ষে যে জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা হইয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। তথাপি দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষ এজন্য যশস্বী হইতে পারিল না।

যদি দুইটি বস্তুর মধ্যে একটি স্থির থাকে এবং অপরটি চলিয়া যায়, তাহা হইলে ঐ গমনশীল বস্তুর গতি দুই প্রকারে অনুভূত হইতে পারে। গমনশীল বস্তুর মধ্যে লোক থাকিলে সে এক প্রকার গতি অনুভব করে, আর স্থির বস্তুর মধ্যে যে লোক থাকে সে আর এক প্রকার গতি অনুভব করে। প্রথমোক্ত লোক মনে করে নিজের অধিকৃত বস্তু স্থির আছে এবং স্থির বস্তুটি বিপরীত দিকে সরিয়া যাইতেছে। শেষোক্ত ব্যক্তি ঠিক ইহার বিপরীত অনুভব করে। সৌর জগৎ সম্বন্ধেও এইরূপ। পৃথিবী, সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর তুলনায় একটি বালুকা-কণা হইতেও ক্ষুদ্র, ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত অসীম। এই অনন্ত অসীম ব্রহ্মাণ্ডের, পৃথিবীর চারিদিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার ঘুরিতে অনন্ত গতি-শক্তির আবশ্যক, এবং পরস্পর হইতে অসীম দূরে অবস্থিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী যে ঠিক একই সময়ে পৃথিবীকে আবর্ত্তন করিবে ইহাও সম্ভাব্য নহে। এই নিমিত্ত কোপর্ণিকস প্রথমে সিদ্ধান্ত করেন পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ঘুরিয়া আপনাকে আপনি এক-

বার আবর্ত্তন করে, সেই জন্য আমাদের মনে হয় সূর্য্যাদি নক্ষত্রমণ্ডলী পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে চলিতেছে।

বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্ববাদিসম্মত বিশ্বাস এই যে পৃথিবী ঈষদূন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার আপনার মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিয়া আবার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আইসে, (ইহাই পৃথিবীর আহ্নিক গতি) এবং সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পৃথিবী সম্পর্কে স্থির। এই আহ্নিক গতিই দিন রাত্রির কারণ। আহ্নিক গতি দ্বারা পৃথিবীর যখন যে অংশ সূর্য্যাভিমুখী হয় তখন সেই ভাগে দিন, আবার সূর্য্য হইতে যে ভাগ যখন ফিরিয়া অন্য দিকে যায় সেই ভাগে তখন রাত্রি হয়।

ক্রমশঃ।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বরঃ।
প্রীতোভবতি বিশ্বাত্মা যতোবিশ্বং তদাশ্রিতং।
স একএব সদ্রূপঃ সত্যোঽদ্বৈতঃ পরাৎ পরঃ।
স্বপ্রকাশঃ সদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ।
নির্ব্বিকারোনিরাধারোনির্ব্বিশেষোনিরাকুলঃ।
গুণাতীতঃ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ।
গূঢ়ঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বব্যাপী সনাতনঃ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাষঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতঃ।
লোকাতীতোলোকহেতুরবাঙ্মনসগোচরঃ।
স বেত্তি বিশ্বং সর্ব্বজ্ঞস্তং ন জানাতি কশ্চন।
তদধীনং জগৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরং।
তদালম্বনতস্তিষ্ঠেদবিতর্কমিদং জগৎ।
তৎসত্যতামুপাশ্রিত্য সদ্বদ্ভাতি পৃথক্ পৃথক্।
তেনৈব হেতুভূতেন বয়ং জাতা মহেশ্বরি।
কারণং সর্ব্বভূতানাং স এব পরমেশ্বরঃ।
লোকেষু সৃষ্টিকরণাৎ স্রষ্টা ব্রহ্মেতি গীয়তে।
ইন্দ্রাদয়োলোকপালাঃ সর্ব্বে তদ্বশবর্ত্তিনঃ।
স্বে স্বেঽধিকারে নিরতাস্তে বসন্তি তদাজ্ঞয়া।
ত্বঞ্চাস্য পরমাশক্তিঃ সর্ব্বাস্বেবাস্মি যোজিতাঃ।
স্ব স্ব কর্ম্ম প্রকুর্ব্বন্তি ন স্বতন্ত্রা কদাচন।
যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোপি সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
বর্ষন্তি তোয়দা কালে পুষ্যন্তি তরবোবনে।
কালং কালয়তে কালোমৃত্যোর্ম্মৃত্যুর্ভিয়োভয়ং।
বেদান্তবেদ্যোভগবান্ যত্তচ্ছব্দোপলক্ষিতঃ।
সর্ব্বে দেবাশ্চ বেদাশ্চ তন্ময়াঃ সুরবন্দিতে।
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং তন্ময়ং সকলং জগৎ।
তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।
তদারাধনতোদেবি সর্ব্বেষাং প্রীণনং ভবেৎ।
যোযোযান্ যান্ যজেদ্দেবান্ শ্রদ্ধয়া যদ্যদাপ্তয়ে।
তত্তদ্দদাতি সোঽধ্যক্ষস্তৈস্তৈর্দেবগণৈঃ শিবে।
বহুনাত্র কিমুক্তেন তবাগ্রে কথ্যতে প্রিয়ে।
ধ্যেয়ঃ পূজ্যঃ সুখারাধ্যস্তংবিনা নাস্তি মুক্তয়ে।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

"স্বপ্নময়ী নাটক" শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ১৷৷৹ দেড় টাকা।

"Elements of Statics and Dynamics" in Hindi by Navina chander Rai of Lahore price 8 Annas.

The Brahmo catechism," by Babu Rajnarain Bose published by M. Butchiah pantalu of Madras price one Anna.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ আষাঢ় বৃহস্পতিবার রাত্রি ৭৷৷৹ ঘটিকার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ত্রিংশ সাম্বৎসরিক সভা হইবেক।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চৌধুরী
সম্পাদক।

আগামী ১৮ আষাঢ় শনিবার হুগলী ব্রাহ্ম সমাজের অষ্টম সাম্বৎসরিক উৎসব হইবেক।

শ্রী গোকুলকৃষ্ণ সিংহ।
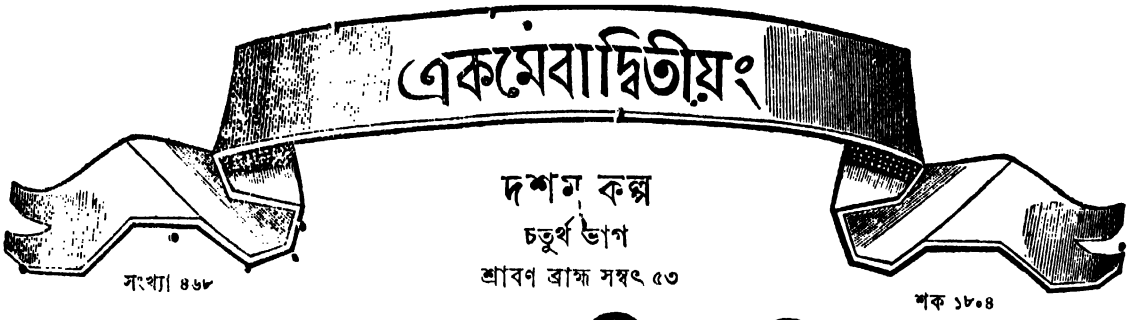
Registerd NO 5.

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দগ্যোপনিষৎ।

চতুর্থ প্রপাঠকে।

পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ।

যএষোঽক্ষিণি পুরুষোদৃশ্যতে এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্মেতি। তদ্যদ্যপ্যস্মিন্ সর্পির্বোদকং বা সিঞ্চন্তি বর্ত্মনী এব গচ্ছতি ॥ ১ ॥

'যঃ এষঃ অক্ষিণি পুরুষঃ দৃশ্যতে' দৃষ্টৈর্দ্রষ্টা চক্ষুষশ্চক্ষুঃ 'এষঃ আত্মা ইতি' প্রাণিনাং 'হ উবাচ' এবমুক্তবানেতদ্যদেবাত্মতত্ত্বমবোচাম। 'এতৎ অমৃতং' অমরণধর্ম্ম্যবিনাশ।তএব 'অভয়ং' যস্য হি বিনাশাশঙ্কা তস্য ভয়োপপত্তিস্তদভাবাদভয়মতএব 'এতৎ ব্রহ্ম ইতি' বৃহদনন্তমিতি। 'তৎ' তত্র 'যদ্যপি অস্মিন্' পুরুষস্য স্থানে অক্ষিণি 'সর্পিঃ বা উদকং বা সিঞ্চতি' 'বর্ত্মনী এব গচ্ছতি' পক্ষাবেব গচ্ছতি। ন চক্ষুষা সম্বধ্যতে পদ্মপত্রেণেবোদকং ॥ ১

আচার্য্য বলিলেন এই যে চক্ষুতে পুরুষ দৃষ্ট হয়, (যাহার থাকাতে চক্ষু দর্শন করে) তিনিই পরমাত্মা। তিনি অমর, অভয় এবং তিনি বৃহৎ অনন্ত। যদি এই চক্ষুতে ঘৃত কিম্বা জল সিঞ্চিত হয় তবে দুই পক্ষ দিয়া পড়িয়া যায়, এই তাহার মাহাত্ম্য। ১

এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষতএতং হি সর্ব্বাণি বামান্যভিসংযন্তি সর্ব্বাণ্যেনং বামান্যভিসংযন্তি যএবং বেদ ॥ ২ ॥

'এতং' যথোক্তং পুরুষং 'সংযদ্বামঃ ইতি আচক্ষতে'। কস্মাৎ। যস্মাৎ 'এতং হি সর্ব্বাণি' 'বামানি' বননীযানি সম্ভজনীযানি শোভনানি 'অভিযন্তি' অভি সংগচ্ছন্তি ইত্যতঃ সংযদ্বামঃ। তথা এবম্বিদং 'এনং' সর্ব্বাণি বামানি অভি সংযন্তি যঃ এবং বেদ' ॥ ২

এই পুরুষকে সংযদ্বাম বলে। যেহেতু সকল প্রকার শোভনীয় দ্রব্যই ইহাতে প্রবেশ করে। আর যিনি এই প্রকার জানেন তাঁহাতেও সকল প্রকার শোভনীয় দ্রব্য প্রবেশ করে। ২

এযউ এব বামনীরেষ হি সর্ব্বাণি বামানি নযতি। সর্ব্বাণি বামানি নযতি য এবং বেদ ॥ ৩ ॥

'এষঃ উ এব বামনীঃ' যস্মাৎ 'এষঃ হি সর্ব্বাণি' 'বামানি' পুণ্যকর্ম্মফলানি পুণ্যানুরূপং প্রাণিভ্যঃ 'নযতি' প্রাপযতি। 'সর্ব্বাণি বামানি নযতি যঃ এবং বেদ' ॥ ৩

ইনিই বামনী নামক পুরুষ। যেহেতু সকল পুণ্য কর্ম্মের ফল ইনি প্রদান করেন। আর যিনি এইরূপ জানেন তিনিও সকল পুণ্য কর্ম্মের ফলের নেতা হন। ৩

এষ উ এব ভামনীরেষ হি সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি। সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি য এবং বেদ ॥ ৪ ॥

'এষ: উ এব ভামনী:' 'এষ: হি' যস্মাৎ 'সর্ব্বেষু লোকেষু' আদিত্যচন্দ্রাগ্ন্যাদিরূপৈ: 'ভাতি' দীপ্যতে। তস্য সর্ব্বমিদং বিভাতীতি শ্রুতেরতোভামানি নয়তীতি ভামনী:। 'সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি য: এবং বেদ' ॥ ৪

ইনিই ভামনী নামক পুরুষ। যে হেতু সকল লোকে ইনিই প্রতিভাত হইতেছেন। যিনি এই রূপ জানেন তিনিও সকল লোকে প্রতিভাত হন। ৪

অথ যদু চৈবাস্মিঞ্ছব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ নার্চ্চিষমেবাভিসম্ভবন্ত্যর্চ্চিষোহহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্যান্ ষড়ুদঙ্ঙেতি মাসাং স্তান্ মাসেভ্যং সম্বৎসরং সম্বৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসোবিদ্যুতং তৎপুরুষোমানবঃ ॥ ৫ ॥

'অথ' ইদানীং যথোক্তব্রহ্মবিদোগতিরুচ্যতে। 'যৎ' যদি 'উ চ এব অস্মান্' এবং বিদি 'শব্যং' শবকর্ম্ম মৃতে 'কুর্ব্বন্তি যদি চ ন' স: 'অর্চ্চিসং এব অভিসম্ভবন্তি' অর্চ্চিরভিমানিনীং দেবতাং অভিসম্ভবন্তি প্রতিপদন্ত ইত্যর্থঃ। 'অর্চ্চিষঃ' অর্চ্চির্দেবতায়াঃ 'অহঃ' অহরভিমানিনীং দেবতাং 'অহ্ন:' 'আপূর্য্যমানপক্ষং' শুক্লপক্ষদেবতাং 'আপূর্য্যমানপক্ষাৎ' 'যান্' 'ষড়্' ষণ্মাসান্ 'উদঙ' উত্তরাং দিশং 'এতি' সবিতা 'মাসান্ তান্' তান্ মাসানুত্তরায়ণদেবতাং তেভ্যঃ 'মাসেভ্যঃ' 'সম্বৎসরং' সম্বৎসরদেবতাং ততঃ সম্বৎসরাৎ 'আদিত্যং' 'আদিত্যাৎ চন্দ্রমসং' 'চন্দ্রমসঃ বিদ্যুতং'। 'তৎ' তত্রস্থাংস্তান্ 'পুরুষঃ কশ্চিৎব্রহ্মলোকাদেত্য 'অমানবঃ' মানব্যাং স্বষ্টৌ ভবোমানবো ন মানবো অমানবঃ ॥ ৫

যিনি এই প্রকারে ব্রহ্মকে জানেন, মৃত্যুর পরে তাঁহার প্রেত-কৃত্য হউক বা না হউক তিনি আলোকে গমন করেন। আলোক হইতে দিনে গমন করেন। দিন হইতে শুক্লপক্ষে গমন করেন। শুক্ল পক্ষ হইতে উত্তরায়ণে গমন করেন। উত্তরায়ণ হইতে সম্বৎসরে গমন করেন। সম্বৎসর হইতে আদিত্যে, আদিত্য হইতে চন্দ্রলোকে, চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যুৎ লোকে গমন করেন। সেখানে একটি অমানব পুরুষ আছেন।৫

স এনান্ ব্রহ্ম গময়ত্যেষদেবপথোব্রহ্মপথএতেন প্রতিপদ্যমানাইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে নাবর্ত্তন্তে ॥ ৬ ॥

'স:' পুরুষঃ 'এনান্' 'ব্রহ্ম' সত্যলোকস্থং 'গময়তি' 'এষ: দেবপথ:' দেবৈরর্চ্চিরাদিভির্গময়িতৃত্বেনাধিকৃতৈরুপলক্ষিতঃ পন্থা দেবপথ উচ্যতে। 'ব্রহ্মপথঃ' ব্রহ্মগন্তব্যং তেন চোপলক্ষিতইতি ব্রহ্মপথঃ। 'এতেন প্রতিপদ্যমানাঃ' গচ্ছন্তঃ 'ইমং' 'মানবং' মনুসম্বন্ধিনং মনোঃ সৃষ্টি লক্ষণং 'আবর্ত্তং' 'ন আবর্ত্তন্তে ন আবর্ত্তন্তে' অস্মিন্ জননমরণপ্রবন্ধচক্রারূঢ়া ঘটীযন্ত্রবৎ পুনঃ পুনরিত্যাবর্ত্তন্তং ন প্রতিপদ্যন্তে। নাবর্ত্তন্ত ইতি দ্বিরুক্তিঃ সফলায়া বিদ্যায়াঃ পরিসমাপ্তিপ্রদর্শনার্থা ॥ ৬

সেই পুরুষ ইহাঁকে সত্যলোকে লইয়া যান। এই দেবপথ, ব্রহ্মপথ। এই পথে যাঁহারা গমন করেন তাঁহারা আর সংসার-ক্ষেত্রে প্রত্যাগমন করেন না, সংসার-ক্ষেত্রে আর প্রত্যাগমন করেন না। ৬

ষোড়শঃ খণ্ডঃ।

এষহবৈ যজ্ঞোযোহয়ং পবতএষহ যন্নিদং সর্ব্বং পুনাতি যদেষযন্নিদং সর্ব্বং পুনাতি তস্মাদেষ এব যজ্ঞস্তস্য মনশ্চ বাক্‌চ বর্ত্তনী ॥১॥

'এষঃ হ বৈ' বায়ুঃ 'যঃ অযং পবতে যজ্ঞঃ' 'এষঃ হ' 'যন্' গচ্ছন্ চলন্ 'ইদং সর্ব্বং' জগৎ 'পুনাতি' পাবয়তি শোধয়তি। 'যৎ' যস্মাৎ 'যন্ এষঃ ইদং সর্ব্বং পুনাতি তস্মাৎ এষঃ এব যজ্ঞঃ' যৎ পুনাতীতি। 'তস্য' অ স্যৈবং বিশিষ্টস্য যজ্ঞস্য 'বাক্ চ' মন্ত্রোচ্চারণে ব্যাবৃতা। 'মনঃ চ' যথাভূতার্থজ্ঞানে ব্যাবৃতং। তে এতে বাঙ্‌মনসে 'বর্ত্তনী' মার্গৌ যাভ্যাং যজ্ঞস্তায়মানঃ প্রবর্ত্ততে তে বর্ত্তনী। ১

এই যে বহিয়া বেড়ায় (বায়ু) সে যজ্ঞ। এই বায়ু চলিয়া চলিয়া সকলকে পবিত্র করে। বায়ু যে সকলকে পবিত্র করে এই জন্যই সে যজ্ঞ। মন এবং বাক্য এই দুইটি যজ্ঞের পথ। ১

তযোরন্যতরাং মনসা সংস্করোতি ব্রহ্মা বাচা হোতাহধ্বর্য্যুরুদ্গাতাহন্যতরাং। স যত্রোপাকৃতে প্রাতরনুবাকে পুরা পরিধানীয়ায়া ব্রহ্মা ব্যববদতি ॥ ২ ॥

'তযো:' বর্ত্তনোঃ 'অন্যতরাং' বর্ত্তনীং 'মনসা' বিবেকজ্ঞানবতা 'সংস্করোতি' 'ব্রহ্মা' ঋত্বিক্। 'হোতা'

অধ্বর্য্যুঃ উদ্গাতা' এতে ত্রয়োঽত্বিজঃ 'অন্যতরাং' বাগ্‌লক্ষণাং বর্ত্তনীং 'বাচা' এব সংস্কুর্ব্বন্তি। তত্রৈবং সতি তে বাঙ্মনসে বর্ত্তনী সংস্কার্য্যে যজ্ঞে। অথ 'সঃ' 'যত্র' যস্মিন্ কালে 'উপাকৃতে' প্রারব্ধে 'প্রাতরনুবাকে' শস্ত্রে 'পুরা' পূর্ব্বং 'পরিধানিযায়া' ঋচোঽরন্তিতস্মিন্নন্তরে কালে 'ব্যববদতি' যদি মৌনং পরিত্যজতি। ২

সেই দুই পথের অন্যতর পথ ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক মনের দ্বারা সংস্কার করেন। হোতা, অধ্বর্য্যু উদ্গাতা, ইহারা দ্বিতীয় পথ বাক্যের দ্বারা সংস্কার করেন। কিন্তু যদি প্রাতরনুবাক শস্ত্রের প্রারম্ভে পরিধানীয়া মন্ত্রের পূর্ব্বে ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক মৌন ভঙ্গ করেন। ২

অন্যতরামেব বর্ত্তনিং সংস্করোতি হীযতেঽন্যতরা স যথৈকপাদ্‌ব্রজন্‌রথোবৈকেন চক্রেণ বর্ত্তমানোরিষ্যত্যেবমস্য যজ্ঞোরিষ্যতি যজ্ঞং রিষ্যন্তং যজমানোঽনুরিষ্যতি স ইষ্ট্বা পাপীয়ান্ ভবতি ॥ ৩ ॥

তদা 'অন্যতরাং এব বর্ত্তনিং' বাগ্বর্ত্তনীং 'সংস্করোতি'। ব্রাহ্মণা সংস্ক্রিয়মাণা 'অন্যতরা' মনোবর্ত্তনী 'হীযতে' বিনশ্যতি ছিদ্রীভবতি। 'সঃ' যজ্ঞঃ 'যথা একপাৎ' পুরুষঃ 'ব্রজন্, গচ্ছন্নধ্বানং 'রথঃ বা একেন চক্রেণ বর্ত্তমানঃ' গচ্ছন্ 'রিষ্যতি' বিনশ্যতি 'এবং' 'অস্য' যজমানস্য ব্রহ্মণা 'যজ্ঞঃ রিষ্যতি' 'যজ্ঞং রিষ্যন্তং যজমানঃ অনুরিষ্যতি' 'সঃ ইষ্ট্বা' 'পাপীযান্' পাপতরঃ 'ভবতি'। ৩

তবে অন্যতর—বাক নামক পথই সংস্কার করা হয়। এবং অন্যতর—মন নামক পথ বিনষ্ট হয়। এক-পদ-গামী মনুষ্য অথবা একচক্রবিশিষ্ট রথ যেমন বিনষ্ট হয় তেমনি তাহার সেই যজ্ঞ নষ্ট হয়। যজমানও বিনষ্টীকৃত যজ্ঞের অনুগমন করেন। তিনি যজ্ঞ করিয়া পাপীয়ান্ হয়েন। ৩

অথ যত্রোপাকৃতে প্রাতরনুবাকে ন পুরা পরিধানীযায়া ব্রহ্মা ব্যববদত্যুভে এব বর্ত্তনী সংস্কুর্ব্বন্তি ন হীযতেঽন্যতরা ॥ ৪ ॥

'অথ' পুনঃ ব্রহ্মা বিদ্বান্ মৌনং পরিগৃহ্য 'যত্র উপাকৃতে প্রাতরনুবাকে' 'ন পুরা পরীধানীযায়া ব্যববদতি' তথৈব তে সর্ব্বর্ত্বিজ উভে এব বর্ত্তনী সংস্কুর্ব্বন্তি। 'ন হীয়তে অন্যতরা' অপি। ৪

আর যখন প্রাতরনুবাক্ শস্ত্রের আরম্ভে পরিধানীয়ায়া মন্ত্রের পূর্ব্বে ব্রহ্মা মৌন ভঙ্গ না করেন তখন উভয় পথই সংস্কার হয়। অন্যতরা মননামক পথ বিনষ্ট হয় না। ৪

স যথোভয়পাদ্‌ব্রজন্‌রথোবোভাভ্যাং চক্রাভ্যাং বর্ত্তমানঃ প্রতিতিষ্ঠত্যেবমস্য যজ্ঞঃ প্রতিতিষ্ঠতি যজ্ঞং প্রতিতিষ্ঠন্তং যজমানোঽনুপ্রতিতিষ্ঠতি সইষ্ট্বা শ্রেয়ান্ ভবতি ॥ ৫॥

সঃ যথা উভয়পাদ্ ব্রজন্ রথঃ বা উভাভ্যাং চক্রাভ্যাং বর্ত্তমানঃ প্রতিতিষ্ঠতি' এবং অস্য যজ্ঞঃ প্রতিতিষ্ঠতি' 'যজ্ঞং প্রতিতিষ্ঠন্তং যজমানঃ অনুপ্রতিতিষ্ঠতি' 'সঃ ইষ্ট্বা শ্রেয়ান্ ভবতি' শ্রেষ্ঠো ভবতীত্যর্থঃ। ৫

উভয় পদে গামী পুরুষ কিম্বা উভয় চক্রে বর্ত্তমান রথ যেমন দণ্ডায়মান থাকে, তেমনি তাহার সে যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই প্রতিষ্ঠিত যজ্ঞের সঙ্গে যজমানও প্রতিষ্ঠাবান হন এবং তিনি যজ্ঞ করিয়া শ্রেষ্ঠ হন। ৫

ভবানীপুর ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১৮০৪ শক ৯ আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

আলোক দ্বারা সমুদয় পদার্থই স্ব স্বরূপে প্রকাশিত হয়, অন্ধকারে সকল বস্তুই অদৃশ্য হইয়া থাকে। যখন সূর্য্য অভ্যুদিত হয়, তখন ওষধি বনস্পতি পুষ্প ফলের শোভা সৌন্দর্য্য আমারদের চক্ষুর সম্মুখে প্রকাশ পায়। আমারদের হৃদয়ের প্রীতি অনুরাগ বা লোভ লালসা আপনা হইতেই তাহাদের প্রতি ধাবিত হয়। যখন নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে কোন বস্তু দেখিতে না পাই, তখন তাহার প্রতি আমারদের প্রীতি অনুরাগও যায় না। তাহা লাভ করিবার ইচ্ছাও উদ্দীপ্ত হয় না। জড়-আলোক যেমন জড়-বস্তুকে প্রকাশ করে, তেমনি জ্ঞান-জ্যোতি সেই জ্ঞান স্বরূপ ঈশ্বরের শক্তি সত্তাকে আমার-

দিগের সন্নিধানে উজ্জ্বলতর রূপে প্রদর্শন করিয়া থাকে। সেই কারণেই পৃথিবীর যে জাতির মধ্যে জ্ঞানচর্চ্চা যত অল্প, তাহাদের মধ্যে জ্ঞান-গোচর জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরের পূজা অর্চ্চনার পরিবর্ত্তে জড়োপাসনারই তত আধিক্য। জ্ঞান-জ্যোতির অভাবে তাহারা জড়-উদ্ভিদের অতীত শক্তিকে——তাহারদের স্রষ্টা পাতা নিয়ন্তাকে জাগ্রত জীবন্ত ভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না। সেই জন্যই যে জাতির মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিপুল পরিমাণে অনুশীলন হয়, তাহারদের মধ্যে এক অদ্বিতীয় পূর্ণজ্ঞান পরমেশ্বরের পূজার্চ্চনার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যখন বিশুদ্ধ-জ্ঞান অনুশীলিত হইত, সেই সময়েই ভারতের অমূল্য ধন, পৃথিবীর সার-সম্পত্তি শ্রুতি উপনিষদ প্রভৃতি সমুদ্ভূত হইয়া "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি শান্তং শিবমদ্বৈতম্" এই উজ্জ্বল সত্য মর্ত্ত্যলোকে প্রথম প্রচারিত হয়। যখন কালক্রমে সেই জ্ঞান-স্রোত মন্দীভূত হয়, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বরের স্বরূপ-ভাব মেঘান্তরালস্থিত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় ক্রমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। আবার বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গেই সেই জ্যোতিস্বরূপ ঈশ্বর মেঘমুক্ত শশধরের ন্যায় সকলের অন্তরাকাশে প্রকাশ পাইতেছেন। সমুদয় বঙ্গভূমি—সমস্ত ভারতবর্ষমধ্যে কৃতবিদ্য সাধুসজ্জন সকল তাঁহাকে জ্ঞানালোকে দেখিবার জন্য—তাঁহার ধ্যান ধারণা করিবার নিমিত্ত, নানা স্থানে নানারূপ আয়োজন করিতেছেন।

এইরূপ সিদ্ধান্তে অনেকেই বলিতে পারেন, যে জ্ঞানের বিকাশ দ্বারাই যদি সত্য সুন্দর মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বরের অধিকতর প্রকাশ হয়, তাহা হইলে ভূমণ্ডলমধ্যে যে সমস্ত দেশ প্রদেশে জ্ঞান বিজ্ঞান-আলোক অত্যুজ্জ্বল রূপে বিকীরিত হইতেছে, তাহারদের মধ্য হইতেই ধর্ম্মভাব ঈশ্বর-চিন্তা কেন অন্তরিত হইতেছে? সেই সকল দেশেই আস্তিকতার পরিবর্ত্তে কেন নাস্তিকতার অত্যধিক প্রাদুর্ভাব হইতেছে? তাহার উত্তর এই যে, বিদ্যা দ্বিবিধ,অপরা ও পরা। জ্ঞান দুই প্রকার, আগমজ ও বিবেকজ। ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া যে জ্ঞান বিজ্ঞানের অধ্যয়ন অধ্যাপনা হয়, তাহাই অপরা বিদ্যা। আর তাঁহার জ্ঞান প্রেম, করুণা-কৌশল, সত্তা সন্নিকর্ষ প্রভৃতি অনুভব ও আলোচনা এবং উদ্দীপন জন্য যাহা পঠিত বা উপদিষ্ট হইয়া থাকে, তাহাই পরা বিদ্যা, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা রূপে আখ্যাত হয়।

এখন যাহা জ্ঞান বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয়, তাহাতে নিয়ন্তাকে ছাড়িয়া কেবল নিয়মেরই মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, কর্ত্তাকে ছাড়িয়া কেবল কৌশলেরই প্রভাব বর্ণন, কারণকে ছাড়িয়া কেবল কার্য্যেরই বল প্রদর্শন,স্রষ্টাকে ছাড়িয়া শুদ্ধ সৃষ্টিরই শোভা সৌন্দর্য্য, শ্রেণী-শৃঙ্খলা-সঙ্কীর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং ঈদৃশ শিক্ষা ও উপদেশের দোষে লোকের সৃষ্টির অতীত পদার্থের সত্তা অনুভব করিবার শক্তি, ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ প্রতীত করিবার ক্ষমতা অল্পে অল্পে তিরোহিত হইতেছে। এখনকার শিক্ষা আলোচনা দ্বারা লোকের কেবল জড়েরই সঙ্গে দৃঢ় যোগ, মৃত পদার্থের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, চক্ষুগোচর বস্তুসকলের প্রতিই অধিকতর নির্ভরের ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। চেতনের সঙ্গে, অমৃতের সঙ্গে, ইন্দ্রিয়ের অতীত জ্ঞানগোচর প্রকৃত নিত্য সত্য পরব্রহ্মের সঙ্গে যোগ-সূত্র ক্রমে শিথিল ও অসংলগ্ন হইয়া পড়িতেছে

জ্ঞান-গম্য অপেক্ষা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, কূটস্থ অপেক্ষা আপেক্ষিক সত্যের প্রতিই অধিকতর অনুরাগ ও আসক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে। সেই কারণেই অধুনাতন জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই সভ্যতম জনপদে আস্তিকতা অপেক্ষা নাস্তিকতার এত প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে আমারদের আত্মার এমনি নিগূঢ় সম্বন্ধ, যে সেই অপরা বিদ্যার আলোচনার মধ্যে এবং সেই আগমজ জ্ঞানের অনুজ্জ্বল আলোকেও সেই সকল দেশে অনেকের হৃদয়ে ঈদৃশ উচ্চতম ধর্ম্মভাব ও ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞান প্রকাশিত হইতেছে, যাহা পূর্ব্বে কোন কালে তত্তৎ প্রদেশে তাহা সমুৎপন্ন হয় নাই। তাঁহারা সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাবে উত্তেজিত হইয়া সকল প্রকার কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের দৃঢ় বন্ধন ছেদ করত প্রকৃত পরিশুদ্ধ ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইতেছেন। অনেকেই রাজ-ধর্ম্ম ও সমাজ-শাসন তুচ্ছ করিয়া জ্ঞানগোচর "একমেবাদ্বিতীয়ং" পরব্রহ্মের পূজার্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অনেকেই নানা উৎপীড়ন ও অত্যাচার সহ্য করত পৃথিবীর অলঙ্কার স্বরূপ, স্বদেশমধ্যে সমাজমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য নিয়মে আধ্যাত্মিক উপচারে অরূপী অশরীরী পরব্রহ্মের আরাধনা করত জীবনের সার্থক্য সম্পাদন করিতেছেন। মঙ্গলময় ঈশ্বরের সৃষ্টি-কৌশল মানব-বুদ্ধির অগম্য, তাঁহার বিশালা বিশ্বপালনী শক্তি কেবলই দুরবগাহ্য জ্ঞান প্রেম মঙ্গল ভাবে পরিপূর্ণ। বিদ্যুৎ-নিপতন, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎগীরণ দ্বারা আপাতত কথঞ্চিৎরূপে লোকের অপকার অনিষ্ট সংঘটিত হয় সত্য বটে কিন্তু তদ্দ্বারাই যেমন দেশ প্রদেশে নিগূঢ় ভাবে বিপুল মঙ্গল সংসাধিত হইয়া থাকে; তেমনি নাস্তিকতা দ্বারা জনসমাজের আংশিক অমঙ্গল হইলেও তজ্জনিত-প্রতিঘাত-প্রভাবে সেই সকল সভ্যতম প্রদেশে বিশ্বজনীন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়া সার্ব্বভৌমিক কল্যাণ সাধনের প্রশস্ত পথ প্রমুক্ত করিয়া দিতেছে। যদি পরা বিদ্যার প্রকৃত প্রস্তাবে অনুশীলন হইত, তাহা হইলে এতদিনে পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম-জ্যোতিতে সমুদয় ভূমণ্ডল আলোকিত হইত। অপরা বিদ্যার অনুজ্জ্বল কিরণে—আগমজ জ্ঞানের ক্ষীণ জ্যোতিতেই যখন ঈশ্বরের স্বরূপ ভাবের ঈষৎ আভাস প্রাপ্ত হইয়া লোকে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতেছে; তখন যদি পরা বিদ্যার তীক্ষ্ণ রশ্মি, ধ্যান ধারণা সাধন সমাধান জনিত বিবেকজ জ্ঞানের নির্ম্মল জ্যোতি লাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে কেহই আর ধর্ম্মভ্রষ্ট হইত না। সকলেই ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইত।

আগমজ ও বিবেকজ জ্ঞানের পরস্পর প্রভেদ পার্থক্য সুন্দর রূপে প্রতীতি করিয়া জনৈক আর্য্য ঋষি উপদেশকালে তাহারদের স্বরূপ ও কার্য্য নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিয়া গিয়াছেন যে,

> আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধাজ্ঞানং তথোচ্যতে।
> শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেকজম্॥
> অন্ধতম ইবাজ্ঞানং দীপবচ্চেন্দ্রিয়োদ্ভবং।
> যথা সূর্য্যস্তথা জ্ঞানং যদ্বিপ্রর্ষে বিবেকজম্॥
>
> বিষ্ণুপুরাণ।

হে বিপ্রর্ষে! জ্ঞান দুই প্রকার। আগমজ ও বিবেকজ। উপদেশ দ্বারা যে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শব্দ-জ্ঞান লাভ হয়, তাহা আগমজ অর্থাৎ শিক্ষা ও উপদেশ-লব্ধ। আত্মানুসন্ধান ধ্যানধারণা এবং সাধন-সমাধান-প্রভাবে যে পরব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান লব্ধ হয়, তাহাই বিবেকজ। অর্থাৎ তাহাই বিশুদ্ধ শ্রেষ্ঠ ও উজ্জ্বল জ্ঞান। অজ্ঞান গাঢ় অন্ধকার স্বরূপ, শব্দজ্ঞান অর্থাৎ উপদেশ-জনিত আগমজ জ্ঞান দীপবৎ জ্যোতি-

বিশিষ্ট। তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে অজ্ঞান-অন্ধকার নিরাকৃত হয় না। দৃশ্য বস্তুর স্বরূপ ভাব পরিষ্কৃত ভাবে প্রকাশ পায় না। বিবেক-লব্ধ জ্ঞান সূর্য্যস্বরূপ। তদ্দ্বারা সমুদয় অজ্ঞান-অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়। দিবালোকে মনুষ্য যেমন সকল পদার্থকে সুন্দররূপে দেখিতে পায়, বিবেকজ-জ্ঞান-প্রভাবে সাধক তেমনি ঈশ্বরের স্বরূপ সত্তা, আবির্ভাব ও সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হয়েন। সূর্য্যালোকে বিশদ-রূপে যে বস্তুকে আমরা দেখিতে পাই, তাহার সত্তা কোন রূপেই বিস্মৃত হই না। তেমনি বিবেকজ জ্ঞানে যে পরব্রহ্মের স্বরূপ, আমরা প্রত্যক্ষ প্রতীতি করি, তাহা আর ভুলিবার নয়। সেই জ্ঞান-জ্যোতিতে তাঁহার যে অতুলন শোভা সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়, তাহাতে আত্মা চির-আকৃষ্ট—চিরমুগ্ধ হইয়া থাকে। কুতর্ক-তরঙ্গে, সাংসারিক উৎপাতে সম্পদ-সৌভাগ্য-প্রলোভনে কিছুতেই আর চিত্ত-বিক্ষেপ উৎপাদন করিতে পারে না। দিক্‌দর্শন-শলাকার ন্যায় আত্মা সেই পরব্রহ্মের প্রতি একাগ্র হইয়া স্থিরভাবেই অবস্থান করে। ইহাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, ইহাই প্রকৃত জ্যোতি। পূর্ব্বতন ঋষিগণ ইহারই জন্য বলিয়া গিয়াছেন যে

"সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে"।

বিষ্ণুপুরাণ।

সেইই বিদ্যা—সেইই জ্ঞান যাহা মুক্তি-লাভের হেতু।

বর্ত্তমান সময়ে অপরা বিদ্যারই চতুর্দ্দিকে সম্মান ও সমাদর। ধর্ম্মানুষ্ঠান বা আত্মজ্ঞান থাকুক আর না থাকুক, ব্যবহারিক বিদ্যায় পারদর্শিতা থাকিলেই লোকে সর্ব্বত্র সমাদৃত ও পূজিত হইয়া থাকেন। প্রকৃত তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রতি সাধারণতঃ লোকের তাদৃশ নিষ্ঠা ও অনুরাগ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ভারতে চির-দিনই বিবেকজ ও পরমার্থ জ্ঞানের প্রকৃত গৌরব, প্রকৃষ্ট সমাদর ছিল। বর্ত্তমান সময়ে বিজাতীয় বৈষয়িক জ্ঞান, বৈষয়িক ভাব সংক্রামিত হওয়াতে হিন্দুসমাজমধ্যে তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রতি কথঞ্চিৎ অনুরাগ-শৈথিল্য উপস্থিত হইয়াছে। ইহাই আত্মার স্বাস্থ্যনাশের হেতু, ইহাই পশু বা রাক্ষস-প্রকৃতি প্রাপ্তির কারণ। ইহাই আর্য্যজাতির অধঃপতনের সরল সোপান। অতএব এই সময়ে সেই জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ ঋষি-বাক্যটি স্মরণ করা কর্ত্তব্য। তিনি "পশু অপেক্ষাও কাহাকে পশু বলিয়াছেন যে, শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও ধর্ম্মাচরণ ও আত্মজ্ঞান লাভ করে না।

পশোঃ পশুঃ কোন করোতি ধর্ম্মং
প্রাচীন শাস্ত্রোঽপি ন চাত্মবোধঃ।

মণিরত্নমালা

অতএব আমরা যেন কেবল পদার্থ জ্ঞানের গৌরবে স্ফীত হইয়া পরমার্থ জ্ঞানের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করত পশু অপেক্ষাও পশুত্ব লাভ না করি যাহাতে মনুষ্য হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহারই প্রতি যেন আমারদের শরীর মন আত্মার বলবীর্য্য নিয়োগ করি। দৃষ্ট, শ্রুত অধীত বা উপদিষ্ট হইলেই ব্রহ্মলাভ হয় না। সেই আগমজ জ্ঞানের ক্ষীণ জ্যোতিতে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে অন্তরাকাশে সন্দর্শন করা যায় না এই কারণেই অনেক ব্যক্তিকে প্রথমে হৃদয়ের উত্তেজনায় ধর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়, এই হেতুই ধর্ম্মমন্দিরে অনেককেই নবানুরাগ বশতঃ ঈশ্বরবিষয়ক উপদেশাদি শ্রবণ করিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু আত্মযত্ন বা আত্মচিন্তা-লব্ধ বিবেকজ জ্ঞানের অসদ্ভাবেই সেই অনুরাগ উৎসাহ দিন দিন বর্দ্ধিত বা স্থায়ী হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমে তৈল-শূন্য প্রদীপের ন্যায় এককালে নির্ব্বাণ হইতে দেখা যায়। অতএব চিন্তাশীল ও ধর্ম্ম-

পরায়ণ হও, তৃষিত মৃগের ন্যায় আকুল অন্তরে সকলে তাঁহাকে অনুসন্ধান কর, যে সূর্য্যসদৃশ বিবেকজ জ্ঞানালোকে তাঁহার অপ্রতিম সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। সমুদ্র যেমন স্বীয় বক্ষোপরি পূর্ণচন্দ্রকে সন্দর্শন করিয়া স্ফীত হয়, তেমনি অন্তরাকাশে সেই জ্ঞান-প্রেম-চন্দ্রের অভ্যুদয়ে হৃদয়-সরোবর শ্রদ্ধা ভক্তি, প্রীতি কৃতজ্ঞতাবেগে তাঁর প্রতি স্বতঃ উচ্ছ্বসিত হইবে। সরোবরের পঙ্কজ, উদ্যানের সূর্য্য-কুসুম, যেমন একাদিক্রমে সূর্য্যাভিমুখে বিকশিত থাকিয়া অনুপম সৌন্দর্য্য ধারণ করে, আত্মাও তেমনি ঈশ্বরের জ্ঞান প্রেম সত্য জ্যোতি লাভ করত তাঁহারই প্রতি চির প্রস্ফুটিত থাকিয়া অপূর্ব্ব শ্রী বিস্তার করিবে। পুষ্পের সৌগন্ধ যেমন নিঃশব্দে বায়ুসাগরে বিলীন হয়, হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি, প্রীতি কৃতজ্ঞতাও তেমনি বিনা আড়ম্বরে স্বতই সেই সৌন্দর্য্যসাগর ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত হইবে! শব্দের সঙ্গে যেমন কর্ণের, গন্ধের সঙ্গে যেমন ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের, চক্ষুর সঙ্গে যেমন দৃশ্য পদার্থের অচ্ছেদ্য যোগ, সেই অতুলন সৌন্দর্য্যের সহিত আত্মার তেমনি প্রীতি অনুরাগের দুর্নিবার সম্বন্ধ। জ্ঞানালোকে সেই সত্যসুন্দর মঙ্গল স্বরূপ প্রকাশিত হইবামাত্রই অন্তরের প্রীতি অনুরাগ তাঁহার প্রতি আপনা হইতেই উত্থিত হইয়া থাকে। কেহই সে গতি স্থগিত করিতে পারে না। যাহার মহত্ত্ব গুরুত্ব প্রতীতি করিতে পারি না, যাহার সত্য সুন্দর মঙ্গলভাব জ্ঞানালোকে অন্তশ্চক্ষুর সম্মুখে প্রত্যক্ষ প্রকাশ পায় না, তাহার প্রতি কদাচই আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি, অটল প্রীতি অনুরাগ উদ্দীপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই জন্যই আর্য্যজাতির ধর্ম্মগ্রন্থে এই অমূল্য উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে যে,

অভানে ন পরং প্রেম
ভানে ন বিষয়স্পৃহা।

পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেক।

"কোন বস্তুর সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ না হইলে, তাহাতে প্রেম উদ্দীপ্ত হয় না, সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষীভূত হইলেই তাহাতে অনুরাগ জন্মে।"

ঈশ্বরের অতুলন সৌন্দর্য্য আর কে প্রকাশ করিতে পারে? চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র, বিদ্যুৎ অগ্নি; যাঁর জ্যোতির ছায়া, সেই পূর্ণ জ্যোতি পরব্রহ্ম কেবল জ্ঞান জ্যোতিতেই প্রকাশিত হন। সেই অরূপী, অশরীরী ঈশ্বরের যদি অপ্রতিম সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে চাও, তবে আত্মজ্ঞানকে উজ্জ্বল কর, আত্মজ্যোতিতে সেই সত্যজ্যোতিকে সন্দর্শন করিতে যত্নশীল হও। যে নাবিকের চক্ষু ধ্রুব তারার উপরে স্থাপিত থাকে, তাহার যেমন আর দিগ্‌ভ্রম হয় না, তেমনি যে সাধক বিবেক-জ্ঞান—আত্মজ্যোতিতেই তাঁহাকে নিরীক্ষণ করেন, তাঁহার আর শ্রদ্ধা ভক্তি, নিষ্ঠা অনুরাগ মন্দীভূত হয় না; প্রত্যুত তাহা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে; অনন্ত উন্নতি-সোপান হইতে তাঁহার আর পদস্খলন হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না।

হে সাধুসজ্জন সকল! এই ক্ষণপ্রদীপ্ত জ্ঞানজ্যোতিতে ব্রহ্মদর্শন করিয়াই কি তোমারদের উৎসাহ অনুরাগ শ্রদ্ধা ভক্তি চরিতার্থ হইবে? সেই অনন্ত-কাল-সেব্য পরব্রহ্মকে এই অত্যল্প কালের জন্য পূজা করিয়াই কি তোমারদের আশা নিবৃত্তি হইবে? আত্মজ্ঞানকে উজ্জ্বল কর, বিবেক-জ্যোতিতে অন্তশ্চক্ষুকে জ্যোতিষ্মান কর, যে আলোক অন্ধকারে, জীবন মৃত্যুতে পরব্রহ্মকে সমভাবে পূর্ণ প্রভায় সন্দর্শন করিতে পাইবে। তাঁহার সত্তা সন্নিকর্ষ উজ্জ্বলতর রূপে প্রতীতি করিয়া নিত্য যোগানন্দ প্রেমানন্দ উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইবে। সেই দিব্য জ্যোতিতে নদী গিরি সমুদ্র, ওষধি বনস্পতি-

সঙ্কুল ভূমণ্ডল; চন্দ্র সূর্য্য-গ্রহ-তারা-খচিত সুবিশাল নভস্থল, উৎসবক্ষেত্র রূপে প্রতীয়মান হইবে। সুদৃঢ় পর্ব্বত, নীরস মরুক্ষেত্র নিষ্প্রভ পদার্থপুঞ্জও সুনির্ম্মল স্বচ্ছ দর্পণভাব ধারণ করিয়া দিনে নিশীথে ঈশ্বরেরই সত্য সুন্দর মঙ্গলরূপ প্রদর্শন করিবেক। নীরব বৃক্ষলতা, নিস্তব্ধ প্রকৃতির সন্নিধানেও সুধাময় ব্রহ্মনাম শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইতে থাকিবে। যে জ্ঞান পুস্তকে নাই, যে সত্য আচার্য্য মুখেও শুনা যায় না, যে আনন্দ কুত্রাপিও লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই, অন্তরাকাশে তাঁহার উজ্জ্বলতর প্রকাশ সন্দর্শন করিতে পারিলে আত্মাতে তাহার শত শত উৎস স্বতঃপ্রমুক্ত হইবে। তাঁহার জ্যোতিতে সকল গ্রন্থি ছিন্ন হইবে, প্রকৃতির সকল রহস্য প্রমুক্ত হইয়া যাইবে। আমরা মনুষ্য হইয়া যেন এই উচ্চ অধিকার পরিত্যাগ না করি। আমরা আর্য্যকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া যেন এ জ্যোতির প্রতি উদাসীন না হই।

হে আত্মবুদ্ধি প্রকাশক পরমেশ্বর! আমরা সকলে তোমার শরণাপন্ন হইতেছি তুমি আমারদিগকে ধর্ম্ম জ্ঞান ও শুভবুদ্ধি প্রদান কর। আমরা যেন কালস্রোতে ভাসমান —প্রবৃত্তি প্রলোভনে নীয়মান হইয়া তোমাকে বিস্মৃত না হই। হে নাথ! বিশ্বভুবনের সম্ভজনীয় হইলেও তুমি যে আর্য্যকুলের তপস্যালব্ধ পুরাতন দেবতা! তুমি যে আর্য্যজাতির সর্ব্বস্ব ধন, তুমি যে আর্য্যভূমির শৌর্য্যবীর্য্য, ধনসম্পদ, জ্ঞান বিজ্ঞানের একমাত্র কারণ! তোমাকে লাভ করিয়াই এক সময়ে এই ভারত পুণ্যভূমি ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল; তোমাহইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াই এখন ইহা রোগ শোক, দুঃখ দরিদ্রতা, পাপ পরাধীনতার আলয় হইয়া পড়িয়াছে। এখন ইহার চতুর্দ্দিকে কেবলই দুর্গতি, কেবলই দুর্দ্দশা। আমরা ইহার মধ্যে নিপতিত হইয়াও হে মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর! এখনও এই আমারদের আশা, যে যখন সেই ভারতের পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞান পুনরালোচিত হইতেছে—আর্য্যকুলের সেই পুরাতন দেবতা যে তুমি, যখন তোমার পূজা পুনরারম্ভ হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই আমারদের মঙ্গল লাভ, শান্তি লাভ হইবে। তখন নিশ্চয়ই ভারতের প্রাণহীন দেহে প্রকৃত প্রাণ সঞ্চার হইবে, তোমার মৃতসঞ্জীবন পরমার্থ-রসে আর্য্যসন্তান সকল দেবত্ব অমরত্ব লাভ করিবে। হে দুর্ব্বলের বল, অগতির গতি, অনাথের নাথ! আর আমারদিগকে পরিত্যাগ করিও না, তোমার নিকটে সকলে বিনীত ভাবে করযোড়ে এই প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পৃথিবীর গতি-প্রণালী।

আহ্নিক গতি।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

কোন একটি দীপের সম্মুখে একটী গোলাকার বস্তু রাখিয়া ঘুরাইয়া দেখিলে আমরা দিন রাত্রির বিভাগ সহজেই বুঝিতে পারি।
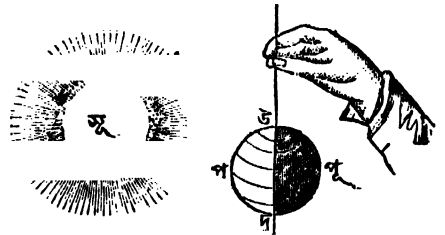
প্রথম চিত্র।

উপরের সূচিহ্নিত ছবিটি যেন সূর্য্য আর দণ্ডে বিদ্ধ গোলাকার বস্তুটি যেন পৃথিবী। গোলাকার বস্তুর যে দুই প্রান্ত দিয়া ঐ দণ্ডটি চলিয়া গিয়াছে সেই দুইটি প্রান্ত পৃথিবীর দুইটি মেরু—উপরটি উত্তর, নিম্নটি দক্ষিণ—এবং মধ্যে লম্বমান যে দণ্ডটি দ্বারা এই দুই মেরু সংযুক্ত তাহা

যেন পৃথিবীর মেরুদণ্ড। উভয় মেরু হইতে সর্ব্বত্র সমদূরে রাখিয়া গোলাকার বস্তুটির মধ্য দেশে যদি একটি বৃত্ত টানা যায় সেইটি পৃথিবীর বিষুবরেখা। উপরি উক্ত কল্পিত মেরুদণ্ডের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরিতেছে। ঘুরিয়া যখন পশ্চিম অর্দ্ধাংশ একটু একটু করিয়া মেরুদণ্ডের পূর্ব্বে আসিতেছে তখনি তাহা সূর্য্যের বিমুখে পড়িয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতেছে, এবং পূর্ব্ব অর্দ্ধাংশ পশ্চিমে আসিয়া সূর্য্যাভিমুখে পড়ায় আলোক পাই-তেছে। এইরূপে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পৃথি-বীর প্রত্যেক অর্দ্ধাংশে একবার দিন একবার রাত্রি হয়, এক অর্দ্ধাংশে যখন রাত্রি অপর অর্দ্ধাংশে তখন দিন থাকে।

আমরা প্রত্যহ যে সময় সূর্য্যকে উদয় হইতে দেখিতে পাই তাহার ২৪ ঘণ্টা পরে আবার সূর্য্য উদিত হয় এই নিমিত্ত আমরা বুঝিতে পারি পৃথিবীর যে স্থান সূর্য্য হইতে বিমুখে যাইতে আরম্ভ করে, সে স্থানের আবার সূর্য্যাভিমুখে আসিতে ২৪ ঘণ্টা লাগে অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবী পূর্ব্বা-বস্থায় ফিরিয়া আইসে।

চিত্রিত গোলাকার বস্তুটিকে তাহার মেরুদণ্ডের উপর যেরূপ সোজা ভাবে রাখা হইয়াছে দণ্ডে বিদ্ধ কোন গোলাকার বস্তুকে ঠিক এইরূপ সোজা ভাবে রাখিয়া কোন দীপের চারিদিকে ঘুরাইলে দেখা যাইবে গোলাকার বস্তুর এক অর্দ্ধাংশ যতক্ষণ আ-লোকে থাকিবে অপরার্দ্ধ ঠিক ততক্ষণ অন্ধ-কারে থাকিবে। কেন না গোলাকার বস্তুটি এখন যে পথে ঘুরিতেছে তাহা এই বস্তুটির মেরুদণ্ড দ্বারা ঠিক দুই ভাগে বিভক্ত। সেই জন্য এই মেরুদণ্ডই অন্ধকার ও আ-লোকের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিতেছে।

পৃথিবী যদি এই গোলাকার বস্তুর ন্যায় আপন মেরুদণ্ডকে অয়নমণ্ডলের উপর ঠিক সোজা ভাবে রাখিয়া ঘুরিত, তাহা হইলে পৃথিবীর সকল স্থানে সকল সময় দিন রাত্রির দৈর্ঘ্য সমান থাকিত। কিন্তু বাস্তব পক্ষে সকল সময় সকল স্থানে দিন রাত্রি সমান থাকে না। আমরা শীতকালে যখন দিন ছোট রাত্রি বড় এবং গ্রীষ্মকালে দিন বড় রাত্রি ছোট দেখিতে পাই তখন পৃথিবী উপরের চিত্রটির ন্যায় আপন গতির পথে ঠিক সোজা ভাবে মেরুদণ্ড রাখিয়া ঘোরে না। পৃথিবী অয়নমণ্ডলের উপর কিরূপ ভাবে থাকিয়া ঘুরিলে দিন রাত্রির এরূপ বৈষম্য হইতে পারে তাহা নিম্নের চিত্রটি হইতে কিয়ৎ পরিমাণে বুঝা যাইতে পারে।
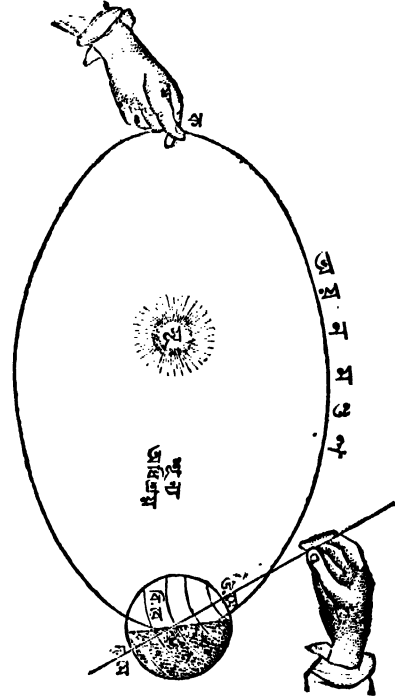
দ্বিতীয় চিত্র।

উপরের চিত্রটির ন্যায় একটি গোলা-কার লৌহ তার বাম হস্তে ধরা যাউক। সেই গোলাকার তারটি যেন পৃথিবীর অয়ন-মণ্ডল। ঐ অয়নমণ্ডলের মধ্যে যেমন সূর্য্য চিত্রিত হইয়াছে সেই তারের মধ্যে তেমনি একটি দীপ রাখা হউক। তাহার পর দণ্ডবিদ্ধ কোন গোলাকার বস্তুর দণ্ডটি দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া উপরের চিত্রটির ন্যায়

তাহাকে তারের গাত্রে ঈষৎ হেলাইয়া বাতিটির চারিদিকে ঘোরাণ যাউক তাহা হইলেই পৃথিবীর দিন রাত্রির বৈষম্যের কারণ বুঝা যাইবে। ঐরূপ অবস্থাপন্ন গোলাকার বস্তুকে নিজের চারি দিকে ঘুরাইলে তাহার সকল অংশ যতক্ষণ আলোকে থাকিবে ঠিক ততক্ষণ আবার অন্ধকারে থাকিবে না। বরঞ্চ তদ্বিপরীতে যে অংশ যখন আলোকে অধিক ক্ষণ থাকিবে সে অংশ তখন অন্ধকারে অল্প ক্ষণ থাকিবে, এবং তাহার বিপরীত অংশ আবার সেই সময় আলোকে অল্প ক্ষণ থাকিয়া অধিক ক্ষণ অন্ধকারে থাকিবে।

উপরের চিত্রিত গোলাকার পৃথিবী স্থির মেরুদণ্ডকে অবলম্বন করিয়া অয়নমণ্ডলে যেন কৌণিক ভাবে ঘুরিতেছে। উত্তর মেরু এখন সূর্য্যের অভিমুখে এবং দক্ষিণ মেরু সূর্য্যের বিমুখে হেলিয়া আছে। সেই নিমিত্ত উত্তর ভাগে—অর্থাৎ বিষুবরেখার উত্তর দিকে যত পরিমাণে দিবসের দৈর্ঘ্য বিষুবরেখার দক্ষিণ ভাগে তত পরিমাণে রাত্রির দৈর্ঘ্য অধিক, কেবল ঠিক বিষুবরেখাবর্ত্তী প্রদেশে দিবা রাত্রি সমান। যতক্ষণ পৃথিবী এই অবস্থায় থাকিয়া ঘুরিবে ততক্ষন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার ঘুরিয়া গেলেও দক্ষিণ মেরু সূর্য্যের অভিমুখী ও উত্তর মেরু সূর্য্যের বিমুখী হইবে না সুতরাং দক্ষিণ মেরুতে ২৪ ঘণ্টা রাত্রি—ও উত্তর মেরুতে ২৪ ঘণ্টাই দিন থাকিবে।

এদিকে পৃথিবীর ঘুরিবার সময় দক্ষিণ মেরু হইতে দূরবর্ত্তী স্থান সকল তাহাদের দূরত্বের পরিমাণ অনুসারে ক্রমেই একটু একটু করিয়া সূর্য্যের অভিমুখে পড়িতেছে তবে বিষুবরেথা ও দক্ষিণ মেরুর মধ্যবর্ত্তী স্থল যতটুক সূর্য্যের অভিমুখে পড়িতেছে—তাহা অপেক্ষা অধিক ভাগ বিমুখে পড়িতেছে—সেই জন্য এখানে রাত্রির দীর্ঘতা অধিক। অধিক স্থল অতিক্রম করিয়া সূর্য্যাভিমুখী হইতে কাজেই ইহার অধিক সময় লাগে।

কিন্তু বিষুবরেখাবর্ত্তী প্রদেশে আবার দিন রাত্রি সমান দীর্ঘ—কেন না বিষুবরেখার ঠিক অর্দ্ধভাগ সূর্য্যাভিমুখে এবং অপরার্দ্ধ ভাগ সূর্য্যের বিমুখে পড়িতেছে—সুতরাং বিষুবরেখাবর্ত্তী প্রদেশের সূর্য্যাভিমুখী হইতেও যে সময় লাগে ইহার বিমুখে পড়িতেও সেই সময় লাগে। তাহার পর বিষুবরেখা ছাড়াইয়া যতই উত্তরে যাওয়া যাইবে ততই দিবসের দৈর্ঘ্য বাড়িয়া বাড়িয়া উত্তর মেরুতে পৌঁছিলে একেবারে আলোকের রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়। বিষুবরেখার উত্তর অংশ ক্রমেই অধিক পরিমাণে সূর্য্যাভিমুখী হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত মেরু প্রদেশ একেবারে সূর্য্যের দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে সেই জন্য এ মেরুতে ২৪ ঘণ্টাই দিন।

এইরূপে পৃথিবীর দক্ষিণ মেরু হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর মেরু পর্য্যন্ত আসিলে নিরবচ্ছিন্ন রাত্রির রাজত্ব হইতে ক্রমশ আমরা নিরবচ্ছিন্ন দিনের রাজত্বে আসিয়া পড়ি, এবং মধ্যস্থানে দিন রাত্রি সমান দেখিতে পাই। পৃথিবীর বিষুবরেখা বা কটিদেশের দুইটি স্থান প্রত্যহ অয়নমণ্ডলকে ছুঁইয়া ছুঁইয়া যায় এবং সেই দুই বিন্দু দ্বারাই অন্ধকার ও আলোকের সমান বিভাগ করিতেছে, কাজেই কটিদেশে দিনরাত্রি সমান।

বাৎসরিক গতি।

অয়নমণ্ডলে কৌণিক ভাবে থাকিয়া প্রত্যহ পৃথিবী একবার করিয়া আপন মেরুদণ্ড যেন আবর্ত্তন করিতেছে—এই আবর্ত্তন হেতু যেন দিন রাত্রির বৈষম্য উপস্থিত

হইতেছে কিন্তু প্রশ্ন এই পৃথিবীতে চিরকাল একই মেরুতে দিন, একই মেরুতে রাত্রি ও একই স্থানে রাত্রির দৈর্ঘ্য একই স্থানে দিবসের দৈর্ঘ্য না থাকিয়া কখনো উত্তর মেরু অন্ধকার কখন আলোকিত কখনো একস্থানে দিন ছোট আবার কখন দিন বড় এরূপ পরিবর্ত্তন হয় কেন ?

আহ্নিক গতিই পৃথিবীর একমাত্র গতি হইলে সময়-ভেদে দিন রাত্রির এরূপ দৈর্ঘ্য প্রভেদ হইত না সন্দেহ নাই, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে, আপনার চারি দিকে প্রত্যহ একবার করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবী এক বৎসরে সূর্য্যকে আবার একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে। প্রতিদিন সূর্য্য ও নক্ষত্রাদির স্থান পরিবর্ত্তনই ইহার প্রমাণ। কেবল আহ্নিক গতিই যদি পৃথিবীর একটি মাত্র গতি হইত তাহা হইলে প্রতিদিন সূর্য্য একই স্থানে উদয় হইত। অর্থাৎ আজ সূর্য্য যে নক্ষত্ররাশির নিকটে উঠিত, চিরকালই সেই স্থানে তাহাকে আমরা উঠিতে দেখিতে পাইতাম। কিন্তু বাস্তব পক্ষে তাহা হয় না, যদি আমরা সূর্য্যের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে সূর্য্য চৈত্র মাসের এক দিন ঠিক পূর্ব্বে উদয় হইয়া ঠিক পশ্চিমে অস্ত যায়, তাহার পর দিন হইতে সূর্য্য উত্তরোত্তর উচ্চ হইয়া একটু উত্তর পূর্ব্বে উঠিতে আরম্ভ করে। এইরূপ প্রত্যহ ক্রমশ উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া তিন মাস পরে যতদূর সম্ভব উত্তরে যায়, আবার বক্র-গতিতে ফিরিয়া তিন মাসের পর ঠিক পূর্ব্বে উদয় হয়। পরে প্রথমে যেরূপ উত্তরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল সেইরূপ পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে থাকে— এবং তিন মাস পরে দক্ষিণে যতদূর যাইবার গিয়া আবার দক্ষিণ হইতে পূর্ব্বে ফিরিতে আরম্ভ করে। এইরূপ একবার উত্তর প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া আবার উত্তর প্রান্তে ফিরিয়া আসিতে সূর্য্যের এক বৎসর লাগে—এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ যাইবার সময় একবার এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে ফিরিয়া আসিবার সময় একবার পূর্ব্বে উদিত হয়। সূর্য্যের এই দৃশ্যতঃ গতি দ্বারা আ-কাশে একটি বৃত্তাভায় অঙ্কিত হয় তাহাকে রাশিচক্র বা সূর্য্যের অয়নমণ্ডল কহা যায়।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি সূর্য্য স্থির, তবে সূর্য্যের এই দৃশ্যমান গতি হয় কেন ? পৃথিবী দিন দিন সূর্য্য হইতে একটু একটু করিয়া সরিয়া আবার এক বৎসরে সেই পূর্ব্বস্থানে আইসে এই নিমিত্তই আমাদের মনে হয় সূর্য্য স্থানপরিবর্ত্তন করিতেছে। এই গতির নিমিত্ত সূর্য্যের ন্যায় তারাদি-গকেও আমরা প্রত্যহ স্থান পরিবর্ত্তন ক-রিতে দেখিতে পাই। যদি একই স্থানে থাকিয়া পৃথিবী প্রত্যহ নিজ মেরুদণ্ড বর্ত্তন করিত তাহা হইলে আজ আমরা সন্ধ্যাকালে যে নক্ষত্রমালা দেখিতে পাই-তাম চিরকাল ধরিয়া সন্ধ্যাকালে সেই তারকাগুলিই দেখিতাম। আজ আমরা দ্বিপ্রহর রাত্রিতে যে তারকাগুলি দেখিলাম চিরকাল দ্বিপ্রহর রাত্রিতে সেইগুলি সেই স্থানে দেখা দিত, এবং চিরদিন ঊষাকালে একই তারকা-রাশি দেখিতে পাইতাম। এক কথায় মেরুদণ্ড আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে আকাশভাগ যে সময় আমাদের দৃষ্টিপথে পড়িত, ঠিক সেই অংশ আমরা চিরকালই সমান দেখিতে পাইতাম। কিন্তু বাস্তব পক্ষে আমরা চির কাল ধরিয়া এক সময়ে একই তারকা-মালা দেখিতে পাই না, যে তারকা-মালা গ্রীষ্মকালের দ্বিপ্রহর রাত্রিতে দেখা দেয় তাহা আর শীতকালের দ্বিপ্রহর রাত্রিতে দেখা যায় না, সে সময় আমরা অন্য তারা

দেখিতে পাই। ৬ মাস আমরা মস্তকের উপরকার ব্রহ্মকটাহে যে সকল তারা দেখি আর ৬ মাস তাহারা সেই সময় আমাদের পদনিম্নের ব্রহ্মকটাহে থাকে, সেই জন্য প্রতি ৬ মাসে আমরা ভিন্ন ভিন্ন তারকা-মালা দেখিতে পাই। অথবা সন্ধ্যাকালে পৃথিবীর একদিক হইতে যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায় রাত্রিশেষে অতি প্রত্যূষে সেই সমুদায় নক্ষত্র অন্তর্হিত হইয়া ঠিক্ বিপরীত দিকের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তবে প্রভেদ এই, এক সময়ে আজ যে সকল নক্ষত্র উপরে, ছয় মাস পরে সেই সমুদায় নক্ষত্র নীচে, এবং নীচের নক্ষত্র উপরে আসিবে। লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যায়, দিন দিন তারা গুলি কিরূপে পশ্চিমে সরিয়া সরিয়া উদিত হইয়া কিছু দিন পরে একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়ে, এবং ঠিক এক বৎসর পরে আবার সেই পূর্ব্বস্থানে উদিত হয়। সূর্য্যকে ঘুরিয়া পূর্ব্বস্থানে আসিতে পৃথিবীর যে এক বৎসর লাগে এই তাহার প্রমাণ। পৃথিবীর উভয় মেরুবর্ত্তী তারকা ব্যতীত সূর্য্য পরিভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকল তারারই উপরোক্ত রূপ দৃশ্যতঃ গতি হয়। পৃথিবীর মেরুদ্বয়ের উপরকার আকাশে যে সকল তারকা আছে, তাহারা কখন অদৃশ্য হয় না। কারণ পৃথিবী আপন অয়নমণ্ডলের উপর যে ২৩ ডিগ্রি ২৮ মিনিট * কৌণিক ভাবে অবস্থিত তাহা চিরকালই প্রায় একরূপ সমান ভাবে রহিয়াছে, * সেই জন্য উভয় মেরুর লক্ষ্য ঠিক একই দিকে নিবদ্ধ। একটি ভাঁটা গড়াইয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে। একটি ভাঁটা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে সোজা গড়াইয়া দাও, ঘুরিবার সময় ইহার দুই প্রান্ত ছাড়া অন্য সকল অংশই একবার করিয়া নিম্নাভিমুখী ও একবার করিয়া ঊর্দ্ধাভিমুখী হইবে। যদি ভাঁটাটি কোন রূপ ক্ষুদ্র জীবের বাসস্থান হয় এবং ভাঁটার পরিবর্ত্তে শূন্যে ঘুরিতে থাকে তাহা হইলে ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রত্যেক অংশের জীব একবার করিয়া নিম্ন আকাশ এবং একবার করিয়া ঊর্দ্ধ আকাশ দেখিতে পাইবে। কিন্তু ভাঁটাটি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যতই ঘুরুক তাহার প্রান্তের জীবগণ উত্তর দক্ষিণ আকাশ ছাড়া অন্য স্থানের জীবগণের ন্যায় সময়ে

* ডিগ্রি, মিনিট প্রভৃতি দ্বারাই বৃত্তের পরিমাণ স্থির হয়। একটি ঘড়ির কাঁটা ঘুরাইয়া দেখিলে ডিগ্রি বুঝা যাইতে পারে। ঘড়ির একটি কাঁটা দুইপ্রহরের ঘরে রাখিয়া আর একটি কাঁটা ৩ টার ঘরে রাখিলে দেখা যাইবে যে দুইটা কাঁটা পরস্পর লম্বভাবে অবস্থিত, অর্থাৎ দুই কাঁটার মধ্যে যে কোণ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা এক সমকোণ। পরে তিনটার ঘর হইতে শেষের কাঁটাটিকে যদি ৬ টার ঘরে আনা যায় তাহা হইলে দুইটি সমকোণ এবং ৯ টার ঘরে আনিলে ৩ টি সমকোণ এবং বারটার ঘরে আনিলে ৪ টি সমকোণ হইবে। এইরূপ ঘর ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁটার অগ্রভাগ দ্বারা একটি বৃত্ত অঙ্কিত হইয়া যায়। ইহাতে দেখা যায় একটি বৃত্তে চারিটি সমকোণ আছে। বৃত্তের আয়তন হ্রাস বৃদ্ধি করিলে এই ৪ টি সমকোণের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। বৃত্ত বড় করা অর্থে দাঁড়াইতেছে কেবল কাঁটার দৈর্ঘ্য বাড়ান আর বৃত্ত ছোট করার অর্থে দাঁড়াইতেছে কাঁটার দৈর্ঘ্য কমান, কিন্তু তাহাতে কোণের পরিমাণের কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, প্রত্যেক বৃত্তে চারিটি সমকোণ থাকিবেই থাকিবে। মাপের সুবিধার জন্য প্রত্যেক সমকোণকে ৯০ ভাগ করা যায় এবং এক সমকোণকে ৯০ ভাগ করিলে চারিটি সমকোণে অর্থাৎ একটি বৃত্তে ৩৬০ ভাগ হইবে। ইহার এক একটি ভাগ এক এক ডিগ্রি। ডিগ্রি আবার ৬০ মিনিটে ও মিনিট ষাট সেকেণ্ডে বিভক্ত। ৬০ সেকেণ্ডে ১ মিনিট, ৬০ মিনিটে এক ডিগ্রি, ৯০ ডিগ্রিতে এক সমকোণ, ৪ সমকোণে এক বৃত্ত। বৃত্ত মাপিবার আর একটি নিয়ম এই বৃত্তের কোন অংশ মাপিতে গেলে সেই অংশের উভয় সীমা হইতে কেন্দ্র পর্য্যন্ত সরল রেখা টানিলে তাহাদের মধ্যে যে পরিমাণ কোণ উৎপন্ন হয় উল্লিখিত বৃত্তাংশেরও সেই পরিমাণ হইবে।

* সূক্ষ্ম গণনায় এখন বৎসরে প্রায় অর্দ্ধ সেকেণ্ড করিয়া পৃথিবীর এই কৌণিক অবস্থানের পরিমাণ হ্রাস হইতেছে কিন্তু ইহা চিরকাল চলিবে না। হ্রাস বৃদ্ধি ১ ডিগ্রী ২১ মিনিটের অধিক হয় না। ইহার বৈজ্ঞানিক কারণ গ্রহগণের সমবেত আকর্ষণ।

সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আকাশ খণ্ড কখনই দেখিতে পাইবে না। সেইরূপ পৃথিবীর মেরু দ্বয়ের চিরকাল উত্তর দক্ষিণে লক্ষ্য নিবদ্ধ বলিয়া সেখানকার তারকারাশি আর কখনো অস্তমিত হয় না। মেরু দেশে মনুষ্য থাকিলে পৃথিবীর দৈনিক গতির সঙ্গে সঙ্গে তারকারাশি চক্রাকারে তাহাদের ঠিক মাথার উপরকার তারাটির চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত মাত্র, একেবারে তাহাদের নেত্র হইতে কখনই অন্তর্হিত হইত না। এই একই কারণে অর্থাৎ উত্তর মেরুর লক্ষ্য চিরকাল উত্তরে নিবদ্ধ বলিয়াই আমরা উত্তর মেরুবর্ত্তী তারাটিকে (যাহা ধ্রুবতারা নামে খ্যাত) চির কালি সমভাবে একই স্থানে দেখিতে * পাই এবং পৃথিবীর দৈনিক গতির সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আকাশের তারকাগণ আমাদের নিকট অস্তমিত না হইয়া ধ্রুব তারাটির চারিদিকে ঘুরিতে থাকে। আমরা বিষুবরেখার উত্তরে বলিয়া উত্তর-মেরু-সন্নিহিত তারকা দেখিতে পাই, দক্ষিণ মেরু আমাদের দিগ্বলয় (দৃষ্টিব্যাপিকা। Horizon) রেখার নীচে এই জন্য তৎসন্নিহিত তারা আমরা দেখিতে নাই না, কিন্তু যাহারা ঠিক বিষুব-রেখাবর্ত্তী দেশে বাস করে তাহারা উভয় মেরুবর্ত্তী তারকাই আকাশের উত্তর দক্ষিণ দিগ্বলয়ে সমান দেখিতে পায়। যতই বিষুব রেখা ছাড়াইয়া যাওয়া যায় ততই এক মেরুর আকাশ ক্রমে ক্রমে দৃশ্য হইতে থাকে এবং অন্য মেরুর আকাশ ছাড়াইয়াও অপর দিকের আকাশ দৃষ্টি চলে, সেই জন্য বিষুব-রেখা হইতে মেরুদ্বয়ের তারকা যেমন ঠিক উত্তর দক্ষিণ দিগ্বলয়ে থাকে বিষুব রেখা ছাড়াইলে তাহা থাকে না। যতই বিষুবরেখা ছাড়াইয়া কোন মেরু অভিমুখে যাওরা যায় ততই সেই মেরুর তারকা ঠিক আমাদের উত্তর কিম্বা দক্ষিণ দিগ্বলয়ে না থাকিয়া অপেক্ষাকৃত উর্দ্ধে উঠিতে থাকে, অর্থাৎ মেরু ছাড়াইয়া যত দূরের আকাশে আমাদের দৃষ্টি পড়ে সেই আকাশই ঠিক আমাদের দক্ষিণ কিম্বা উত্তর দিগ্বলয় হয় এবং মেরুবর্ত্তী আকাশ তাহা অপেক্ষা উর্দ্ধভাগে আসিয়া পড়ে। এইরূপে উত্তর মেরুতে পৌঁছিলে আমরা দেখিতে পাই বিষুবরেখা-বাসী লোকের নিকট যাহা উত্তর দিগ্বলয় তাহাই ঠিক আমাদের মাথার উপরকার আকাশ। বিষুবরেখা হইতে কলিকাতা প্রায় ৭ শত ক্রোশ উত্তরে বলিয়াই উক্ত মেরুবর্ত্তী ধ্রুব তারাকে ঠিক আমরা উত্তর দিগ্বলয়ে না দেখিয়া কিছু উপরেই দেখিতে পাই।

ক্রমশ

* ধ্রুব তারাটি যে ঠিক মেরুর আকাশে অবস্থিত তাহা নহে। ঠিক মেরুর উপরকার আকাশে কোন তারাই নাই, তবে মেরুর আকাশ হইতে ধ্রুব তারা এত অল্প দূরে যে ইহাকেই মেরুবর্ত্তী তারা বলা যাইতে পারে। ইহা মেরু হইতে এক ডিগ্রি দূরে মাত্র অবস্থিত। পৃথিবীর ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুব তারা যে একেবারে ঘুরে না তাহা নহে কিন্তু ঘুরিবার [illegible] ক্ষুদ্র বৃত্ত অঙ্কিত করে যে আমরা [illegible] তাহা কিছুই অনুভব করিতে পারি না।

ব্রাহ্মদিগের বিশেষ সভা।*

মাঘ, ১৭৮২ শক।

সভ্য মহাশয়গণ, প্রায় আট বৎসর অতীত হইল এই ব্রাহ্মসমাজের সহিত আমার সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়াছে। এই আট বৎসর কাল আমি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য যত্ন পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতেছি। এই কালের

* এই বক্তৃতা বিংশতিবৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মদিগের একটি বিশেষ সভাতে কোন এক্ষণে-প্রবীণ-বয়সপ্রাপ্ত ব্রাহ্ম দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে বিরোধানল ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করে নাই। সে সময়ের একটি চিত্র পাঠকবর্গকে প্রদর্শন করিবার জন্য এই বক্তৃতা প্রকাশিত হইল।

মধ্যে প্রথম সাত বৎসর ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া যেরূপ সন্তোষ লাভ করিয়া ছিলাম, কেবল গত এক বৎসরের মধ্যে যে কার্য্য হইয়াছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তদপেক্ষা কত সন্তোষ লাভ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। গত সম্বৎসর কাল ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য যে প্রকারে সম্পন্ন হইয়াছে তাহা অবগত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের শুভাকাঙ্ক্ষী কোন্ ব্যক্তি হর্ষ-সাগরে নিমগ্ন না হইয়া থাকিতে পারে? গত বর্ষে ব্রাহ্মগণ যে নিয়মানুসারে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছেন, যে প্রণালী অনুসারে উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছে, যে উপায় দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী যুবক মণ্ডলীকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করা হইয়াছে, স্থানে স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য ও সমাজের আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় সংক্ষেপের নিমিত্ত যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে সে সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া কাহার অন্তঃকরণ আনন্দরসে আর্দ্র না হয়। ব্রাহ্মসমাজের বয়ঃক্রমের মধ্যে কোন্ সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের প্রথা এত উৎকৃষ্ট ছিল? গত বর্ষের পূর্ব্বে কোন্ বর্ষে প্রতি সপ্তাহে এই ব্রাহ্মসমাজেই ঈশ্বরোপাসনা-কালে এত অধিক উপাসকের সমাগম হইত? কোন্ বর্ষের সাপ্তাহিক সমাজে উপস্থিত উপাসকদিগের ভক্তি এতাদৃশ উচ্ছ্বসিত হইয়াছে যে তাহাদিগের লোচনদ্বয় বাষ্পভারে অবনত হইয়াছে? গত বৎসরের ন্যায় কখনও কি ধর্ম্ম তত্ত্বানুসন্ধায়ীরা ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হইত? গত বৎসর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের পরীক্ষা জন্য যে সকল প্রশ্ন প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা পাঠ করিলেই আপনাদিগের বিলক্ষণ বোধ হইবে যে গত বৎসরের পূর্ব্বে যে সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি সেই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে পারেন কি না সন্দেহ, কিন্তু সেই সকল প্রশ্নের উত্তর কথিত বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই প্রদান করিয়াছেন। গতবর্ষে ব্রাহ্মসমাজের যেরূপ আয়বৃদ্ধি ও ব্যয় সংক্ষেপ হইয়াছে এরূপ কোন্ বর্ষে হইয়াছিল? যদিও কোন পূর্ব্ব বৎসরে ব্যয়ের হ্রাস হইয়া থাকে, কিন্তু সেই বৎসরে ব্যয়ের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য সৌকর্য্যের কি এরূপ বৃদ্ধি হইয়াছিল? গতবর্ষে স্থানে স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য যেরূপ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে এমন উপায় কোন্ বৎসরে অবলম্বিত হইয়াছিল?

ব্রাহ্মধর্ম্মের এই সকল উন্নতির চিহ্নে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে এতদিনের পর ব্রাহ্মধর্ম্মের বৃক্ষ বদ্ধমূল হইবার উপক্রম হইতেছে। গত দুই বৎসর পূর্ব্বে কে আশা করিয়াছিল যে ১৭৮২ শকের মধ্যে এতন্নগরীর ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে ঈশ্বরাধনার জন্য শাখা ব্রাহ্মসমাজসমূহ সংস্থাপিত হইবে? কে আশা করিয়াছিল যে ইহারই মধ্যে কোন কোন ব্রাহ্ম বন্ধুবান্ধব লইয়া আপন পরিবারের সহিত সেই মহেশ্বরের পূজা করিবেন? কে আশা করিয়াছিল যে এত শীঘ্র কোন কোন ধর্ম্মানুরাগী ব্রাহ্মের এত সাহস বৃদ্ধি হইবে যে আপন জ্ঞাতি কুটুম্বাদি নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগের সম্মুখে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন? কে আশা করিয়াছিল যে বর্ত্তমান বৎসরের মধ্যেই এক ব্রাহ্মের পুত্রের সহিত অন্য এক ব্রাহ্মের কন্যার পরিণয় কার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে সম্পাদিত হইবেক? কিছু কাল পূর্ব্বে যুবা ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সাধুচরিত্র ও ঈশ্বরানুরক্ত ব্যক্তি অত্যল্পই দৃষ্টি গোচর হইত। কিন্তু এক্ষণে কত কত নবানুরাগী ঈশ্বরপরায়ণ যুবাপুরুষকে ধর্ম্মের জন্য কত কষ্ট সহ্য করিতে দেখা যাইতেছে। কেহ কেহ ধর্ম্মের জন্য অর্থ ও আত্মীয় স্বজনকে

পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কেহ কেহ বা সেই পরম পিতার জন্য লৌকিক পিতার নিকট নানা প্রকার তাড়না সহ্য করিতেছেন। কেহ বা তাঁহার প্রতি প্রীতি রক্ষার্থ আপন শরীরকে মৃত্যুমুখে অগ্রসর করিতে উৎসাহিত হইয়াছেন। এই বঙ্গদেশের নানা স্থানে মধ্যেমধ্যে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের বার্ত্তা শ্রবণগোচর হয় কিন্তু কোন কোন স্থানে নানা কারণ বশতঃ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের কিছুকাল পরেই তাহা বিলুপ্ত হয়। যে সমস্ত কারণ জন্য ব্রাহ্মসমাজ এরূপ অত্যল্প কালস্থায়ী হয় তন্মধ্যে সমাজ গৃহের অভাব এক প্রধান কারণ। ঈশ্বর প্রসাদে সেই প্রধান কারণ অনেক স্থানে এক্ষণে নিরাকৃত হইতেছে। হে ব্রাহ্ম মহাশয়গন, এ সমস্ত উন্নতির লক্ষণ দ্বারা আপনাদিগের কি প্রতীতি হইতেছে না যে এই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের বৃক্ষ বদ্ধমূল হইবার উপক্রম হইয়াছে ?

হে সভ্য মহাশয়গন, যদিও সেই সর্ব্বসুখদাতার প্রসাদে পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্ত শুভ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তথাপি যে ব্যক্তির যত্ন ও চেষ্টায় অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদিত হয়, আমরা স্বভাবতঃ কৃতজ্ঞতা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া প্রাপ্ত উপকারের জন্য তাঁহাকে নমস্কার করি—তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি। ব্রাহ্মধর্ম্মের এতাদৃশ উন্নতি কোন্ মনুষ্য দ্বারা সম্পন্ন হইল ? ব্রাহ্মধর্ম্মের পুরাবৃত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা এ প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্ত হইব। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া এই ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন ; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের অনতিকালবিলম্বে তিনি ইউরোপে যাত্রা করেন এবং তথায় অবস্থিতি কালে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ ধারণ করা ভার হইয়া উঠিল। যখন ব্রাহ্মসমাজ মৃতপ্রায় হইয়াছিল তখন কে আসিয়া তাহাকে সেই অবস্থা হইতে রক্ষা করিলেন ? কে তাঁহার শীর্ণ কলেবর হৃষ্ট পুষ্ট করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন ? প্রায় বিংশতি বৎসর অতীত হইল আমরা দেখিতেছি একজন মহাত্মা ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতেছেন, প্রতিপালন করিতেছেন এবং তাহার উন্নতির জন্য আপন প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে সংকল্প করিয়াছেন। তিনি যদি এই দীর্ঘকাল ব্রাহ্মসমাজকে প্রতিপালন না করিতেন তবে ব্রাহ্মসমাজের এপ্রকার উন্নতি কখনই হইত না। দীর্ঘকাল পরিশ্রম না করিলে এ প্রকার দুরূহ বিষয়ে এরূপ ফলোৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল না। অতীত কালের কার্য্যদূরে থাকুক তিনি অদ্য ব্রাহ্মসমাজকে পরিত্যাগ করিলে তাঁহার মত ব্রাহ্মসমাজের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতে পারিবে এখনও সে প্রকার লোক দৃষ্টিগোচর হয় না। ব্রাহ্মধর্ম্মেতে বিশ্বাস আছে এমন লোকের মধ্যে যদিও কেহ কেহ তাঁহার তুল্য ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত আছেন কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মকে তাঁহার তুল্য প্রীতি করিতে তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিপালক, ইনি ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির প্রধান কারণ। এই বঙ্গদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য ইনি গত বিংশতি বৎসর কালাধিক কত পরিশ্রম করিয়াছেন, কত হৃদয় বেদনা সহ্য করিয়াছেন, কত অর্থব্যয় করিয়াছেন ! ইহাঁর প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়াছে। এতদ্দেশীয় সদ্‌বিদ্যাশালী ব্যক্তিদিগের মধ্যে কয় ব্যক্তির এ প্রকার অধ্যবসায় ও প্রতিজ্ঞা নিষ্ঠা দৃষ্ট হয় ! ইহাঁর এই দুই অসামান্য গুণ আছে বলিয়া ইনি নানা প্রকার প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজের ভার আপন স্কন্ধে এতকাল বহন করিয়া আসিতেছেন

এবং বহন করিয়া এই দীনভাবাপন্ন বঙ্গদেশের উন্নতির পথ পরিস্কার করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত কোন বিশেষ কার্য্য সাধন মানসে তিনি আপন প্রিয়তম স্ত্রী পুত্র পরিবার সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া দূরস্থিত কোন পর্ব্বত শিখরোপরি দুই বৎসর কাল বাস করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের জন্য তিনি আপন প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমাদিগের নিকট অর্পণ করিয়াছেন। সত্যেন্দ্র বাবু ও আপন পিতার আদেশানুসারে কার্য্য করিতেছেন। তিনি অতি অল্পবয়স্ক যুবা। তিনি এই অল্প বয়সে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ব্বাহার্থে যে প্রকার পরিশ্রম করিতেছেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য যেরূপ যত্নবান হইয়াছেন, ঈশ্বরকে যেরূপ ভক্তি ও প্রীতি করিতেছেন তাহাতে তিনি তাঁহার সুধীবর ও ঈশ্বর প্রেমরসার্দ্রহৃদয় পিতার গুণের পরিচয় বিলক্ষণ রূপে প্রদান করিতেছেন। ঈশ্বর করুণ যেন তিনি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া লোকমণ্ডলে আনন্দ বিতরণ করেন।

হে ব্রাহ্মমহোদয়গণ, যুগ্মসেতু নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গত বিংশতি বৎসর কালাবধি ব্রাহ্মধর্ম্মোন্নতির জন্য যে প্রকার পরিশ্রম করিয়াছেন, যে প্রকার যত্ন করিয়াছেন, যেরূপ ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন, যেরূপ অধ্যবসায় ও প্রতিজ্ঞা নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তজ্জনিত যে শুভ ফল আমরা লাভ করিতেছি তাহার জন্য আপনারা সকলে মিলিত হইয়া দেবেন্দ্র বাবুকে কি ধন্যবাদ প্রদান করিবেন না? আমি পুনর্ব্বার আপনাদিগকে বলিতেছি দেবেন্দ্র বাবু যদি প্রায় এক শতাব্দীর চতুর্থাংশ কাল একাদিক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভার বহন না করিতেন তবে আমরা এ প্রকার ফল লাভ কখনই করিতে পারিতাম না। এই অট্টালিকার যে ভাগে আমরা প্রতি বুধবাসরে একত্রিত হইয়া ঈশ্বরোপসনা করি তাহা তাঁহারই অর্থ দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। তিনিই এই গৃহরক্ষা করিতেছেন, তাঁহারই যত্নে ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের পরমোৎসাহী ধর্ম্মপরায়ণ ও যত্নশীল শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনকে আমরা পাইয়াছি। কেশব বাবু অল্প বয়সে ব্রহ্ম বিদ্যায় যে প্রকার ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন, ধর্ম্ম প্রচার জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন তাহাতে তিনি আমাদিগের গর্ব্বের বিষয় হইয়াছেন। তিনি আগমন করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে যেন সজীব করিয়া তুলিয়াছেন। কেশব বাবু যে সময়াবধি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইয়াছেন সেই সময় ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার-বৃত্তান্তের মধ্যে এক প্রধান সময় বলিয়া গণ্য হইবেক। কিন্তু হে সভ্য মহাশয়গণ, যদি দেবেন্দ্র বাবু ব্রাহ্মধর্ম্মকে আপন মস্তকোপরি লইয়া নানা প্রকার আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা না করিতেন, যদি তিনি সুযোগ্য ধর্ম্ম প্রচারকের অন্বেষণে যত্নবান না থাকিতেন তাহা হইলে কেশব বাবুকে আমরা পাইতাম কি না সন্দেহ স্থল। আমরা দেবেন্দ্র বাবুর জন্যই ঈশ্বরপ্রেমিক বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায়কে পাইয়াছি। দেবেন্দ্র বাবুরই যত্নে তাঁহার পুত্রদিগের কর্ত্তৃক সম্প্রতি বিরচিত হৃদয় দ্রবকারী ভক্তিরসাভিষিক্ত ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণকালে আমরা যেন ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করি। আমরা তাঁহারই পরিশ্রম, তাঁহারই চিন্তা, তাঁহারই যত্নসম্ভূত কত কত সদুপদেশ এই সমাজ মন্দিরে সময়ে সময়ে শ্রবণ করিয়া পরম-পুলকে পুলকিত হই। তাঁহারই যত্নে আমরা কত কত ঈশ্বরানুরাগী সাধু ও লোকহিতৈষী ব্যক্তির বন্ধুত্ব লাভ করিয়া জীবন যাত্রার অনেক ক্লেশ দূর করিতেছি। তাঁহারই যত্ন ও ব্যয়ে আমরা এই সমাজের

পুস্তকালয়ের নানা প্রকার জ্ঞানগর্ভ পুস্তক সমূহ প্রাপ্ত হইয়াছি। হে মহাশয়গণ, যাঁহার প্রচুর অর্থ ব্যয়ে আমরা এরূপ রাশি রাশি শুভ ফল ভোগ করিতেছি, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য আপনারা কি উপায় চিন্তা করিতেছেন? আমি আপনাদিগকে নিশ্চয় বলিতেছি যে আপনারা যদি দেবেন্দ্র বাবুর মত এমন কি তাঁহাপেক্ষাও অধিকতর, অধ্যবসায়ী, প্রতিজ্ঞারূঢ়, ঈশ্বর প্রেমিক হইতে ও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে যত্নশীল হয়েন তাহা হইলে তাঁহার প্রতি যেমন সম্পূর্ণ রূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইবে এমন আর কিছুতেই হইবে না। তিনি যে উদ্দেশে এত পরিশ্রম এত চিন্তা, এত অর্থব্যয় ও এত ক্লেশ সহ্য করিতেছেন, সেই উদ্দেশ্যানুসারে যদি আমরা কার্য্য করি, তাহা হইলে তিনি যেমন আনন্দিত হইবেন তেমন কি তিনি আর কিছুতেই হইতে পারেন? তিনি আমাদিগকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যাইবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। আমরা তাঁহার যত্নের পথে পদচারণা করিলে, ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করিলে— তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম সফল হইবে, তাঁহার জীবন তিনি সার্থক বোধ করিবেন। পিতার বাধ্য হইয়া থাকিলে, পিতার সদুপদেশানুসারে কার্য্য করিলে, সন্তানের যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। দেবেন্দ্র বাবুকে যদি আমরা সেই প্রকার শ্রদ্ধা করি, তাঁহার সদুপদেশানুসারে কার্য্য করি, তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে চলি তবে তাঁহার প্রতি আমাদিগের যথার্থরূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে, তবে আমরা কৃতজ্ঞ ব্রাহ্ম বলিয়া অন্য জাতির নিকট, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট পরিচিত হইতে পারিব, তবে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরবের পাত্র হইব। অতএব হে ব্রাহ্ম মহাশয়গণ, আপনারা যদি দেবেন্দ্র বাবুর প্রতি যথার্থ রূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহার ন্যায় অথবা তাঁহা অপেক্ষাও অধিক সৎকার্য্য সাধন করিতে অভ্যাস করুন, তাঁহাপেক্ষাও প্রতিজ্ঞারূঢ় হউন, তাঁহাপেক্ষাও ঈশ্বরানুরক্ত হউন। এখন আমরা এক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখিব, এখন তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের একমাত্র স্তম্ভ স্বরূপ হইয়া আছেন, তখন আপনারা সকলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের স্তম্ভ স্বরূপ হইবেন, তখন আমাদিগের প্রতিজনের মূর্ত্তিতে তাঁহার মূর্ত্তি প্রকাশ পাইবে। তখন একজন ব্রাহ্মকে দেখিলে লোকের মনোমধ্যে তাঁহার প্রতিরূপ ফলিত হইবে। আমরা যতকাল জীবিত থাকিব ততকাল তাঁহার নাম উজ্জ্বল অক্ষরে প্রকাশ পাইবে।

হে ব্রাহ্মগণ! আমরা মূল ব্রাহ্মসমাজের কথা বলিতে গিয়া শাখা ব্রাহ্মসমাজদিগকে যেন বিস্মৃত না হই। সেই ভূমাকে পূজা করিবার জন্য এই মহানগরের ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে যে সকল শাখা ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে যাহাতে তাহারা অকালে কাল গ্রাসে পতিত না হয় এমত উপায় অবলম্বন করুন। যাঁহাদিগের উদ্যোগে উক্ত প্রকার উপাসনা-সমাজ সকল সংস্থাপিত হইয়াছে তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা অদ্য এখানে উপস্থিত আছেন, আমি তাঁহাদিগকে কহিতেছি, অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া কেবল আপনারা কয়জন যত্নবান হইলে প্রতি পল্লীতে প্রতি গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবেশ করিবে। আপনাদিগেরই যত্নে প্রতি গৃহের অন্তঃপুরবাসী রমনীগণ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন। আপনাদিগেরই যত্নে ব্রাহ্মধর্ম্মের বৃক্ষ বদ্ধমূল হইবে। আর বিলম্ব করিবেন না। বিলম্বের কাল অতিপাত হইয়াছে। সময় উপস্থিত হইয়াছে, প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া কার্য্য করুন।

হে প্রিয়বন্ধুগণ। শুনুন, লণ্ডননগরস্থ ব্রহ্মবিদ্যাবিশারদ ফ্রানসিস্ নিউমান সাহেব আপনাদিগকে কি কহিতেছেন ও বম্বে প্রদেশবাসী সুশিক্ষিত ২০০। ৩০০ ব্যক্তিই বা কি বলিতেছেন। নিউম্যান সাহেব লণ্ডন নগরে এখানকার ব্রাহ্মসমাজানুরূপ একটি সভা সংস্থাপনের ভুয়োভূয়ঃ আশ্বাস আপনাদিগকে প্রদান করিতেছেন, বম্বে হইতে আপনারা কি শুনিতেছেন? সেখানে ২০০। ৩০০ শত মার্জ্জিত বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি একত্রিত হইয়া এখানকার ব্রাহ্মসমাজের মত তথায় একটি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন; শুদ্ধ সংস্থাপনের ইচ্ছা নহে, ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশানুসারে সমস্ত গার্হস্থ্য ও সামাজিক কার্য্য নিষ্পাদন করিতেও তাঁহাদিগের ইচ্ছা। ইহাঁরা আপনাদিগকে কি বলিতেছেন? ইহাঁরা আপনাদিগকে আরো যত্নবান হইতে কি সঙ্কেত করিতেছেন না? এই সকল উন্নতির চিহ্ন দেখিয়া আপনারা কি নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিবেন, না আরো যাহাতে উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করিবেন?

ব্রাহ্মগণ, গতবর্ষে আপনারা যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণে এবৎসরে কার্য্য করুন। এবৎসরে আপনাদিগের হস্তে বিস্তর কার্য্য নিপতিত হইয়াছে। সকলের সমবেত চেষ্টা দ্বারা তাহা সম্পাদন করুন। আপনাদিগের কার্য্যের দ্বারা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎকর্ষ ও গৌরবের পরিচয় প্রদান করুন। কার্য্যের দ্বারা সকল লোকের নিকট জনসাধারণের এমন কি শত্রুজনেরও উপকারী বলিয়া পরিচিত হউন। আপনারা নারীর দুঃখমোচক এই গৌরবাস্পদ উপাধি কার্য্যের দ্বারা লোকের নিকট হইতে প্রাপ্ত হউন। কার্য্যের দ্বারা ভারত ভূমির গর্ভ-নিহিত আধ্যাত্মিক ধনরত্ন সমূহের আবিষ্কারক বলিয়া ব্রাহ্মনাম সার্থক করুন। কার্য্যের দ্বারা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট অকপট ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত হউন। কপটতা বেশ আর কত দিন ধারণ করিবেন? আপনাদিগের মধ্যে যেমন কেহ কেহ কপট বেশ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সেইরূপ আপনারা সকলে অকপটবেশ ধারণ করিতে যত্নযুক্ত হউন। বাক্যে একরূপ, কার্য্যে অন্যরূপ, এ অবস্থা আর কতদিন থাকিবে? কতদিন আর আপনারা মনের ক্ষীণতা প্রকাশ করিবেন? কতদিন আর আপনারা দলবলের অপেক্ষা করিবেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম আপনাদিগের মনে নূতন বীর্য্য প্রদান করিতেছেন ইহা কি আপনাদিগের কার্য্য দ্বারা প্রকাশ পাইবে না? কতকাল আপনারা আর ব্রাহ্মধর্ম্মের অবমাননা করিবেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম আপনাদিগকে অহর্নিশি আনন্দ প্রদান করিতেছেন। আপনারা প্রত্যেকে কি সেই সমস্ত আনন্দের জন্য কোন প্রতিক্রিয়া না করিয়া ক্ষান্ত থাকিবেন? উঠুন। শীঘ্র আলস্য-শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করুন। কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হউন। রাশিরাশি কার্য্য আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। সেই সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে কোন মতে অপহেলা করিবেন না। সকলে একত্রিত হউন। ঈশ্বরের সহায়তার উপর নির্ভর করিয়া সকলে সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করুন। আমি আপনাদিগকে আবার বলিতেছি, পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, আপনারা প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া কার্য্যের দ্বারা প্রাপ্ত উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। কার্য্যতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়-পতাকা নিজ নিজ স্কন্ধে লইয়া আপনাপন পরিবারে, আপনাপন পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে, দেশে দেশে, ব্রহ্মযশ ঘোষণা করুন। ঈশ্বরকে প্রীতি করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করুন।

হে জীবনদাতা, আমরা যেন এই মর্ত্ত-লোকে নানা প্রকার সৎকার্য্যের দ্বারা তোমারি প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিতে সক্ষম হই। তুমি আমাদিগের প্রাণেশ্বর ও সর্ব্বসুখদাতা। তুমি আমাদিগের চিরকালের প্রেমদাতা, চিরকাল তুমি আমাদিগের পিতা, পাতা ও সুহৃৎ। চিরকাল তুমি আমাদিগের নিকট রহিয়াছ। চিরকাল তুমি আমাদিগকে প্রীতি করিতেছ! তোমার সহিত আমাদিগের সম্বন্ধে কখনই বিচ্ছেদ হইবে না! হে প্রাণদাতা, তোমার সহিত এই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধানুসারে যেন আমরা এখানে কার্য্য করিতে সক্ষম হই। ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

আপনার আষাঢ় মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত "নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম" শীর্ষক প্রস্তাবের এক স্থানে লিখিত হইয়াছে যে "ব্রহ্ম জ্ঞান-করুণা-শক্তি-বিশিষ্ট অতএব তিনি সগুণ; তাঁহার জ্ঞান শক্তি করুণা কোন প্রকারে আমাদের জ্ঞান শক্তি করুণার ন্যায় নহে, অতএব তিনি নির্গুণ।" ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি আমাদের জ্ঞান শক্তির ন্যায় নহে বলিয়াই আপনি অন্যত্র বলিয়াছেন "ঈশ্বরের জ্ঞান করুণা শক্তি আমাদের জ্ঞান করুণা শক্তি অপেক্ষা অনন্ত পরিমাণে অধিক ও অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ", অতএব আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যদি আমাদের জ্ঞান করুণাশক্তি অপেক্ষা তাঁহার এই সকল গুণ অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ হইল তবে বরং তাঁহাকে অনন্তগুণে "সগুণ" বলাই কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা না বলিয়া তাঁহাকে নির্গুণ বলা কি প্রকারে যাইতে পারে আমরা ইহা বুঝিতে পারিলাম না। অতএব অনুগ্রহ করিয়া ইহা আমাদের বুঝাইয়া দিলে বিশেষ বাধ্য হইব*।

অনুগত
জিজ্ঞাসু।

* যদি ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি করুণাকে কোন প্রকারে মানুষের জ্ঞান, শক্তি, করুণার ন্যায় বলা হয় তাহা হইলে মানুষের গুণ অনন্ত রূপে বৃদ্ধি করিয়া ঈশ্বরে আরোপ করা হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরকে অনন্ত মানুষ করিয়া ফেলা হয়। আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার তাৎপর্য্য এই যে ঈশ্বর যেমন অচিন্ত্য তাঁহার জ্ঞান, শক্তি, করুণাও অচিন্ত্য। তং সং।

THE ABSOLUTE.

This philosophical mysticism rests upon a radically false notion of absolute being. By dint of wishing to free God from all the conditions of finite existence, one comes to deprive him of all the conditions of existence itself; one has such a fear that the infinite may have something in common with the finite, that he does not dare to recognise that being is common to both, save difference of degree, as if all that is not were not nothingness itself! Absolute being possesses absolute unity without any doubt, as it possesses absolute intelligence; but, once more, absolute unity without a real subject of inherence is destitute of all reality. Real and determinate are synonyms. What constitutes a being is its special nature, its essence. A being is itself only on the condition of not being another; it cannot but have characteristic traits. All that is, is such or such. Difference is an element as essential to being as unity itself. If, then, reality is in determination, it follows that God is the most determinate of beings. Aristotle is much more Platonic than Plotinus, when he says that God is the thought of thought, that he is not a simple power, but a power effectively acting, meaning thereby that God, to be perfect, ought to have nothing in himself that is not completed. To finite nature it belongs to be, in a certain sense, indeterminate, since being finite, it has always in itself powers that are not realized; this indetermination diminishes as these powers are realized. So, true divine unity is not abstract unity, it is the precise unity of Perfect being in which every thing is accomplished. At the summit of existence, still more than at its low degree, every thing is determinate, every thing is developed, every thing is distinct, every thing is one. The richness of determinations is a certain sign of the plenitude of being. Reflection distinguishes these determinations from each other, but it is not necessary that it should in these distinctions see the limits. In us, for example, does the diversity of our faculties and their richest development divide the *me* and alter the identity and the unity of the person? Does each one of us believe himself less than himself, because he possesses sensibility, reason, and will? No, surely. It is the same with

God. Not having employed a sufficient psychology, Alexandrian mysticism imagined that diversity of attributes is incompatible with simplicity of essence, and through fear of corrupting simple and pure essence, it made of it an abstraction. By a senseless scruple, it feared that God would not be sufficiently perfect, if it left him all his perfections; it regards them as imperfections, being as a degradation, creation as a fall; and, in order to explain man and the universe, it is forced to put in God what it calls failings, not having seen that these pretended failings are the very signs of his infinite perfection.

M. V. Cousin.

বিজ্ঞাপন।

কোন কারণ বশত ফেলোওয়ার্কর পত্রিকার সহিত আদি ব্রাহ্মসমাজের সংশ্রব পরিত্যাগ করা হইয়াছে। উক্ত পত্রিকা সংক্রান্ত পত্র বা অর্থাদি আদি ব্রাহ্মসমাজে গৃহীত হইবে না। যাঁহারা উহার মূল্য পূর্ব্বে দিয়াছেন দুই সংখ্যার মূল্য বাদে অবশিষ্ট তাঁহাদিগকে ফেরত দেওয়া হইবেক।

মফস্বলের যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহকদিগের নিকট দুই বৎসরের মূল্য বাকি আছে তাঁহারা এক মাসের মধ্যে মূল্যাদি পাঠাইয়া দিবেন। এক মাসের মধ্যে না পাঠাইলে তাঁহাদের নিকট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আর প্রেরিত হইবেক না।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

আগামী ৫ ভাদ্র রবিবার ধর্ম্মপুর ব্রাহ্মসমাজের দশম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ৮ টা এবং অপরাহ্নে ৫ টার সময় পবিত্র ঈশ্বরোপাসনা হইবে।

শ্রীরসিকলাল দত্ত।
সম্পাদক।

"Brahmo Catechism," by Babu Rajnarain Bose published by M. Butchiah Pantalu of Madras. Price one anna. Sold at the Adi Brahmo Samaj Library.

আয় ব্যয়।

চৈত্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫২ এবং বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৩।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৯৭০ ।৵ ৩
পূর্ব্বকার স্থিত	২৪১০৸৶/০
সমষ্টি	৩৩৮১ ।/ ৩
ব্যয়	৯২৮ ।/ ৬
স্থিত	২৪৫২৸৶ ৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৬১৸৵ ৩
দান প্রাপ্তি।	
শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৩৲
" দীননাথ অধ্যেতা	২৲
" গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী	১৲
মৃত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৩৫৲
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	৭। ৯
অন্যবিধ আয়	১৩॥/৬
	৬১৸৵৩
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৯২ ।৶/০
পুস্তকালয় ...	৩৫ ।/০
যন্ত্রালয় ...	৪৪৬ ৸০
গচ্ছিত ...	৩২ ॥৶/৬
গবর্ণমেণ্ট সেবিংশ ব্যাঙ্ক	১০১ । ৬
সমষ্টি	৯৭০ ।৵৩

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	২৫৪৸৶/৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা.. ...	২৯৬ । ৩
পুস্তকালয়	৬৬ ৶ ৯
যন্ত্রালয়	২৬২ ॥ ৩
গচ্ছিত	২০ ॥০
গবর্ণমেণ্ট সেবিংশ ব্যাঙ্ক	১১ । ৬
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	১৬ ॥/৩
সমষ্টি	৯২৮ ।/৬

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং
দশম কল্প
চতুর্থ ভাগ
৪৬৯ সংখ্যা
ভাদ্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৩
শক ১৮০৪

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

ব্রহ্মস্তোত্রং।

কৃত্বা চিত্তসমাধানং নত্বা ব্রহ্মপ্রদং গুরুং
ঈড়েঽহং ব্রহ্মচৈতন্যং নিত্যং সত্যং সনাতনং।
বিশ্বতঃ পরিভূমানং সত্যচিত্রশ্রবস্তমং
মধুমন্তং মেধাবিনং স্বামিনং বর্চ্চসঃপতিং।
পুরাণং পরমেশানং বিশুদ্ধং বিশ্বলোচনং
সূক্ষ্মাৎসূক্ষ্মং পরং স্থানং পরাদপি পরং ধ্রুবং।
দেবদেবং মহাদেবং সর্ব্বজীবস্য জীবনং
অমৃতমক্ষরং পূর্ণং প্রাণসন্তোষণং সুখং।
একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ আত্মস্থং গূঢ়সাক্ষিণং
ধর্ম্মাবহং পাপনুদং শোকসন্তাপনাশনং।
মঙ্গল্যং মঙ্গলং বিষ্ণুং শরণ্যং শরণং মহৎ
সংসারস্য পরং পারং অপারস্য ভবস্য চ।
বিধাতা জনিতা যোনঃ পিতা পাতা পিতামহঃ।
তং বেদ্যং পুরুষং দিব্যং সংপ্রশ্নং অভিযাম্যহং।
সমতীতভবিষ্যাণি বর্ত্তমানানি যানি চ
ধামানি বেদ সর্ব্বাণি তং প্রপন্নং অভিযাম্যহং।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

চতুর্থ প্রপাঠকে সপ্তদশঃ খণ্ডঃ।

প্রজাপতির্লোকানভ্যতপত্তেষাং তপ্যমানানাং রসান্ প্রাবৃহদগ্নিং পৃথিব্যা বায়ুমন্তরিক্ষাদাদিত্যং দিবঃ॥ ১॥

'প্রজাপতিঃ লোকান্ অভ্যতপৎ' লোকানুদ্দিশ্য তত্র সারজিঘৃক্ষয়া ধ্যানলক্ষণং তপশ্চচার। 'তেষাং তপ্যমানানাং' লোকানাং 'রসান্' সাররূপান্ 'প্রাবৃহৎ' উদ্ধৃতবান্ জগ্রাহেত্যর্থঃ। কান্। 'অগ্নিং' রসং 'পৃথিব্যাঃ' 'বায়ুং অন্তরিক্ষাৎ' 'আদিত্যং দিবঃ' ॥ ১

প্রজাপতি লোক-সকলকে আলোচনা করিলেন। সেই আলোচিত লোক-সকল হইতে সারভূত তত্ত্ব-সকলকে বাহির করিলেন। যথা—পৃথিবী লোক হইতে অগ্নি, অন্তরিক্ষ হইতে বায়ু এবং দ্যুলোক হইতে আদিত্য ॥ ১ ॥

স এতাস্তিস্রোদেবতাঅভ্যতপত্তাসাং তপ্যমানানাং রসান্ প্রাবৃহদগ্নেঋ্চোবায়োর্যজূংষি সামাদিত্যাৎ। ২।

পুনরপ্যেবমেবমগ্ন্যাদ্যাঃ। 'সঃ এতাস্তিস্রঃ দেবতাঃ' উদ্দিশ্য 'অভ্যতপৎ' 'তাসাং তপ্যমানানাং' ততোঽপি সারং 'রসান্' ত্রয়ীবিদ্যাং 'প্রাবৃহৎ' জগ্রাহ। 'অগ্নেঃ ঋচঃ' 'বায়োঃ যজূংষি' 'সাম আদিত্যাৎ'। ২

তিনি এই তিন দেবতাকে আলোচনা করিলেন। সেই আলোচিত দেবতাগণ হইতে সারভূত তত্ত্ব বাহির করিলেন। যথা—অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ এবং আদিত্য হইতে সামবেদ। ২।

স এতাং ত্রয়ীং বিদ্যামভ্যতপত্তস্যাস্তপ্যমানায়া রসান্ প্রাবৃহদ্ভূরিত্যৃগ্ভ্যো ভুবরিতি যজুর্ভ্যঃ স্বরিতি সামভ্যঃ। ৩।

'সঃ এতাং ত্রয়ীং বিদ্যাং অভ্যতপৎ' 'তস্যাঃ তপ্যমানাযাঃ রসান্ প্রাবৃহৎ' 'ভূঃ ইতি' ব্যাহৃতিং 'ঋগ্‌ভ্যঃ' জগ্রাহ 'ভুবঃ ইতি' ব্যাহৃতিং 'যজুর্ভ্যঃ' 'স্বঃ ইতি' ব্যাহৃতিং 'সামভ্যঃ' ॥ ৩

পুনরায় তিনি এই ত্রয়ী বিদ্যাকে আলোচনা করিলেন। সেই আলোচিত ত্রয়ী বিদ্যা হইতে সারভূত তত্ত্ব-সকল বাহির করিলেন। ভূঃ ঋগ্বেদ হইতে, ভুবঃ যজুর্ব্বেদ হইতে, স্বঃ সামবেদ হইতে।৩

তদ্যদৃক্তোরিষ্যেদ্ভূঃ স্বাহেতি গার্হপত্যে জুহুযাদৃচামেব তদ্রসেনর্চ্চাং বীর্য্যেণর্চ্চাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি। ৪।

অতঃ 'তৎ' তত্র যজ্ঞে 'যদি' 'ঋক্তঃ' ঋক্‌সম্বন্ধাদৃভ্রিমিত্তং 'রিষ্যেৎ' যজ্ঞঃ ক্ষতং প্রাপ্নুয়াৎ 'ভূঃ স্বাহা ইতি গার্হপত্যে' অগ্নৌ 'জুহুয়াৎ' সা তত্র প্রায়শ্চিত্তিঃ। কথং 'ঋচাং এব' 'তৎ' ইতি ক্রিয়াবিশেষণং 'রসেন ঋচাং' 'বীর্য্যেন' ওজসা 'ঋচাং' 'যজ্ঞস্য ঋক্‌সম্বন্ধিনঃ যজ্ঞস্য 'বিরিষ্টং' বিচ্ছিন্নং 'সন্দধাতি' প্রতিসন্ধত্তে ॥ ৪

অতএব যজ্ঞকালে যদি ঋক্ সম্বন্ধীয় কোন ভ্রম হইয়া পড়ে, তবে "ভূঃ স্বাহা" এই বলিয়া গার্হপত্য অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। ঋকেরই সেই রসের দ্বারা এবং ঋকেরই সেই বীর্য্যের দ্বারা ঋক যজ্ঞের অনিষ্ট পূরণ হইয়া যায়। ৪।

অথ যদি যজুষ্টোরিষ্যেদ্ভুবঃ স্বাহেতি দক্ষিণাগ্নৌ জুহুযাদ্যজুষামেব তদ্রসেন যজুষাং বীর্য্যেণ যজুষাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি।৫।

'অথ যদি' 'যজুষ্টঃ' যজুর্নিমিত্তং 'রিষ্যেৎ' 'ভুবঃ স্বাহা ইতি' 'দক্ষিণাগ্নৌ জুহুযাৎ' 'যজুষাং এব তৎ রসেন যজুষাং বীর্য্যেণ যজুষাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি' ॥৫

আর যদি যজুঃ সম্বন্ধীয় কোন ভ্রম হইয়া পড়ে, তবে "ভুবঃ স্বাহা" এই বলিয়া দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। যজুরই সেই রসের দ্বারা এবং যজুরই সেই বীর্য্যের দ্বারা যজুঃ-যজ্ঞের অনিষ্ট পূরণ হইয়া যায়। ৫।

অথ যদি সামতোরিষ্যেৎ স্বঃ স্বাহেত্যাহবনীযে জুহুযাৎ সাম্নামেব তদ্রসেন সাম্নাং বীর্য্যেণ সাম্নাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি।৬।

'অথ যদি সামতঃ রিষ্যেৎ স্বঃ স্বাহা ইতি আহবনীযে জুহুয়াৎ সাম্নাং এব তৎ রসেন সাম্নাং বীর্য্যেণ সাম্নাং যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি' ॥ ৬

আর যদি সাম সম্বন্ধীয় কোন ভ্রম হইয়া পড়ে, তবে 'স্বঃ স্বাহা' এই বলিয়া আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। সামেরই সেই রসের দ্বারা সামেরই সেই বীর্য্যের দ্বারা সাম-যজ্ঞের অনিষ্ট পূরণ হইয়া যায়। ৬।

তদ্যথা লবণেন সুবর্ণং সন্দধ্যাৎ সুবর্ণেন রজতং রজতেন ত্রপু ত্রপুণা সীসং সীসেন লোহং লোহেন দারু দারু চর্ম্মণা। ৭।

'তৎ যথা' 'লবণেন সুবর্ণং সন্দধ্যাৎ' ক্ষারেণ টঙ্কণাদিনা খরেষু মৃদুত্বকরং হি তৎ। 'সুবর্ণেন রজতং' অশক্যসন্ধানং সন্দধ্যাৎ। 'রজতেন ত্রপু' 'ত্রপুণা সীসং' 'সীসেন লোহং' 'লোহেন দারু দারু চর্ম্মণা' ॥৭

যেমন খারের দ্বারা সুবর্ণের গঠন মৃদু হয় এবং সুবর্ণের দ্বারা রজতের, রজতের দ্বারা টিনের, টিনের দ্বারা সীসার, সীসার দ্বারা লোহার, লোহার দ্বারা কাষ্ঠের এবং চর্ম্মের দ্বারা কাষ্ঠের গঠন মৃদু হয়। ৭।

এবমেষাং লোকানামাসাং দেবতানামস্যাস্ত্রয্যা বিদ্যাযা বীর্য্যেণ যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি। ভেষজকৃতোহবা এষ যজ্ঞো যত্রৈবংবিদ্ব্রহ্মা ভবতি ॥ ৮ ॥

'এবং এষাং লোকানাং আসাং দেবতানাং অস্যাঃ ত্রয্যাঃ বিদ্যাযাঃ বীর্য্যেণ যজ্ঞস্য বিরিষ্টং সন্দধাতি'। 'ভেষজকৃতঃ হবা এষঃ যজ্ঞঃ' রোগার্ত্তইব পুমাংশ্চিকিৎসকেন সুশিক্ষিতেনেষ যজ্ঞোভবতি। কোহসৌ। 'যত্র' যস্মিন্ যজ্ঞে 'এবম্বিৎ' যথোক্তব্যাহৃতিহোমপ্রায়শ্চিত্তবিৎ 'ব্রহ্মা ভবতি' স যজ্ঞ ইত্যর্থঃ। ৮

এই প্রকারে এই লোকদিগের এবং ঐ দেবতাদিগের, ত্রয়ীবিদ্যার বীর্য্যের দ্বারা, যজ্ঞের অনিষ্ট পূরণ হইয়া যায়। ঔষধ দ্বারা রোগ-শান্তির ন্যায় সে যজ্ঞ অনিষ্ট হইতে মুক্ত হয় যে যজ্ঞের ব্রহ্মা ঋত্বিক এই প্রায়শ্চিত্ত জানেন। ৮।

এষহবা উদক্প্রবণোযজ্ঞোযত্রৈবংবিদ্ব্রহ্মা ভবত্যেবংবিদংহবাএষা ব্রহ্মাণমনুগাথা যতোযত আবর্ত্ততে তত্তদ্গচ্ছতি। ৯।

কিঞ্চ 'এষঃ হ বৈ' 'উদক্‌প্রবণঃ' 'উদক্' নিম্নোদক্ষিণোচ্ছ্রায়ঃ 'যজ্ঞঃ' ভবতি। উত্তরমার্গং প্রতি হেতুরিত্যর্থঃ। 'যত্র এবংবিৎ ব্রহ্মা ভবতি' 'এবংবিদং হবৈ ব্রহ্মাণং ঋত্বিজং প্রতি 'এষা অনুগাথা' ব্রহ্মণঃ স্তুতি

পরা। 'যতঃ যতঃ আবর্ত্ততে' কর্ম্মপ্রদেশাৎ। ঋত্বিজাং যজ্ঞঃ ক্ষতীভবংস্তত্তদ্যজ্ঞস্য ক্ষতরূপং প্রতি সন্দধৎ প্রায়শ্চিত্তেন 'তৎ তৎ গচ্ছতি' পরিপালয়তি। ৯

যে যজ্ঞে এই প্রকার বিদ্বান্ ব্রহ্মা থাকেন সে যজ্ঞকে উদক্প্রবণ কহে। এই প্রকার বিদ্বান ব্রহ্মার প্রতি এই রূপ স্তুতি আছে যে যেখানে যেখানে যজ্ঞের ক্ষতি সেই সেই স্থানই তিনি রক্ষা করেন। ৯।

মানবোব্রহ্মৈবৈকঋত্বিক্কুরূনশ্বাহভিরক্ষ-ত্যেবংবিদ্ধবৈ ব্রহ্মা যজ্ঞং যজমানং সর্ব্বাংশ্চ-র্ত্বিজোহভিরক্ষতি তস্মাদেবংবিদমেব ব্রহ্মাণং কুর্ব্বীত নানেবংবিদং নানেবংবিদং। ১০।

এতৎ 'মানবঃ ব্রহ্মা এব' মৌনাচরণান্মননাদ্বা জ্ঞানবত্বাত্ততোব্রহ্মৈব 'একঃ ঋত্বিক্' 'কুরূন্' কর্ত্তৃন 'অভিরক্ষতি' যোদ্ধৃনারূঢ়ান্ 'অশ্বা' বডবা যথা অভিরক্ষতি তথা। 'এবংবিৎ হ বৈ ব্রহ্মা যজ্ঞং যজমানং সর্ব্বান্ চ ঋত্বিজঃ অভিরক্ষতি' তৎকৃতদোষাপনয়নাৎ। যত এবং বিশিষ্টোব্রহ্মা বিদ্বান্ 'তস্মাৎ এবংবিদং এব যথোক্তব্যাহৃত্যাদিবিদং 'ব্রহ্মাণং কুর্ব্বীত' 'ন অনেবংবিদং ন অনেবংবিদং' কদাচনেতি। দ্বিরভ্যাসোঽধ্যায় সমাপ্ত্যর্থঃ। ১০।

ঘোটকী যেমন যুদ্ধেতে আরোহিকে রক্ষা করে মানব ব্রহ্মা সেইরূপ কর্ম্মকর্ত্তাগণকে রক্ষা করেন। এইরূপ জ্ঞানবিশিষ্ট ব্রহ্মা যজ্ঞ, যজমান এবং অন্যান্য ঋত্বিকগণকে রক্ষা করেন অতএব এইরূপ জ্ঞানী ব্রহ্মাকেই যজ্ঞে বৃতী করিবেক। অজ্ঞ ব্যক্তিকে বৃতী করিবেক না, অজ্ঞ ব্যক্তিকে বৃতী করিবেক না। ১০।

ঈশ্বরের স্বরূপ।

ঈশ্বর অনন্ত ও পরিপূর্ণ। তিনি যেমন অনন্ত তাঁহার লক্ষণ সকলও অনন্ত। তাঁহার শক্তি অনন্ত, তাঁহার জ্ঞান অনন্ত, তাঁহার করুণা অনন্ত। তিনি একমাত্র অদ্বিতীয়, তাঁহার কেহ সমান নাই, তাঁহা অপেক্ষা কেহ শ্রেষ্ঠ নাই। তিনি নিরাকার; তাঁহার শরীর নাই, তাঁহার শিরা নাই, তাঁহার ব্রণ নাই। তিনি অনন্ত-দেশ-ব্যাপী, তিনি অনন্ত কাল বিদ্যমান। তিনি আত্মার আত্মা, তিনি পরমাত্মা। সেই পরমাত্মাতে আমাদিগের ক্ষুদ্র আত্মা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এবং তিনি তাঁহাতে নিয়ত শুভ বুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন। তিনি আমাদিগের পিতা, মাতা, বন্ধু। তাঁহারই মাতৃক্রোড়ে স্থাপিত হইয়া আত্মা অনন্তকাল উন্নত হইতেছে। তিনি সুনির্ম্মল শান্তির উদ্দেশে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়াছেন। তিনি জগৎ-সংস্থিতি জন্য ধর্ম্মের নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন। এই ধর্ম্মের নিয়ম লোকভঙ্গ-নিবারণার্থ সেতু-স্বরূপ হইয়াছে। এই পরমাত্মাই আমাদিগের একমাত্র উপাস্য দেবতা, পাপের পরিত্রাতা, এবং অক্ষয়-মুক্তি-দাতা।

নিশীথ-চিন্তা।

(৪৬ সংখ্যক পত্রিকার ৫৬ পৃষ্ঠার পর।)

(৯)

আমরা এই মাত্র বলিলাম প্রত্যেক বস্তুর আধ্যাত্মিকতা অনুসারে তাহার সৌন্দর্য্য, আর মানুষের আধ্যাত্মিকতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তজ্জন্য মানুষের ন্যায় সুন্দর বস্তু পৃথিবীতে আর নাই, তবে কেন অদূরে প্রস্ফুটিত জ্যোৎস্নাবিধৌত ঐ গোলাপ ফুলের যেরূপ বিমল উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য, প্রত্যেক মানুষের মুখশ্রীতে সেইরূপ সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই না? গোলাপ ফুল দেখিয়াই যেমন আমরা বলিয়া উঠি, "আহা, কি সুন্দর!" তেমনি প্রত্যেক মানুষের মুখশ্রী দেখিয়াই কেন আমরা বলিতে পারি না "আহা, কি সুন্দর!" ইহার কারণ এই যে অধিকাংশ মানুষ ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া, পাপাচরণ করিয়া আপনাদিগের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিকতা মলিন করিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যও হারাইয়াছে। ফুল জড় পদার্থ, মানুষ স্বাধীন

জীব। ফুলের ঈশ্বর-প্রদত্ত যে আধ্যাত্মিকতা আছে সে তাহা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারে না, কিন্তু মানুষের সে ক্ষমতা আছে। মানুষ ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়া স্বীয় আধ্যাত্মিকতা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কিম্বা ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাহাকে বিকৃত ও মলিন করিয়া ফেলিতে পারে। অধিকাংশ মনুষ্য ঈশ্বরের অবাধ্য পাপাচারী, তাই তাহাদের আধ্যাত্মিকতা ও সৌন্দর্য্য নিষ্প্রভ ও মলিন হইয়া গিয়াছে, তাই ঐ সামান্য জড় বস্তু যে গোলাপ ফুল তাহা সৌন্দর্য্যে অনেক মানুষকে অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বীয় সমস্ত কর্ত্তব্য পালন দ্বারা, ধর্ম্মাচরণ দ্বারা আপনার স্বাভাবিক আধ্যাত্মিকতা রক্ষা ও পোষণ করিয়া আসিতেছে তাহার সৌন্দর্য্যের সহিত গোলাপের সৌন্দর্য্যের তুলনাই হয় না। সেই পুণ্যাত্মার মুখের সৌন্দর্য্য যেমন পবিত্র, যেমন মহৎ ও স্বর্গীয়-ভাব-পূর্ণ,যেমন গভীর-অর্থপূর্ণ ভাবব্যঞ্জক ও যেমন জীবন্ত, অতি সুন্দর গোলাপের সৌন্দর্য্য কোন অংশেই সেরূপ নহে। যিনি এক জন যথার্থ ঈশ্বরানুরাগী, ঈশ্বরের সমস্ত-নিয়ম-পালনকারী ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন তিনি স্বীয় মনশ্চক্ষু দ্বারা সেই মহাপুরুষের আত্মার সৌন্দর্য্য এবং চর্ম্ম-চক্ষু দ্বারা তাঁহার শরীরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছেন, এবং "মানুষ এ পৃথিবীর সকল বস্তু অপেক্ষা সুন্দর" এই বাক্যের যথার্থতা বুঝিয়াছেন।

(১০)

সৌন্দর্য্য আনন্দের প্রস্রবণ, একটি প্রকৃত সুন্দর বস্তু আনন্দের ভাণ্ডার, এই জন্য আমাদের পক্ষে সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ-শক্তি অতি প্রবল। সৌন্দর্য্য-লিপ্সা আমাদের সকলের হৃদয়ে বর্ত্তমান। মনুষ্য মাত্রেই সৌন্দর্য্য-পিপাসু। আমাদের সকলের হৃদয়ে একটি না একটি সৌন্দর্য্যের আদর্শ আছে, সেই আদর্শ সর্ব্বদা আমাদের সম্মুখে মনোহর সুন্দর বেশে প্রকাশিত হয় এবং তাহার সৌন্দর্য্য দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই আমরা তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হই। আমাদের মধ্যে কাহার আদর্শ সৌন্দর্য্য হয়ত ইন্দ্রিয়-সুখ, কাহার বা ঐশ্বর্য্য, কাহার বা উচ্চ পদ, কাহার বা যশমান, কিন্তু কিছুকাল আমরা এরূপ আদর্শ সৌন্দর্য্যের অনুসরণ করিয়া দেখি যে তাহার সৌন্দর্য্য স্থায়ী প্রকৃত সৌন্দর্য্য নহে এবং বিমলানন্দের প্রস্রবণ না হইয়া ক্রমে ক্রমে বিষাদের কারণ হইয়া উঠে। যখন আমরা জানিতে পারি যে ইন্দ্রিয়সুখ বা ঐশ্বর্য্য, উচ্চপদ বা যশমান আমাদের আদর্শ সৌন্দর্য্য হইতে পারে না, তখন আমাদের আত্মা এক উচ্চতর মহত্তর পূর্ণ প্রকৃত সৌন্দর্য্যের জন্য লালায়িত হয়। সেই উচ্চতর পূর্ণ সৌন্দর্য্য ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা ও পুণ্যের সৌন্দর্য্য। যতকাল না আমরা পবিত্রতা ও পুণ্যের সৌন্দর্য্য সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিব, যতকাল না আমরা পূর্ণ সৌন্দর্য্য স্বরূপ ঈশ্বরের অনুপম মহান সৌন্দর্য্য আদর্শ সৌন্দর্য্য বলিয়া গ্রহণ করিব, ততকাল আমাদের স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্য্য-লিপ্সা চরিতার্থ হইবে না, ততকাল আমরা আমাদের আদর্শ-সৌন্দর্য্য-লাভ-জনিত বিমল ভূমানন্দ লাভ করিতে সক্ষম হইব না।

(১১)

অবিশ্বাসী, সংশয়বাদী ও নাস্তিকদিগের সহিত ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে তর্ক করিতে গেলে তাঁহারা প্রশ্ন করেন যে যদি বল যে স্রষ্টা না থাকিলে কিছুই সৃষ্টি হইতে পারে না এবং ঈশ্বর এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি ঈশ্বরকে সৃষ্টি করিল কে? সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জনষ্টুয়ার্ট মিলের পিতা খ্যাতনামা দার্শনিক জেমস

মিলকে কেহ সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মা-নিতে বলিলে তিনি এই প্রশ্ন করিতেন। যাঁহারা এইরূপ প্রশ্ন করেন তাঁহারা ঈশ্বর শব্দের অর্থ সম্যকরূপে না বুঝিয়া এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকেন। ঈশ্বর কাহাকে বলে ইহা জানিয়া তৎপরে জিজ্ঞাসা করা উচিত তাঁহার স্রষ্টা কে? ঈশ্বর বলিলেই এক অ-নন্ত শক্তি ও অনন্ত-জ্ঞান-সম্পন্ন পূর্ণ পুরু-ষকে বুঝায়। অনন্তত্ব ও পূর্ণত্বেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। ঈশ্বর যখন অনন্ত ও পূর্ণ স্বরূপ, তখন "ঈশ্বরের স্রষ্টা কে?" এই প্রশ্ন হইতে পারে না। যাঁহার অনন্ত শক্তি ও অনন্ত জ্ঞান আর যিনি পূর্ণস্বভাব তাঁহার যদি বৃক্ষপত্র, সূর্য্য চন্দ্র, পশু মনুষ্যের ন্যায় স্র-ষ্টার আবশ্যক হইবে তবে তাঁহার অনন্তত্ব ও তাঁহার পূর্ণত্ব—তাঁহার ঈশ্বরত্ব কোথায় রহিল। ঈশ্বরের যদি স্রষ্টাই থাকিবে তবে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিব কেন? ঈশ্বরের পূর্ণ স্বভাবেই—ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বেই—তিনি যে সৃষ্ট নহেন, তাঁহার যে স্রষ্টা সম্ভবে না, তাহার প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঈশ্বর শব্দের অর্থ না বুঝা হইতেই "ঈশ্বরের স্রষ্টা কে?" এই প্রশ্নের উৎপত্তি। ঈশ্বর শব্দের প্রকৃত অর্থ বিকৃত না করিলে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না।

(১২)

ঈশ্বর যে কিছু কার্য্য করেন, তাহাতে, তাঁহাকে কোন বস্তুরই সাহায্য লইতে হয় না। তাঁহার চিন্তাই তাঁহার কার্য্য। আমা-দিগকে কোন কার্য্য করিতে হইলে প্রথমে তাহা কিরূপে করিব কত ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহা স্থির করি, পরে তাহা সম্পাদন ক-রিতে কত সময় কাটিয়া যায়, কোন কোন সংকল্পিত কার্য্য সমস্ত জীবনেও করিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু অনন্ত স্বরূপ ঈশ্-রের সম্বন্ধে সেরূপ নহে। তিনি যেমনি চিন্তা করিলেন অমনি তাহা কার্য্যে পরিণত হইল। পূর্ব্বে এই বিশ্বসংসার কিছুই ছিল না, জগদীশ্বর চিন্তা করিলেন, আর অমনি এই বিশ্ব সৃষ্ট হইল। ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন ইহা না বলিয়া ঈশ্বর এই জগৎ চিন্তা করিলেন বলিলে অনেকটা ঠিক বলা হয়। অনন্ত যাঁহার শক্তি, অনন্ত যাঁহার জ্ঞান, তাঁহার পক্ষে এইরূপ হওয়াই সম্ভব।

(১৩)

অদ্বৈতবাদী ইউরোপীয় দার্শনিক স্পি-নোজা (Spinoza) বলেন যে ঈশ্বরের দুইটি গুণ আছে—চিন্তা ও বিস্তৃতি (Extension) ঈশ্বরের বিস্তৃতি অর্থাৎ এই সৃষ্ট জগৎ তাঁ-হারই দৃশ্যমান চিন্তা। বাস্তবিক প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু ঈশ্বরের এক একটি চিন্তা। মানুষ, পক্ষী, বৃক্ষ, পুষ্প, চন্দ্র, তারকা স্রোতস্বতী প্রত্যেক বস্তুই ঈশ্বরের এক একটি চিন্তা। এই সকল ঐশ্বরিক চিন্তার যে এক একটি গূঢ় মহান অর্থ আছে তাহা আমাদের ঐহিক জীবনের অনুন্নত ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমরা বুঝিতে সক্ষম হই না।

(১৪)

সুখের জন্য শান্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা আমাদের চক্ষে নীচ বলিয়া বোধ হয়। "হে ঈশ্বর! এ দুঃখী সন্তানের প্রতি কৃপা কর, আমার সব দুঃখ হরণ কর, আমাকে সুখ শান্তি প্রেরণ কর" এরূপ প্রার্থনা ক্ষীণতা ও নীচাশয়তা প্রকাশ করে। প্রার্থনার বিষয় উচ্চ ও মহৎ হওয়া উচিত। পবিত্র হইবার জন্য, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে মতি হইবার জন্য, আধ্যাত্মিক বল লাভ জন্য, জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করিবার জন্য, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করাই সঙ্গত। এরূপ প্রার্থনা সম্পূর্ণ রূপে আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মানুকারী কিন্তু সুখ শান্তির জন্য প্রার্থনা তাহা নহে।

(১৫)

পাপের পথ নিম্নগামী ও অতি পিচ্ছিল। ঐ পথে একবার প্রবেশ করিলে অতি শীঘ্র ও সহজেই অধোগামী হইতে হয়, আর ধর্ম্মের পথ উচ্চগামী, বন্ধুর ও দুরারোহ। সে পথে প্রবেশ করিলে তাহাতে অতি বিলম্বে ও কষ্টে অগ্রসর হওয়া যায়। ধর্ম্মের উচ্চগামী পথে প্রবেশ করিয়া অগ্রসর হওয়া যেমন কঠিন, পাপের নিম্নগামী পথে প্রবেশ করিয়া অধোগামী না হওয়া তেমনি কঠিন। পাপে পতিত হইয়া তাহা হইতে বিরত হওয়া এবং ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া তাহা হইতে বিচ্যুত না হওয়া ক্ষীণ মনুষ্যের পক্ষে এত কঠিন যে স্বীয় সমস্ত আত্মপ্রভাব ও ঈশ্বর-প্রসাদের একত্রীভূত ক্ষমতা ভিন্ন উহাতে সুসিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা নাই।

(১৬)

যিনি ঈশ্বরের জন্য সংসার পরিত্যাগ করেন এবং যিনি সংসারের জন্য ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা উভয়েই ভ্রমান্ধ।

(১৭)

ঈশ্বরে যাঁহার স্থির বিশ্বাস তিনি কদাপি আশাশূন্য ভরসাশূন্য হইয়া শূন্য হৃদয়ে হাহাকার করেন না। যিনি ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে যথার্থ বিশ্বাস করেন তিনি সংসার-সমুদ্রে ঈশ্বরকে তাঁহার জীবন-তরীর নঙ্গর করিয়াছেন, তবে তিনি কেন আশা হারাইবেন।

পাতঞ্জল দর্শন।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

ভাষ্য। অথোপায়দ্বয়েন নিরুদ্ধচিত্তবৃত্তেঃ কথমুচ্যতে সংপ্রজ্ঞাতঃ সমাধিরিতি ;—

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য,—অভ্যাস ও বৈরাগ্য এই দুইটি উপায় দ্বারা চিত্তবৃত্তি সকলের নিরোধ হয়, বুঝিলাম। তাহার পর? সেই নিরুদ্ধ চিত্তের সংপ্রজ্ঞাত সমাধি হয় কি রূপে? এতদুত্তরে,—

১৭ সূং। ১ পাঃ

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সংপ্রজ্ঞাতঃ।

বিতর্ক বিচার আনন্দ ও অস্মিতা, চিত্ত এই চারিটিতে অনুগত হইলে সংপ্রজ্ঞাত হয়। অর্থাৎ সংপ্রজ্ঞাত-সমাধি-সম্পন্ন হইতে চাও ত, তোমার নিরুদ্ধ চিত্তকে বিতর্কাদি ক্রমে, ক্রমশঃ চার প্রকার অবস্থাতে অবস্থিত কর। উক্ত চার প্রকার অবস্থাই সংপ্রজ্ঞাতের।

বিতর্কশ্চিত্তস্যালম্বনে স্থূল আভোগঃ। সূক্ষ্মো বিচারঃ। আনন্দোহ্লাদঃ। একাত্মিকা সংবিদ স্মিতা।

সংপ্রজ্ঞাত সমাধি ত্রিবিধ। গ্রাহ্য বিষয়ক সমাধি, গ্রহণ বিষয়ক সমাধি এবং গ্রহীতৃ বিষয়ক সমাধি*। গ্রাহ্য, গ্রহণ বিষয় মাত্রই। গ্রহণ বিষয় দ্বিবিধ স্থূল ও সূক্ষ্ম। পঞ্চ মহাভূত বা তন্নির্ম্মিত পদার্থ স্থূল গ্রাহ্য বিষয়। শব্দাদি তন্মাত্রা সকল, বুদ্ধি, ও প্রধান, এ সকল সূক্ষ্ম গ্রাহ্য বিষয়। ফলতঃ স্থূলই হউক আর সূক্ষ্মই হউক, গ্রাহ্য বিষয়ক চিত্তের একাগ্রতাই গ্রাহ্য সমাধি। গ্রাহ্য সমাধি দ্বিবিধ। সবিতর্ক ও সবিচার। স্থূল গ্রাহ্য বিষয়ক গ্রাহ্য সমাধিকে সবিতর্ক ও সূক্ষ্ম গ্রাহ্য বিষয়ক গ্রাহ্য সমাধিকে সবিচার কহে। নিরুদ্ধ চিত্তের স্থূল বিষয়ে ভাবনা করাই বিতর্ক। এবং সূক্ষ্ম বিষয়ে অর্থাৎ স্থূলের কারণ শব্দাদি তন্মাত্রা সকলে ভাবনা করাই বিচার। ইন্দ্রিয়গণকে গ্রহণ ও আত্মাকে গ্রহীতা বলিয়া জান। সুখ দুঃখাদির উপভোক্তা ও গ্রহীতা সমানই কথা। গ্রহীতৃস্বরূপ আত্মার সহিত বুদ্ধির যে একাত্মতা-বোধ তাহারই নাম অস্মিতা।

* এই ত্রিবিধই বিতর্কাদিভেদে চতুর্ব্বিধ। গ্রাহ্য বিষয়ক সমাধিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই জন্যই মূলতঃ ত্রিবিধ হইলেও চতুর্ব্বিধ।

সাত্ত্বিক অহংতত্ত্বের দুই মূর্ত্তি, স্থূল ও সূক্ষ্ম। গ্রহণ বা ইন্দ্রিয়গণই তাহার স্থূল মূর্ত্তি ইহা কার্য্য ভূত। গ্রহীতা অস্মিতাই সূক্ষ্ম মূর্ত্তি—ইহা কারণ ভূত। সাত্ত্বিক অহং-তত্ত্ব সুখাত্মক; সুখদায়ক হইলেই এ শাস্ত্রে সুখাত্মক। এই সুখাত্মক অহং হইতে ইন্দ্রিয় সকলের (গ্রহণ যাহাদের সংজ্ঞা করা হইয়াছে) উৎপত্তি, সুতরাং ইন্দ্রিয় সকলও সুখাত্মক। সুখেরই নাম হ্লাদ বা আহ্লাদ। হ্লাদ বা আহ্লাদ আনন্দকে কহে। এ আনন্দ ভূমানন্দও নহে, বিষয়ানন্দও নহে। এ আনন্দ তৃতীয় প্রকার,—ইহাকে গ্রহণানন্দ বা জ্ঞানানন্দ বলা যাইতে পারে। এই গ্রহণানন্দানুগত সমাধিই সানন্দ সংপ্রজ্ঞাত। সানন্দ সংপ্রজ্ঞাতকে যোগিগণ গ্রহণ বিষয়ক সমাধি বলিয়া অবগত আছেন। গ্রহণ যত প্রকার, গ্রহণ সমাধিও তত প্রকার। শ্রোত্রাদি পাঁচ, রাগাদি পাঁচ ও মন, সর্ব্বসমেত গ্রহণ একাদশ প্রকার, সুতরাং গ্রহণ সমাধিও একাদশ প্রকার। ফলতঃ এস্থলে ইহাও জ্ঞাত করা আবশ্যক, যে গ্রহণ বিষয়ক সমাধি বলিতে স্থূল অহংতত্ত্বানুগত সমাধিই বুঝায়। এইরূপে যখন সংপ্রজ্ঞাত, সূক্ষ্ম অহংতত্ত্বানুগত হইবে, তখন ইহাকে অস্মিতামাত্র সমাধি বলিয়া স্থির রাখ। অস্মিতা পদার্থ, গ্রহীতৃ স্বরূপ আত্মারই মধ্যে ধর্ত্তব্য। যেহেতু বুদ্ধি-নিহিত প্রতিফলিত আত্মাই অস্মিতার স্বরূপ। অতএব অস্মিতামাত্র সমাধিকে অনায়াসে গ্রহীতৃ বিষয়ক সমাধি বলিয়া স্থির করিতে পার।

শেষের আনন্দানুগত ও অস্মিতামাত্র এই দুইটি সমাধি যোগিগণের ন্যায় তৌষ্টিকগণেরও হইয়া থাকে, কিন্তু ফলে স্বর্গমর্ত্ত্য তারতম্য। যোগীগণ এই আনন্দানুগত বা অস্মিতামাত্রানুগত সমাধির দ্বারা অতি অল্প আয়াসেই অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করেন। অনন্তর তাঁহাদের কৈবল্য পদ অনন্ত কালের জন্য উপস্থিত হয়, অর্থাৎ তাঁহাদের উন্নতির সীমা নাই, অসীম, অনন্ত। পক্ষে তৌষ্টিকগণের উন্নতির সীমা আছে। অর্থাৎ আনন্দানুগত-সমাধি-ফলে বিদেহ (দেহ-রহিত) ইন্দ্রিয়গণে বৈদেহ্য ভাব প্রাপ্তি এবং অস্মিতামাত্র সমাধি-ফলে অস্মিতারূপিণী প্রকৃতিতে প্রকৃতিলয়ত্ব প্রাপ্তি এ দুই-ই কৈবল্য পদের ন্যায় হইলেও কিছুদিনের জন্য;—সীমাবদ্ধ; যোগীগণের ন্যায় অনন্ত কালের জন্য,—অসীম নহে। ইহার কারণ তৌষ্টিকগণের ভ্রমই প্রধান। তাঁহাদের যদি ইন্দ্রিয়গণকে দেহরহিত জ্ঞানস্বরূপ দেখিয়া আত্মাভ্রমে সেই মাত্রে সন্তোষ না হইত, এইরূপে কোন কোন তৌষ্টিকগণের যদি প্রকৃতিকে বিদেহ, বুদ্ধিবোধ স্বরূপ দেখিয়া আত্মাভ্রমে সেইমাত্রে সন্তোষ না হইত, তবে কেন আর তাঁহাদের এরূপ সীমাবদ্ধ উন্নতি হইত। এ সকল কথা উত্তরোত্তর ক্রমশই স্পষ্ট হইতেছে। অতএব ভরসা করি, পাঠকগন হঠাৎ অবসাদ প্রাপ্ত হইবেন না।

ভাষ্য। তত্র প্রথমচতুষ্টয়ানুগতঃ সমাধিঃ সবিতর্কঃ। দ্বিতীয়োবিতর্কবিকলঃ সবিচারঃ। তৃতীয়োবিচারবিকলঃ সানন্দঃ। চতুর্থস্তদ্বিকলোঽস্মিতামাত্র ইতি। সর্ব্বএতে সালম্বনাঃ সমাধয়ঃ ॥ ১৭

পরিণামবাদী সাংখ্যগণের মতে কার্য্য, কারণ হইতে একেবারে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, কারণ-বস্তুর স্থূল পরিণামই কার্য্য। সুতরাং কার্য্যের কারণ কার্য্যের সূক্ষ্ম ভাগ মাত্র। এই যুক্তিতে ইহাঁদের মতে কার্য্য মাত্রই আপন আপন কারণে আছে। কারণকে ছাড়িয়া কার্য্য থাকিতে পারে না*। অর্থাৎ স্থূল বস্তু সকল আপন আপন সূক্ষ্ম ভাগ সকল কি পরি-

* নৈয়ায়িকগণ যাহাকে সমবায়ি কারণ কহেন এ সেই কারণের কথা।

ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে? কখনই না। তবে কার্য্যের গুণই কার্য্যের কারণ অর্থাৎ কার্য্যের সূক্ষ্ম ভাগ। যেমন আকাশ ইহা একটি কার্য্য। ইহার গুণ—শব্দ। এই গুণ—শব্দই ইহার কারণ অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভাগ। এখন বল,কার্য্য কি কখন আপন গুণ ছাড়িয়া থাকিতে পারে? সেই গুণই তাহার কারণ! এই রূপে সেই গুণও আবার আপন কারণে, সেও আবার তাহার কারণে এবংবিধ প্রকারে একটি সামান্য দৃশ্য কার্য্যও মূল প্রকৃতিতে পর্য্যন্ত আছে। এ সমস্তই অনুলোম ক্রমে, বিলোম ক্রমে বুঝিবে না। যেহেতু কারণ ব্যাপক কার্য্য ব্যাপ্য †। বিলোম ক্রমে বিদ্যমানতা স্বীকার করিলে, অসীম প্রকৃতিকেও সসীম কার্য্যে থাকিতে হয় কিন্তু তাহা অসম্ভব। সসীম কার্য্যেরই অসীম প্রকৃতিতে বিদ্যমানতা সম্ভব। এই যুক্তিমূলকই কার্য্যের কারণ-পরম্পরাতে বিদ্যমানতার ন্যায়, কারণের কার্য্য-পরম্পরাতে বিদ্যমানতা আর স্বীকৃত হইল না।

যাহা হউক এক্ষণে প্রকৃতে আসা যাউক, প্রকৃতে সবিতর্ক সমাধি, বিতর্ক বিচার আনন্দ ও অস্মিতা চতুষ্টয়ানুগত, এবং সবিচার সমাধি, বিচার আনন্দ ও অস্মিতা, এই ত্রিকানুগত, এই রূপে সানন্দ সমাধি আনন্দ ও অস্মিতা এই দ্বিকানুগত এবং অস্মিতামাত্র সমাধি কেবল অস্মিতানুগত এই রূপ বক্তব্য। ইহাতে যুক্তি এই, বিতর্ক নিরুদ্ধ চিত্তের এক প্রকার ভাবনাকে কহে, অর্থাৎ যে ভাবনার ভাব্য বিষয় স্থূল। স্থূল যখন ভাব্য হইল তখন তাহার কারণ সূক্ষ্ম ভাগ, ও তৎকারণ গ্রহণ ভাগ; আবার তাহারও কারণ গ্রহীতা—অস্মিতা ভাগ,—সমস্তই ভাব্য হইল। যেহেতু ভাব্য স্থূল, অস্মিতা প্রকৃতির সর্ব্বশেষের কার্য্য। সুতরাং এ, উপর উপরকার সকল কারণকেই স্পর্শ করিয়া আছে। অতএব এখন ইহা নিশ্চয় হইল যে, সবিতর্ক সমাধি, বিতর্ক বিচার আনন্দ ও অস্মিতা এই চারিটিকে লইয়াই হয়। এই রূপে সবিচার প্রভৃতি অপর তিনটির সম্বন্ধেও বুঝিবে। সবিচারের ভাব্য সূক্ষ্ম,—একটা ছাড়িয়া গেল, তিনটি রহিল, সুতরাং সবিচার ত্রিকানুগত। সানন্দের ভাব্য ইন্দ্রিয়, স্থূল সূক্ষ্ম গ্রাহ্য বিষয় দুইটি ছাড়িয়া গেল, দুইটি রহিল, আনন্দ ও তাহারও কারণ অস্মিতা; সুতরাং সানন্দ—দ্বিকানুগত। অস্মিতা মাত্রের ভাব্য অস্মিতা; তিনটি ছাড়িয়া গেল, স্থূল সূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়। অবশিষ্ট একটি মাত্র রহিল অর্থাৎ যেটি ভাব্য সেই মাত্র, সুতরাং ইহা একানুগত। এ সকল, সমস্তই সালম্বন সমাধি জানিবে। অর্থাৎ ধ্যেয় মাত্র অবলম্বন থাকে। সেটুকুও যখন যাইবে তখন নিরালম্বন সমাধি হইবে॥১৭॥

ভাষ্য। অথাসংপ্রজ্ঞাতসমাধিঃ কিমুপায়ঃ কিং স্বভাবোবেতি,—

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিসাধনে কোন্ উপায় অবলম্বনীয় এবং ইহার স্বরূপই বা কি? এতদুত্তরে,—

১ পাঃ সূঃ ১৮।

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ।

বিরাম প্রত্যয়ের অভ্যাসই উপায়। বিরাম প্রত্যয়ের অভ্যাস পরবৈরাগ্যকে কহে। ক্রমশঃ স্পষ্ট হইবে। নিরুদ্ধ চিত্তের সংস্কারমাত্রাবশেষই অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির স্বভাব অর্থাৎ স্বরূপ।

ভাষ্য। সর্ব্ববৃত্তিপ্রত্যস্তময়ে সংস্কারশেষোনিরোধচিত্তস্য সমাধিরসংপ্রজ্ঞাতঃ। তস্য পরং বৈরাগ্যমুপায়ঃ। সালম্বনোহ্যভ্যাসস্তৎসাধনায় ন কল্পত ইতি বিরামপ্রত্যয়োনির্ব্বস্তক আলম্বনী ক্রিয়তে সচার্থশূন্যস্তদভ্যাসপূর্ব্বকং হি চিত্তং নিরালম্বনমভাবপ্রাপ্তমিব ভবতীত্যেষ নির্ব্বীজঃ সমাধি রসংপ্রজ্ঞাতঃ॥১৮

† ব্যাপ্য, ব্যাপকের মধ্যে থাকে কিন্তু ব্যাপকের ব্যাপ্যের মধ্যে থাকা অসম্ভব।

বৃত্তি সকলের অভাবকে বিরাম কহে। যে অভাব করে তাহারই নাম প্রত্যয়। অভাব অত্যন্তাভাব নহে, নিরোধ মাত্র। যখন বৃত্তি সকলের একেবারে নিরোধ হইবে তখন চিত্তে সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। সেই চিত্তই, প্রকৃত নিরুদ্ধ চিত্ত। নিরুদ্ধ চিত্তের এবংবিধ প্রকার সংস্কার মাত্রাবশেষকেই অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি বলিয়া অবগত হও। ইহার উপায় পরবৈরাগ্য। বিরাম প্রত্যয়ের অভ্যাস করাই পরবৈরাগ্যের প্রকৃত স্বভাব। পরবৈরাগ্যের লক্ষণ অপর বৈরাগ্যের লক্ষণের অব্যবহিত পরেই বলা হইয়াছে। সালম্বন অভ্যাস সালম্বন সমাধিরই উপায় হইতে পারে, নিরালম্বন সমাধির আর কিরূপে হইবে। বিরাম-প্রত্যয় বা পরবৈরাগ্য যে নিরালম্বন উপায় ইহা নিঃসন্দেহ। কেননা ইহার অবলম্বনীয় নির্ব্বস্তুক মাত্র। অর্থাৎ বিষয়শূন্য,—জ্ঞান-প্রসাদ মাত্র। যে নিরোধ চিত্তে ঈদৃশ অভ্যাস, উপায় রূপে পরিগৃহীত হয় সে চিত্তও নিরালম্বন হয়। অর্থাৎ অভাব-প্রাপ্তের ন্যায় হইয়া পড়ে। এই অবস্থার সমাধির নাম অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি। এই অবস্থার সমাধির নাম নিরালম্বন বা নির্ব্বীজ সমাধি। ১৮

ভাষ্য। সখল্বয়ং দ্বিবিধঃ, উপায়প্রত্যয়োভবপ্রত্যয়শ্চ। তত্রোপায়প্রত্যয়োযোগিনাং ভবতি;—
১ পাঃ ১৯ সূঃ।

"ভবপ্রত্যয়োবিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্"।

যোগিগণ-প্রসিদ্ধ এই অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি দ্বিবিধ, উপায়প্রত্যয় এবং ভবপ্রত্যয়। যাহাদের সমাধি-সাধন বক্ষ্যমাণ শ্রদ্ধাদি উপায় সকল, তাহাদের সমাধি-সাধন (কারণ) অজ্ঞান অর্থাৎ ধ্যেয় বস্তুর গ্রহণে প্রথমতঃ ভ্রম রহিয়াছে; তাহাদের অসংপ্রজ্ঞাতকে 'ভবপ্রত্যয়' কহে। 'উপায় প্রত্যয়' অসংপ্রজ্ঞাতই বা কাহাদের হয় আর 'ভবপ্রত্যয়' অসংপ্রজ্ঞাতই কাহাদের হয়? অভ্রান্ত যোগিগণেরই উপায়প্রত্যয় অসংপ্রজ্ঞাত হয়। আর যাহারা ভ্রান্ত তৌষ্টিক নামে খ্যাত, সেই সকল মহাত্মাগণেরই ভবপ্রত্যয় অসংপ্রজ্ঞাত হয়। তৌষ্টিকগণ দ্বিবিধ, বিদেহ তৌষ্টিক এবং প্রকৃতিলয় তৌষ্টিক। যাহারা বৈদেহ্য মুক্তি লাভ করে তাহারা বিদেহ। আর যাহারা প্রকৃতিলয়ত্ব মুক্তি লাভ করে তাহারা প্রকৃতিলয় *।

ভাষ্য। বিদেহানাং দেবানাং ভবপ্রত্যয়ঃ। তেহি স্বসংস্কারমাত্রোপযোগেন চিত্তেন কৈবল্যং পদমিবানুভবন্তঃ স্বসংস্কারবিপাকং তথাজাতীয়কমতিবাহয়ন্তি তথা প্রকৃতিলয়াঃ সাধিকারে চেতসি প্রকৃতৌ লীনে কৈবল্যং পদমিবানুভবন্তি—যাবন্ন পুনরাবর্ত্ততে অধিকারবশাচ্চিত্তমিতি। ১৯

বিদেহ বলিতে দেহরহিত (অশরীরী,) বিদেহ কৈবল্যবান্ মুক্ত পুরুষ তুল্য কি? না। বিদেহ, দেহ-রহিত স্বীকার করি, কিন্তু একেবারে অশরীরীও নহে এবং অস্মদাদির ন্যায় স্থূল রজঃপ্রধান অথবা তির্য্যক্‌জাতির ন্যায় স্থূল তমঃপ্রধান শরীরীও নহে। সত্ত্বপ্রধান সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় শরীরী †। সত্ত্বপ্রধান জ্যোতির্ম্ময় শরীরী বলিলে দেবতা বুঝাইবে। অতএব এই বৈদেহ্য-মুক্তি-প্রাপ্ত বিদেহ পুরুষগণই দেবতা-পদ-বাচ্য। ইহাঁদের কৃত নিরোধ সমাধিই ভবপ্রত্যয় অসংপ্রজ্ঞাত। বিদেহগণের ন্যায় প্রকৃতিলয়গণও দেব-পদ-বাচ্য। যেহেতু প্রকৃতিও, বিদেহ। তাৎপর্য্য এই,—ইন্দ্রিয়গণ বিদেহ, এই জন্যই

* বিদেহ ও প্রকৃতিলয়ের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে অনেক বার হইয়াছে। এবং একটু পরেই ভাষ্যকারও কিছু বিশদ করিতেছেন।

† এ জ্যোতি পরমাত্ম-জ্যোতি নহে। এ জ্যোতি এই লৌকিক জ্যোতি। অগ্নিলোকে ইহাঁরা বাস করেন। এইরূপ বরুণ লোকে জলময় শরীরী দেবগণও অনেক আছেন। তাঁহারা সকলেই বিদেহ। অর্থাৎ বৈদেহ্য মুক্তিলাভ করিয়াই তাঁহাদের ঐরূপ পদলাভ হইয়াছে।

তাহাদের উপাসকগণও বিদেহ, যখন এরূপ ব্যবস্থা, তখন প্রকৃতিও, বিদেহ, বিদেহভূত প্রকৃতির উপাসকগণও, অবশ্য . বিদেহ। প্রকৃতি একটা বিশেষ নাম। সাধারণের ব্রাহ্মণ নাম থাকিতেও 'বশিষ্ঠ' যেমন একটি বিশেষ নাম। বশিষ্ঠকে আহ্বান কর বলিলে কে আসিবে? বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠ কি ব্রাহ্মণ নহে? অবশ্য ব্রাহ্মণ। সুতরাং ব্রাহ্মণেরও আগমন হইল। সেইরূপ এখানেও। বশিষ্ঠ শব্দের ন্যায় 'প্রকৃতি' একটি বিশেষ নাম মাত্র। বাস্তবিক ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় ইহাঁকেও বিদেহ বলিয়া অবগত হও। অর্থাৎ দেবগণ দ্বিবিধ, ইন্দ্রিয়চিন্তক এবং প্রকৃতিলীন। ইন্দ্রিয়চিন্তক দেবগণকে বিদেহ এবং প্রকৃতিলীন দেবগণকে প্রকৃতিলয় বলিয়া এশাস্ত্রে ব্যবহার হইতেছে। যাহা হউক, পুনশ্চ প্রকৃত প্রস্তাবে আসা যাউক। বিদেহগণের নিরোধ-সমাধিকে ভবপ্রত্যয় বলিয়া জানিবে। কেন, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, তাঁহারা ভ্রান্ত, ইন্দ্রিয়গণকে বিদেহ দেখিয়াই স্থির করেন 'ইহারাই আত্মা'। অনাত্ম বস্তুতে এইরূপ আত্মজ্ঞান দার্ঢ্যও এক প্রকার কুসংস্কার। এই কুসংস্কার মাত্র তাঁহাদের অক্ষয় উন্নতির প্রতিবন্ধক। তাঁহাদের চিত্ত অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করিয়া শরীর পাতানন্তর কৈবল্য পদের ন্যায় বৈদেহ্য পদ লাভ করিতেছেন সত্য কিন্তু সে আর কয় দিন! সেই কুসংস্কারানুগত দেবজাতীয় শরীর আর কয় দিন! যত দিন ভোগ নিয়মিত তাহার অধিক ত আর নয়? তাহার পর আবার যে সংসার সেই সংসার! এইরূপে প্রকৃতিলয়গণের সম্বন্ধেও বুঝিবে। প্রকৃতিলয়গণও সমাধি-বলে প্রকৃতিলীন হইয়া থাকেন এবং সেই সমাহিত বা নিরুদ্ধ চিত্তে তাঁহারা অবশ্য কৈবল্য পদের ন্যায় প্রকৃতিলয়ত্ব পদে অনির্বচনীয় সুখও লাভ করিয়া থাকেন। এ সমস্তই সত্য, কিন্তু পক্ষে ইহাও সত্য জানিবে যে, তাঁহাদের চিত্তে যখন প্রকৃত আত্মবোধ জন্মে নাই, সুতরাং সংসার হইবার যোগ্যতা সম্পূর্ণরূপেই বিদ্যমান তখন ঐ সুখ আর কয়দিন! যত দিন না ভোগক্ষয় হইয়া চিত্তের সংসারে পুনরাবৃত্তি হইতেছে।১৯

জাতিবিভেদ।

আমরা গত আষাঢ় মাসের পত্রিকায় ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মসূত্র বিষয়ক যে প্রস্তাব প্রকাশ করি তাহার একটি প্রতিবাদ "তত্ত্বকৌমুদী" সম্পাদক তাঁহার ১৬ই আষাঢ়ের পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা সেই প্রতিবাদ সম্বন্ধে তত্ত্বকৌমুদী-সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করি যে তিনি আমাদিগের দেশে জাতি-বিভেদ-প্রথার এত বিপক্ষ কেন? বর্ত্তমান জাতি-বিভেদপ্রথা দেশ হইতে উঠাইয়া দেও, আর এক প্রকার জাতি-বিভেদ-প্রথা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবে। সে প্রথা ধনমূলক জাতিবিভেদ-প্রথা। আমাদিগের দেশের জাতিবিভেদ-প্রথা বিদ্যা ও ধর্ম্মমূলক। আমাদিগের দেশে ধর্ম্ম ও বিদ্যার আলোচনাকারী ব্রাহ্মণজাতি সকল-জাতি অপেক্ষা সেই ধর্ম্মও বিদ্যা-চর্চ্চা-জন্য অধিকতর সম্মান প্রাপ্ত হয়েন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দেশের রীতি নীতি এত বিকৃত হইয়াছে তথাপি একজন বিদ্বান ভট্টাচার্য্য ধূলিপূর্ণ চটি জুতা পায়ে কোন ধনীভবনে উপস্থিত হইলে বিষয়ী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিক সম্মান প্রাপ্ত হয়েন। বিলাতে কোন ধনী স্বর্ণকার কোন দরিদ্র স্বর্ণকারের সহিত একত্রে ভোজন করিবে না, কিন্তু আমাদিগের দেশে সেরূপ নহে। "তত্ত্বকৌমুদী" সম্পাদক কি আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান জাতি-বিভেদ-প্রথা

উঠাইয়া বিলাতের ধনীর অবিহিত-সম্মান-কারী জাতিবিভেদ এখানে প্রবর্ত্তিত করিতে চাহেন? আমরা স্বীকার করি যে আমাদিগের দেশে প্রচলিত জাতি-বিভেদ-প্রথার অনেক দোষ আছে, কিন্তু আমাদিগের অনুরোধ এই যে তাহা একেবারে না উঠাইয়া তাহার দোষ সকল সংশোধন কর। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যেরূপ উন্নয়ন ও অবনয়নের প্রথা ছিল তাহা পুনরায় প্রবর্ত্তিত হউক। পূর্ব্বে যেমন লোকে জ্ঞান ধর্ম্ম নিবন্ধন ব্রাহ্মণ জাতিতে উত্থিত হইত এখনও সেইরূপ হউক*। বর্ত্তমানেও আমাদিগের দেশে স্থানে স্থানে নীচ জাতি হইতে উচ্চ জাতিতে উঠাইবার দৃষ্টান্ত ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে কিন্তু তাহা জ্ঞান ও ধর্ম্ম জন্য নহে। আমরা যে উন্নয়নের কথা বলিতেছি তাহা জ্ঞান ও ধর্ম্ম জন্য। পূর্ব্বে যেমন কোন দুষ্কর্ম্ম জন্য লোকে জাত্যন্তরিত হইত; এমন কি দুই এক পুরুষ পূর্ব্বে এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল, এখনও সেইরূপ হউক তাহা হইলে বর্ত্তমান জাতিবিভেদ-প্রথা কোন প্রকারে দেশের অনিষ্টকর না হইয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের পোষক হইয়া তাহার প্রভূত কল্যাণসাধক হইবে। আমরা যদি উল্লিখিত উন্নয়ন ও অবনয়নের প্রথা বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজে পুনরায় চালাইতে না পারি তাহা আমাদিগেরই দোষ, জাতিবিভেদ-প্রথার দোষ নহে।

জাতিবিভেদ-প্রথার ত্রিবিধ শৃঙ্খল। আহার বিষয়ক, ব্যবসায় বিষয়ক, ও বিবাহ বিষয়ক। প্রথম দুই প্রকার শৃঙ্খল কাল-প্রভাবে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে আপনা আপনি শিথিল হইয়া আসিতেছে। আমরা স্বীকার করি যে বর্ত্তমান জাতিবিভেদ-প্রথা কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা করিতে গেলেও বিবাহ বিষয়ক শৃঙ্খল অনেক পরিমাণে রক্ষা করিতে হয়, কিন্তু তাহা রক্ষা করিলে যদি পূর্ব্বে যে প্রভূত কল্যাণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা যদি তাহা হইতে প্রসূত হয় তবে আমরা তাহা কেন রক্ষা করিব না? আর এক কারণে বিবাহ বিষয়ক বর্ত্তমান প্রথা রক্ষা করা কর্ত্তব্য তাহা এই যে তদ্দারা বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রবাহ দেশে রক্ষিত হয়। বিলাতের কোন কোন প্রধান পণ্ডিত উক্ত দেশে বুদ্ধিমান পুরুষের সঙ্গে বুদ্ধিমতী স্ত্রীর বিবাহ যাহাতে হয় এমৎ রীতির প্রবর্ত্তনা প্রস্তাব করিতেছেন। আমাদিগের দেশে এই প্রথা স্বতই প্রচলিত আছে। আমাদিগের দেশের উচ্চ জাতির লোকেরা অধিকাংশ নিকৃষ্ট জাতির লোক অপেক্ষা বুদ্ধিমান। তাঁহারা স্বজাতিতেই বিবাহ করিয়া থাকেন।

পৃথিবীর গতি-প্রণালী।

(৪৬৮ সংখ্যক পত্রিকার ৭৩ পৃষ্ঠার পর।)

এখন আমরা দেখিয়া আসিলাম ২৪ঘণ্টায় যেমন পৃথিবী আপনাকে আপনি একবার আবর্ত্তন করে এক বৎসরে তেমনি সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে। পৃথিবীর এই দুইটি গতি মিশ্রিত হইয়া যে একটি গতির উৎপত্তি হয় তাহা অনেকটা লাটিমের গতির মত। একটা লাটিমকে ঘুরাইয়া দিলে অনেক সময় সে নিজের চারি দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে আবার একটি স্বতন্ত্র চক্রাকার পথে যায়। পৃথিবী ঈষৎ বেঁকিয়া বেঁকিয়া ঠিক সেইরূপ আকাশ-পথে সর্পকুণ্ডলাকৃতি চক্র কাটিতে কাটিতে চলিতেছে। পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে এইরূপে যে চক্রাকার পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে তাহাই পৃথিবীর অয়নমণ্ডল। পৃথিবীর অয়নমণ্ডল সম্পূর্ণ গোলাকার নহে

---

* পুরাকালে ভারতবর্ষে জ্ঞান ধর্ম্মের আধিক্য জন্য লোকে ব্রাহ্মণ জাতিতে যে উত্থিত হইত তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্পের ২৮০।৮৩ পৃষ্ঠা দেখ।

ইহা অনেকটা ডিম্বাকৃতি (বৃত্তাভাস)। এই অয়নমণ্ডলের দুইটি অধিশ্রয় (focus), আছে*। একটি অধিশ্রয় শূন্য একটি অধিশ্রয়ে সূর্য্য অবস্থিত। সেই জন্য অয়নমণ্ডলের সকল স্থান সূর্য্য হইতে সমান দূরে নহে।

দ্বিতীয় চিত্রটি দেখিলে দেখা যাইবে খ প্রান্ত সূর্য্য হইতে যেমন অপেক্ষাকৃত দূরে ক প্রান্ত তেমনি অপেক্ষাকৃত নিকটে। এই ডিম্বাকৃতি অয়নমণ্ডল দিয়া পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে।

পৃথিবী প্রত্যহ নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে আবর্ত্তন করে বলিয়া যেমন দিন রাত্রি হয় ও অয়নমণ্ডলের উপর সেই মেরুদণ্ড কৌণিক ভাবে অবস্থিত বলিয়া যেমন দিন রাত্রের দৈর্ঘ্য বৈষম্য হয় পৃথিবী ঘুরিবার সময় তেমনি সূর্য্য সম্পর্কে আপন অবস্থা পরিবর্ত্তন করে সেই হেতু আবার উত্তরার্দ্ধে ও দক্ষিণার্দ্ধে সময়ভেদে রাত্রি দিনের দৈর্ঘ্যের পরিবর্ত্তন হয়। যদি পৃথিবী সূর্য্য সম্পর্কে আপন অবস্থা পরিবর্ত্তন না করিত তাহা হইলে এক মেরু চিরকালি সূর্য্যের বিমুখে ও আর এক মেরু চিরকালি তাহার অভিমুখে থাকিত, এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও রাত্রি দিনের দৈর্ঘ্য পরিবর্ত্তন-শীল হইত না—তাহা চিরকাল সমান থাকিত। উত্তর বিভাগে রাত্রি অপেক্ষা দিবস বড় হইলে সেখানে চিরকালই দিবস বড় থাকিত এবং—দক্ষিণ বিভাগে রাত্রি বড় হইলে সেখানে চিরকালই রাত্রি বড় থাকিত, সুতরাং আমরা শীতকালে দিন ছোট ও গ্রীষ্মকালে দিন বড় দেখিতে পাইতাম না। কিন্তু আমরা যে কালে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে দিন রাত্রের দৈর্ঘ্যের প্রভেদ দেখিতে পাই সেকালে বার্ষিক গতির সময় পৃথিবী সূর্য্য সম্পর্কে তাহার অবস্থা পরিবর্ত্তন করে ইহাতে আর সন্দেহ নাই। এই অবস্থা পরিবর্ত্তন হেতুই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দিবারাত্রের দীর্ঘতার প্রভেদ হয়। এই কারণ বশতঃ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর দুই অংশ দুইবার করিয়া সূর্য্যের অভিমুখে এবং দুইবার বিমুখে ঝুঁকিয়া পড়ে, এবং দুইবার সূর্য্যের পাশাপাশি হইয়া সূর্য্যের সম্পর্কে পৃথিবীর মেরুদণ্ড ঠিক সোজা ভাবে থাকে। তৃতীয় চিত্রটি হইতে ইহা স্পষ্টরূপে বুঝা

খ
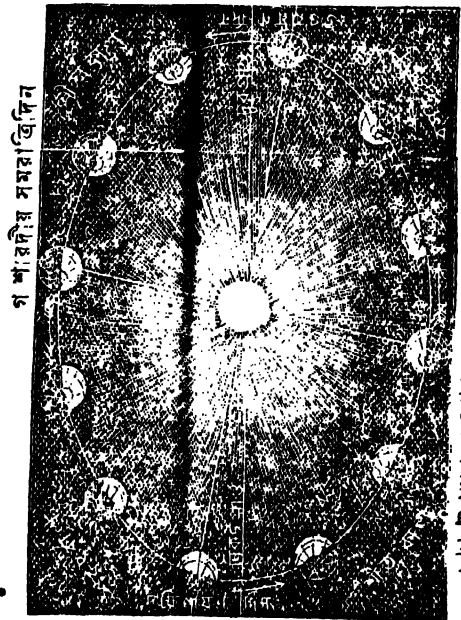
তৃতীয় চিত্র।

যাইতে পারে। ঘুরিতে ঘুরিতে অয়নমণ্ডলের খ প্রান্তে আসিয়া যে দিন পৃথিবীর উত্তরাংশ সূর্য্যের অভিমুখে যতদূর যাইবার যায় সেই দিন দক্ষিণাংশ যতদূর বিমুখে ঝুঁকিবার ঝোঁকে সেই জন্য উত্তরাংশে এই দিনে দিবসের দৈর্ঘ্য সর্ব্বাপেক্ষা যেমন অধিক, দক্ষিণাংশে রাত্রির দৈর্ঘ্য সর্ব্বাপেক্ষা তেমনি অধিক হয়। ইহার পর দিন হইতে আবার উত্তরাংশ সূর্য্যের বিমুখে এবং দক্ষিণাংশ সূর্য্যের দিকে যাইতে আরম্ভ করে, সেই জন্য

* একটি মাত্র কেন্দ্র আশ্রয় করিয়া যেমন বৃত্ত উৎপন্ন হয় বৃত্তাভাসের উৎপত্তির নিমিত্ত তেমনি দুইটি কেন্দ্রের আবশ্যক। বৃত্তাভাসের কেন্দ্রের নাম অধিশ্রয়।

উত্তরাংশে অল্পে অল্পে দিবসের দৈর্ঘ্য ও দক্ষিণাংশে রাত্রির দৈর্ঘ্য কমিয়া কমিয়া দিন রাত্রি সমান হইতে আরম্ভ হয় এবং তিন মাস পরে যখন পৃথিবী গ চিহ্নিত স্থানে আইসে তখন একেবারে সূর্য্যের পাশাপাশি হইয়া পড়ে, তাহাতে পৃথিবীর ঠিক অর্দ্ধভাগ সূর্য্যের অভিমুখী আর ঠিক অর্দ্ধভাগ বিমুখী হয়, সেই নিমিত্ত পৃথিবী এই স্থানে পৌঁছিলে এক দিন সমস্ত পৃথিবীময় অর্থাৎ পৃথিবীর এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্য্যন্ত সমান দিন রাত্রি হয়। ইহার পর দিন হইতে উত্তর মেরু সূর্য্যের বিমুখে ও দক্ষিণ মেরু তদভিমুখে ঘুরিয়া যায়। এই দিন হইতে উত্তর মেরুতে রাত্রি ও দক্ষিণ মেরুতে দিন আরম্ভ হইয়া ছয় মাস ধরিয়া এক মেরুতে আলোক ও এক মেরুতে অন্ধকার থাকে * এবং উত্তরাংশে উত্তরোত্তর রাত্রির ও দক্ষিণাংশে দিবসের দৈর্ঘ্য বাড়িতে আরম্ভ হয়। তদনন্তর তিন মাস পরে যখন পৃথিবী ক চিহ্নিত স্থানে আইসে তখন উত্তরাংশ সূর্য্যের যতদূর বিমুখে এবং দক্ষিণাংশ যতদূর অভিমুখে যাইবার যায়। সেই জন্য এই দিনে উত্তরে সর্ব্বাপেক্ষা রাত্রির দৈর্ঘ্য ও দক্ষিণে দিবসের দৈর্ঘ্য বাড়ে। ইহার পরদিন হইতে উত্তর মেরু আবার সূর্য্যের অভিমুখে ও দক্ষিণ মেরু সূর্য্যের বিমুখে যাইতে আরম্ভ করে, উত্তরাংশে আবার রাত্রির দৈর্ঘ্য ও দক্ষিণাংশে দিবসের দৈর্ঘ্য কমিতে আরম্ভ করিয়া দিন রাত সমান হইতে থাকে। তিন মাস পরে পৃথিবী ঘ চিহ্নিত স্থানে আসিয়া আবার সূর্য্যের পাশাপাশি হইয়া পড়ে সেই নিমিত্ত তখন আর এক দিন পৃথিবীর এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্য্যন্ত সমান দিন রাত্রি হয়। ইহার পর দিন হইতে উত্তর মেরু সূর্য্যের অভিমুখে পড়িয়া উত্তর মেরুতে দিবস ও দক্ষিণ মেরুতে রাত্রি আরম্ভ হয়। ছয় মাস ধরিয়া চব্বিশ ঘণ্টাই এক মেরুতে আলোক ও আর এক মেরুতে অন্ধকার থাকে। এবং উত্তরার্দ্ধে দিবসের দৈর্ঘ্য ও দক্ষিণার্দ্ধে রাত্রির দৈর্ঘ্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া তিন মাস পরে আবার পৃথিবী খ চিহ্নিত স্থানে আইসে। সেই দিন উত্তরার্দ্ধ সূর্য্যাভিমুখে যত দূর ঝুঁকিবার এবং দক্ষিণার্দ্ধ সূর্য্যের যত দূর বিমুখে যাইবার যায়; সেই জন্য উত্তরে দিবসের দৈর্ঘ্য এবং দক্ষিণে রাত্রির দৈর্ঘ্য সেই দিন সর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়া পর দিন হইতে আবার কমিতে থাকে।

এইরূপে পৃথিবীর সকল অংশে বৎসরে দুইদিন করিয়া সমান রাত্রি দিন (Equinox) হয়; একদিন ২২ মার্চ একদিন ২২ সেপ্টেম্বর। এবং দুই দিন করিয়া পৃথিবীর দুই অর্দ্ধ এক এক বার সূর্য্যের দিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঝোঁকে। এক দিন ২২ জুন ও এক দিন ২২ ডিসেম্বর। ২২ মার্চ পৃথিবীতে যে দিন সমরাত্রদিন হয় সেই দিন হইতে ইয়োরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ জ্যোতিষিক নূতন বৎসর গণনা করেন। সেই বাসন্তিক সমরাত্র-দিনের পর হইতে উত্তর মেরু সূর্য্যের দিকে, ও দক্ষিণ মেরু সূর্য্যের বিমুখে ঝুঁকিতে আরম্ভ করে সেই জন্য ২২ মার্চের পর হইতে উত্তরাংশে দিবসের দৈর্ঘ্য ও দক্ষিণাংশে রাত্রির দৈর্ঘ্য বাড়িতে থাকে। উত্তর মেরুতে ছয় মাসের জন্য দিন দক্ষিণ মেরুতে ছয় মাসের জন্য রাত্রি আরম্ভ হয়। তিন মাস পরে ২২জুনে পৃথিবী অয়নমণ্ডলের খ চিহ্নিত স্থানে পৌঁছিলে, উত্তর দিক সূর্য্যের দিকে ও দক্ষিণ দিক সূর্য্যের বিমুখে যত দূর যাইবার যায়; সেই দিন উত্তরে সর্ব্বাপেক্ষা দিবসের দৈর্ঘ্য ও দক্ষিণে রাত্রির দৈর্ঘ্য বাড়ে।

* এই জন্যই বোধ হয় পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে আমাদের এক বৎসরে দেবতাদের এক অহোরাত্র।

সেই দিনকে উত্তরায়ণ দিন (Summer solstice) কহে। সূর্য্যকে সেই দিন দৃশ্যতঃ আমরা উত্তরের শেষ সীমায় দেখিতে পাই। সেই জন্য এই দিন হইতে আবার দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়। ইহার পর দিন হইতে উত্তরে দিন ও দক্ষিণে রাত্রি কমিয়া ক্রমে দিন রাত্রি সমান হইতে থাকে। পরে ২২শে সেপ্টেম্বরে আবার পৃথিবীময় এক দিন সমান রাত্রিদিন হইয়া তাহার পর দিন হইতে উত্তর মেরুতে ছয় মাস অন্ধকার ও দক্ষিণ মেরুতে ছয় মাস আলোক হয় ও উত্তরে রাত্রির দৈর্ঘ্য ও দক্ষিণে দিবসের দৈর্ঘ্য বাড়িতে থাকে। এবং ২২ শে ডিসেম্বরে আবার উত্তরার্দ্ধ যত দূর সূর্য্যের বিমুখে দক্ষিণার্দ্ধ তত দূর অভিমুখে ঝোঁকে সেই জন্য উত্তরাংশে এই দিবসে সর্ব্বাপেক্ষা রাত্রি বড় হয়। এই দিনের নাম দক্ষিণায়ন দিন (Winter Solstice) কেন না এই দিন আমরা সূর্য্যকে দক্ষিণের শেষ সীমায় দেখিতে পাই। এই দিন হইতে সূর্য্য আবার উত্তরে ফিরিতে আরম্ভ করে। উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়ন দিনে আমাদের মনে হয় যেন সূর্য্য এক দিন করিয়া তাহার শেষ সীমায় থামিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিতেছে।

মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাসের দুই সমরাত্রদিনে যখন পৃথিবী আপন কক্ষের গ ঘ বিন্দুতে গিয়া সূর্য্যের পাশাপাশি হইয়া পড়ে তখন আমরা সূর্য্যকে ঠিক পূর্ব্বে উঠিতে দেখি এবং পৃথিবী যখন অয়নমণ্ডলের ক খ বিন্দুতে যায় তখন সূর্য্যকে একবার আমরা দক্ষিণ সীমায় ও একবার উত্তর সীমায় দেখিতে পাই।

আমরা পৃথিবীতে অবস্থিত বলিয়া পৃথিবীর গতি অনুভব করিতে পারি না, সেই জন্য সূর্য্যকেই ক্রমাগত সরিতে দেখি। এই রূপে দৃশ্যতঃ সূর্য্য যে পথে পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে তাহাকে 'রাশিচক্র' বলা যায়। এই রাশিচক্রের যে অংশ যে নক্ষত্ররাশির সম্মুখীন তাহা সেই নক্ষত্ররাশির নাম পাইয়াছে। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, এই বার রাশিতে রাশিচক্র বিভক্ত। এই রাশিচক্রে সূর্য্যের গতি অনুসারে আর্য্যগণ বৎসরগণনা-প্রণালী স্থির করিয়া গিয়াছেন। মেষরাশিতে উদয় হইয়া যথাক্রমে অপর ১১রাশি অতিক্রম করিয়া পুনরায় সূর্য্যের মেষরাশিতে আসিতে যে সময় লাগে তাহাই আমাদের এক বৎসর। সূর্য্য এক এক রাশিতে এক এক মাস অবস্থিতি করে। ইয়োরোপের জ্যোতিষিক বৎসর গণনা-প্রথা অন্যরূপ। পৃথিবীর বিষুবরেখা ও রাশিচক্রের যে দুই স্থান পরস্পর কর্ত্তন করে সেই দুই স্থানে সূর্য্য আসিলে সমরাত্রদিবা হয়। বাসন্তিক সমরাত্রদিবার সময় সূর্য্য যে স্থানে থাকে সেই স্থান হইতে ছাড়িয়া আবার সেই স্থানে আসিলে ইয়োরোপীয় জ্যোতিষিক বৎসর পূর্ণ হয়। ইয়োরোপীয় জ্যোতির্ব্বেত্তারা অধুনা-রাশি বিভাগ পরিত্যাগ করিতেছেন। অপরাপর বৃত্তের ন্যায় সূর্য্যের দৃশ্যতঃ বাৎসরিক গতির পথকেও তাঁহারা তিন শত ষাট্ ভাগে বিভক্ত করেন।

এই প্রসঙ্গে ক্রমে আর একটি কথা বলিবার আবশ্যক আছে। পৃথিবীতে এক সম্বৎসরে যে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর পরিবর্ত্তন হয় দিবারাত্রের দৈর্ঘ্য-বৈষম্যই তাহার কারণ। যদি চিরকাল পৃথিবীতে সমরাত্রদিবা থাকিত তাহা হইলে পৃথিবীতে ঋতুর পরিবর্ত্তন হইত না, সমস্ত বৎসরেই পৃথিবীতে একটি মাত্র ঋতু থাকিত। সূর্য্যোত্তাপবৈষম্যই ঋতুর প্রধান কারণ। পৃথিবীর যখন যে অংশে দিবসের দৈর্ঘ্য অধিক হয় সেই অংশ তত অধিক ক্ষণ ধরিয়া সূর্য্যের উত্তাপ পায়, অথচ রাত্রি ছোট

বলিয়া সেই সঞ্চিত উত্তাপ সমস্ত রাত্রি ধরিয়াও প্রতিনিক্ষেপ করিতে পারে না, কাজেই সেই অংশে তখন গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হয়। আবার যে অংশে রাত্রির দৈর্ঘ্য অধিক সে অংশ দিবসে অল্প উত্তাপ পায়—এবং যাহাও পায় রাত্রি বড় বলিয়া সমস্তই নিক্ষেপ করিতে পারে। বসন্তকালে ও শরৎকালে দিনরাত্রি অনেকটা সমান থাকে সে জন্য এই দুই সময় শীত গ্রীষ্ম কিছুরই প্রভাব থাকে না, দিবসে পৃথিবী যত উত্তাপ পায় সমান রাত্রি বলিয়া তাহা নিক্ষেপ করিতে পারে। এইরূপ আমরা গ্রীষ্ম হইতে শরৎ, শরৎ হইতে শীত, শীত হইতে বসন্তে আসি। পৃথিবীতে যথার্থ পক্ষে এই চারি ঋতুর প্রাদুর্ভাব। অপর দুই ঋতুর মধ্যে, বর্ষা গ্রীষ্মের অন্তর্গত ও হেমন্ত শীতের মধ্যবর্ত্তী। পৃথিবীর উত্তর কিম্বা দক্ষিণাংশ যখন সূর্য্যের দিকে সর্ব্বাপেক্ষা ঝুঁকিয়া পড়ে—তখনি কি না দিবস কিম্বা রাত্রির পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হয়, সেই জন্য এই সময়েই রাত্রিবৃদ্ধির সহিত শীতের ও দিবসবৃদ্ধির সহিত গ্রীষ্মের প্রভাব বাড়ে। দক্ষিণ কিম্বা উত্তর যতদূর সূর্য্যের অভিমুখে ও বিমুখে ঝুঁকিবার ঝুঁকিয়া যখন পরে আবার একটু একটু করিয়া সমান হইতে আরম্ভ হয়, তখন দিন রাত্রিও সমান হইতে আরম্ভ করে, সেই জন্য শীত গ্রীষ্মের মধ্যবর্ত্তী দুই সময়ে শরৎ ও বসন্তকালে আমরা একটি সুখজনক ঋতু উপভোগ করি। পৃথিবীর কটিদেশে, দিবারাত্রি সমান বলিয়া সেখানে ঋতুপ্রভেদ নাই। কিন্তু তাহা হইলে সেখানে চির বসন্ত না হইয়া অতিশয় গ্রীষ্ম কেন? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যেখানে সূর্য্যোত্তাপ অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইতে পারে সেই খানেই অধিক গ্রীষ্ম হয়। দুই প্রকারে আমরা সূর্য্যের উত্তাপ অধিক পরিমাণে পাই, প্রথমতঃ রাত্রি অপেক্ষা দিবস বড় হইলে, দ্বিতীয়তঃ সূর্য্য ঠিক মাথার উপর দিয়া লম্ব ভাবে কিরণ প্রদান করিলে। † সূর্য্য প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে ঠিক আমাদের মস্তকের উপরে যখন কিরণ প্রদান করে তখন আমরা অধিক পরিমাণে গ্রীষ্ম বোধ করি। গ্রীষ্মকালে একে দিবস বড়, তাহাতে শীতকাল অপেক্ষা সূর্য্য আমাদের শিরোবিন্দুর নিকট থাকিয়া কিরণ দেয় সেই জন্য উত্তাপের এত প্রাখর্য্য হয়। শীতকালে একে দিবস ছোট তাহাতে সূর্য্য কৌণিক ভাবে পার্শ্ব দিয়া উত্তাপ দেয়, সেই জন্য সে উত্তাপ আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হয় না।

বিষুবরেখাবর্ত্তী প্রদেশে চিরকালি সূর্য্য ঠিক মাথার উপর হইতে কিরণ প্রদান করে—সেই জন্য দিন রাত্রি সমান হইলেও সেখানে উত্তাপের প্রভাব অত্যন্ত অধিক। সেই জন্য সমস্ত বৎসরেই সেখানে গ্রীষ্মকাল। পৃথিবীর মেরুদেশেও বিশেষ ঋতুপরিবর্ত্তন দেখা যায় না, বৎসরের মধ্যে সেখানে দুইবার মাত্র ঋতুপরিবর্ত্তন হয়। একবার শীত একবার গ্রীষ্ম। যে ছয় মাস করিয়া সেখানে রাত্রি সেই ছয় মাস সেখানে শীত এবং যে ছয় মাস সেখানে দিন সেই ছয় মাস সেখানে গ্রীষ্ম।

পৃথিবী নিজ অয়নমণ্ডলে চিরকাল প্রায় সমান ভাবে ২৩ ডিগ্রি ২৮ মিনিট করিয়া হেলিয়া আছে বলিয়া পৃথিবীর যে মেরু যখন সূর্য্যাভিমুখে ঝুঁকিতে আরম্ভ করে তখন সেই মেরু ঐ ২৩ ডিগ্রি ২৮ মিনিট পর্য্যন্ত ঝুঁকিয়া

† স্থানীয় বিশেষ কারণে ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শীতোত্তাপের প্রভেদ হয়। সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশ সাধারণতঃ নাতিশীতোষ্ণ। জলের গুণ এই, স্থলের ন্যায় তাহা শীঘ্র উত্তপ্ত হয় না। যেমন আস্তে আস্তে জল উত্তপ্ত হয় তেমনি আস্তে আস্তে জল উত্তাপ প্রতিনিক্ষেপ করে। স্থলে যেমন দিন রাত্রিতে ও ঋতু বিশেষে উষ্ণতার বৈষম্য দেখা যায় উপরোক্ত কারণে দিন রাত্রিতে কিম্বা শীত গ্রীষ্মকালে জলের উত্তাপের বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না।

আবার বিমুখে ফিরিতে থাকে। আবার সূর্য্য হইতে বিমুখে ঝুঁকিবার সময়ও ঐ ২৩ ডিগ্রি ২৮ মিনিট পর্য্যন্ত ঝুঁকিয়া অভিমুখে ফিরিতে আরম্ভ করে এই জন্য একই সময়ে পৃথিবীর এক মেরুতে ২৩ ডিগ্রি ২৮ মিনিট স্থান জুড়িয়া আলোক ও অপর মেরুতে ঐ পরিমাণ স্থান জুড়িয়া অন্ধকার হয়। পৃথিবী এইরূপ হেলিয়া আছে বলিয়া দৃশ্যতঃ মনে হয় সূর্য্য বিষুবরেখার ২৩ ডিগ্রি ২৮ মিনিট পর্য্যন্ত উত্তরে গিয়া দক্ষিণে ফিরিতে আরম্ভ করে আবার দক্ষিণেও ঐ পরিমাণ গিয়া উত্তরে ফেরে। সূর্য্য কর্কটরাশি হইতে দক্ষিণে এবং মকররাশি পর্য্যন্ত গিয়া আবার উত্তরে ফিরিতে আরম্ভ করে। পৃথিবীর বিষুব-রেখায় সমান্তরাল যে বৃত্ত অঙ্কিত করিলে সূর্য্যায়নমণ্ডলের উত্তরস্থ শেষ সীমা চিহ্নিত হয় তাহার নাম কর্কটরেখা ও দক্ষিণস্থ ঐরূপ বৃত্তের নাম মকররেখা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পৃথিবীর অয়নমণ্ডলের সকল স্থান সূর্য্য হইতে সমান দূরস্থ নহে। অয়নমণ্ডলের যে বিন্দু সূর্য্য হইতে অধিক দূরবর্ত্তী পৃথিবী তাহার নিকট পৌঁছিলে এখন আমাদের উত্তরাংশে গ্রীষ্মকাল হয়, অর্থাৎ সেই সময় উত্তর ভাগ অধিক পরিমাণে সূর্য্যের অভিমুখে থাকে, আর অয়নমণ্ডলের যে বিন্দু সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী পৃথিবী আমাদের শীতকালে তাহার নিকট পৌঁছায়।

গ্রীষ্মকালে আমরা সূর্য্যের নিকট না থাকিয়া শীতেই নিকটে থাকি সে জন্য আমাদের একটু সুবিধা হয়। ইহার বিপরীত হইলে শীতকালে এখনকার অপেক্ষা অধিক শীত এবং গ্রীষ্মকালে এখনকার অপেক্ষা অধিক গ্রীষ্ম হইত। কিন্তু দক্ষিণাংশে আমাদের ঠিক বিপরীত। অয়নমণ্ডলের যে প্রান্ত সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের নিকট পৃথিবী সেই স্থানে উপস্থিত হইলে দক্ষিণাংশে গ্রীষ্ম উপস্থিত হয় অর্থাৎ সেই সময় দক্ষিণ ভাগ অধিক পরিমাণে সূর্য্যাভিমুখী হয় এবং যখন দক্ষিণাংশে শীত উপস্থিত হয় তখন পৃথিবী আবার অয়নমণ্ডলের দূর বিন্দুর নিকটে থাকে। এই জন্য দক্ষিণাংশে শীতের সময় যেমন শীত, গ্রীষ্মের সময় তেমনি গ্রীষ্ম।

ক্রমশঃ।

ব্যাখ্যান মঞ্জরী।*

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যান মূলক পদ্য।

প্রথম ব্যাখ্যান।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

যিনি সার ধন, তাঁহার শরণ, কর জীব! কর সার।
মৃত্যুভয় আর, রবেনা তোমার, হইবে সংসার পার।

কিবা ধনী কি দরিদ্র ছোট বড় নর।
সংসারে মৃত্যুর ভয়ে সবাই কাতর ॥
কেহ পুত্র কেহ পিতা কেহ ভার্য্যা তরে।
মৃত্যু জন্য হাহাকার করে ঘরে ঘরে ॥
ধন জন রূপ মান প্রভুত্ব যৌবন।
মৃত্যু নিমেষেতে করে সকলি হরণ ॥
ভোগের মস্তকোপরি শাণিত কৃপাণ।
হানিবারে মৃত্যু সদা করিছে সন্ধান ॥
সংসারে যাহার বৃদ্ধি তারি হয় ক্ষয়।
জন্ম যার মৃত্যু তার হইবে নিশ্চয় ॥
এই আছে এই নাই ভবের ব্যাপার।
মৃত্যুর অধীন হয় জগৎ সংসার ॥
যতেক বিপদ আছে সংসার ভিতর।
সকল অপেক্ষা মৃত্যু হয় ভয়ঙ্কর।
মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি চারিদিকে রয়।
মৃত্যু কল্প আশা প্রেম নাশে সমুদয় ॥

* ব্যাখ্যানের গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সমূহ সাধারণ জনগণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সহজে প্রচারিত হয় এই উদ্দেশে সেই তত্ত্বগুলি বিবৃত করিয়া সরল পদ্যে নিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করা গেল।

সংসারে মৃত্যুর ভয় হয় অতিশয়।
কিন্তু যেই পায় হেথা অভয় আশ্রয়॥
না পারে তাহারে মৃত্যু করিতে পীড়ন।
অমৃত সলিলে ভাসে তাহার জীবন॥

সিংহ হস্তী জলচর খেচর নিচয়।
ঈশ্বর কৃপায় তারা স্বচ্ছন্দে সুখে রয়॥
ঈশ্বরের কার্য্য তারা করিছে সাধন।
অজ্ঞান বশতঃ তাহা না জানে কখন॥
ইতর জন্তুর মত না রহিও নর!
তাঁর কাজে দেহ মন দাওহে সত্বর॥
জপ তাঁর নাম-সুধা হৃদি সঙ্গোপনে।
তাঁহার অপার দয়া ভাব মনে মনে॥
চাও তাঁর কাছে সদা তাঁর দরশন।
অমৃতের বিন্দু চাও ত্রিতাপনাশন॥
অমৃত দিতে বলি পুত্র কন্যাগণে।
ডাকিছেন বিশ্বমাতা অমিয় বচনে॥
কাতরে অমৃত যেবা তাঁর কাছে চায়।
অকাতরে চিরকাল সেই তাহা পায়॥
নূতন জীবন তার হইবে সঞ্চার।
ঘুচিবেক মলিনতা মোহের আঁধার॥
প্রেমসুধা পিয়ে সদা হবে অমায়িক।
অমৃত-আনন্দ তার বাড়িবে ক্রমিক॥
হোক রোগ শোক তাপ হোক দুঃখচয়।
সে আনন্দ-ভোগ কভু ঘুচিবার নয়॥

যখন তোমারে মৃত্যু করিবে আহ্বান।
জেনো সে আনন্দ এবে হবে বর্দ্ধমান॥
মাতার আদেশ মৃত্যু করিয়া বহন।
তোমারে লইয়া যাবে তাঁহার সদন॥
সে বাণী শুনিয়া তুমি উল্লসিত চিতে।
পারিবে না কিহে নর! মরত ত্যজিতে
তোমারে তুলিয়া মাতা লয়ে নিজ ধামে
দিবেন অক্ষয়-স্বর্গ-ভোগ অবিরামে॥
প্রেম অন্ন প্রেম পান প্রেম সমুদায়।
কত সুখ-রত্ন তাহা বলা নাহি যায়॥

কর তবে অমৃতের সঙ্গে হেথা যোগ।
সে যোগের কভু নাহি হইবে বিয়োগ,
করহ এখানে কিছু অমৃত সম্বল।
রোগ শোক মৃত্যুভয় এড়াবে সকল॥

প্রেরিত পত্র।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

আমরা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় গুরুতর তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন সকলের মীমাংসা শুনিব এবং তাহার নিকট গুরুতর ঈশ্বর বিষয়ক তত্ত্ব-সকল শিক্ষা করিব সর্ব্বদাই এই আশা করিয়া থাকি এবং এই আশা করিয়াই আমি আষাঢ় মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত "নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম" নামক প্রস্তাবের একটি শুষ্ক অংশের প্রতিবাদ করিয়া আমার ক্ষুদ্র পত্র খানি লিখিয়াছিলাম কিন্তু শ্রাবণ মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত আমার পত্রের নীচে আপনি তাহার যে প্রকার উত্তর দিয়াছেন তাহা আমার প্রশ্নের উত্তর নহে। উহা তাহার একটা নিতান্ত সম্পর্কশূন্য সর্গান্তরের অবতারণা মাত্র। ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি অচিন্ত্য কি চিন্ত্য এখানে সে প্রশ্ন হয় নাই। এখানে কথা এই হইয়াছিল যে, ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি অচিন্ত্য বা অনন্ত গুণে অধিক হইলে তিনি অনন্ত পরিমাণে "সগুণ" শব্দের বাচ্য কি "নির্গুণ" শব্দের বাচ্য হইবেন? নির্গুণ শব্দের তো অর্থ এই যে যাহাতে কোন গুণ নাই কোন শক্তি নাই। ঈশ্বরকে যদি নির্গুণ বলা যায় তবে তাহার অর্থ এই হয় যে ঈশ্বরে কোন গুণ নাই কোন শক্তি নাই—যাহা একেবারে অসম্ভব। বস্তু আছে অথচ গুণ নাই, কিম্বা গুণ আছে অথচ বস্তু নাই ইহা অসম্ভব কল্পনা। কি! যে ঈশ্বর হইতে এই বিশাল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে তাঁহার গুণ নাই, তাঁহার শক্তি নাই! ইহা হইতে ন্যায়বিরুদ্ধ যুক্তিবহির্ভূত কথা আর কিছুই হইতে পারে না।

আপনি আষাঢ় মাসের পত্রিকাতে বলিয়াছিলেন যে "ঈশ্বরের জ্ঞান করুণা শক্তি আমাদের জ্ঞান করুণা শক্তি অপেক্ষা অনন্ত পরিমাণে অধিক ও শ্রেষ্ঠ" আপনার এই যে বাক্য আমি আমার পত্রে উদ্ধৃত করিয়াছিলাম আপনি তাহাই আবার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে "যদি ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি করুণাকে কোন প্রকারে মানুষের জ্ঞান শক্তি করুণার ন্যায় বলা হয় তাহা হইলে মানুষের গুণ অনন্ত রূপে বৃদ্ধি করিয়া ঈশ্বরে আরোপ করা হয় অর্থাৎ ঈশ্বরকে অনন্ত মানুষ করিয়া ফেলা হয়।" ঈশ্বরের স্বাভাবিকী যে জ্ঞান বল ক্রিয়া তাহা স্বাভাবিকই অনন্ত। ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি কখনই পরিমিত হইতে পারে না অতএব মনুষ্যের পরিমিত জ্ঞান শক্তিকে যতই বৃদ্ধি কর তাহা কখনই অনন্ত স্বরূপ ঈশ্বরে আরোপ করা যায় না

যেহেতু অনন্ত-স্বরূপে তাহা পঁহুছিতেই পারে না। অতএব ঈশ্বরকে অনন্ত মানুষ করিয়া ফেলার কথা অতি অসঙ্গত ও হাস্যাস্পদ কথা। মনুষ্যের জ্ঞান ভাব ইচ্ছা সকলই অপূর্ণ অতি অব্যবস্থিত ও অনিয়ন্ত্রিত। জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকাতে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলিয়াছেন যে "মনুষ্যে যেমন জ্ঞান ভাব এবং ইচ্ছা অপূর্ণ বলিয়া তাহা অনেক সময়ে অব্যবস্থিত ও অনিয়ন্ত্রিত ভাব ধারণ করে, পরব্রহ্মে জ্ঞান ভাব ইচ্ছা পূর্ণ বলিয়া তাহা কোন প্রকারে মানব ধর্ম্মাক্রান্ত হইতে পারে না।" বাস্তবিক মানুষের জ্ঞান শক্তি ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তির সঙ্গে তুলনাই হইতে পারে না। যেহেতু ছায়া হইতে আতপের ন্যায় মনুষ্যের জ্ঞান হইতে ঈশ্বরের জ্ঞান, প্রকারে বিভিন্ন এবং তা ছাড়া পরিমাণে অনন্ত। অতএব সিদ্ধ হইল যে মানুষের জ্ঞান শক্তি অনন্ত গুণে বৃদ্ধি করিয়া ঈশ্বরে আরোপ করা যায় না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যদি মনুষ্যের পরিমিত নিকৃষ্ট জ্ঞান যাঁহা ইহলোকে রক্ত মজ্জার উপরে নির্ভর করে তাহা যদি গুণ শব্দের বাচ্য হয় তবে ঈশ্বরের যে স্বাভাবিক ও স্বপ্রকাশ ও অনন্ত পরিমাণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান শক্তি তাহা কি নির্গুণ শব্দের বাচ্য হইবে? জ্ঞান-শক্তি-প্রেম-বিহীন একটা শূন্য বস্তু একটা অস্বাভাবিক কল্পনা মাত্র। সে শূন্যকে পূজা দিলে সে গ্রহণ করে না, প্রেম দিলে প্রেমালিঙ্গন করে না এবং স্বয়ং উদ্‌বুদ্ধ হইয়া জীবের মঙ্গল কামনা করে না। কোথায় এই শূন্য আর কোথায় সেই সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বর! যিনি "সত্যং জ্ঞানং" "শিবং স্বতন্ত্রং" এবং "জাগ্রৎ জীবন্ত দেব, সেবককাণ্ডারী" তিনি অচিন্ত্য হউন আর চিন্ত্যই হউন সর্ব্বদা সকল অবস্থাতেই তিনি সেই একই। জ্ঞান প্রেম মঙ্গল ভাবে তিনি সর্ব্বথা সকল দেশের মধ্যে সকল কালের মধ্যে বর্ত্তমান এবং দেশ কালের অতীত, আপনার মধ্যেও আপনি জ্ঞান শক্তিতে পূর্ণ। ঈশ্বর তাঁহার জ্ঞান শক্তি প্রেম মঙ্গল আমাদের জন্য এখানে যত টুকু দিয়াছেন তাহা হইতে অনন্ত পরিমাণে সেই জ্ঞান শক্তি প্রেম মঙ্গল ভাব তাঁহাতে রহিয়াছে। আমরা উপযুক্ত হইলে সেই প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে আরো অধিকাধিক পরিমাণে তাহা আমাদিগকে বিতরণ করিবেন। যখন সর্ব্বমঙ্গলালয় ঈশ্বরের এই গূঢ় ভাব আমারদের মনে আইসে, তখন এই শুষ্ক মানব হৃদয় পাপে তাপে বিকম্পিত হইলেও কি অমৃত রসেই সিক্ত হয়, কি আনন্দেই প্লাবিত হয়! কিন্তু ইহা না ভাবিয়া, তাঁহাকে সর্ব্বথা এক অনন্ত অতুল্য গুণের আধার না বলিয়া, সেই গুণাধারে একটা শুষ্ক "নির্গুণ" শব্দ প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে শূন্য করিতে এবং হৃদয়ের আশা ভরসাকে শুকাইয়া ফেলিতে যাই কেন? ইহা কি মনুষ্যের বিবেক-সম্মত?

ইহার উত্তরের আশা করি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার আশা পূর্ণ করিলে চির বাধিত হইব। সত্যের অনুরোধে যদি আমার কোন উক্তি অপ্রিয় হইয়া থাকে তবে তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন, এই প্রার্থনা*।

অনুগত

* ধর্ম্ম বিষয়ে বিবাদ অনেক সময়ে বিবাদে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। "জিজ্ঞাসু" বলিতেছেন যে ঈশ্বরকে যদি নির্গুণ বলা যায় তবে তাহার অর্থ এই হয় যে ঈশ্বরের কোন গুণ নাই, কোন শক্তি নাই। আমরা এই অর্থে নির্গুণ শব্দ ব্যবহার করি নাই। আমরা নির্গুণ শব্দ "মানবীয় গুণ বর্জ্জিত" অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলাম। আমরা আমাদের লিখিত প্রস্তাবে বলিয়াছিলাম "ব্রহ্ম জ্ঞান-শক্তি-করুণা-বিশিষ্ট অতএব তিনি সগুণ; তাঁহার জ্ঞান শক্তি করুণা কোন প্রকারে আমাদিগের জ্ঞান শক্তি করুণার ন্যায় নহে অতএব তিনি নির্গুণ।" যখন "জিজ্ঞাসু" বলিতেছেন যে মনুষ্যের জ্ঞান শক্তি ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তির সহিত তুলনাই হইতে পারে না এবং উভয়ের মধ্যে ছায়া আতপের প্রভেদ তখন তাঁহার সহিত আমাদের বিবাদের কোন কারণ নাই। ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি করুণার সহিত মনুষ্যের জ্ঞান শক্তি করুণার কোন তুলনাই হইতে পারে না এবং আতপ ও ক্ষুদ্র দীপালোকের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ সেরূপ প্রভেদ নাই। ছায়া আতপের মধ্যে যেমন সম্পূর্ণ রূপে প্রকারের প্রভেদ, তেমনি মনুষ্যের জ্ঞান শক্তি করুণার সহিত ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি করুণার প্রকৃতিগত সম্পূর্ণ প্রভেদ মানিয়া ঈশ্বরকে "অনন্ত গুণে সগুণ" বলা যাইতে পারে। "জিজ্ঞাসু" বলিতেছেন যে তাঁহার প্রথম প্রতিবাদের আমরা যে উত্তর দিয়াছিলাম তাহা নিতান্ত সম্পর্কশূন্য সর্গান্তরের অবতারণা মাত্র। বিবেচনা করিলে প্রতীতি হইবে যে উহা সম্পর্কশূন্য নহে। জিজ্ঞাসু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ঈশ্বরকে কি প্রকারে নির্গুণ বলা যাইতে পারে? আমরা তাহার উত্তরে ঈশ্বরের নির্গুণত্ব (নির্গুণত্ব শব্দ আমরা যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলাম সেই অর্থে বলিতেছি) প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে বলিয়াছিলাম যে যদি ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি করুণাকে কোন প্রকারে মানুষের জ্ঞান শক্তি করুণার ন্যায় বলা হয় অর্থাৎ যদি নির্গুণ বলা না হয় তাহা হইলে মানুষের গুণ অনন্তরূপে বৃদ্ধি করিয়া ঈশ্বরে আরোপ করা হয়। সেই অনন্ত পুরুষ যাঁহাতে মানবীয় কোন গুণই নাই যেহেতু মানবীয় সকল গুণই অপূর্ণতা-সঙ্কুল ও ক্ষীণতা-ঘন তিনিই "সত্যং জ্ঞানং" "শিবং স্বতন্ত্রং" এবং "জাগ্রৎ জীবন্ত দেব সেবককাণ্ডারী।" তং সৎ

THE PERSONALITY OF GOD.

Now whilst the conception which each individual forms of the Divine Nature will depend in great degree upon his own habits of thought, there are two extremes towards one or other of which most of the current notions on this subject may be said to tend, and between which they have oscillated in all periods of the history of monotheism. These are *Pantheism* and *Anthropomorphism.*—Towards the Pantheistic aspect of Deity, we are especially led by the philosophic contemplation of His agency in external Nature; for in proportion as we fix our attention exclusively upon the "laws" which express the orderly sequence of its phenomena, and upon the "forces" whose agency we recognize as their efficient causes, do we come to think of the Divine Being as the mere *first principle* of the universe.—as an all comprehensive 'law" to which all other laws are subordinate, as that most general "cause" of which all the Physical forces are but manifestations. This conception embodies a great truth, and a fundamental error. Its truth is the recognition of the universal and all controlling agency of the Deity, and of His presence in Creation rather than on the outside of it. Its error lies in the absence of any distinct recognition of that *conscious volitional* agency, which is the essential attribute of Personality; for without this there can be no Moral Government, and man's worthiest aspirations after the Divine Ideal would have no real object.—The Anthropomorphic conception of Deity, on the other hand, arises from the too exclusive contemplation of *our own* nature as the type of the Divine: and although, in the highest form in which it may be held, it represents the Deity as a Being in whom all Man's noblest attributes are expanded to Infinity, yet it is practically limited and degraded by the impossibility of *fully* realiziug such an existence to our minds; the failings and imperfections incident to our Human nature being attributed to the Divine, in proportion as the standard of Intellectual and moral development attained by each individual limits his idea of possible excellence. Even the lowest form of any such conception, however, embodies (like the Pantheistic) a great truth, though mingled with a large amount of error. It represents the Deity as a *person*; that is, as possessed of that intelligent Volition, which we recognize in ourselves as the source of the power we determinately exert, through our bodily organism, upon the world around; and it invests Him also with those Moral attributes, which place Him in sympathetic relation with His sentient creatures. But this conception is erronious, in so far as it represents the Divine nature as restrained in its operations by any of those limitations which are inherent in the very constitution of Man; and, in particular, because it leads those who accept it, to think of the Creator as "a remote and retired mechanician inspecting from without the engine of creation to see how it performs," and as either leaving it entirely to itself when once it has been brought into full activity, or as only interfering at intervals to change the mode of its operation.

Now the Truths which these views separately contain, are in perfect harmony with each other; and the very act of bringing them into combination effects the elimination of the errors with which they were previously associated. For the idea of the universal and all controlling agency of the Deity, and of His immediate presence throughout creation, is not found to be in the least degree inconsistent with the idea of His personality; when that idea is freed from the limitations which cling to it in the minds of those who have not expanded their Anthropomorphic conception by the Scientific contemplation of Nature. And the Man of Science who studies not only the Mechanism of Nature, but the Forces which give Life and Motion to that Mechanism, and who fixes his thought on that conception of *force* as an expression of *will*, which we derive from *our own experience* of its production, is thus led to recognize the universal and constantly sustaining agency of the Deity in every phenomenon of the Universe, and to feel that in the material Creation itself, he has the same distinct evidence of His personal existence and ceaseless activity, as he has of the agency of Intelligent mind in the Creations of Artistic Genius, or in the elaborate products of Mechanical skill, or in those written records of Thought and

Feeling which arouse our own Psychical nature into kindred activity.

W. B. Carpenter

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

"সন্ধ্যাসঙ্গীত" শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত মূল্য ৷৷০ আট আনা।

"ব্রহ্ম শতক" শ্রীযুক্ত গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক প্রণীত মূল্য ৷০ চারি আনা।

"দুই খানি ছবি" সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্ট কমিটির দ্বারা প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য কিম্বা পুস্তকাদি ক্রয় জন্য হুণ্ডি, মনিঅর্ডর ইত্যাদি পাঠাইবেন তাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস মহাশয়ের নামে পাঠাইবেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে উক্ত পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক মূল্য ৩৷৷০ টাকা, ডাক মাশুল ৷৵০ আনা। ছয় মাসের মধ্যে এক কালে অগ্রিম মূল্য না দিলে পশ্চাদ্দেয় হিসাবে ৩৷৷০ গৃহীত হইবে।

মফস্বলস্থ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যে সকল গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট উক্ত পত্রিকার মূল্য ও মাশুল বাকি আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেয় টাকা পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। আর যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্ত্তমান বৎসরের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৩।

আষাঢ়।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৮১৪ ৵ ৯
পূর্ব্বকার স্থিত	২৪৫২৷৵৹ ৯
সমষ্টি	৩২৬৭ ৵ ৬
ব্যয়	৪৩৭৷৷৵ ৯
স্থিত	২৮২৯৷৴ ৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৫১৬৷৵৹ ৯
দঃ পরলোকগত পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রদত্ত চারি টাকা সুদের ৪৩৩৯ অব ৩৯০১ অব ১৮৩৫—৩৬ ৩১ মার্চ ১৮৩৬ নম্বরের ১ কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ ক্যাশ ভুক্ত করা হয়।	৫০০৲
দান প্রাপ্তি।	
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় নড়াল	৫৲
„ হরকুমার সরকার করচমাড়িয়া	২৲
দানাধারে প্রাপ্ত	৮ ৵৩
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	১৷৴৬
	৫১৬৷৵৹৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৮৫৷৷৴৬
পুস্তকালয় ...	৩
যন্ত্রালয় ...	১৮৯
গচ্ছিত ...	১৯৷৴৬
সমষ্টি	৮১৪ ৵৯

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	১৮৮৷৵৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৯১৷৴০
পুস্তকালয়	২৫ (৬
যন্ত্রালয়	১২৭ ৷৷ ৩
গচ্ছিত	৪৷৵৬
সমষ্টি	৪৩৭৷৷৵৯

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

Registeted NO 52.

দশম কল্প
চতুর্থ ভাগ
আশ্বিন ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৩

৪৭০ সংখ্যা

শক ১৮০৪

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদঃ।

তত্র দশমে মণ্ডলে একাদশেঽনুবাকে প্রথমং সূক্তং।

নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নোব্যোমা পরোযৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরং॥ ১॥

'তদানীং' সেই সময়ে সেই সৃষ্টির পূর্ব্বে "ন অসৎ আসীৎ' অসৎ ছিল না 'নো সৎ আসীৎ' ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যে সৎ তাহাও ছিল না। 'ন আসীৎ রজঃ' এক কণা রেণুও ছিল না। 'নো ব্যোমা' ঐ মহান্ আকাশও ছিল না। নাপি 'পরঃ যৎ' উপরে যে দ্যুলোক তাহাও ছিল না। 'কিং আবরীবঃ' যেমন আকাশকে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র এখন আবরণ করিয়া রহিয়াছে, যখন আকাশও ছিল না তখন আকাশের এই সকল আবরণই বা কোথায়? 'কুহ কস্য শর্ম্মণ্' কোথায় বা কাহার এই সকল ভোগ্য বস্তু। 'অম্ভঃ কিং আসীৎ গহনং গভীরং' এই যে গহন গভীর সমুদ্র, তাহাও কি তখন ছিল? ১

সেই সময়ে সেই সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ ছিল না ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যে সৎ তাহাও ছিল না। এক কণা রেণুও ছিল না, এই মহান্ আকাশও ছিল না। উপরে যে দ্যুলোক তাহাও ছিল না। যেমন আকাশকে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র এখন আবরণ করিয়া রহিয়াছে, যখন আকাশও ছিল না তখন আকাশের এই সকল আবরণই বা কোথায়? কোথায় বা কাহার এই সকল ভোগ্য বস্তু? এই যে গহন গভীর সমুদ্র তাহাও কি তখন ছিল? ১

মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধযা তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিংচ নাস॥ ২॥

'মৃত্যুঃ আসীৎ অমৃতং ন তর্হি' মৃত্যু অমৃত তখন্ কিছুই ছিল না। 'ন রাত্র্যা অহ্নঃ আসীৎ' রাত্রির সহিত দিনও ছিল না, ন 'প্রকেতঃ' প্রজ্ঞানও ছিল না। 'আনীৎ অবাতং স্বধযা তৎ একং' তখন স্বীয় শক্তির সহিত অবাত প্রাণিত সেই এক ব্রহ্মই জাগ্রৎ ছিলেন। 'তস্মাৎ হ অন্যৎ ন কিঞ্চন আস' তাঁহা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। 'ন পরঃ' এই বর্ত্তমান জগৎও ছিল না॥ ২

মৃত্যু অমৃত তখন্ কিছুই ছিল না। রাত্রির সহিত দিনও ছিল না, প্রজ্ঞানও ছিল না। তখন স্বীয় শক্তির সহিত অবাত প্রাণিত সেই এক ব্রহ্মই জাগ্রৎ ছিলেন। তাঁহা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, এই বর্ত্তমান জগৎও ছিল না। ২

তম আসীত্তমসাগূঢ়মগ্রেহপ্রকেতং স-
লিলং সর্ব্বমাইদং।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তম্ম-
হিনাজায়তৈকং ॥ ৩ ॥

'তমঃ আসীৎ তমসা গূঢ়ং অগ্রে' অগ্রে, সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্ধকার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। 'অপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বং আঃ ইদং' এই সমুদয় অপ্রজ্ঞাত জ্যোতিহীন মহাশূন্য-সমুদ্র ছিল। 'তুচ্ছ্যেন আভু অপিহিতং যৎ আসীৎ' 'একং' তুচ্ছ অজ্ঞানের দ্বারা সম্যক্ আচ্ছাদিত যে এক বিশ্ব কার্য্যের বীজ ছিল 'তৎ' 'তপসঃ মহিনা অজায়ত' তাহা পরমেশ্বরের জ্ঞানালোচনার মাহাত্ম্যে ব্যক্ত হইয়া উৎপন্ন হইল। ৩

অগ্রে, সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্ধকার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। এই সমুদয় অপ্রজ্ঞাত জ্যোতিহীন মহা শূন্য-সমুদ্র ছিল। তুচ্ছ অজ্ঞানের দ্বারা সম্যক্ আচ্ছাদিত যে এক বিশ্ব কার্য্যের বীজ ছিল, তাহা পরমেশ্বরের জ্ঞানালোচনার মাহাত্ম্যে ব্যক্ত হইয়া উৎপন্ন হইল। ৩

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসোরেতঃ
প্রথমং যদাসীত্।
সতোবন্ধুমসতি নিরবিন্দন্হৃদি প্রতীষ্যা
কবয়োমনীষা ॥ ৪ ॥

'মনসঃ প্রথমং রেতঃ যৎ আসীৎ' মনের প্রথম বীর্য্য যাহা ছিল 'কামঃ' সেই যে প্রেম 'তৎ অগ্রে অধিসমবর্ত্তত' তাহা সর্ব্বাগ্রে আবির্ভূত হইল। 'সতঃ অসতি' সতের সহিত অকৃত কারণের 'বন্ধুং' যে বন্ধন, সেই প্রেম বন্ধন; সেই প্রেম বন্ধনকে 'কবয়ঃ' কবিরা 'হৃদি' হৃদয়ে 'মনীষা' বুদ্ধির দ্বারা 'প্রতীষ্যা' প্রতীষ্য বিচার করিয়া 'নিরবিন্দন্' জানিলেন। ৪

মনের প্রথম বীর্য্য যাহা ছিল, সেই যে প্রেম, তাহা সর্ব্বাগ্রে আবির্ভূত হইল। সতের সহিত অকৃত কারণের যে বন্ধন সেই প্রেম বন্ধন; সেই প্রেম বন্ধনকে কবিরা হৃদয়ে বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া জানিলেন। ৪

তিরশ্চীনোবিততোরশ্মিরেষামধঃ স্বি-
দাসী ৩ দুপরিস্বিদাসী ৩ ত্।
রেতোধা আসন্ মহিমানআসন্তস্বধা
অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥ ৫ ॥

'এষাং' এই কার্য্য কলাপদিগের 'তিরশ্চীনঃ বিততঃ রশ্মিঃ' সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট ও সুবিস্তৃত যে রশ্মি তাহা 'অধঃ স্বিৎ আসীৎ' অধস্থিত এই পৃথিবী হইতে উঠিয়াছে 'উপরিস্বিৎ আসীৎ' কি উপরের স্বর্গ হইতে আসিয়াছে। 'রেতোধাঃ আসন্' এই সৃষ্টি কার্য্যের মধ্যে অগণ্য জীব জন্তু রহিয়াছে 'মহিমানঃ আসন্' এবং ইহা অন্ন জল প্রভৃতি মহা বিস্তৃত ভোগ্য বস্তুতে পূর্ণ রহিয়াছে। সেই ভোক্তৃ ভোগ্যের মধ্যে 'স্বধা' অন্ন প্রভৃতি ভোগ্য প্রপঞ্চ 'অবস্তাৎ' নিকৃষ্ট 'প্রযতিঃ' এবং নিয়ন্তা ভোক্তা যে জীব তাহা 'পরস্তাৎ' উৎকৃষ্ট। ৫

এই কার্য্য কলাপদিগের সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট ও সুবিস্তৃত যে রশ্মি, তাহা অধঃস্থিত এই পৃথিবী হইতে উঠিয়াছে কি উপরের স্বর্গ হইতে আসিয়াছে? এই সৃষ্টি কার্য্যের মধ্যে অগণ্য জীব জন্তু রহিয়াছে এবং ইহা অন্ন-জল প্রভৃতি মহাবিস্তৃত ভোগ্য বস্তুতে পূর্ণ রহিয়াছে। সেই ভোক্তৃ ভোগ্যের মধ্যে অন্ন প্রভৃতি ভোগ্য প্রপঞ্চ নিকৃষ্ট এবং নিয়ন্তা ভোক্তা যে জীব, তাহা উৎকৃষ্ট। ৫

কো অদ্ধাবেদ কইহ প্রবোচৎ কুত আ-
জাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কোবেদ
যতআবভূব ॥ ৬ ॥

'কঃ অদ্ধা বেদ' কে ঠিক জানে 'কুতঃ ইয়ং বিসৃষ্টিঃ' কোথা হইতে এই বিচিত্র সৃষ্টি। 'কঃ ইহ প্রবোচৎ কুতঃ আজাতা' কে বা এখানে বলিয়াছে যে কোথা হইতে এই সকল জন্মিয়াছে। 'অর্বাক্ দেবাঃ অস্য বিসর্জনেন' দেবতারা এই সৃষ্টির পরে জন্মিয়াছেন। 'অথা কঃ বেদ' তবে কে জানে 'যতঃ আবভূব' যাহা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ৬

কে ঠিক জানে কোথা হইতে এই বিচি

সৃষ্টি? কে বা এখানে কোথা হইতে এই সকল জন্মিয়াছে এই সৃষ্টির পরে জন্মিয়াছেন? তবে কে যাহা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।

যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ত্সো অংগ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭ ॥

'ইয়ং বিসৃষ্টিঃ' এই বিচিত্র সৃষ্টি 'যতঃ আবভূব' যাঁহা হইতে জন্মিয়াছে 'যদি বা দধে' যদি ইহাকে কেহ ধারণ করিয়া থাকেন তবে তিনিই তাহা ধারণ করিয়া আছেন 'যদি বা ন' যদি বা তিনি নাই ধারণ করিয়া থাকেন। 'পরমে ব্যোমন্' পরম আকাশে 'যঃ অস্য অধ্যক্ষঃ' যিনি এই জগতের অধ্যক্ষ, 'সঃ অংগ বেদ' তিনি অবশ্য তাহা জানেন। 'যদি বা ন বেদ' কিম্বা যদি নাই জানেন! ৭

এই বিচিত্র সৃষ্টি যাঁহা হইতে জন্মিয়াছে, যদি ইহাকে কেহ ধারণ করিয়া থাকেন তবে তিনিই তাহা ধারণ করিয়া আছেন—যদি বা নাই ধারণ করিয়া থাকেন। পরম আকাশে যিনি এই জগতের অধ্যক্ষ, তিনি অবশ্য তাহা জানেন, কিম্বা যদি নাই জানেন। ৭

তাৎপর্য্য।

১। এই সূক্তের ঋষি প্রজাপতি সৃষ্টির পূর্ব্ব সময়ের আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। এই মহান্ আকাশ ও দ্যুলোক কোথায়, এক কণা রেণুও ছিল না। কোথায় বা এই সকল জীব জন্তু, কোথায় বা তাহারদের ক্রিয়া কলাপ, কোথায় বা তাহারদের সুখ সৌভাগ্য—তখন ইহার কিছুই ছিল না। অগণন নক্ষত্র-পুঞ্জ যে এই আকাশকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারাও তখন ছিল না। গভীর সমুদ্র ছিল না, এক বিন্দু জলও ছিল না। এই সকল যে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সৎবস্তু, তাহা কিছুই ছিল না। তবে কি তখন্ অসৎ ছিল? অসৎও ছিল না। যদি অসৎ থাকিত, তবে কোথা হইতে এই সতের উৎপত্তি হইত? 'কথমসতঃ সজ্জায়েত' অতএব সতের কারণ, সত্যের সত্য, অকৃত অমৃত একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্ম ছিলেন।

২। সেই পরব্রহ্মই অবাত নিঃশ্বাসে প্রাণিত ছিলেন। যখন্ মৃত্যু ছিল না, মর্ত্ত্য জীবও ছিল না; যখন্ অমৃত ছিল না, অমরণধর্ম্মা দেবতারাও ছিলেন না; কোন প্রকার প্রজ্ঞানও ছিল না; যখন রাত্রি দিন ঋতু সম্বৎসর কালের কোন অবয়ব ছিল না তখন কালের কাল সেই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মই জীবিত ছিলেন। সকল অভাবের মধ্যে সেই মহাপ্রাণই স্পন্দিত হইতেছিল। তিনি সেই আশ্চর্য্য-শক্তি-সমন্বিত ছিলেন, যাহা হইতে এই বর্ত্তমান জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

৩। তখনকার সেই আদিম অন্ধকারের মধ্যে, অপ্রজ্ঞাত অনির্দ্দেশ্য জ্যোতিহীন শূন্যের গর্ভে পূর্ণ পুরুষ পরমেশ্বরেতে এই জগৎ কার্য্যের যে একটি বীজ নিহিত ছিল, তাহা তাঁহার জ্ঞান-আলোচনাতে ব্যক্ত হইয়া উৎপন্ন হইল।

৪। পরমেশ্বরের হৃদয়ে প্রেম উদ্দীপ্ত হইল আর এই বিশ্ব সংসার প্রকাশ পাইল। প্রথমে প্রেমের আবির্ভাব, পরে জ্ঞানের আলোচনা, তাহার পরে দেশ-কাল-সূত্রে এই জগৎ অনুস্যূত হইল। প্রেমই মনের বীর্য্য, সেই প্রেমেরই প্রভাবে প্রভাকর প্রভা পাইল, সুধাকর শোভার আধার হইল, এই বিশ্ব সংসার এক প্রেমের সংসার হইয়া উঠিল। যখন পুরাতন ঋষিদের মনে প্রেমের ছায়া পড়িল, তখন তাঁহারা আলোচনা

করিয়া জানিলেন, জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের যে বন্ধন সে কেবল প্রেমের বন্ধন। এখনকার কবিরাও প্রেম-রসে আর্দ্র হইয়া গান করিতেছেন "যে দিকে আজি ফিরাই আঁখি, প্রেমরূপ নিরখি তোমারি।"

৫। ঋষিরা তাঁহারদের নবীন চক্ষুতে অসংখ্য জীব জন্তু ও ভোগ্য বস্তুতে পরিপূর্ণ এই বিশাল বিশ্ব ক্ষেত্র দেখিয়া আশ্চর্য্যে অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন এবং ইহার উৎপত্তির মূল স্থির করিতে না পারিয়া অতি বিহ্বল চিত্তে তখন বলিয়াছিলেন, ইহা এই অধঃস্থিত পৃথিবী হইতে উঠিয়াছে কি উপরিস্থিত স্বর্গ হইতে আসিয়াছে?

৬। প্রজাপতি ঋষি এই বিচিত্র সৃষ্টি দেখিয়া বলিতেছেন যে এ সৃষ্টি কোথা হইতে আইল? কে বা জানে কেই বা ঠিক্ করিয়া বলিতে পারে যে কোথা হইতে ইহা আইল। মনুষ্যের জানিবার সাধ্য কি? দেবতারাও জানেন না।

৭। এই প্রকাণ্ড জগৎ কোথা হইতে আসিল? যিনি ইহার অধ্যক্ষ, যিনি ইহার ঈশ্বর, কেবল তিনিই তাহা জানেন। ইহা বলিয়াও ঋষির মন নির্ম্মল হইল না—সংশয়ে আন্দোলিত হইয়া বলিলেন, এমনও হইতে পারে যে তিনিও তাহা জানেন না। এই প্রকাণ্ড জগতে অগণ্য নক্ষত্র-লোক-সকল শূন্যে শূন্যে নিরালম্বে যে রহিয়াছে, তাহার ভার কে ধারণ করিয়া আছে। যাঁহা হইতে এই সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে তিনিই এই সকল ধরিয়া আছেন। ইহা বলিয়াও আবার ঋষির মনে সংশয় উঠিল—তিনি যদি এই সকল নাই ধরিয়া থাকেন। ঋষি নিঃসংশয় হইয়া জানিতে পারিলেন না যে কে এই সকল ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। তিনি ইহা জানিয়াও জানিলেন না। ঈশ্বরের অচিন্ত্য মহিমা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। "কে জানে মহিমা বিভু তোমার?" সেই জানে যাহাকে তুমি জানাও—আর কেহই জানিতে পারে না। ঋষি মুনিরাও ইহাতে মুগ্ধ হইয়া যান।

ধর্ম্মপুর ব্রাহ্মসমাজ।

দশম সাম্বৎসরিক উৎসব।

৫ই ভাদ্র রবিবার ১৮০৪ শক।

আজ আমাদের কি আনন্দের দিন, আজ করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় ধর্ম্মপুর ব্রাহ্মসমাজ একাদশ বৎসরে পদার্পণ করিল। কৃপাময়ের কৃপাই ইহার মূল। তাঁহার কৃপা ব্যতীত এই সমাজ কখনই স্থায়িভাব অবলম্বন করিতে পারিত না। এই ব্রাহ্মসমাজ কেবল মঙ্গলময় পরম পিতার কৃপাবলে নানাবিধ বিঘ্ন বিপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এই অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে। আমরা এক বৎসর কাল পরে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের প্রসাদে এই শুভদিন প্রাপ্ত হইয়াছি। এই শুভদিন আমাদিগের পরম আনন্দের দিন। আজ সকল বস্তুই যেন সেই বিশ্বপাতা পরমপিতা পরমেশ্বরের আনন্দময় ভাব, মঙ্গলময় ভাব ও পুণ্যময় ভাব প্রকাশ করিতেছে। আজ এই প্রাভাতিক সুশীতল সমীরণ যেন তাঁহারই আনন্দময় ভাব চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিয়া আমাদিগের মনঃপ্রাণ প্রফুল্ল করিতেছে। আজ এই উদ্যানস্থ তরুলতা সকল যেন পুলকিত হইয়া নম্রভাবে তাঁহারই মহিমা ব্যক্ত করিতেছে। সৌগন্ধিক কুসুম সকল বিকসিত হইয়া যেন সেই পরম মঙ্গলময়ের অনির্ব্বচনীয় সৌম্য ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক মনোহর সৌরভ বিস্তার করিতেছে। আজ দিবাকরের কিরণে যেন তাঁহারই পবিত্র জ্যোতি প্রকাশিত হইতেছে। আজ সংসারের সকল বস্তুই যেন অভিনব

ভাব ধারণ করিয়া অন্তঃকরণে উৎসাহ-শিখা প্রজ্বলিত করিয়া দিতেছে। এই শুভ দিন আমাদিগের জীবনের একটী প্রধান বাঞ্ছনীয় পরম পদার্থ।

আমরা সমুৎসুক চিত্তে সংবৎসর কাল এই শুভ দিনের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, আজ পরম পুরুষের প্রসাদে সেই শুভ দিন সেই মহোৎসবের দিন প্রাপ্ত হইয়াছি। এই মহোৎসবের পবিত্র আনন্দ একাকী নির্জনে উপভোগ করিলে ইহার মহত্ত্ব হৃদয়ে সেরূপ প্রতিভাত হয় না, তজ্জন্যই এই সকল উদ্যোগ এবং তজ্জন্যই আমরা সকলে এই পবিত্র স্থানে একত্র সমবেত হইয়াছি। বাহ্য আড়ম্বর প্রদর্শন জন্য ইহার আয়োজন নহে। এ উৎসব লৌকিক উৎসব নহে, ইহা পারমার্থিক মহোৎসব। ইহার অন্তস্তলে যে পারমার্থিক ভাব সকল গূঢ়রূপে নিহিত আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করাই ইহার এক মাত্র উদ্দেশ্য।

এই উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সামান্য দেবতা নহেন। তাঁহার আবির্ভাবে এই উৎসব পরম পবিত্র ভাব ও অলৌকিক আনন্দময় ভাব ধারণ করিয়াছে। এই পবিত্র উৎসবে আত্মার উন্নতি সাধন ও জীবনের সার্থকতা সম্পাদন হইয়া থাকে। এই উৎসবের মহান্ পবিত্র ভাব ধারণ করা অতি পবিত্র হৃদয়ের কার্য্য। যেমন দিবাকরের কিরণ মৃৎপিণ্ডে প্রতিফলিত হয় না, সেইরূপ পাপ-কলুষিত হৃদয়ে সেই পবিত্র ভাব কোন ক্রমেই প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। পাপ-চিন্তা, পাপ-লালসা ও অসৎ প্রবৃত্তি সকল পরিত্যাগ করিলে এবং হৃদয় পবিত্র ও নির্ম্মল হইলে এই উৎসবের মহান পবিত্র ভাব ও ধর্ম্মের উন্নত ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। হৃদয়ে যতই ধর্ম্মের ভাব ও ঈশ্বর-প্রেম সমুদিত হইতে থাকিবে, ততই মনুষ্যত্ব বর্দ্ধিত হইবে ও সংসারানুরাগ খর্ব্ব হইয়া আসিবে। কুসংস্কার সকল হৃদয় হইতে অপসারিত হইবে। তখন সংসারের অতি ভীষণ প্রলোভন সেই পবিত্র হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইবে না। যাঁহার হৃদয়ে এই উৎসবের অপূর্ব্ব ভাব এবং ধর্ম্মের উজ্জ্বল ভাব আবির্ভূত হইবে, ধর্ম্ম-জনিত বিশুদ্ধ সুখ-সলিলের মনোহর উৎস, তাঁহার মানস-ক্ষেত্রে নিরন্তর উৎসারিত হইতে থাকিবে। দ্বেষ মাৎসর্য্য প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সকল তাঁহার হৃদয়-কাননে কোন ক্রমেই আর স্থান প্রাপ্ত হইবে না। দয়া, দাক্ষিণ্য পরোপকার প্রভৃতি তরুলতা সকল সেই কাননে অমৃতময় ফল প্রসব করিবে। তিনি মর্ত্ত্যলোকনিবাসী হইয়াও অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাব ধারণ পূর্ব্বক ক্রমাগত ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইতে থাকিবেন। অনন্তর ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়া চিরপিপাসিত আত্মাকে পরিতৃপ্ত করত নব জীবন প্রাপ্ত হইবেন। তখন তাঁহার ভ্রমান্ধকার বিদূরিত করিয়া জ্ঞানসূর্য্য উদিত হইবে, এবং রাগ দ্বেষ প্রভৃতি নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকল বিলীন হইয়া যাইবে। তখন কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠান, ঈশ্বর-প্রেম মনোমধ্যে একাধিপত্য করিতে থাকিবে। তখন ধর্ম্ম যে কি পদার্থ তাহা হৃদয়ে সতত প্রতিভাত হইবে। তখন ধর্ম্ম ভিন্ন, ঈশ্বর-প্রেম ভিন্ন আর কিছুতেই আত্মা পরিতৃপ্ত হইবে না। সেই পরম পুরুষকে লাভ করিয়াই ইহা চরিতার্থ হইবে।

এই পারমার্থিক ও আধ্যাত্মিক উৎসবে আত্মা সেই ধর্ম্মভাব প্রাপ্ত হয়। এই উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্যই এই উৎসবের আয়োজন। এই উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্যই ইহা বৎসরে বৎসরে এই মনোহর পবিত্র স্থানে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত কারণে এ মহোৎসবের এত গৌরব ও এত মাহাত্ম্য।

সেই আনন্দময় পরম পুরুষের আবির্ভাবেই ইহাতে এত আনন্দ ও এত অনুরাগ। আমরা আজ সৌভাগ্য-বলে এই মহোৎসবে সম্মিলিত হইয়াছি। আজ আমাদের আনন্দের সীমা নাই। ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ! আসুন আজ আমরা হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ভক্তি সহকারে সেই করুণাময়ের চরণে প্রেম-কুসুমহার উপহার দিয়া শরীর পুলকিত, মন আনন্দিত ও জীবন সার্থক করি।

হে পরম কারুণিক মঙ্গলময় জগদীশ্বর! আমরা কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি তোমার সত্য ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া এই জনপদবাসী কি স্ত্রী কি পুরুষ কি বালক কি বৃদ্ধ কি যুবক কি প্রৌঢ় সকলের হৃদয় হইতে ভ্রমান্ধকার অপসারিত কর, কুসংস্কার সকল উন্মূলিত কর; বিদ্বেষ ভাব দূর কর এবং তোমার অগাধ প্রেমনীরে প্রগাঢ়রূপে নিমগ্ন কর। হে নাথ! যাহাতে তাঁহারা তোমার সত্য ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে লালায়িত হন, যাহাতে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতিসাধন পক্ষে কৃতসংকল্প হন তাহা করিয়া পাপানল-দগ্ধ এই ভাগ্যহীন জনপদের সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত কর। এই জনপদবাসীদিগের হৃদয়-ক্ষেত্রে তোমার সত্য ধর্ম্মের মূল সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পাপতাপ ও যন্ত্রণানল হইতে মুক্ত করিয়া তোমার অপার করুণার উদাহরণ প্রদর্শন কর। ইহাই আমাদিগের অভিলাষ ও ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

হে করুণানিধান পরমেশ! তোমার কৃপাবলে আমাদিগের এই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজ যেন দিন দিন উন্নতি-সোপানে আরূঢ় ও চিরস্থায়ী হইয়া তোমার এই বিশ্বজনীন ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মহিমা বিস্তার করিতে সমর্থ হয়।

হে ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ! আজ আমাদের সাম্বৎসরিক মহোৎসবের দিন, আজ অপার আনন্দের দিন। আমরা সেই পরম দয়াময় জগৎ পিতার অধম পাপী সন্তান। আমাদের সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, এবং বলও নাই। কেবল তিনিই আমাদিগের একমাত্র ভরসা। আমরা চির-পিপাসিত শুষ্কপ্রায় জীবনকে তাঁহার নামামৃত পানে পরিতৃপ্ত করিব বলিয়া তাঁহারই চরণ-তলে উপস্থিত হইয়াছি। আসুন আমরা ভক্তিভাবে একাগ্র মনে পরম কারুণিক পরম পিতার পূজা করিয়া জন্ম সফল করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

নিশীথ চিন্তা।

(৪৬৯ সংখ্যক পত্রিকার ৮৬ পৃষ্ঠার পর।)

(১৮)

কোন পারসীক ধর্ম্মাত্মা বলিয়াছেন "হে ঈশ্বর, তুমি তোমার যত নিকট, তদপেক্ষা আমি তোমার নিকট।" বাস্তবিক ঈশ্বর আমাদিগকে এতদূর ভাল বাসেন যে তিনি স্বয়ং আপনার যত নিকট তদপেক্ষা আমরা তাঁহার নিকট বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

(১৯)

ঈশ্বরের প্রীতি সকলের উপর সমান রূপে বর্ষিত হইতেছে, ঈশ্বর সকলকেই সমান রূপে ভাল বাসিতেছেন, অতএব হে দুঃখ-যন্ত্রণা-প্রপীড়িত দীনগণ! অশ্রু সম্বরণ কর, বিশ্বাস-চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ করুণাময় বিধাতা যে ব্যক্তিকে সকল সুখ সম্পদ দিতেছেন তাহার প্রতি যেরূপ সপ্রেম দৃষ্টি করিতেছেন তোমার প্রতিও ঠিক সেইরূপ সপ্রেমে চাহিয়া আছেন।

(২০)

প্রত্যেক মনুষ্যেরই অধিকার সমান। প্রত্যেক মনুষ্যই অনন্ত জীবনের অধিকারী, অনন্ত স্বর্গীয় বিমলানন্দের অধিকারী, অতএব

এ ব্যক্তি বড় ও ব্যক্তি [illegible] এরূপ বিবেচনা করা মূঢ়ের কার্য্য।

(২১)

ঈশ্বর এমনি মঙ্গলস্বরূপ যে, আমরা যে সকল অন্যায় ও পাপ-কার্য্য করি তাহার মধ্য হইতেও তিনি জগতের জন্য কত শুভ ফল উৎপন্ন করেন। যুদ্ধ একটি ভয়ানক পাপ-কার্য্য, কিন্তু এক একটি যুদ্ধকে মঙ্গলময় ঈশ্বর কত মঙ্গলের নিদানভূত করিয়া দেন। অমঙ্গল হইতেও যিনি আমাদের জন্য মঙ্গল উৎপাদন করেন, অন্ধকার হইতেও যিনি আমাদের জন্য আলোক বাহির করেন তাঁহার মঙ্গলস্বরূপের সীমা কোথায়, অন্ত কোথায়, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে।

(২২)

সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই, পুলকিত হই, উচ্চ বিমলানন্দ লাভ করি, কেন না সকল সৌন্দর্য্যই ঈশ্বরের অনন্ত সৌন্দর্য্যের এক কণা। পবিত্রতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই, পুলকিত হই, উচ্চ বিমলানন্দ লাভ করি, কেন না সকল পবিত্রতাই ঈশ্বরের অনন্ত পবিত্রতার এক কণা।

(২৩)

আমাদের ভবিষ্যৎদৃষ্টি পরিমার্জ্জিত করা অতীব কর্ত্তব্য। আমরা যদি সর্ব্বদা দেখিতে পাই যে ভবিষ্যতে ধর্ম্মেরই জয় ও অধর্ম্মের পরাজয়, ধর্ম্ম হইতেই উন্নতি, সুখ ও আনন্দ, এবং অধর্ম্ম হইতে অবনতি, দুঃখ ও বিষাদ তাহা হইলে আমরা কখনই অধর্ম্মাচরণ করি না।

(২৪)

কোন ইংরাজী কবি বলিয়াছেন যে পাপ এরূপ একটি ভয়ানক দৈত্য, যে, তাহা কি, ইহা না দেখিলে তাহাকে ঘৃণা করা যায় না, অর্থাৎ পাপাচরণ করিয়া পাপের অপবিত্রতা উপলব্ধি না করিলে তাহার প্রতি ঘৃণা হওয়া অসম্ভব। একথা সর্ব্বথা সত্য নহে। যে ব্যক্তির আত্মা অতি দুর্ব্বল, যাহার আত্মার চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই ব্যক্তিই পাপকে অতি সুন্দর ও মনোহর বেশে চিত্রিত করে, পরে পাপে পতিত হইয়া পাপের যন্ত্রণা ভোগ করিলে পাপের প্রতি তাহার ঘৃণার উদয় হয়, কিন্তু যে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক বল আছে, যাহার আত্মা চক্ষুষ্মান্, সে পাপ-দৈত্যকে না দেখিয়াই তাহাকে ঘৃণা করে, পাপে লিপ্ত না হইয়াই পাপের প্রতি তাহার বিদ্বেষ হয়। পৃথিবীতে এরূপ আধ্যাত্মিক-বল-সম্পন্ন আধ্যাত্মিক-চক্ষুষ্মান্ অনেক মহাত্মা ছিলেন, এখনও আছেন এবং পরেও হইবেন। ইহাঁদিগের বিবেক অতি পরিমার্জ্জিত, ইহাঁদিগের সহজ জ্ঞান অতি উজ্জ্বল। পাপের প্রতি ঘৃণা, পাপের প্রতি বিদ্বেষ ইহাঁদিগের স্বভাবসিদ্ধ।

(২৫)

যদি তুমি জান যে তুমি প্রশংসার উপযুক্ত নহ, কিন্তু যদি জগৎ তোমাকে প্রশংসা করে তাহা হইলে তজ্জন্য উৎফুল্ল হওয়া, এবং যদি তুমি জান যে তুমি প্রশংসার উপযুক্ত কিন্তু জগৎ যদি তোমার নিন্দাবাদ করে তাহা হইলে তাহাতে ক্ষুব্ধ হওয়া তোমার উচিত নয়। তুমি যদি তোমার বিবেকের প্রশংসার্হ হও কিন্তু সমস্ত জগৎ যদি তোমার নিন্দা করে তাহা হইলে তুমি কেন ক্ষুব্ধ হও? আর যদি তুমি তোমার বিবেকের নিন্দার্হ হও কিন্তু সমস্ত জগৎ যদি তোমার প্রশংসা করে তাহা হইলে তুমি কেন উৎফুল্ল হও?

(২৬)

আমাদের শরীরের সহিত অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার ইচ্ছার সহিত আমাদের আত্মার অর্থাৎ আমাদের বিবে-

কের নিরন্তর সংগ্রাম চলিতেছে। এই সংগ্রামে যদি আমাদের আত্মা ক্রমাগত পরাজিত হইতে থাকে তাহা হইলে আমাদের আত্মা ক্রমে ক্রমে হীনবল হইয়া পড়ে এবং যদি জয়ী হইতে থাকে তাহা হইলে উত্তরোত্তর বলীয়ান হয়। এই সংগ্রামে আমাদের আত্মা জয়ী হইতে থাকিলে আমরা যে আধ্যাত্মিক বল লাভ করিতে থাকি তাহাই আমাদের পরলোকের সম্বল হয়। আমাদিগের মধ্যে যিনি এই রূপে যত দূর আধ্যাত্মিক বল লাভ করিবেন তিনি পারলৌকিক অধিকতর আধ্যাত্মিক উৎকৃষ্টতর উচ্চতর ও মহত্তর জীবনের জন্য ততদূর উপযুক্ত হইবেন।

(২৭)

যাহা নূতন তাহার প্রতি আমাদের একটা প্রকৃতি-গত প্রীতি আছে। যাহা নূতন তাহা আমরা বড় ভাল বাসি। এক অবস্থা বহুদিন আমাদের ভাল লাগে না, নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আমরা আনন্দিত ও সুখী হই। নূতনের প্রতি আমাদের যে এই স্বভাবসিদ্ধ প্রীতি, আমাদের আত্মার এই যে পরিবর্ত্তনের উন্নতির বাসনা তাহা ইহাই প্রমাণ করে যে, আমরা অনন্ত কাল নূতন অবস্থা হইতে নূতনতর, উন্নত অবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থা প্রাপ্ত হইব।

(২৮)

আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান যত উন্নত হয়, আমাদের ধর্ম্ম-বিষয়ক মত সকল তত উন্নত হয়। ঈশ্বরের স্বরূপ আমরা যে ভাবে গ্রহণ করি আমাদের ধর্ম্ম-মত সকল তদনুযায়ী হয়। খ্রীষ্টীয়ানেরা ঈশ্বরকে ক্রোধী ও প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী বলিয়া বিশ্বাস করে এই জন্যই তাহাদিগের মধ্যে অনন্ত-নরক-ভোগ-মত প্রচলিত দেখা যায়। আমাদের ব্রহ্মজ্ঞানেই আমাদের ধর্ম্মমত সকলের জন্ম, অতএব যাহাতে আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান উন্নত হয় তজ্জন্য বিশেষ যত্নবান্ হওয়া উচিত।

(২৯)

প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তুর নিকট হইতে আমরা শিক্ষা লাভ করিতে পারি। একটি সামান্য ক্ষুদ্র তৃণ আজ অঙ্কুরিত হইল, কালি সে অঙ্গুলি-পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া কি তোমাকে বলিল না, "দিন দিন তুমি বর্দ্ধিত হও, প্রতিক্ষণে তুমি উন্নতি লাভ করিতে থাক?" একটি পুষ্প সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া ভ্রমরগণকে আকৃষ্ট করিতেছে, সে কি তোমাকে বলিতেছে না "তুমি এরূপ সদ্‌গুণশালী হও যে তোমার পবিত্রতা ও স্বভাবের মাধুর্য্যের সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া জগৎকে আমোদিত করিবে?" এইরূপ প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তু আমাদিগের শিক্ষাগুরুর কার্য্য করে।

(৩০)

সকলেই স্বীকার করিবেন যে এ কাল পর্য্যন্ত যত লোক ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই প্রকৃত ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত হইতে পারিয়াছেন্। ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্ম হইতে পারেন নাই এরূপ ব্রাহ্মগণের মধ্যে অনেকে উচ্চধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন, কিন্তু ব্রাহ্ম হইয়াছেন বলিয়া গৌরবান্বিত মনে না করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্ম হইতে না পারিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অবমাননা করিতেছেন বলিয়া অতি অল্প ব্রাহ্মই লজ্জিত হয়েন।

ক্রমশঃ।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য।

তৃতীয় প্রস্তাব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

নিমাইর সহচর-সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তন্মধ্যে নিত্যানন্দ সর্ব্বপ্রধান। নিমাই তাঁহাকে ভ্রাতৃবৎ স্নেহ করিতেন। এজন্য নিমাইর অনুচরগণ তাঁহাকে রামাবতারের "লক্ষ্মণ" ও কৃষ্ণাবতারের "বলরাম" লিখিয়াছেন। "চৈতন্যমঙ্গলে" নিত্যানন্দের এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"রাঢ় দেশে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
যহিঁ জন্মিলেন নিত্যানন্দ ভগবান॥
মৌড়েশ্বর নামে দেব আছে কত দূরে।
যারে পূজিয়াছে নিত্যানন্দ হলধরে॥
সেই গ্রামে বৈসে বিপ্র হাড়াই পণ্ডিত।
মহা বিরক্তের প্রায় দয়ালু চরিত॥
তাঁর পত্নী পদ্মাবতী নাম পতিব্রতা।
পরম বৈষ্ণবী শক্তি সেই জগন্মাতা॥
পরম উদার দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
তাঁর ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিলে আপনি॥"

যৌবনের প্রারম্ভে নিতাই বা নিত্যানন্দ গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক সন্ন্যাসীর সহিত তীর্থপর্য্যটন করিতেছিলেন। তিনি নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া নিমাইর সংবাদ অবগত হইলেন। নন্দনাচার্য্যের গৃহে নিমাইর সহিত তাঁহার সাক্ষ্যাৎ হইল। উভয়েই ঈশ্বরপ্রেমিক এবং একপথাবলম্বী, সুতরাং পরস্পর প্রণয়াসক্ত হইলেন। তাঁহাদের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ দর্শনে অনুচরগণ উভয়কে পূর্ব্বজন্মের ভ্রাতৃদ্বয় অবধারণ করিলেন।

নিতাইর পরেই অদ্বৈতাচার্য্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলজ। চৈতন্যানুচরগণ তাঁহাকে মহা বিষ্ণুর অবতার লিখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন পৃথিবীকে পাপভারাক্রান্ত দর্শনে, মহাবিষ্ণু যে হুঙ্কার পরিত্যাগ করেন তাহাতেই ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তিনি স্বগণসহ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিমাইর অনুচরগণমধ্যে কোনও কোনও ব্যক্তিকে বৃন্দাবনের গোপাল, কাহাকেও গোপাঙ্গনা লিখিয়াছেন, দুই একজনকে ত্রেতাযুগের প্রসিদ্ধ মর্কটের অবতার লিখিয়া অপার আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

যে সকল কারণে নিমাইর সহচরগণ নিমাইকে ঈশ্বরাবতার অবধারণ করিতে পায়াছিলেন, সেই সেই কারণে অন্যান্য মানবগণ তাঁহাকে বায়ু-রোগ-গ্রস্ত নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এমন কি তাঁহারা শচীপুত্রের অবস্থা দর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া বায়ুরোগের ঔষধ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীনিবাস পণ্ডিত নিমাইর "পাগ্‌লামি"কে প্রেমের ঐকান্তিকতা বলিয়া শচীকে প্রবোধিত করিয়াছিলেন।

"শচী প্রতি শ্রীনিবাস বলেন বচন।
চিত্তের যতেক দুঃখ করহ খণ্ডন॥
বায়ু নহে কৃষ্ণ-ভক্তি বলিল তোমারে।
ইহা নাকি অন্য জন বুঝিবারে পারে॥
(চৈ, ম, ২, ২।)

প্রেম, প্রকৃত পক্ষে, বিবেক শক্তি নষ্ট হইয়া, চরম সীমায় উপস্থিত হইলে, কিয়ৎ পরিমাণে পাগলামি ও গোঁড়ামিতে পরিণত না হইয়া থাকিতে পারে না। নিমাইরও তাহাই হইয়াছিল। গোঁড়া অনুচরগণ এই সকল পাগলামিকে নানা বর্ণে চিত্রিত করিয়া নিমাইর অবতারত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন।

নিমাই জাতিভেদ স্বীকার করিতেন না। তিনি ভক্তিপরায়ণ চণ্ডালকেও ভক্তি-বিহীন ব্রাহ্মণ হইতে অধিক সম্মান করিতেন। সুতরাং এবম্প্রকার সংস্কৃত ও উদার বৈষ্ণব

ধর্ম্মের যে শীঘ্রই উন্নতি হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। তিনি জনৈক যবনকেও স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া হরিদাস আখ্যা প্রদান করেন। মহাত্মা হরিদাস চৈতন্যানুচরদিগের মধ্যে একজন প্রধান।

সংকীর্ত্তন কার্য্যটী প্রথম গোপনে চলিয়াছিল। তৎপরে নিমাই স্বীয় সহচরবর্গের সহিত রাজমার্গে বহির্গত হইয়া প্রকাশ্য ভাবে হরিনাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সংকীর্ত্তন-কার্য্যে প্রথমত নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। জগাই মাধাই প্রভৃতি মদ্যপায়ী দুর্দ্দান্ত শাক্তগণ নিমাইর অনুচরগণকে প্রহার করিতেও ত্রুটি করে নাই। কিন্তু নির্ম্মলচরিত্র, মনোহররূপ "ভগবদ্-ভক্ত" নিমাই এই সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া শীঘ্রই বঙ্গভূমিতে প্রেমতরনী ভাসাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কালে জগাই মাধাইও নিমাইর চরণ-তলে বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র বঙ্গে প্রেম বিতরণ করিয়া নিমাই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না, নীলাচল হইতে বৃন্দাবন ও গঙ্গা-সৈকত-ভূমি হইতে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত ভূখণ্ড-বাসী মানবদিগকে প্রেমশিক্ষা দিতে উদ্যত হইলেন। তৎকালীন সামাজিক রুচি ও নিয়মানুসারে এবম্প্রকার একটী মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে জন্মভূমি ও পরিবার-বর্গের সহিত নিঃসম্পর্ক হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইত, সুতরাং নিমাইও তাহাই করিতে স্থির করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার অনুচরগণ নিতান্ত কাতর হইল ঃ—

* *

প্রভুর বিরহে সবে করেন ক্রন্দন॥
কোথা যাইলে প্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
কোথা বা আমরা সব দেখিবাও গিয়া॥
সন্ন্যাস করিলে গ্রামে না আসিবে আর।
কোন্ দেশে যাবেন বা করিয়া বিচার॥
এই মত ভক্তগণ ভাবে নিরন্তরে।
অন্নপানি কারে নাহি রোচয়ে শরীরে॥"

(চৈ, ম, ২, ২৫।)

নিমাই অনুচরগণকে বলিলেন যে, আমি সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেও তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিব না। তোমরা কোনও চিন্তা করিও না। আমি সর্ব্বদাই তোমাদিগকে লইয়া সংকীর্ত্তন করিব।

নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন শ্রবণ করিয়া শচীর শিরে যেন বজ্রপাত হইল। বৃন্দাবন দাস শচীর দুঃখ সুন্দর রূপে বর্ণন করিয়াছেন। আমরা তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিব।

"প্রভুর সন্ন্যাস শুনি শচী জগন্মাতা।
হেন দুঃখ জন্মিল না জানে আছে কোথা॥
মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে।
নিরবধি ধারা বহে না পারে রাখিতে॥
বসিয়াছে বিশ্বম্ভর কমললোচন।
কহিতে লাগিলা শচী করিয়া ক্রন্দন॥"

"না যাইহ আরে বাপ মায়েরে ছাড়িয়া।
পাপিনী আছে যে সবে তোর মুখ দেখিয়া॥
কমলনয়ন তোর শ্রীচন্দ্র বদন।
অধর সুরঙ্গ কুন্দ মুকুতা দশন॥
অমিয়া বরিষে যেন সুন্দর বচন।
কেমনে বাঁচিব না দেখি গজেন্দ্র গমন॥
অদ্বৈত শ্রীবাসাদি তোমার অনুচর।
নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের দোসর॥
পরম বান্ধব গদাধর আদি সঙ্গে।
গৃহে রহি সঙ্কীর্ত্তন কর তুমি রঙ্গে॥
ধর্ম্ম বুঝাইতে যার তোর অবতার।
জননী ছাড়িয়া কোন্ ধর্ম্মের বিচার॥
তুমি ধর্ম্মময় যদি জননী ছাড়িবা।
কেমতে জগতে তুমি ধর্ম্ম বুঝাইবা॥

প্রেম শোকে কহে শচী শুন বিশ্বম্ভর ।
প্রেমেতে রোধিত কণ্ঠ না করে উত্তর ॥"

"তোমার অগ্রজ আমা ছাড়িয়া চলিল ।
বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ গমন করিল ॥
তোমা দেখি সকল সন্তাপ পাসরিনু ।
তুমি গেলে প্রাণ মুঞি সর্ব্বথা ছারিমু ॥"

(চৈ, ম, ২, ২৬ ।)

এই সকল বাক্যের উত্তরে নিমাই শচীকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদের বিশ্বাসের অযোগ্য, সুতরাং আমরা তাহার উল্লেখ করিব না। এইরূপে কিছু দিবস গত হইলে একদা নিমাই বলিলেন—

শুন শুন নিত্যানন্দ স্বরূপ গোসাঞি ।
একথা কহিবা সভে পঞ্চজন ঠাঞি ।
এই সংক্রমণ উত্তরায়ণ দিবসে !
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে ।
ইন্দ্রাণি নিকটে কাটোঞা নাম গ্রাম ।
তথা আছেন কেশব ভারতী শুদ্ধনাম ॥
তাঁর স্থানে আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চিত ।
এই পাঁচজনে মাত্র করিবা বিদিত ॥
আমার জননী গদাধর ব্রহ্মানন্দ ।
শ্রীচন্দ্র শেখরাচার্য্য অপর মুকুন্দ ॥"

(চৈ, ম, ২, ২৬ ।)

১৪৩২ শকাব্দের উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উপস্থিত হইল। ইহার পূর্ব্বদিবস নিমাই স্বীয় সহচরবর্গকে লইয়া সমস্ত দিবস সংকীর্ত্তন করিলেন। শচী দিবারাত্র রোদন করিয়া যাপন করিলেন। রজনী-শেষে নিমাই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন দ্বার-দেশে বসিয়া শচী রোদন করিতেছেন। তখন তাঁহার নিকট যাইয়া, তাঁহার কর ধারণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন।—

"বিস্তর করিলা তুমি আমায় পালন।
পড়িলাম শুনিলাম তোমার কারণ ॥
আপনার তিলার্দ্ধেক নাহি কৈলে সুখ ।
আজন্ম আমারে তুমি রাখিলে সম্মুখ ॥
দণ্ডে দণ্ডে যত তুমি করিলা আমার ।
আমি কোটি কল্পেও নারিব শোধিবার ॥
তোমার সদ্‌গুণ্য সে তাহার প্রতিকার ।
আমি পুনঃ জন্ম জন্ম ঋণী সে তোমার ॥
শুন মাতা ঈশ্বরের অধীন সংসার ।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার ॥
সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ ।
তার ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত ॥
দশ দিনান্তরে বাকি এখানেই আমি ।
চলিবাও কোন চিন্তা না করিহ তুমি ॥
ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার ।
সকল আমাতে লাগে সব তোর ভার ॥"

(চৈ, ম, ২, ২৬ ।)

"যত কিছু বলে প্রভু সব শচী শুনে ।
উত্তর না করে কান্দে ঝোর নয়ানে ॥
পৃথিবী স্বরূপা হৈলা শচী জগন্মাতা ।
কে বুঝিবে কৃষ্ণের অচিন্ত্য লীলা কথা ॥
জননীর পদধূলী লই প্রভু শিরে ।
প্রদক্ষিণ করি তারে চলিলা সত্বরে ॥"

(চৈ, ম, ২, ২৬ ।)

যথা সময়ে নিমাই কণ্ঠকনগরে বা কাটোয়াঁয় উপস্থিত হইয়া কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণকালে একটি নূতন নামকরণ হইয়া থাকে, তদনুসারে কেশব ভারতী নিমাইকে বলিলেন—

"যত জগতেরে তুমি কৃষ্ণ বোলাইলে ।
করাইলে চৈতন্য, কীর্ত্তন প্রকাশিলে ॥
'এতেক তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ।
সর্ব্বলোক তোমা হৈতে যাতে হৈল ধন্য ॥"

(চৈ, ম, ২, ২৬ ।)

সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমাদের নিমাই 'চৈতন্য' বা 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। সন্ন্যাসী হইয়া নিমাই

তাঁহার জননীর সহিত বারংবার সাক্ষ্যাৎ করিয়াছেন। অন্যান্য আত্মীয়বর্গের সহিতও তিনি নিঃসম্পর্ক হন নাই। কিন্তু দুঃখিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার আর স্বামী সন্দর্শন ঘটে নাই। বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত নিমাইর বিবাহ না হওয়াই উচিত ছিল। যদি নিমাইর নির্ম্মল চরিত্রে কোন দোষ থাকে তবে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহারই তাঁহার চরিত্রে একমাত্র কলঙ্ক। আমরা নিমাইকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করি এবং শত সহস্রবার তাঁহার গুণানুবাদ করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না, কিন্তু সেই সময়ে তিনি যে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি স্বামীর অনুচিত ব্যবহার করিয়াছেন তাহাও ভুলিতে পারি না, এজন্যই বলিতেছিলাম যে "বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত তাঁহার বিবাহ না হওয়াই উচিত ছিল।"

ক্রমশঃ।

নর-নারীর প্রকৃতি-বৈচিত্র।

বিচিত্রতাই সৃষ্টির ভূষণ। ঈশ্বরের বিশাল বিশ্বরাজ্যে কোনও একটী পদার্থ, অন্য পদার্থের অনুরূপ নহে। কোন একটি মনুষ্যকে আকার-প্রকারে স্বভাব-প্রকৃতিতে অন্য মনুষ্যের সমান দৃষ্ট হয় না। অধিক কি, এক পিতামাতার সকল সন্তান-সন্ততি সকল বিষয়ে একরূপ দেখা যায় না। তখন যে নর-নারীর প্রকৃতি-বৈচিত্র দৃষ্ট হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? সৃষ্টি-বৈচিত্র দ্বারাই জড় জগতের প্রকৃতি-বৈচিত্র, উদ্ভিদ্ রাজ্যের শোভা সৌন্দর্য্য ও গুণ-বৈলক্ষণ্য এবং প্রাণী জঙ্গমের মধ্যেও গুণ-কার্য্য-প্রভেদ জাজ্বল্যতররূপে প্রকাশ পাইতেছে।

ভূমণ্ডল বিবিধ পদার্থে নির্ম্মিত বলিয়া, দেশ-ভেদে পদার্থ-ভেদে অসংখ্য উদ্ভিদ্ আপন আপন প্রকৃতি-অনুরূপ অজস্র পরিপোষণ-উপাদান প্রাপ্ত হইয়া, অনায়াসে পোষিত-বর্দ্ধিত ও ফল-ফুলে শোভিত হইয়া, বিশ্বস্রষ্টার বিশাল সংসার-রাজ্যের অতুলন শ্রী সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছে এবং বিবিধ গুণ রাশি ধারণ করত জীব-জগতের ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও রোগ-রাজি শান্তি করিতেছে। পশুপক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকল বিভিন্নরূপ অন্ন-পান-প্রভৃতি লাভ করিয়া বিচিত্র স্বভাব, বিচিত্র সৌন্দর্য্য, বিচিত্র গুণ প্রকাশ করত সেই অনন্ত-স্বরূপের অনন্ত-জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছে। নর-নারীর প্রকৃতি-বৈচিত্র-গুণেই জীবরাজ্যে—জনসমাজে ঈশ্বরের বিচিত্র সৃষ্টি-স্রোতঃ অবাধে প্রবাহিত হইতেছে। স্ত্রী-পুরুষের একবিধ প্রকৃতি হইলে, তাঁহার জীব-জগতের মধ্যে যে দুঃখ-ক্লেশ, অসুখ অশান্তি বিস্তার হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই। দুঃখ-নিবারণ ও সুখ বর্দ্ধন করাই মঙ্গল-পূর্ণ ঈশ্বরের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিযাই তিনি নর-নারীর শরীর-মন ও স্বভাব প্রকৃতি বিভিন্ন রূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমরা যে পরিমাণে সেই পার্থক্য রক্ষা করিয়া—বিশ্বস্রষ্টার নিয়ম-পদ্ধতি পালন করিয়া চলিতে পারি, সেই পরিমাণেই আমারদিগের প্রভূত কল্যাণ সংসাধিত হয়; তাহার অন্যথাচরণ করিতে গেলেই লোক-সমাজে দুঃখ দরিদ্রতা, অসুখ অস্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধিত হইয়া সুখের সংসার-আশ্রমকে অসুখ-অশান্তির আলয় করিয়া ফেলে।

নর-নারীর মধ্যে এমনই প্রকৃতি-বৈচিত্র, যে তাহারদিগের মুখাবলোকন না করিয়াও কেবল গমন বা কণ্ঠস্বর শ্রবণ প্রভৃতি দ্বারাই আমরা দূর হইতে স্ত্রী-পুরুষের আগমন বা অবস্থান ব্যাপার নিঃসংশয়ে নির্দ্দেশ করিতে পারি। তদ্ব্যতীত শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ইতর-বিশেষ, দেহের কোমলতা, স্বরের মধুরতা, হৃদয়ের স্নিগ্ধতা প্রভৃতি

আরো শত শত চিহ্ন [illegible]; যদ্দ্বারা পুরুষ হইতে তাহারদিগের প্রাকৃতিক পার্থক্য জাজ্বল্যতর-রূপে প্রকাশ পাইতেছে। স্ত্রী-জাতির মুখচন্দ্রমা নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক; তাহাতে পুরুষের মুখের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। তাহাদের শরীর একভাবে বর্দ্ধিত হয় না; বাল্য-কৌমার, যৌবন-জরা এই কাল-চতুষ্টয়ে তাহারদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অভাব আবির্ভাব প্রভৃতি নানা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন শরীরের আভ্যন্তরিক গঠন-প্রণালীও অন্যরূপ দৃষ্ট হয়। মনের ভাব-গতিও কাল-ভেদে, অবস্থা-ভেদে বিভিন্ন-রূপ হইতে দেখা যায়। পুরুষ যে আকার বা অঙ্গসৌষ্ঠব লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, বাল্য যৌবনে তৎসমূহই কেবল বর্দ্ধিত বা দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। যৌবনে কেবল তাহার শূরত্ব বীরত্বের এবং শ্রী সৌন্দর্য্যের চিহ্ন স্বরূপ শ্মশ্রু গুম্ফ প্রভৃতির সমুদ্গম হয়।

নারীর লজ্জা-ভয়, নরের উদ্যম অসম সাহসিকতা, স্ত্রীজাতির স্নেহ-প্রেম-বাহুল্য, পুরুষের কর্ম্মনিষ্ঠতা প্রভৃতি নানাবিধ প্রাকৃতিক অলঙ্কার-বৈচিত্র সন্দর্শন করিয়া সুস্পষ্ট-রূপেই বুঝা যায় যে করুণাপূর্ণ পরমেশ্বর, তাঁহার সংসার-রাজ্যের প্রভূত কল্যাণ-সাধনের জন্যই নর-নারীকে বিভিন্ন প্রকৃতি ও বিভিন্ন গুণ প্রদান পূর্ব্বক পৃথ্বী-তলে প্রেরণ করিয়াছেন। বৃক্ষবীজ সকল ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া বিদীর্ণ হইলে, যেমন তাহারদের অঙ্কুর ভূগর্ব্বে প্রবিষ্ট হইয়া পার্থিব রস এবং কাণ্ড-শাখা আকাশ-অভিমুখে উত্থিত হওত জল বায়ু রৌদ্র আকর্ষণ করিয়া কালে শোভা-সৌন্দর্য্যময় উদ্যান রূপে পরিণত হয়; নর-নারীও সেইরূপ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া প্রাকৃতিক নিয়মে—দেবদত্ত গুণ-জ্ঞান-প্রভাবে আপন আপন কর্ম্ম-ক্ষেত্র নির্ব্বাচন পূর্ব্বক কিছু কাল মধ্যেই সংসার-আশ্রমকে সুখের আলয়, আনন্দের নিকেতন, দয়া-ধর্ম্ম-অভিনয়ের বিশাল ক্ষেত্র করিয়া তুলে। যে পরিমাণে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা অভিপ্রায়, লক্ষ্য উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া—নর-নারীর প্রকৃতি-বৈচিত্র রক্ষা করিয়া চলিতে পারিব, সেই পরিমাণেই যে আমাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতা লাভ হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। তাঁহার ইচ্ছা-স্রোতে ভাসমান হইলেই আমারদের নিশ্চয়ই মঙ্গল। সেই ধ্রুব তারার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মোহ-মেঘাচ্ছন্ন সংসার-সাগরে পোত-সঞ্চালন করিতে সমর্থ হইলেই আমারদের নিশ্চয়ই শান্তি।

পৃথিবীর গতি-প্রণালী।

(৪৬৯ সংখ্যা পত্রিকার ৯৬ পৃষ্ঠার পর।)

ক্রান্তিপাতের বক্র গতি ও মেরু লক্ষ্য পরিবর্ত্তন।

আহ্নিক ও বাৎসরিক গতি ছাড়া পৃথিবীর আর দুইটি গতি আছে, তাহারা বিশেষ জটিল। একটি ক্রান্তিপাতের বক্র গতি (Precession of the Equinoxes) আর একটি মেরু লক্ষ্য পরিবর্ত্তন গতি, (Nutation)।

পৃথিবীর বিষুবরেখা ও অয়নমণ্ডলের সংযোগ-স্থলকে ক্রান্তিপাত কহে।

পৃথিবী আপন অয়নমণ্ডলে কৌণিক ভাবে অবস্থিত বলিয়া ঘুরিবার সময় বিষুবরেখার দুইটি বিন্দু মাত্র প্রতি দিন কক্ষকে ছুঁইতেছে। কিন্তু সেই একই বিন্দুদ্বয় চিরকাল কক্ষের উপর পড়িতেছে না। প্রতি বৎসর ক্রান্তিপাত ৫০ সেকণ্ডের কিছু অধিক পূর্ব্বে পড়িতেছে, অর্থাৎ আজ বিষুবরেখার যে বিন্দু কক্ষের উপর পড়িতেছে আগামী বৎসর এই দিবসে সেই বিন্দু হইতে ৫০ সেকেণ্ড পূর্ব্বেস্থিত বিন্দু কক্ষকে স্পর্শ করিতেছে। এইরূপে ২৫৮৬৮ বৎসরে আবার

সেই একই বিন্দু কক্ষের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ক্রান্তিপাতের এই গতি পৃথিবীর দুই স্বতন্ত্র গতির কার্য্যফল। পৃথিবীর মেরু দেশ অপেক্ষা বিষুবরেখার পদার্থ সমষ্টি অধিক, সুতরাং মেরুদেশে চন্দ্র সূর্য্যের যেরূপ আকর্ষণ-প্রভাব বিষুবরেখায় সে রূপ নহে; এই আকর্ষণ-বৈষম্য-বশতঃ ক্রান্তিপাত ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে পিছাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু কেবল এই কারণে ক্রান্তিপাতের যে পরিমাণ বক্রগতি হইবার কথা আর একটি কারণে তাহা অপেক্ষা অল্প হয়। চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণ দ্বারা যেমন ক্রমেই ক্রান্তিপাতের বক্র গতি হইতেছে, তেমনি গ্রহদিগের সমবেত আকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীর আর একটি অগ্র গতি উৎপন্ন হইতেছে। এই উভয় গতির কার্য্যফলে বৎসরে ক্রান্তিপাত কিছু অধিক ৫০ সেকেণ্ড পিছাইয়া যাইতেছে অর্থাৎ ৫০ সেকেণ্ড অগ্রে সম্পন্ন হইতেছে।

এই গতির দ্বারা আমরা দুই তিনটি ঘটনা দেখিতে পাই।

প্রথম, বিষুবরেখার প্রত্যেক বিন্দু যতই সরিতে থাকে ততই পৃথিবীর মেরু চক্রাকার পথে ঘুরিয়া যায়।

পৃথিবীর মেরু যে চক্রাকার পথে ঘুরিয়া যায় তাহার কেন্দ্র পৃথিবীর কক্ষের মেরু। সুতরাং ২৫৮৬৮ বৎসরে এই কেন্দ্রের চারিদিকে পৃথিবীর মেরু এক একটী বৃত্ত অঙ্কিত করে।

এই গতির দ্বারা মেরুবর্ত্তী নক্ষত্ররাশির সুদীর্ঘ কালে স্থান-পরিবর্ত্তন হয়, এই কারণে ধ্রুব নক্ষত্র সর্ব্বদা এক স্থানে থাকে না।

দ্বিতীয় যতই বিষুবরেখার এক একটি বিন্দু সরিয়া তাহার পূর্ব্বস্থিত বিন্দু কক্ষের উপর আসিয়া পড়িতে থাকে, ততই সূর্য্যের নক্ষত্ররাশিতে উদয়-কাল প্রভেদ হইয়া পড়ে, এবং ঋতুর বৈষম্য উপস্থিত হয়। তাহা কিরূপে হয় দেখা যাউক। একটি নক্ষত্র হইতে সেই নক্ষত্রে ফিরিয়া আসিতে পৃথিবীর যে সময় লাগে তাহাকে নাক্ষত্র (Side real) বৎসর বলে। আমাদের পঞ্জিকায় যে বৎসরগণনা থাকে তাহা নাক্ষত্র বৎসর। কৃত্তিকা নক্ষত্রের উদয়-স্থান হইতে সূর্য্য পুনর্ব্বার কৃত্তিকায় দৃশ্যত ফিরিয়া আসিলে এখন একটি বৎসর পূর্ণ হয়। ইহাই যথার্থ বৎসর; একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলে এই বৎসর পূর্ণ হয়।

এক ক্রান্তিপাত হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় ক্রান্তিপাতে ফিরিয়া আসিতে পৃথিবীর যে সময় লাগে তাহাকে এক সৌর বৎসর (Tropical) বলা যায়। সৌর বৎসর নাক্ষত্র বৎসর অপেক্ষা বিশ মিনিট বিশ সেকেণ্ড অল্প সময়ে পূর্ণ হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বিষুবরেখার একই বিন্দুতে চিরকাল ক্রান্তিপাত হইতেছে না, হটিয়া হটিয়া বিষুবরেখার প্রত্যেক বিন্দুই পর্য্যায়ক্রমে পৃথিবীর কক্ষের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন হইতেছে। ক্রান্তিপাতের এই গতির পরিমাণ ৫০, ২২ সেকেণ্ড, অর্থাৎ সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিবার সময় পৃথিবীর যে দিকে গতি হইতেছে, তাহার বিপরীত দিকে ক্রান্তিপাত বিষুবরেখার ৫০, ২২ সেকেণ্ড পরিমাণ স্থান সরিয়া যাইতেছে। সুতরাং একই বিন্দুতে চিরকাল ক্রান্তিপাত হইলে পৃথিবীকে যতদূর ভ্রমণ করিয়া আবার ক্রান্তিপাতে উপস্থিত হইতে হইত, তাহা অপেক্ষা অল্প দূর ভ্রমণ করিয়াই পৃথিবী ক্রান্তিপাতে উপস্থিত হয়। পৃথিবী ক্রান্তিপাতে উপস্থিত হইলে সমরাত্র-দিন হয়, সেই জন্য বাসন্তিক সমরাত্রদিন হইতে সৌর বৎসরের আরম্ভ।

সৌর বৎসরের উপর যে ঋতুর পরিবর্ত্তন নির্ভর করে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যদি প্রতি বৎসরে ঋতু-উৎপাদক সৌর বৎসর নাক্ষত্র বৎসর হইতে ২০ মিনিট কুড়ি সে-

কেণ্ড হ্রাস হইতে থ[illegible] ২০ মিনিট ২০ সেকেণ্ড অগ্রে হয়[illegible] হইলে ঐ পরিমাণে প্রত্যেক ঋতুও প্রতি বৎসরে নাক্ষত্র বৎসরের অগ্রে সম্পন্ন হইবে। এবং এই প্রকারে ২৫৮৬৮ বৎসর পরে আবার নাক্ষত্র ও সৌর নূতন বৎসর ঠিক একই সময়ে আরম্ভ হইবে। অর্থাৎ আজ নাক্ষত্র বৎসরের যে মাসে যে দিনে যে মুহূর্ত্তে সমরাত্রদিবা হইতেছে আবার ২৫৮৬৮ বৎসর পরে ঠিক সেই সময়ে সমরাত্রদিবা হইবে। হিন্দুরা নাক্ষত্র এবং ইয়োরোপীয়গণ সৌর বৎসর গণনা করিয়া থাকেন। ইয়োরোপীয় গণনায় যে মাসে যে ঋতু তাহা চিরকাল একই প্রকার থাকিবে, কিন্তু আর্য্যদের নাক্ষত্র বৎসর গণনায় প্রতি বৎসরে সমরাত্রদিবা ২০ মিনিট কুড়ি সেকণ্ড অগ্রে হওয়াতে ক্রমশ অনেক বৎসরে অল্পে অল্পে ঋতুর সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে যে মাসে বসন্ত ছিল সে মাসে গ্রীষ্ম,গ্রীষ্মের সময় বর্ষা, এইরূপে পৃথিবীর দুই অর্দ্ধে ঋতুর সময়ের একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে যখন বাসন্তিক সমরাত্রদিন হইত তখন সেই দিন হইতে আর্য্যগণ নূতন বৎসর গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন ১০ চৈত্র সমরাত্রদিবা আরম্ভ হইয়াছে, পুনরায় বৈশাখ মাসের প্রথমে সমরাত্রদিবা হইতে প্রায় ২৫০০০ বৎসর লাগিবে। পূর্ব্বে বাসন্তিক সমরাত্রদিবায় সূর্য্য মেষ রাশিতে উদয় হইত, এখন ঐ দিন মীনরাশি অতিক্রম করিতেও সূর্য্যের ১০ডিগ্রি বাকি থাকে। এইরূপে ক্রমেই সূর্য্য পিছাইয়া উদয় হইতে হইতে ২৫৮৬৮ বৎসরে সেই একই নক্ষত্রে উদয় হইবে।

ক্রান্তিপাত সচল বলিয়া পৃথিবী যেরূপ আবার ক্রমে বেঁকিয়া বেঁকিয়া চলিতেছে, অর্থাৎ তাহার ইহাতে যেরূপ একটি মৃদুগতি হইতেছে, তাহা দ্বারা অয়নমণ্ডল ক্রমশই আবার অতি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই কক্ষ-পরিবর্ত্তন-গতি দ্বারা পৃথিবীর আর যে একটি বৎসর উৎপন্ন হয়, তাহাকে সৌরব্যবধান বৎসর (anomalistic year) নামে উল্লেখ করা গেল। পৃথিবীর কক্ষের যে বিন্দু সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকট সেই বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া আবার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ বিন্দুতে ফিরিয়া আসিলে এই বৎসর পূর্ণ হয়। কক্ষ অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া এই বিন্দুটি যদি অচল থাকিত তাহা হইলে সৌর ব্যবধান ও নাক্ষত্র বৎসরের পরিমাণ সমান হইত।

কিন্তু পৃথিবী এমন একটি মৃদু গতিতে তাহার অয়নমণ্ডল পরিবর্ত্তন করে যে এই হেতু পৃথিবীর কক্ষের এক অবস্থা হইতে পুনরায় সেই অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে ১০৮০০০ এক লক্ষ আট হাজার বৎসর লাগে।

চতুর্থ চিত্র।

উপরের চিত্রে দেখা যাইতেছে, পৃথিবী অয়নমণ্ডলের ক বিন্দুতে আসিলে সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের নিকটে ও খ বিন্দুতে আসিলে সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্য হইতে দূরে পড়ে, কিন্তু পৃথিবীর কক্ষ-পরিবর্ত্তন-গতি দ্বারা ৫৪০০০ বৎসরে অয়নমণ্ডলটি সম্পূর্ণ রূপে ঘুরিয়া গিয়া খ বিন্দুটি সূর্য্যের নিকটে ও ক বিন্দুটি সূর্য্য হইতে দূরে পড়িবে এবং আবার ৫৪০০০ হাজার বৎসরে ক বিন্দু সূর্য্যের নিকটস্থ হইয়া খ বিন্দু দূরে যাইবে। এইরূপে ১০৮০০০ বৎসরে পৃথিবীর কক্ষ এক অবস্থা হইতে পুনরায় পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিবে। তাহা কিরূপে হয় এইবার দেখা যাউক। উপরে পৃথিবীর

কক্ষ যেরূপ ভাবে রাখা হইয়াছে পৃথিবী স্থির সূর্য্যের চারিদিকে ঐরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমশঃ সরিয়া ভিন্ন পথে চলে, ইহাতে তাহার কক্ষের আকৃতি ক্রমশঃ পঞ্চম চিত্রের ন্যায় হইয়া পড়ে। আবার কিছু দিন পরে
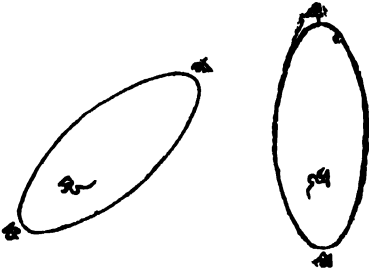
পঞ্চম চিত্র। ষষ্ঠ চিত্র।
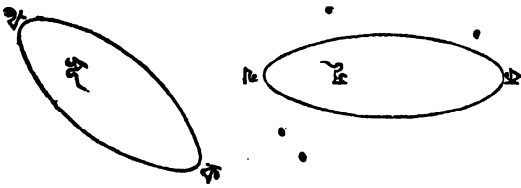
সপ্তম চিত্র। অষ্টম চিত্র।

ষষ্ঠ চিত্রের ন্যায়; আরো কিছু দিন পরে সপ্তম চিত্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া ৫৪০০০ হাজার বৎসরে আবার অষ্টম চিত্রের মত হইয়া দাঁড়ায়। এক সময়ে অয়নমণ্ডলের যে অংশ সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের নিকটে ছিল তাহা দূরে গিয়া দূরের অংশ নিকটে আইসে।

কক্ষের এইরূপ পরিবর্ত্তন হেতু এক বৎসর পূর্ব্বে কক্ষের যে বিন্দুতে আসিলে পৃথিবী সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হইত, সেই বিন্দু পর বৎসরে আরো ১২ সেকেণ্ড অগ্রসর হইলে তবে আবার পূর্ব্বের মত সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয়। সুতরাং সেই স্থানে আসিতে পৃথিবীর আবার ১২ সেকেণ্ড অধিক সময় লাগে। এই হেতু সৌর ব্যবধান বৎসরের পরিমাণ নাক্ষত্র বৎসর হইতে প্রায় ৪ মিনিট ৩৯ সেকেণ্ড অধিক, অর্থাৎ সূর্য্যসম্পর্কে পৃথিবীর ব্যবধান সমান হইতে প্রতি বৎসরে ৪ মিনিট ৩৯ সেকেণ্ড অধিক সময় লাগে। *

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সূর্য্যের দূরত্ব সম্পর্কে এক অবস্থায় আসিতে পৃথিবীর কক্ষের ১০৮০০০ হাজার বৎসর লাগে, কিন্তু ঋতু সম্পর্কে সূর্য্যের দূরত্ব-পরিমাণ এক হইতে, ২০০০০ বৎসর লাগে। ঋতু-উৎপাদক সৌর বৎসর এবং সৌর ব্যবধান বৎসরের মধ্যে পরস্পর বৃত্তাভাষের ব্যবধান ৬১·৯ সেকেণ্ড; এই দুই বৎসরের এক অবস্থায় অবস্থিত হইতে ২০০০০ বৎসর লাগে, এবং ইহার উপরই ঋতুসম্পর্কে সূর্য্য-দূরত্বের পরিবর্ত্তন সময় নির্ভর করে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, আজ কাল শীত কালে জানুয়ারি মাসে, সূর্য্য-দূরত্ব পৃথিবী হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প; আবার কুড়ি হাজার বৎসর পরে সূর্য্য-দূরত্ব এই সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা কম হইবে, পৃথিবী কক্ষের নিকট প্রান্তে আসিবে—কিন্তু ইহার অর্দ্ধেক ১০০০০ হাজার বৎসরে আবার জানুয়ারি মাসে শীতকালে সূর্য্য পৃথিবী হইতে অধিক দূরে থাকিবে। তখন দক্ষিণার্দ্ধে শীত গ্রীষ্মের লাঘব হইয়া উত্তরার্দ্ধেই এতদুভয়ের প্রাদুর্ভাব হইবে।

পৃথিবীর মেরু লক্ষ্য পরিবর্ত্তন গতি প্রধানতঃ চন্দ্রের আকর্ষণ-সম্ভূত। কিন্তু গ্রহদিগের সমবেত আকর্ষণ দ্বারা ইহার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এই গতি অনেকটা ডোঙ্গা কলের ন্যায়; এক মেরু যখন ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে—আর এক মেরু তখন নিম্নে নামিতে থাকে। পৃথিবীর মেরুদ্বয়ের যদিও চিরকাল উত্তর দক্ষিণে লক্ষ্য বদ্ধ তথাপি চন্দ্রের আকর্ষণে উত্তর মেরুর উত্তর আকাশে দক্ষিণ মেরুর

* পৃথিবীর কক্ষ-পরিবর্ত্তন-গতির সম্যক আলোচনা করিবার তাৎপর্য্য এই যে ইহার উপর একটী অতি গুরুতর নৈসর্গিক ঘটনা নির্ভর করে। পরবর্ত্তী অন্যতম প্রস্তাবে যে হিম-শৈল যুগের বর্ণনা হইয়াছে পৃথিবীর এই গতিই তাহার কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

দক্ষিণ আকাশে উপরোক্ত রূপ ঊর্দ্ধ নিম্ন-গামী একটি গতি হয়। এক মেরু যখন আস্তে আস্তে ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে আর এক মেরু তখন ধীরে ধীরে নিম্নে নামিতে থাকে।* এখন একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে পৃথিবীর মেরুর চক্রাকার গতির সঙ্গে সঙ্গে উভয় মেরুতে পূর্ব্বোক্ত রূপ আর একটি গতি হইলে উভয় মেরুই আকাশে বিসর্পিত চিহ্ন সমষ্টি অঙ্কিত করিবে।

১৯ বৎসর পরে চন্দ্র সূর্য্য ও পৃথিবীর এক অবস্থা হয় সেই জন্যই এইরূপ এক একটি চিহ্ন অঙ্কিত করিতে ১৯ বৎসর লাগে —অর্থাৎ এক মেরুর নিম্ন দিক হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া আবার সেই নিম্নের স্থানটিতে আসিতে ১৯ বৎসর লাগে।

সৌর পরিবারবর্ত্তী পৃথিবী উপরি-উক্ত গতি-প্রণালীতে অনন্ত আকাশ-পথে চক্রের উপর চক্র কাটিয়া সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে করিতে প্রতিসেকেণ্ডে ১৯ মাইল গতিতে ছুটিয়া এবং আপন মেরুদণ্ডে প্রতি ঘণ্টায় সহস্র মাইল পরিভ্রমণ করিয়া সূর্য্যসহ পুষ্যা নামক (Herculies) নক্ষত্রের দিকে প্রতি সেকেণ্ডে ৫ মাইল বেগে ধাবিত হইতেছে।

পৌরাণিক আখ্যায়িকা।

পূর্ব্বে কোন স্থানে জটিল নামে একটী বিপ্রবালক ছিল। বাল্যকালে তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। জটিলের মাতার নাম অজিনী। সে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা ঐ বালকটিকে প্রতিপালন করিত। ঐ স্থানে বেদগর্ভ নামে বেদবেদাঙ্গবিৎ এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। জটিল তাঁহারই শিষ্য। বেদগর্ভ যথাকালে উহার উপনয়ন দিয়া উহাকে বেদ পাঠ করাইতেন। একদা তিনি শিষ্যকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস, তুমি প্রতিদিন আমার গৃহে আহার করিও। গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজনে শিষ্যের দোষ অর্শিতে পারে না। তোমার জননী অতিদুঃখিনী, ভিক্ষান্নে দিনপাত করিয়া থাকেন। তুমি কদাচিৎ কখন তাঁহাকে গিয়া দেখিয়া আসিও।

তদবধি জটিল নিয়ত গুরুগৃহে থাকিয়া ভোজন ও বেদাধ্যয়ন করিত। একদা সে জননীকে দেখিবার জন্য স্বগৃহে গমন করে। কিন্তু ঐ দিন তথায় ভোজনাদি করিয়া গুরুগৃহে আর আসিতে পারিল না। সে ভোজনান্তে শয়ন করিয়া জননীকে জিজ্ঞাসিল, মা, শুনিয়াছি পিতা মরিয়া স্বর্গে গিয়াছেন। বল দেখি এখন আর আমাদের কেহ আছে কি না? অজিনী কহিল, বাছা, আমাদের দুঃখমোচন করিবার এক জন আছেন, তাঁর নাম দীননাথ। জটিল কহিল, বল না মা, সেই দীনাথ কোথায়? আমি দেখা করিবার জন্য তথায় যাইব। পুত্রবৎসলা অজিনী কহিল, বাছা, দীননাথ সর্ব্বত্রই আছেন, কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না, কিন্তু ডাকিলে তিনি স্বয়ং আসিয়া বিপদ নষ্ট করেন।

জটিল অজ্ঞান বালক। সে জননীর কথা কিছুই বুঝিতে পারিল না, কিন্তু এইটী তাহার মনে নিশ্চয় ধারণা হইল, দীননাথ নামে তাহার পিতৃব্য বা পিতামহ যে কেহ হউক একজন তার আপনার আছে।

একদা ঐ বিপ্রবালক গুরু-গৃহ হইতে জননীর নিকট আসিতেছিল। ইত্যবসরে একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র ঐ দুর্গম বনে তাহাকে খাইবার জন্য মুখব্যাদান পূর্ব্বক আসিতে লাগিল। দেখিয়া জটিল অত্যন্ত ভীত হইল।

---

* সি স, (see saw) নামে বালক বালিকাদিগের খেলিবার ইংরাজি একরূপ দোলনা আছে। তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই এই গতিটি বুঝিতে পারিবেন। সেই দোলনায় দুই দিকে দুই জন বালক বসিয়া থাকে। এক দিকের বালক যখন ঊর্দ্ধে উঠে আর এক দিকে বালক তখন নীচে নামে।

জননীর কথানুসারে সহসা তার মনে পড়িল দীননাথ নামে তাদের একজন আপনার বলিবার আছে। তখন সে কাতর হইয়া বারংবার ডাকিতে লাগিল, দীননাথ, তুমি আমাকে এই ঘোর সঙ্কটে রক্ষা কর। তখন দীননাথ ঐ বালকের করুণ আহ্বানে স্বয়ং আসিয়া কহিলেন, বৎস, ভয় নাই, এই তোমার দীননাথ আসিয়াছে। এই বলিয়া তিনি ঐ হিংস্র ব্যাঘ্রকে পরাঙ্মুখ করিয়া দিলেন। কহিলেন, বৎস, এখন তুমি গৃহে যাও, তোমার আর কোন ভয় নাই।

জটিল জননীর কুটীরে উপস্থিত হইল। তাহাকে সঙ্কটে রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং হরি যে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন সে তৎকালে বালক বলিয়া ইহার কিছুই বুঝিতে পারিল না।

পরে জটিলের বেদপাঠ সমাপ্ত হইল। কিন্তু দীননাথের ঐ কার্য্য তাহার সর্ব্বদাই মনে হইত। ভাবিত, জননী বলিয়াছিলেন দীননাথ নামে আমাদের একজন আপনার আছেন। আমিসঙ্কটে পড়িয়া তাঁহাকে ডাকিয়াছিলাম। তিনি আসিয়া আমায় রক্ষা করেন।

একদা সে মাতাকে জিজ্ঞাসিল, মা, তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছিলে দীননাথ নামে আমাদের কেহ আছেন। তিনি কি আমাদের বংশীয়,না আর কেহ হইবেন? তখন অজিনী ঈষৎ হাসিয়া কহিল, বাছা, আমি পূর্ব্বে যে তোমায় দীননাথের কথা বলি তিনি স্বয়ং জগতের গুরু হরি।

তখন জটিল বুঝিল, ব্যাঘ্রভয়ে যিনি রক্ষা করেন তিনি স্বয়ং হরি। তদবধি সে দীননাথ এই নাম জপ করিতে লাগিল। পরে অজিনীর মৃত্যু হইল। জটিল তাহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাধান করিয়া তপস্যার্থ বনপ্রস্থান করিল। এবং কঠোর ব্রত ও নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক দিবানিশি হৃদয়ে দীননাথকে ধ্যান করিতে লাগিল। এইরূপে বহুকাল অতীত হইয়া যায় কিন্তু সে দীননাথকে আর দেখিতে পাইল না। ভাবিল হা! একবার যাঁর দেখা পাইয়াছিলাম তিনি কেন আর আইসেন না। ইত্যবসরে আকাশবাণী হইল, ব্রহ্মন্! তুমি যাঁহাকে চাও অল্প তপস্যায় তাঁহাকে পাইবে না।

এই আখ্যায়িকায় একটী গূঢ় ভাব আছে। সে ভাবটী এই, বালকের ন্যায় সরল ও সহজ বিশ্বাসে কাতরতার সহিত একবার ঈশ্বরকে ডাক তিনি তৎক্ষণাৎ তোমায় দেখা দিবেন। আর ব্রত নিয়মের কঠোরতায় শুষ্ক হইয়া বহু আড়ম্বরে বহুকাল ধরিয়া তাঁহাকে ডাক তুমি তাঁহার দেখা পাইবে না।

ব্যাখ্যান মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের

ব্যাখ্যান মূলক পদ্য।

প্রথম ব্যাখ্যান।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

অপার দয়ায়, যিনি হে তোমায়, না করেন পরিত্যাগ।
তাঁহারে ছাড়িয়া, মায়ায় ভুলিয়া, কর কিসে অনুরাগ?

পরম ঈশ্বর, পরম সুন্দর,
জগৎ সৃজন করি।
জগৎ ভিতর, র'ন নিরন্তর
নিয়মের রূপ ধরি॥
তাঁহার সৃজন, জীব অগণন,
বিস্মৃত নহেন কারে।
কি কীট পতঙ্গ, বিহঙ্গ মাতঙ্গ,
পালিছেন সবাকারে॥
থাকি সঙ্গোপনে, সকলের সনে,
দিতেছেন সবে প্রাণ।
বিবিধ কামনা, করিয়া প্রেরণা
করিছেন সুখ দান॥
মহেশ জাগ্রৎ তিনি এ জগৎ
রক্ষিছেন অনুক্ষণ।

তাঁহার ইচ্ছার, সংহার,
ধ্বংস হয়
জীবন ধারণ, চালন
তাঁহা হতে।
জীবের জীবন, পবন,
তাঁহারি নিয়মে বয়॥
নিয়মে তাঁহারি, ঋতু সারি সারি,
আসে যায় বার বার।
সদাব্রত তাঁর, উদার অপার,
ভুঞ্জে জীব অনিবার॥
দেখ ওহে নর! তোমার উপর
তাঁহার করুণা কত।
পুণ্য নাম যাঁর, হৃদয়ে তোমার
রয়েছেন অবিরত॥
শ্রেয় পথ যাহা, বলে দেন তাহা,
অন্তরে তোমার থাকি।
বিপথে যেমন, করিছ গমন
তাহা হতে ল'ন ডাকি॥

হেন পিতা মাতা, গুরু জ্ঞান দাতা
তাঁরে ছাড়ি ওহে জীব!
ডুবিয়া সংসারে, মোহের আগারে
হবে কি তোমার শিব?
রোগ শোক তাপ, পাপের সন্তাপ,
যখন তোমার হবে।
বিনা সেই জন, কাতর-তারণ,
কাহারে ডাকিবে তবে?
এই ভব-বন, বিষম গহন,
পড়িলে বিপদে তায়।
ডাকিবে না তাঁরে? কেবা আর পারে
উদ্ধারিতে সেই দায়?
ভুলিবে তাঁহারে? তিনি যে তোমারে
জীবন করিয়া দান।
কত অন্ন পান, করিয়া বিধান
তোষেণ তোমার প্রাণ॥
ভূমিষ্ঠ অবধি, যিনি নিরবধি,
করিছেন সুমঙ্গল।
থাকি তব চিতে, মোহ পাশরিতে
দিতেছেন কর্ত্ত বল॥
কৃতজ্ঞতা ভরে, অন্তর-অন্তরে,
স্মরিবে না গুণ তাঁর?

অধম হইয়া, তাঁহারে পাইয়া
বাঁচিছ দয়ায় যাঁর?
তব মতি গতি, আশা ও যুকতি
বিপথ গামিনী তারা!
চিন আপনারে, মোহের আঁধারে
হইয়াছ দিশাহারা!
মোহ পরিত্যাগ, তাঁরে অনুরাগ
কর কর এই বার।
যিনি অন্ন দাতা, পাপ পরিত্রাতা
তাঁহারে ছেড়োনা আর॥

ভুলিবে তাঁহারে? তিনি যে তোমারে
বলিছেন স্নেহ ভরে।
দিবেন আশ্রয়, মধুর অভয়,
অনন্ত জীবন তরে॥
সেই প্রিয় ধনে, নয়নে নয়নে
যতনে হৃদয়ে ধর।
বিষয়ে মগন, হইবে যখন,
তখনো তাঁহারে স্মর॥
যথা পটু নটী, বারি-পূর্ণ ঘটী
রাখিয়া মস্তকোপরে।
নাচে তালে মানে, কিন্তু সাবধানে
মাথার কলসে ধরে॥
তুমি সে প্রকার, তাঁর কার্য্য সার
শিরোধার্য্য করি মনে।
সংসার পালন, বিষয় সাধন
কর সব সযতনে॥
কর সমর্পণ, তাঁরে প্রাণ ধন
বিদ্যা বুদ্ধি আপনার।
হৃদয় সমল, করিয়া বিমল
সিংহাসন কর তাঁর॥
হৃদয়-আসনে, প্রীতির চন্দনে
পূজ তাঁরে কায়মনে।
ঘুচিবে বিষাদ, স্বরগের স্বাদ
পাবে তুমি এ জীবনে॥
প্রতি ঘরে ঘরে, সত্যম্ সুন্দরে
হৃদয়ে রাখহে সবে।
তাঁর কার্য্য কর, মিথ্যা পরিহর,
জনম সফল হবে॥

ইতি প্রথম ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম খণ্ডে ৩২ শ্লোক।

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যোনস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো নবেদেতি বেদ চ॥

আমি ব্রহ্মকে সুন্দর-রূপে জানিয়াছি, এমন মনে করি না। আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনো নহে, জানি যে এমনো নহে। "আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনো নহে, জানি যে এমনো নহে" এই বাক্যের মর্ম্ম যিনি আমারদিগের মধ্যে জানেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন।

"আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে" অর্থাৎ আমি যে ব্রহ্মের ভাব একেবারে কিছুই জানিতে পারি নাই, এমত নহে; আমি জ্ঞান-প্রসাদে তাঁহার অনাদ্যনন্ত-পূর্ণ ভাব, তাঁহার সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-ভাব প্রতীতি করিয়াছি; কিন্তু পরিমিত পদার্থের ন্যায় বিশেষ করিয়া তাঁহাকে বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে পারি নাই। যিনি বিশুদ্ধ জ্ঞান-নেত্র দ্বারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখিয়া তাঁহার পূর্ণভাব জানিয়াছেন, তিনি এই বচনের মর্ম্ম সম্যক্-রূপে বুঝিয়াছেন।

We say in the first place that God is not absolutely incomprehensible, for this manifest reason, that, being the cause of this universe, he passes into it, and is reflected in it, as the cause in the effect; therefore we recognise him. 'The heavens declare his glory' and 'the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made;' his power, in the thousands of worlds sown in the boundless regions of space; his intelligence in their harmonious laws; finally, that which there is in him most august, in the sentiments of virtue, of holiness, and of love, which the heart of man contains. It must be that God is not incomprehensible to us, for all nations have petitioned him, since the first day of the intellectual life of humanity. God, then, as the cause of the universe, reveals himself to us; but God is not only the cause of the universe, he is also the perfect and infinite cause, possessing in himself, not a relative perfection, which is only a degree of imperfection, but an absolute perfection, an infinity which is not only the finite multiplied by itself in those proportions which the human mind is able always to enumerate, but a true infinity, that is, the absolute negation of all limits, in all the powers of his being. Moreover, it is not true that an indefinite effcet adequately expresses an infinite cause; hence it is not true that we are able absolutely to comprehend God by the world and by man, for all of God is not in them. In order absolutely to comprehend the infinite, it is necessary to have an infinite power of comprehension, and that is not granted to us. God, in manifesting himself, retains something in himself which nothing finite can absolutely manifest: consequently, it is not permitted us to comprehend absolutely, There remains then, in God, beyond the universe and man, something unknown, impenetrable, incomprehensible. Hence in the immeasurable space of the universe, and beneath all the profundities of the human soul, God escapes us in that inexhaustible infinitude, whence he is able to draw without limit new worlds, new beings, new manifestations. God is to us, therefore, incomprehensible; but even of this incomprehensibility we have a clear and precise idea; for we have the most precise idea of infinity. And this idea is not in us a metaphysical refinement, it is a simple and premitive conception which enlightens us from our entrance into this world, both luminous and obscure, explaining every thing, and being explained by nothing, because it carries us at first to the summit and the limit of all explanation. There is something inexplicable for thought,—behold then whither thought tends; there is infinite being,—behold then the necessary principle of all relative and finite beings. Reason explains not the inexplicable, it conceives it. It is not able to comprehend infinity in an absolute manner, but it comprehends it in some degree in its indefinite manifestations, which reveal it, and which veil it; and, further, as it has been said, it comprehends it so far as incomprehensible. It is, therefore, an equal error to call God absolutely comprehensible and absolutely incomprehensible. He is both invisible and present, revealed and withdrawn in himself, in the world and out of the world, so familiar and intimate with his creatures, that we see him by opening our eyes, that we feel him in feeling our hearts beat and at the same time inaccessible in his impenetrable majesty, mingled with every thing, and separated from every thing, manifesting himself in universal life, and causing scarcely an ephemeral shadow of his eternal essence to appear there, communicating himself without cessation, and remaining incommunicable, at once the living God, and the God concealed, *Deus vivus et deus obsconditus!*

M. V. Cousin

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক বুধবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ঊনত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ন তিন ঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবেক।

শ্রী শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আগামী ১১ কার্ত্তিক শুক্রবার কালনা ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চদশ সাম্বৎসরিক মহোৎসব উপলক্ষে প্রাতে ৮ ঘটিকা ও সায়ংকালে ৭॥০ ঘটিকার সময় উপাসনাদি কার্য্য আরম্ভ হইবে।

শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

Registerd NO 52

দশম কল্প
চতুর্থ ভাগ
৪৭১ সংখ্যা কার্ত্তিক ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৩ শক ১৮০৪

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

পঞ্চমপ্রপাঠকে প্রথমঃ খণ্ডঃ।

যোহ বৈ জ্যেষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ বেদ জ্যেষ্ঠশ্চ হবৈ শ্রেষ্ঠশ্চ ভবতি প্রাণোবাব জ্যেষ্ঠশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ ॥ ১ ॥

'যঃ হবৈ' কশ্চিৎ 'জ্যেষ্ঠং চ' প্রথমং বয়সা 'শ্রেষ্ঠং চ' গুণৈরভ্যধিকং 'বেদ' সঃ 'জ্যেষ্ঠঃ চ হবৈ শ্রেষ্ঠঃ চ ভবতি' 'প্রাণঃ বাব জ্যেষ্ঠঃ চ' বয়সা বাগাদিভ্যঃ 'শ্রেষ্ঠঃ চ'। ১

যিনি জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠকে জানেন, তিনি জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ হন। প্রাণ জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ। ১

যোহ বৈ বসিষ্ঠং বেদ বসিষ্ঠোহ স্বানাং ভবতি বাগ্বাব বসিষ্ঠঃ ॥ ২

'যঃ হ বৈ' 'বসিষ্ঠং' বসিতৃতমমাচ্ছাদয়িতৃতমং বসুমত্তমং বা যঃ 'বেদ' স তথৈব 'বসিষ্ঠঃ হ ভবতি' 'স্বানাং' জ্ঞাতীনাং। কস্তর্হি বসিষ্ঠ ইত্যাহ 'বাক্ বাব বসিষ্ঠঃ' বাগ্মিনোহি পুরুষা বসন্তি অভিভবন্ত্যন্যান্ বসুমত্তমাংশ্চাতোবাগ্বসিষ্ঠঃ। ২

যিনি বসিষ্ঠকে জানেন তিনি জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে প্রভূত ধনবান্ হন। বাক্য বসিষ্ঠ প্রভূত ধনবান্, যেহেতু বাগ্মী পুরুষেরা ধনীদিগকেও পরাভব করিয়া ধন আহরণ করে। ২

যোহবৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ প্রতি হ তিষ্ঠত্যস্মিংশ্চ লোকেঽমুষ্মিংশ্চ চক্ষুর্বাব প্রতিষ্ঠা ॥ ৩

'যঃ হ বৈ প্রতিষ্ঠাং বেদ' স 'চ অস্মিন্ লোকে' 'অমুষ্মিন্‌চ' পরে 'প্রতিতিষ্ঠতি হ' 'চক্ষুঃ বাব প্রতিষ্ঠা'। চক্ষুষা হি পশ্যন্ সমে চ দুর্গে চ প্রতিতিষ্ঠতি যস্মাদতঃ প্রতিষ্ঠা চক্ষুঃ। ৩

যিনি প্রতিষ্ঠাকে জানেন তিনি এলোকে এবং পরলোকে প্রতিষ্ঠিত হন। চক্ষু প্রতিষ্ঠা। ৩

যোহবৈ সম্পদং বেদ সং হাস্মৈ কামাঃ পদ্যন্তে দেবাশ্চ মানুষাশ্চ শ্রোত্রং বাব সম্পৎ ॥ ৪

'যঃ হ বৈ সম্পদং বেদ' 'অস্মৈ হ' তস্মৈ 'দেবাঃ মানুষাঃ চ কামাঃ সম্পদ্যন্তে' 'শ্রোত্রং বাব সম্পৎ'। ৪

যিনি সম্পদকে জানেন, দেবতারা এবং মনুষ্যেরা তাঁহার সকল কামনা পূর্ণ করিয়া দেন। শ্রোত্র সম্পদ। ৪

যোহ বা আযতনং বেদাযতনং হ স্বানাং ভবতি মনোহ বা আযতনং ॥ ৫

'যঃ হ বৈ' 'আযতনং' আশ্রষং 'বেদ' সঃ 'স্বানাং হ' জ্ঞাতীনাং 'আযতনং ভবতি' 'মনঃ হ বৈ আযতনং'। ৫

যিনি আয়তনকে জানেন তিনি আপনার জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে আশ্রয় হন। মন আয়তন। ৫

অথ হ প্রাণা অহং শ্রেযসি ব্যূদিরেঽহং শ্রেযানস্ম্যহং শ্রেযানস্মীতি তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুর্ভগবন্ কোনঃ শ্রেষ্ঠ ইতি। তান্ হোবাচ যস্মিন্ ব উৎক্রান্তে

শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যেত স বঃ শ্রেষ্ঠ ইতি ॥ ৬

'অথ হ' 'প্রাণাঃ' এবং যথোক্তগুণাঃ সন্তঃ 'অহং শ্রেয়সি' 'অহং শ্রেয়ান্ অস্মি' 'অহং শ্রেয়ান্ অস্মি ইতি' 'ব্যূদিরে' নানা বিরুদ্ধবাক্যোদিরে উক্তবন্তঃ 'তে হ প্রাণাঃ' এবং বিবদমানা আত্মনঃ শ্রেষ্ঠত্ববিজ্ঞানায় 'প্রজাপতিং পিতরং' জনয়িতারং 'এত্য উচুঃ' 'ভগবন্ কঃ' 'নঃ' অস্মাকং মধ্যে 'শ্রেষ্ঠঃ ইতি' অভ্যধিকো-গুণৈরিত্যেবং পৃষ্টবন্তঃ। 'তান্ হ উবাচ' পিতা 'যস্মিন্' 'বঃ' যুষ্মাকং মধ্যে 'উৎক্রান্তে' 'শরীরং' ইদং 'পাপিষ্ঠ-তরং ইব' কুণপমস্পৃশ্যমিব 'দৃশ্যেত' 'সঃ বঃ শ্রেষ্ঠঃ ইতি'। ৬

অতঃপর ইন্দ্রিয়গণ, আমি সকলের শ্রেষ্ঠ, আমি সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া, পরস্পর বিবাদ করত পিতা প্রজাপতির নিকট যাইয়া বলিল, ভগবন্! আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যাহার অভাবে শরীর অস্পৃশ্য অপবিত্রের ন্যায় দেখায়, সেই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ৬

সা হ বাগুচ্চক্রাম সা সম্বৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি। যথা কলা অবদন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন পশ্যন্ত-শ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তোমনসৈবমিতি প্রবিবেশ হ বাক্ ॥ ৭

তথোক্তেষু পিত্রা প্রাণেষু 'সা হ বাক্' 'উচ্চক্রাম' উৎক্রান্তবতী। 'সা' চোৎক্রম্য 'সম্বৎসরং' 'প্রোষ্য' স্বব্যাপারান্নিবৃত্তা সতী পুনঃ 'পর্য্যেত্য' ইতরান্ প্রাণান্ 'উবাচ' 'কথং' কেন প্রকারেণ 'অশকত' শক্তাবন্তো যূয়ং 'ঋতে মৎ' মদৃতে মাং বিনা 'জীবিতুং ইতি" ধার-য়িতুমাত্মানং। তে হোচুঃ 'যথা' 'কলাঃ' মূকাঃ 'অব-দন্তঃ বাচা জীবন্তিঃ 'প্রাণান্ত' প্রাণেন' পশ্যন্তঃ চক্ষুষা' 'শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ' 'ধ্যায়ন্তঃ মনসা' সর্ব্বকরণচেষ্টাং কুর্ব্বন্তইত্যর্থঃ। 'এবং ইতি' এবং বয়মজীবিষ্মেত্যর্থঃ। আত্মনোঽশ্রেষ্ঠতাং প্রাণেষু বুদ্ধা 'প্রবিবেশঃ হ বাক্', পুনঃ স্বব্যাপারে প্রবৃত্তা বভূবেত্যর্থঃ। ৭

ইহাতে বাক্য শরীর হইতে উঠিয়া গেল। এবং সে সম্বৎসর কাল কার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া পুনরায় আসিয়া বলিল আমার ব্যতীত তোমরা কি প্রকারে বাঁচিয়াছিলে? অপর ইন্দ্রিয়েরা বলিল—মূক ব্যক্তিরা যেমন বাক্য না কহিয়া, প্রাণে প্রাণন্ করে, চক্ষুতে দেখে, কর্ণে শুনে, এবং মনে আলোচনা করে, সেই রূপে বাঁচিয়া ছিলাম। ইহা শুনিয়া বাক্য শরীরে প্রবেশ করিল। ৭

চক্ষুর্হোচ্চক্রাম তৎ সম্বৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি। যথাঽন্ধাঅপশ্যন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো-বাচা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ ধ্যায়ন্তো মনসৈবমিতি। প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ। ৮

'চক্ষুঃ হ উৎচক্রাম' 'তৎ সম্বৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্য উবাচ 'কথং অশকত ঋতে মৎ জীবিতুং ইতি'। তে হোচুঃ। 'যথা অন্ধাঃ 'অপশ্যন্তঃ 'প্রাণন্তঃ প্রাণেন' 'বদন্তঃ বাচা' 'শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণ' 'ধ্যায়ন্তঃ মনসা' এবং ইতি' 'প্রবিবেশ হ চক্ষুঃ'। ৮

চক্ষু শরীর হইতে উঠিয়া গেল। এবং সে সম্বৎসর কাল কার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া পুনরায় আসিয়া বলিল আমার ব্যতীত তোমরা কি প্রকারে বাঁচিয়াছিলে? অপর ইন্দ্রিয়েরা বলিল—অন্ধ ব্যক্তিরা যেমন চক্ষে দর্শন না করিয়া, প্রাণে প্রাণন করে, বাক্যে বলে, কর্ণে শ্রবণ করে, এবং মনে আলোচনা করে, সেই রূপে বাঁচিয়াছিলাম। ইহা শুনিয়া চক্ষু শরীরে প্রবেশ করিল। ৮

শ্রোত্রং হোচ্চক্রাম তৎ সম্বৎসরং পর্য্যে-ত্যোবাচ কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি। যথা বধিরা অশৃণ্বন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো-বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা ধ্যায়ন্তোমনসৈবমিতি। প্রবিবেশ হ শ্রোত্রং ॥ ৯

'শ্রোত্রং হ উৎচক্রাম' 'তৎ সম্বৎসরং পরি এত্য উবাচ' 'কথং অশকত ঋতে মৎ জীবিতুং ইতি'। 'যথা বধিরা অশৃণ্বন্তঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন' 'বদন্তঃ বাচা' 'পশ্যন্তঃ চক্ষুষা' 'ধ্যায়ন্তঃ মনসা' 'এবং ইতি' 'প্রবিবেশ হ শ্রোত্রং ॥ ৯

শ্রোত্র শরীর হইতে উঠিয়া গেল। এবং সে সম্বৎসর কাল কার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া পুনরায় আসিয়া বলিল, আমার ব্যতীত তোমরা কি প্র-কারে বাঁচিয়াছিলে? অপর ইন্দ্রিয়েরা বলিল—বধিরেরা যেমন কর্ণে না শুনিয়া প্রাণে প্রাণন করে, বাক্যে বলে, চক্ষে দর্শন করে এবং মনে

আলোচনা করে, সেই রূপে বাঁচিয়াছিলাম ইহা শুনিয়া শ্রোত্র শরীরে প্রবেশ করিল। ৯

মনোহোচ্চক্রাম তৎ সম্বৎসরং প্রোষ্য পর্য্যেত্যোবাচ কথমশকতর্ত্তে মজ্জীবিতুমিতি। যথা বালা অমনসঃ প্রাণন্তঃ প্রাণেন বদন্তো-বাচা পশ্যন্তশ্চক্ষুষা শৃণ্বন্তঃ শ্রোত্রেণৈবমিতি প্রবিবেশ হ মনঃ॥ ১০

'মনঃ হ উৎচক্রাম' 'তৎ সম্বৎসরং পরি এত্য উবাচ' 'কথং অশকত ঋতে মৎ জীবিতুং ইতি'। যথা বালাঃ অমনসঃ' অপ্ররূঢ়মনস ইত্যর্থঃ 'প্রাণন্তঃ প্রাণেন' 'বদন্তঃ বাচা' 'পশ্যন্তঃ চক্ষুষা' 'শৃণ্বতঃ শ্রোত্রেণ' 'এবং ইতি' 'প্রবিবেশ হ মনঃ' ॥ ১০

মন শরীর হইতে উঠিয়া গেল। এবং সে সম্বৎসর কাল কার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া পুনরায় আসিয়া বলিল আমার ব্যতীত তোমরা কি প্রকারে বাঁচিয়াছিলে? অপর ইন্দ্রিয়েরা বলিল—বালকেরা যেমন মনে মনন না করিয়া প্রাণে প্রাণন করে, বাক্যে বলে, চক্ষে দর্শন করে এবং কর্ণে শ্রবণ করে এই প্রকারে বাঁচিয়াছিলাম। ইহা শুনিয়া মন শরীরে প্রবেশ করিল। ১০

অথ হ প্রাণ উচ্চিক্রমিষ্যন্ত্স যথা সুহয়ঃ পড়্বীশশঙ্কূন্ সন্খিদেদেবমিতরান্ প্রাণান্ সমখিদত্তং হাভিসমেত্যোচুর্ভগবন্নেধি ত্বন্নঃ শ্রেষ্ঠোহসি মোৎক্রমীরিতি॥ ১১

এবং পরীক্ষিতেষু বাগাদিষু 'অথ' অনন্তরং 'হ' 'সঃ 'প্রাণঃ' মুখ্যঃ প্রাণঃ 'উচ্চিক্রমিষ্যন্' উৎক্রান্তমিচ্ছন্' কিং অকরোদিত্যুচ্যতে। 'যথা' লোকে 'সুহয়ঃ' শোভনোঽশ্বঃ 'পড়্বীশশঙ্কূন্' পাদবন্ধনকীলান্ পরীক্ষণায়ারূঢ়েন কশয়াহতঃ সন্ 'সন্খিদেৎ' সমুৎপাটেৎ 'এবং ইতরান্ প্রাণান্' বাগাদীন্ 'সমখিদৎ' সমুৎখিদৎ সমুদ্ধৃতবান্। তে প্রাণাঃ সঞ্চালিতাঃ সন্তঃ স্বস্থানে স্থাতুমনুৎসাহমানাঃ 'হ' 'অভিসমেত্য' 'তং' মুখ্যপ্রাণং 'উচুঃ' হে 'ভগবন্' 'এধি' ভব নঃ স্বামী যস্মাৎ 'ত্বং নঃ শ্রেষ্ঠঃ অসি' 'মা' চাস্মাদ্দেহাৎ 'উৎক্রমীঃ ইতি' ॥ ১১

অনন্তর মুখ্য প্রাণ শরীর হইতে উঠিয়া যাইবার উপক্রম করাতেই, যেমন বীর্য্যবান্ ঘোড়া কশাঘাতে তাহার পাদবন্ধন সকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, তদ্রূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল। তখন তাহারা সকলে একত্র হইয়া মুখ্য প্রাণকে বলিল, হে ভগবন্! আপনি আমাদের প্রভু হউন্, আপনি আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ, আপনি শরীর হইতে উঠিয়া যাইবেন না। ১১

অথ হৈনং বাগুবাচ যদহং বসিষ্ঠাঽস্মি ত্বং তদ্বসিষ্ঠোঽসীত্যথ হৈনং চক্ষুরুবাচ যদহং প্রতিষ্ঠাস্মি ত্বং তৎ প্রতিষ্ঠাসীতি॥ ১২

'অথ হ এনং বাক্ উবাচ' 'যৎ' ইতি ক্রিয়াবিশেষণং 'অহং' 'বসিষ্ঠাঃ অস্মি, যদ্বসিষ্ঠত্বগুণাস্মীত্যর্থঃ 'ত্বং তৎ বসিষ্ঠঃ অসিইতি' তদ্গুণস্ত্বমিত্যর্থঃ। 'অথ হ এনং চক্ষুঃ উবাচ' 'যৎ অহং প্রতিষ্ঠা অস্মি' 'ত্বং তৎ প্রতিষ্ঠা অসি ইতি' ॥ ১২

অনন্তর বাক্য আসিয়া প্রাণকে বলিল, আমি যে বসিষ্ঠ সে আপনিই। পরে চক্ষু আসিয়া বলিল আমি যে প্রতিষ্ঠা সে আপনিই। ১২

অথ হৈনং শ্রোত্রমুবাচ যদহং সম্পদস্মি ত্বং তৎ সম্পদসীত্যথ হৈনং মন উবাচ যদহমায়তনমস্মি ত্বং তদায়তনমসীতি॥ ১৩

'অথ হ এনং শ্রোত্রং উবাচ' 'যৎ অহং সম্পৎ অস্মি' 'ত্বং তৎ সম্পৎ অসি ইতি' 'অথ হ এনং মন উবাচ যৎ অহং আয়তনং অস্মি ত্বং তৎ আয়তনং অসি ইতি' ॥ ১৩

পরে শ্রোত্র আসিয়া ইহাকে বলিল, আমি যে সম্পৎ সে আপনিই এবং মন আসিয়া বলিল আমি যে আয়তন সে আপনিই। ১৩

ন বৈ বাচো ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে প্রাণাইত্যেবাচক্ষতে প্রাণোহ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি॥ ১৪

যুক্তমিদং বাগাদিভির্মুখ্যং প্রাণং প্রত্যভিহিতং যস্মাৎ 'ন বৈ' লোকে 'বাচঃ' 'ন চক্ষূংষি' 'শ্রোত্রাণি' 'ন মনাংসি ইতি' করণানি 'আচক্ষতে' কিন্তর্হি। 'প্রাণাঃ ইতি আচক্ষতে' কথয়ন্তি যস্মাৎ 'প্রাণঃ হি এব এতানি সর্ব্বাণি' বাগাদীনি করণজাতানি 'ভবতি'। অতোমুখ্যং প্রাণং প্রত্যনুরূপমেব বাগাদিভিরুক্তমিতি ॥ ১৪

লোকে বাক্য চক্ষু শ্রোত্র মন ইত্যাদি বলে না কিন্তু তাহাদিগকে প্রাণ বলিয়া ব্যক্ত করে, যেহেতু মুখ্য প্রাণই এই সকল ইন্দ্রিয়। ১৪

ঈশ্বর চিন্ত্য এবং অচিন্ত্য।

পূর্ব্বকালে বিদেহপতি রাজর্ষি জনক বহু-দক্ষিণ নামক একটী যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই মহাযজ্ঞে কুরু ও পাঞ্চাল দেশ হইতে অনেকানেক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া আইসেন। তাঁহাদিগের মধ্যে বহু তর্ক ও বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। এই অবসরে উষস্তশ্চাক্রায়ণ নামক একজন ঋষি তেজস্বী যাজ্ঞবল্ক্যকে এই প্রশ্ন করেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য! যেমন এই অশ্ব, এই গো, বলিয়া প্রত্যক্ষ গো-অশ্বকে জানা যায়, তদ্রূপ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিয়া উপদেশ কর। ইহার উত্তরে সেই প্রশান্ত যাজ্ঞবল্ক্য এই বলিলেন যে—'ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ' দৃষ্টির যিনি দ্রষ্টা তাঁহাকে দর্শন করা যায় না। 'ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়াৎ' শ্রুতির যিনি শ্রোতা তাঁহাকে শুনা যায় না। 'ন মতের্ম্মন্তারং মন্বীথা' মনের যিনি মননকর্ত্তা তাঁহাকে মনন করা যায় না। 'ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ' বিজ্ঞানের যিনি বিজ্ঞাতা তাঁহাকে জানা যায় না। যাজ্ঞবল্ক্য ঈশ্বরকে প্রথমে এই রূপে দুর্দ্দর্শ ও দুজ্ঞের্য় বলিয়াই অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন 'এষত আত্মা সর্ব্বান্তরোঽতোঽন্যদার্ত্তং' এই তোমার আত্মার আত্মা সকলের অন্তরে গূঢ়-রূপে রহিয়াছেন; তাঁহা ব্যতীত আর সকলি কিছুই নয়, সকলেই শোক-দুঃখে পাপে তাপে প্রপীড়িত।

যাজ্ঞবল্ক্যের এই উত্তর অতি সরল ও স্বাভাবিক। সর্ব্বান্তর ব্রহ্ম আমারদের চক্ষু-কর্ণের, বাক্য-মনের, জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতই অগম্য হউন, আমাদের ধ্যান ও চিন্তার অতল প্রদেশে যতই লুক্কায়িত থাকুন, আমরা যদি তাঁহাকে সহজ জ্ঞানে সহজ চিন্তায় না পাইতাম, আমারদের জন্মদাতা পিতার ন্যায় সর্ব্বদা নিকটবর্ত্তী বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ না করিতাম তবে কি আমারদের এই মনুষ্য-জীবন ধারণ করা সহজ হইত? অসুখ অশান্তির গভীর গাঢ় বিষাদে কোথায় ডুবিয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস-বিহীন হইয়া মরিয়া রহিতাম। কিন্তু ধন্য! যে সেই প্রাণের প্রাণ আপনি আপনাকে দান করিয়া আমারদের সকল অভাব মোচন করিয়াছেন। সকল দানের অপেক্ষা এই তাঁহার প্রধান দান।

ঈশ্বর এই জগতের স্রষ্টা, তিনি সকলের মূলাধার, তিনি তাহার মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া বাস করিতেছেন এবং তাঁহার অনুপম জ্যোতি ও সৌন্দর্য্য এই বিশ্বের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেক অণু পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এই সত্যটি আমারদের প্রতিজনের মজ্জায় মজ্জায় এবং এই স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়ের বলেই আমরা তাঁহার অচিন্ত্য মহিমাকেও চিন্তাতে ধারণা করিতে পারি। একবার ঊর্দ্ধনেত্রে ঐ বিতত দ্যুলোকের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিলে তাঁহার মহিমার জ্বলন্ত চিহ্ন সর্ব্বত্র দেখিতে পাই, এই পৃথিবীর উপরেই তাঁহার জ্ঞান শক্তির কত অগণ্য পরিচয় রহিয়াছে। যেমন আমাদের দৃষ্টির অন্তর্ভূত তাঁহার সৃষ্ট পদার্থপুঞ্জ দ্বারা তাঁহার জ্ঞান প্রেম উপলব্ধি করি, তেমনি তত্ত্ববিদ্যার প্রমাণ-সকলের দ্বারাও আমারদের দৃষ্টির অগোচর তাঁহার জ্ঞান শক্তির রাশি রাশি পরিচয় আমারদের প্রত্যয়ে আসিতেছে—তাহাদের গতি প্রণালী এবং উৎপত্তি স্থিতির মধ্যে তাঁহার কি অতুল্য মঙ্গল ইচ্ছা ও অসীম জ্ঞান আলোচনায় প্রকাশ পাইতেছে। মনুষ্য-সৃষ্টির আরম্ভ হইতে, মনুষ্য-হৃদয়ে জ্ঞান বুদ্ধির ও বিশ্বাসের উপক্রম হইতে, সকল দেশের সকল জাতীয় লোকই তাঁহার উপাসনা করিয়া আসিতেছে। ঈশ্বর-জ্ঞান মনুষ্য-হৃদয়ে সহজ

ও সরল। অতএব ঈশ্বর আপনিই আসিয়া আমারদের নিকট আপনাকে প্রকাশ করেন—আমারদের জ্ঞান চিন্তায় আবির্ভূত হন। উপনিষদে ঈশ্বরের তিনটি হৃদয়ের মর্ম্মস্পর্শী বিশেষণ আছে—'আবিঃ' তিনি সর্ব্বত্র প্রকাশমান। 'সন্নিহিতং' তিনি আমাদের অতি নিকটে সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। 'গুহাচরন্' তিনি আমারদের হৃদয়ের গুহার মধ্যে বিচরণ করিতেছেন। এই গুলি সরল-বিশ্বাস-প্রণোদিত অতি সত্য কথা। ঈশ্বরকে যখন আমরা এই প্রকারে সাক্ষাৎ দর্শন করি, তাঁহার সর্ব্বত্র প্রকাশ উপলব্ধি করি, তখন তাঁহার মহান্ ভাব আমরা বুঝিতে পারি এবং সংসারকর্ত্তার সহিত সাংসারিক জীবের যে সম্বন্ধ তাহা স্থাপিত হয়। মনুষ্যের সহিত তাঁহার যত টুকু সম্পর্ক তাহা এই। তাই বলিয়া এই জগতের সঙ্গেই যে তাঁহার সকল সম্বন্ধ আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা নহে। তিনি যেমন এই জগতের কারণ, জগতের পাতা, ধাতা বিধাতা; তেমনি তিনি আবার স্বতন্ত্র নিরবদ্য শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্ত এবং আপনার মহিমাতে আপনি বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার বাহিরে যেমন এই এক জগৎ রাজ্য, তেমনি তাঁহার অন্তরে তাঁহার নিজের সেই এক স্বতন্ত্র রাজ্য। এখানে যেমন তিনি এই জগতের মঙ্গল করিতেছেন সেখানে তেমনি তিনি নিজানন্দে আপনার মঙ্গল ভাবে পূর্ণ রহিয়াছেন। অমরা সৃষ্ট পরিমিত জীব, এবং পরিমিত ভাবেই আমারদের সকল প্রকার চিন্তার অবসান। তবে তাঁহার সেই অখণ্ড পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ মঙ্গলকে আমরা কি প্রকারে বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে পারি? চিন্তা-স্রোতে ভাসিয়া কি প্রকারে তাহার পারে যাইতে পারি? সেখানে তিনি আমাদের অচিন্ত্য—সেখানে তিনি আমাদিগের নিকট হইতে আপনাকে লুকাইয়া রাখেন। তাঁহার সেখানকার ভাব আমরা কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারি না। 'ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনঃ'। সেখানে চক্ষু যায় না, বাক্য যায় না, মন যায় না। কিন্তু এখানে তিনি আমারদিগের সর্ব্বস্ব। এখানে, 'সনোবন্ধুর্জ্জনিতা সবিধাতা'—তিনি আমারদের বন্ধু, পিতা এবং বিধাতা। মানব পিতা তাঁহার পুত্রের ভাবনা যতটুকু ভাবেন, তাহাকে লালন পালন স্নেহ মমতা যতটুকু করেন, তাহারই মধ্যে তাঁহার পিতৃত্বের পূর্ণতা—সেই পিতৃত্বকে পূর্ণ রূপে অধিকার করিয়াই মনুষ্য এখানে তৃপ্ত আছে। আমরা জগৎপিতার শিশু সন্তান। আমরা তাঁহাকে পিতা মাতা বন্ধু বলিয়া জানি। এবং আমাদের সকল অবস্থাতে তাঁহাকে সঙ্গের সঙ্গীরূপে অনুভব করিয়া চরিতার্থ হই। অতএব ঈশ্বরকে যেমন আমরা দীপ্যমান্ পিতা পাতা বলিয়া জানি, তেমনি আবার তাঁহার দেশ-কালাতীত গূঢ় গভীর ভাব আমরা জানি না—সেখানে তিনি আমাদের অগম্য অপার। তিনি যেমন আমারদের নিকট, তেমনি দূরে। তিনি যেমন আমারদের চিন্ত্য, তেমনি অচিন্ত্য। তিনি যে আমারদের অচিন্ত্য, তাহা আমারদের এই মনুষ্য জীবনের অধিকার ছাড়াইয়া। আর তাঁহাকে যে আমরা জানি, তিনি যে আমারদের নিকটে এবং আমারদের চিন্ত্য তাহা এই আমারদের মনুষ্য-জীবনের অধিকারের মধ্যে। পরে আমরা এই পৃথিবী লোক হইতে উঠিয়া যত দেবলোক হইতে দেবলোকে যাইতে থাকিব, তত আমারদের জ্ঞান প্রেম মঙ্গল ভাবের আয়তন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে; ততই আমরা অধিক পরিমাণে তাঁহার জ্ঞান প্রেম মঙ্গল ভাবের পরিচয় পাইতে থাকিব। কিন্তু কখনো তাঁহার অনন্ত স্বরূপ জানার শেষ

হইবে না। অনন্তই অনন্তকে জানেন। 'স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা' তিনি সকল বেদ্য বস্তুকে জানেন কিন্তু তাঁহার কেহ জ্ঞাতা নাই। 'সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাকে।'

বুদ্ধদেব-চরিত।

৪৫৩ সংখ্যা পত্রিকার ৮ পৃষ্ঠার পর।

হে ভিক্ষুগণ, আমি একে একে বোধিসত্বের সহিত ছন্দকের, রাজা শুদ্ধোদনের, গোপার, শাক্যকন্যাগণের, অন্তঃপুরবাসিনী রমনীগণের এবং শাক্যগণের শোক-বৃত্তান্ত কহিয়াছি। এক্ষণে তৎপরে কি হইল তোমাদের নিকট তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর।

বোধিসত্ব সেই লুব্ধকরূপ নামক দেবপুত্রকে স্বীয় কাশিজাত বস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক তাহার নিকট হইতে কাষায় বস্ত্র গ্রহণ করিয়া সত্বানুগ্রহে, সত্ব-পরিপাক-মানসে, লোকানুবর্ত্ত নামক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া প্রথমতঃ শাক্য ব্রাহ্মণীর আশ্রমে গমন করেন। সেই ব্রাহ্মণী তাঁহাকে গললগ্নীকৃত বস্ত্রে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি পদ্মানাম্নী ব্রাহ্মণীর আশ্রমে উপনীত হয়েন। এখানেও বোধিসত্ব যথাপূর্ব্ব আদৃত হন। পরে রৈবত নামক ব্রহ্মর্ষির আশ্রমে গমন করেন এবং সেখান হইতে রাজা ত্রিদণ্ডিকপুত্রের আশ্রমে উপনীত হন। ইহাঁরাও সকলে যথোচিত সম্মানের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করেন। তিনি এইরূপে ক্রমে ক্রমে গমন করিয়া অবশেষে বৈশালী নামক মহানগরী প্রাপ্ত হন। এই সময়ে অরাডকালাম নামক ধর্ম্মোপদেষ্টা বৈশালী নগরীতে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তিনি বহুশ্রাবকগণ সহ তিন শত শিষ্যদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছিলেন; এমন সময়ে দূর হইতে বোধিসত্বকে আগমন করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যের সহিত শিষ্যবর্গকে কহিলেন, ওহে দেখ, দেখ, ইহার কি রূপ! তাহাতে শিষ্যগণ তাঁহাকে উত্তর দিলেন, এ অতি বিস্ময়নীয়!

আচার্য্য ও শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে বোধিসত্ত্ব অরাডকালামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ভো অরাডে কালামে! আমি আপনার নিকট ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিব। অরাডকালাম তাহাতে সম্মত হইয়া কহিলেন, হে গৌতম! কুলপুত্রগণ অল্পকৃচ্ছ্রে যে শাস্ত্রাদেশ শিক্ষা করিতেছেন, আপনিও সেই ধর্ম্মাখ্যান শিক্ষা করুন।

হে ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব অরাডকালামের নিকট ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ সময়ে মনে মনে এই ভাবনা করিলেন যে, আমার অনুরাগ লাভ হউক, বীর্য্য হউক, স্মৃতি হউক, সমাধি হউক, প্রজ্ঞা হউক, যে আমি সেই সকল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অপ্রমত্ত আতাপী এবং ব্যপকৃষ্ট ভাবে এই ধর্ম্মের সাক্ষ্যাৎকার লাভার্থে আপনাকে নিয়োগ করিতে সক্ষম হই। অতঃপর তাহাই হইল—তিনি এক অপ্রমত্ত আতাপী ব্যপকৃষ্ট ভাবে অধ্যয়ন করিয়া অল্প কৃচ্ছ্রে সেই ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন এবং অরাডকালামের সমীপস্থ হইয়া কহিলেন, হে অরাডে! তোমার অধীত বিদ্যা কি এই পর্য্যন্তই!

অরাড কালাম কহিলেন, হে গৌতম! এই পর্য্যন্তই।

বোধিসত্ত্ব কহিলেন, মহাশয়! আমিও এই ধর্ম্মে সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি।

অরাড কহিলেন, হে গৌতম! তবে যে, যে ধর্ম্ম আমি জানি, আপনিও তাহাই জানেন, এবং যাহা আপনি জানেন আমিও তাহাই জানি। অতএব এক্ষণে আসুন,

আমরা উভয়েই এই শিষ্যগণকে শিক্ষা প্রদান করি।

অনন্তর অরাড কালাম বোধিসত্ত্বকে বহু সম্মান প্রদান পূর্ব্বক শিষ্যমণ্ডলীর উপর তাঁহাকে তাঁহার নিজের সমানতা প্রদান করিলেন।

কিছু দিন এই ভাবে কাল যাপন করিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন যে, অরাড কালামের যে ধর্ম্ম তাহা মুক্তিপ্রদ নহে—ইহাতে মুক্তি দিতে পারে না। অতএব অরাড কালামের মুক্তি কি প্রকারে হইতে পারিবে? আমি এস্থান হইতে চলিয়া গিয়া উত্তরে পর্যটন করি।" তাহার পর বোধিসত্ত্ব আপন ইচ্ছানুসারে বৈশালী পরিত্যাগ পূর্ব্বক মগধ দেশে যাত্রা করিলেন এবং মাগধদিগের রাজগৃহ নগরের অনুসরণ করিয়া পাণ্ডব পর্ব্বতের পার্শ্বে পার্শ্বে চলিতে লাগিলেন। পাণ্ডব পর্ব্বত-রাজপার্শ্বে যখন তিনি একাকী অদ্বিতীয় হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন অসংখ্য অসংখ্য দেবতা অলক্ষে তাঁহার সংরক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার পরে কাল্য নামক স্থানে বাস করিয়া এবং সেখানে পাত্রচীবর গ্রহণ করিয়া তপ্তোদ দ্বার দিয়া রাজগৃহ নগরে প্রবেশ করিলেন। যখন সেই পাত্র চীবরধারী অবিক্ষিপ্তেন্দ্রিয় বোধিসত্ত্ব রাজগৃহ নগরের প্রসারিত অট্টালিকার শ্রেণীর মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন, তখন সেখানকার অধিবাসীরা তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিতে লাগিল—ইনি কি ব্রহ্মা কি দেবরাজ ইন্দ্র, অথবা অগ্নি, কিম্বা কোন গিরিদেবতা?

শুভ্র মনোহর কান্তি তেজঃপুঞ্জে ভরা,
ধীর গতি—ধীর অতি সহজে মন্থরা—
মানসে চাঞ্চল্য নাই ইন্দ্রিয়েতে ক্রিয়া,
পাণ্ডব গিরির তলে বিহরেন গিয়া
সঙ্গেতে সাথিটি নাই বোধিসত্ত্ব ধীর
নিশিতে নির্জ্জনে, পরিব্রাজক গম্ভীর।
রাত্রি হলো শেষ, গেল অন্ধকার মালা
চারিদিকে ফুটিল চারিটি দিক্ বালা।
হেরিয়া প্রভাত মূর্ত্তি শাক্যের সন্তান
পরিধানে আঁটিল সুন্দর বাস খান।
করেতে সম্বল সন্ন্যাসির পিণ্ডদান
লয়ে রাজগৃহ প্রতি করিল প্রস্থান।
দৈবের কবচ অঙ্গে—বত্রিশ লক্ষণ
সকল শরীরে ফুটে কনক কিরণ।
হেরি সৌর করোজ্জ্বল কান্তি মনোহর,
না মানে সুতৃপ্তি নগরের নারী নর।
নেত্র-তৃষা মিটাতে রতন বাস পরি
অযুত চলিল তাঁর পিছে দিয়ে সারী।
বিস্ময়ে সবাই কহে কেগো এই নর,
রূপে আলো করিল সকল বাড়ী ঘর।
ছাদের উপরে কেহ, কেহ বাতায়নে
কেহ দ্বারে দাঁড়াইয়ে হেরে এক মনে।
গৃহিনী ছাড়িল ঘর, খেলা ধুলা বালা
অন্দর ছাড়িয়া গেল যুবতী মহিলা।
শূন্য হাট! কে করে বিক্রয় কেবা ক্রয়
ছুটে যায় শৌণ্ড ছাড়ি শুঁড়ির আলয়।
গৃহীর কি পথিকের না মিটে পিয়াস
হেরিয়া, হেরিলে রূপ বাড়ে অভিলাষ।
কেহ কেহ চলিল রাজার গৃহে ত্বরা
সুখ এ সন্দেশ বহি মহানন্দে ভরা।
বলে দেব! সুসন্দেশ, আজি ব্রহ্মা, পুরে
বিচরে স্বয়ং আসি কমণ্ডলু করে।
কেহ বলে নৃপ এই শচীপতি হবে
অন্যে বলে এ দেব 'সুযাম' খ্যাত দেবে
'নির্ম্মিত' কেহ বা কহে, কেহ 'সুনির্ম্মিত
ভাস্কর চন্দ্রমা বলি কারু লয় চিত।
রাহু কিম্বা বলী কিম্বা হবে বেমচিত্রী
কেহ বলে পাণ্ডব শৈলের অধিষ্ঠাত্রী।
শুনি রাজা বিম্বসার সবার বচন
গবাক্ষে দাঁড়ায়ে তবে করে নিরীক্ষণ।

কি দেখে। কি বোধিসত্ত্ব মানব সন্তান?
সুদীপ্ত পাবকে কিম্বা স্বর্ণ দহ্যমান?
অনন্তর বোধিসত্ত্বে অন্ন করি দান
আজ্ঞাদিল নরপতি ডাকি দ্বারবান্—
দেখরে কোথায় যায় প্রবীণ সন্ন্যাসী
তথ্য লয়ে ত্বরা করি বল মোরে আসি।
আজ্ঞা পেয়ে দ্বারবান্ চলিল পশ্চাতে
দেখিল সন্ন্যাসী যায় পাণ্ডব পর্ব্বতে
দ্রুত আসি ভূমিপালে করে নিবেদন
পাণ্ডব পর্ব্বতে সন্ন্যাসীর যোগাসন।
ইহা শুনি প্রভাতে উঠিয়ে নরপতি
সঙ্গে করি পরিবার অমাত্য মহতি
উপনীত হইল পাণ্ডব গিরি-তলে
হেরিল ভূধর শোভা মহাকুতূহলে।
হেরিল বসিয়ে ধীর বোধিসত্ত্ব তথা
অটল পর্ব্বত চূড়া অকম্পিত যথা।
ত্যজিয়া শিবিকা দূরে হাঁটি গেল পায়ে
বসিল বোধির আগে তৃণ বিছাইয়ে
মস্তক নুয়াই করি চরণ বন্দন
বিবিধ প্রকারে কহে বিবিধ বচন।
রাজা বলে রাজ্য মোর যত আছে এই
তোমারে অর্দ্ধেক করি লহ আমি দেই।
যত রুচে অন্ন পান যত ভোগ চাও
কামনার অন্ত এ সম্পদ সুখ লও।
কহে বরবোধিসত্ত্ব সুকোমল বাণী
দীর্ঘ আয়ু হও, কিন্তু শুন নৃপমণি—
বিসর্জ্জন দিয়ে আমি মান রাজ্য ধন
শান্তির উদ্দেশে এবে করি পর্য্যটন।
নৃপ কহে নব্য দেহ নবীন যৌবন
প্রস্ফুটিত-পুষ্প তব অঙ্গের বরণ
বিপুল বিষয় লও, নারী রমণীয়া
কামনা করহ ভোগ মম রাজ্যে গিয়া
পেয়ে, আনন্দিত আমি, তব দরশন
আমি দাস হই তুমি লও রাজ্যধন।
উঠ উঠ বনে তুমি বসিও না আর
তৃণ ভূমে পাতিও না দেহ সুকুমার।

উত্তরে কহেন মৃদু শাক্যের তনয়
অকুটিল হিতকর বাক্য প্রেমময়।
নিত্য স্বস্তি হউক হে তোমার ভূপতে
কামনার তৃষা কিন্তু নাহি মম চিতে।
বিষসম কামনা অনন্ত দোষময়,
কামনা তির্য্যক্‌যোনি প্রেতযোনি হয়,
বিদ্বজ্জনের কাম বিগর্হিত অতি
অনার্য্য কামনা তায় অনার্য্যের মতি
করিয়াছি অন্ন যথা ভুক্ত শেষ ভাগ,
হিত ভাবি অহিত কামনা পরিত্যাগ।
চ্যুত হয়ে ফল যথা পড়ে তরুমূলে
উড়ে যথা বলাহকা নীল অভ্রতলে
কিম্বা আশুগতি যথা আশুগতি যায়
শুভ-বিভীষিকা তথা কামনা খেলায়।
কামনা অলব্ধ যদি দহে হৃদি মন
লব্ধকাম নহে কভু তৃষা নিবারণ
শক্তি হীন জনে যদি উপজে কামনা
দুঃখের পাথারে সেই না পায় সীমানা।
যে সব কামনা ভুঞ্জে স্বরগে অমর
হে নৃপ, যা কিছু কিম্বা মর্ত্যধামে নর
একত্রে একাকী যদি লভে এক জন
তথাপি না হয় তার তৃষ্ণা নিবারণ।
কিন্তু হে ভূমিপ! যাঁরা শান্ত দান্ত ধীর
জ্ঞান লব্ধ আর্য্য ও অস্রব ধর্ম্ম বীর
তিরপিত তাহাদের কামনা পিয়াস
কাম-গুণ বিশিষ্টের নাহি মিটে আশ।
কেমন সে? যথা নৃপ অম্বু লবণিত
পীতাম্বু মানবে করে অধিক তৃষিত।
অপিচ ধরণিপাল, হের এই দেহ
অধ্রুব বিনাশী তথা যন্ত্রণার গেহ
নব দ্বার দিয়া সদা হতেছে ক্ষরণ
অতএব কাম ভোগে না করিব মন।
ছাড়িয়াছি রমণীয় রমণীর দল
ছাড়িয়াছি ধনধান সম্পদ সম্বল
অজ্ঞাতে, স্বজন সব সম্পদ ত্যজিয়া
ভ্রমি মাত্র শিব বর বোধির লাগিয়া।

রাজা কহিলেন।

হে যতি কহ গো মোরে তব আগমন
কোন্ দেশ হতে, কোথা করিবে গমন ?
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ কিম্বা হবে নরপতি
কেবা জন্মদাতা তব কোথায় বসতি ?

বোধিসত্ত্ব কহিলেন।

বিদিত ধরণীপাল, অতি ঋদ্ধিমান্
আছয়ে কপিলপুর শাক্য জন স্থান
পিতা মম শুদ্ধোদন সেই রাজ্যেশ্বর
গুণানুসন্ধানে আমি ত্যজেছি নগর।

রাজা কহিলেন।

ধন্য সাধু, ধর্ম্ম তব জন্ম অনুযায়ী
কুল যথা উচ্চ, তথা গতি পুণ্যময়ী।
কি আর বলিব ক্রুটি ক্ষম মতিমান্
ক্ষুদ্র হয়ে করেছি যে অযথা আহ্বান।
তব লব্ধ বোধি আমি নিজ লাভ গণি
শিষ্য যবে আমরা তোমারে গুরু মানি
তা কেন ? এখনি আমি গণি লভ্য মান
আমার বিজিতে যবে তুমি বর্ত্তমান।
প্রদক্ষিণ বোধি সত্বে করি অতঃপর
শ্রীচরণে প্রণাম করিয়ে নরবর
বিদায় লইয়া সহ সর্ব্ব পরিজন
রাজগৃহ প্রতি ফিরে করিল গমন।
অতঃপর প্রবেশিয়া মগধের পুরী
অভিরুচি অনুসারে একেলা বিহরি
প্রসাদ বিতরি সবে বোধিসত্ত্ব ধীর
চলিয়া গেলেন সাধু অঞ্জনার তীর।

নর-নারীর ঐশ্বরিক কার্য্য-নির্দ্দেশ।

নর-নারীর প্রকৃতি-বৈচিত্র্য সন্দর্শন করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, যে করুণা-নিধান পরমেশ্বর পৃথ্বীতলে তাহারদিগের স্ব স্ব কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যত্ন চেষ্টা, বিচার-তর্ক, তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া তাহারদিগকে আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয় না। সূর্য্য যেমন দিবসে প্রখর জ্যোতিঃ চন্দ্র যেরূপ রজনীতে স্নিগ্ধ জোৎস্না বর্ষণ করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, ধরা-পৃষ্ঠে পুরুষ সেই প্রকার গুরুতর কষ্ট-সাধ্য কৃষি-বাণিজ্য, শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-ধর্ম্মের উন্নতি-উৎকর্ষ সাধন এবং স্ত্রী সংসার-আশ্রমে স্নেহ মমতা, প্রীতি-পবিত্রতা, প্রেম-সদ্ভাব, দয়া-ধর্ম্ম বিস্তারের নিমিত্তই প্রসূত হইয়াছে। পুরুষ বিষয়-রাজ্যের—লোক-সমাজের নেতা-নিয়ন্তা, পালক-রক্ষক, রাজা সর্ব্বাচ্ছাদক; স্ত্রী সংসার-আশ্রমের রক্ষয়িত্রী বিধাত্রী, কর্ত্রী পালয়িত্রী সকলই।

রাজ-শাসন বা সামাজিক নিয়মের প্রভাবে নর-নারীকে বিষয়-ক্ষেত্রে বা সংসার-আশ্রমে প্রবেশ করিতে হয় না; ভূচর ও জলচর প্রাণী যেমন আপনাপন স্বাভাবিক সংস্কার-প্রভাবে কেহ ভূ-পৃষ্ঠে, কেহ নদ-নদী-সমুদ্রে গমন করে, স্ত্রী পুরুষ তেমনি স্ব স্ব দেবদত্ত প্রকৃতির গুণেই একজন সাংসারিক কার্য্যে, আর এক জন বিষয়-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া থাকে। বস্তুতই মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতা তাহারদিগকে আপনাপন অবলম্বিত কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন জন্য তদুপযোগী শক্তি-সামর্থ্য, গুণ-ধর্ম্ম দ্বারাই বিভূষিত করিয়া দিয়াছেন। সেই কারণেই নারী, সাংসারিক কার্য্য-সম্পাদন ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি দ্বারা যেরূপ অপর্য্যাপ্ত সুখ-শান্তি সম্ভোগ করেন, পুরুষ সেই প্রকার বিষয়-বিত্ত উপার্জ্জন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ-সাধন, রাজ্য-সাম্রাজ্যের উন্নতি-সম্পাদন বিষয়ে নিযুক্ত থাকিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। জলচরকে ভূচরের কার্য্যে এবং ভূচরকে জলচর জীবের কর্ম্মে নিয়োগ করিলে যেমন উভয়েরই কষ্ট ক্লেশের পরিসীমা থাকে না, তেমনি

পুরুষকে সাংসারিক কার্য্যে এবং স্ত্রীকে বিষয়-কর্ম্ম সম্পাদনে নিযুক্ত হইতে হইলে উভয়েরই প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে। অথচ কাহারও কার্য্য সুন্দর-সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক নির্ব্বাহিত হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। প্রত্যুত পদে পদেই বিশৃঙ্খলতা ও বৈপরীত্য সংঘটিত হইয়া থাকে; হইবে তাহার সন্দেহ কি? দেবনির্দ্দিষ্ট কার্য্যের ব্যভিচার করিতে গেলেই, তাহার অমোঘ দণ্ড নিশ্চয়ই সম্ভোগ করিতে হয়।

পুরুষ যে প্রকার উদ্যম উৎসাহ সহকারে দুর্নিবার্য্য বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া উৎকট পরিশ্রম দ্বারা স্বকার্য্য-সাধন করেন, স্ত্রী বাল্য-জীবন হইতে তাদৃশ কার্য্য-সাধনে সুশিক্ষিত হইলেও কোন ক্রমে তাহা অক্লেশে সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারেন না। নারী, যাদৃশ সহিষ্ণুতা সহকারে সন্তান সন্ততির ভরণ পোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন ও তাহাদের উৎপাত উপদ্রব, অবিরক্ত-চিত্তে সহ্য করেন এবং আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদের রোগ বিপত্তিতে, প্রশান্ত ভাবে অকৃত্রিম যত্ন ও স্নেহ-সহকারে সেবা শুশ্রূষা, ঔষধ পথ্য বিধান করিয়া থাকেন, পুরুষকে একদিনের জন্য তাদৃশ কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করিতে হইলে উত্যক্ত হইয়া উঠিতে হয়।

নরের কার্য্য-সাধনে যেমন নারীর সকল প্রকার ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা পরাভব স্বীকার করে, নারীর দুর্ব্বহ দুঃসাধ্য কার্য্য-কলাপ সম্পাদনে; তেমনি নরের সকল বিদ্যা-বুদ্ধি, বল-বীর্য্য-দক্ষতা পরাভূত হইয়া থাকে। ভূচরের শক্তি সামর্থ্য যেমন ধরাপৃষ্ঠে এবং জল-চরের বল-বিক্রম যেমন নদ-নদী-সমুদ্রে, তেমনি পুরুষের বুদ্ধি-পরাক্রম বিষয়-রাজ্যে, স্ত্রীর কার্য্য-নৈপুণ্য সংসার-আশ্রমে।

সন্তান সন্ততি, পিতা-মাতা উভয়েরই সমান যত্নের ধন ও আদরের বস্তু হইলেও মাতার ন্যায় কোন-রূপেই, পিতা, তাহারদিগকে লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারেন না। গর্ভ-সংরক্ষণ, ভূমিষ্ঠ শিশুর পালন-পোষণ একবার দর্শন ও পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, যথার্থই জননীকে ঈশ্বরের মঙ্গল-ভাবের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। মাতার সহিষ্ণুতার উপমাস্থল আর দ্বিতীয় নাই, জননীর অকৃত্রিম স্নেহের দৃষ্টান্ত কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নবজাত সন্তানকে যেরূপ স্নেহ ও সতর্কতার সহিত জননী পালন করেন, নিদ্রাবস্থাতেও যে প্রকার সাবধানতার সহিত তাহাকে রক্ষণ পোষণ করিয়া থাকেন, তাহার তুলনা কেবল স্নেহময়ী জননীতেই বর্ত্তমান। রোগ-বিপদে যে প্রকার অকৃত্রিম স্নেহে, অনির্ব্বচনীয় যত্ন সহকারে—জননী স্বীয় স্নেহের পুত্তলিকা শিশু-সন্তানকে বক্ষোপরি ধারণ করত বাহু-পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখেন, সর্ব্বসংহারক মৃত্যুও যেন তাহাকে সংহরণ করিতে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে! চিকিৎসা-বিজ্ঞান বসন্ত বিসূচিকা প্রভৃতি রোগ-সমুদায়কে নিতান্ত সংক্রামক, একান্ত সংস্পর্শী বলিয়া চিৎকার করিলেও মাতার কর্ণে তাহা স্থান পায় না। মাতৃ-স্নেহের প্রবল প্রবাহে সে সমুদায় বিজ্ঞান-সিদ্ধান্ত-সেতু এককালে চূর্ণ ও বিধৌত হইয়া যাইতে দেখা যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানী সকলের সারগর্ভ উপদেশ, সেখানে পরাভব স্বীকার করে। কিছুতেই মাতার মনে সংশয়-সন্দেহ উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়া শিশু-সংরক্ষণে তাঁহাকে অণুমাত্র সঙ্কুচিত বা নিবৃত্ত করিতে পারে না। অন্যে যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, আত্মীয় স্বজন যে গৃহে প্রবেশ করিতেও সমর্থ বা সাহসী হয় না, সেই স্নেহের অতুলন প্রতিমা, সেই ঈশ্বরের মঙ্গল-ভাবের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি-স্বরূপা স্নেহময়ী জননী বসন্ত-বিগলিত

শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ-পূর্ব্বক আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি তাহার বিকৃত শরীর মার্জ্জন-প্রক্ষালন—সেই রাহু-গ্রস্ত মুখ-চন্দ্রমায় স্নেহভরে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে থাকেন। বিসূচিকা-রোগ-গ্রস্ত সন্তান-সন্ততিকে স্বীয় বক্ষঃস্থলে ধারণ করত অম্লান-বদনে তাহার মল-বমন-প্রভৃতি পরিষ্কার করত আপনার প্রাণ-বিনিময়ে দিন-যামিনী শুশ্রূষা করিতে থাকেন। তদ্ভিন্ন অগ্নি-দাহ, গৃহ-পতন, সর্প-আক্রমণ প্রভৃতি আকস্মিক ঘটনায় জননীর সন্তান সংরক্ষণার্থ আত্ম-জীবন-বিসর্জ্জন-ব্যাপার, যিনি কখন স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়াছেন, তিনি মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করিবেন যে নারী, যথার্থই সংসার-আশ্রমের রক্ষয়িত্রী বিধাত্রী, কর্ত্রী পালয়িত্রী সকলই।

মাতৃ-স্নেহের সদৃশ স্নেহ আর কাহারও নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মাতৃ-স্তন-দুগ্ধের অনুরূপ নির্দ্দোষ অথচ প্রকৃত বল-পুষ্টিকর পদার্থ আর কুত্রাপি লব্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। মাতার ন্যায় শিশুর সেবা-শুশ্রূষা, রক্ষণ ও পোষণ করিতে আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হয় না; সেই জন্যই মাতৃ-বিয়োগ হইলে স্তন্যপায়ী দুগ্ধপোষ্য শিশুকে, সহস্রবিধ যত্ন-চেষ্টা করিলে, সহস্র প্রকার উপাদেয় দ্রব্য ভোজন-পান করাইলেও সে প্রায়ই জীবিত থাকে না। আশ্চর্য্য! এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান ব্যাপার প্রতিনিয়ত স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়াও অনেক সুস্থ-শরীরা ভোগ-বিলাসিনী নারী, এখন নীচ-শ্রেণীর ধাত্রীর হস্তে দেব-নির্দ্দিষ্ট জননী-সম্পাদ্য সন্তান সন্ততির পালন ও পোষণ-ক্রিয়ার সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিয়া আপনারা আমোদ-প্রমোদে, হাস্য পরিহাসে দিনপাত করিয়া থাকেন। ইহার পর অমানুষক ব্যাপার আর দ্বিতীয় নাই। যে সকল ধাত্রী অর্থ-লোভে আপন আপন সন্তান-সন্ততিকে দুগ্ধে বঞ্চনা করিতে পারে,—পালনসংরক্ষণ বিষয়ে সহজেই পরাঙ্মুখ হইতে সমর্থ হয়, সেই নীচ-শ্রেণীর দুরাচারিণী—মহাপাতকিনীদিগের হস্তে জননীর শ্রেষ্ঠতর পবিত্রতম কর্ত্তব্য-সাধনের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করা কোন রূপেই জ্ঞান-ধর্ম্মের ও প্রকৃত মনুষ্যত্বের অনুমোদিত কার্য্য নহে। সেই পাপ-দূষিত দুগ্ধ, যে কেবল শিশু-শরীর-পোষণের পক্ষে অনুপযোগী তাহা নহে, দিন-যামিনী তাহারদিগের সহিত সহবাস এবং তাহারদিগের দ্বারা ভরণ-পোষণ ও তাহারদিগের বিকৃত-প্রকৃতি ও কলঙ্কিত শরীর-নিঃসৃত দুগ্ধ-পান দ্বারা অজ্ঞাতসারে শিশু-প্রকৃতি, পিতামাতার অপেক্ষা বিভিন্ন রূপে সংরচিত হইয়া থাকে। ইহার অব্যর্থ দণ্ড কালেতে জনক জননীকে নিশ্চয়ই সম্ভোগ করিতে হয়। এই অমানুষিক ব্যাপার ধর্ম্মভীরু পবিত্র হিন্দু-সমাজ হইতে যত শীঘ্র অন্তরিত হয়, ততই মঙ্গল।

নারী যেমন সংসার রক্ষা, সন্তান-সন্ততির পালন-রক্ষণ, শুশ্রূষা পরিপোষণ প্রভৃতি কার্য্যে, অসদৃশ স্নেহ, অকৃত্রিম প্রেম, অসামান্য পটুতা, অনুপমেয় দেব-ভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন, বিষয়-রাজ্যে, কর্ম্ম-ক্ষেত্রে পুরুষেরও সেই প্রকার শৌর্য্য-বীর্য্য, উদ্যম-অসমসাহসিকতা প্রভৃতি প্রতিনিয়তই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাণিজ্য ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন জন্য পুরুষ, যে প্রকার বীর-বিক্রমে দুর্গম সমুদ্র-পথে, অজ্ঞাতঅপরিচিত দেশ-প্রদেশে, দুঃসহ কষ্ট-ক্লেশ স্বীকার-পূর্ব্বক গমন করেন, কৃষি-কার্য্যাদি সম্পাদন জন্য অম্লান-বদনে যেরূপ জল-রৌদ্র সহ্য করত উৎকট পরিশ্রমে ফল-শস্য সংগ্রহ করেন, শিল্প-বিজ্ঞান-ঘটিত কার্য্য-সাধন জন্য যেরূপ অসম সাহসিকতার সহিত পু-

রুষ কখন তুষার-মণ্ডিত গিরি-চূড়ায়, কখন নিবিড় তমসাচ্ছন্ন ভূগর্ব্ভে, কখন বা সুনীল আকাশমার্গে, কখন মকরকুম্ভীর-পূর্ণ সাগর-তলে আরোহণ অবতরণ করেন, কখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুভূত তত্ত্ব সকল পরীক্ষায় সপ্রমাণ করিবার জন্য যেরূপ নির্ভীক-হৃদয়ে স্বীয় শরীর ও জীবনের উপর কতশত বিঘ্ন ইচ্ছাপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া সত্যের আবিষ্কার, জ্ঞানের বিমল-জ্যোতি বিস্তার করেন; দেশরক্ষা—স্বাধীনতারক্ষার জন্য পুরুষ যেমন অম্লান-মুখে, উৎসাহ-পূর্ণ-হৃদয়ে শত্রুদল-বিনাশ-উদ্দেশে সমর-ক্ষেত্রে মূর্ত্তিমান মৃত্যু-মুখে ধাবিত হয়েন, ধর্ম্মের জন্য ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য-সাধন নিমিত্ত যে প্রকার কঠোর তপস্যা, নিদারুণ কষ্ট, দেব-সদৃশ বৈরাগ্য-ভাব প্রদর্শন-পূর্ব্বক জন-সমাজের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া থাকেন; এমন অনুপম শূরত্ব বীরত্ব দেবত্বের চিহ্ন, পুরুষ ভিন্ন আবার নারী-কুলে সহসা দৃষ্ট হয় না। পুরুষের স্বদেশ ও স্বাধীনতা এবং ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য যেমন জীবন উৎসর্গ এবং নারীর সন্তান-সন্ততির নিমিত্ত তেমনি প্রাণ-ত্যাগের সংবাদ সকল-কালে সকল-দেশে, সকল জাতীয় ইতিহাস-পুরাবৃত্তে এবং প্রতি দিনের ঘটনায় জাজ্জ্বল্যতর-রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই হেতুই সুস্পষ্ট-রূপে প্রতীয়মান হইতেছে, যে করুণা-পূর্ণ পুরুষ জগতের কল্যাণ উদ্দেশে নর-নারীর বিভিন্ন-রূপ কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া তাঁহার পৃথ্বী-রাজ্যের সুখ-সম্পদ, জ্ঞান-ধর্ম্মের উন্নতি-সাধন করিতেছেন। অতএব যত আমরা প্রাণ পণে ঈশ্বর-অভিপ্রেত নর-নারীর প্রকৃতি-পার্থক্য এবং কার্য্য-প্রভেদ রক্ষা করিয়া চলিতে পারিব, ততই এই ধরাধাম স্বাস্থ্য-সম্পদ ও সুখ-শান্তির আলয় হইয়া উঠিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

নর-নারীর প্রকৃতি-পার্থক্য ও কার্য্য-প্রভেদ থাকাতেই, পুরুষ কর্ম্ম-ক্ষেত্রে উৎকট পরিশ্রম করত গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া নারীর সুধাময় বাক্যালাপে, প্রেম-পূর্ণ সেবা শুশ্রূষায়, গৃহকার্য্যের সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলায়, সাময়িক অন্নপান-লাভে পরিতৃপ্ত হইয়া সকল কষ্ট-ক্লেশই বিস্মৃত হইয়া থাকেন। নারীও পুরুষের সন্নিধানে, বিষয়-ক্ষেত্র ও রাজ্য-সাম্রাজ্য-ঘটিত নানা সংবাদ এবং জ্ঞান-ধর্ম্ম-বিষয়ক কথোপকথন দ্বারা বহুজ্ঞতা-লাভে সমর্থ হইয়া ধর্ম্ম—ঈশ্বরে অধিকতর অনুরক্ত হইতে পারেন এবং অর্থোপার্জ্জনের কষ্ট ক্লেশের পরিচয় পাইয়া মিতাচার ও মিতব্যয়িতা শিক্ষা করত সংসারের প্রভূত কল্যাণ-সাধনে সমর্থ হয়েন। পরস্পর স্বভাব-প্রকৃতি, প্রেম-সদ্ভাব, জ্ঞানধর্ম্ম প্রভৃতির বিনিময়াদি দ্বারা, নর-নারী উভয়েই শিক্ষিত, উন্নত ও সুখী হইবে, এই জন্যই করুণানিধান পরমেশ্বর তাহারদিগের বিচিত্র প্রকৃতি ও বিভিন্নরূপ কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

ব্যাখ্যান মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের
ব্যাখ্যান মূলক পদ্য।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যান।

মঙ্গল আলয়, সকল সময়, দেখা দেন ভক্তগণে।
দেখি তাঁর রূপ, অমৃত অরূপ, মজ সদা প্রীত মনে॥

স্বপ্রকাশ মঙ্গল স্বরূপ।
হের যথা দেখ তাঁর রূপ।
যে তাঁরে একান্তে চায়, দেখিবারে সেই পায়
রূপহীন রূপ অপরূপ।
কি নীল উজ্জ্বল নভস্তল।
চন্দ্র তারা সূর্য্যে ঝল মল।

কি শ্যাম-সুষমা ধরা, ফলে ফুলে মনোহরা,
উভে তাঁর রূপ সুবিমল॥
উষা যবে পূরবে প্রকাশে।
ভকতের হৃদয় বিকাশে।
যাঁহা হতে উষা হয়, পবিত্র আলোক ময়,
হেরি তাঁরে পুলকেতে ভাসে॥
নবোদিত রবির কিরণ।
যাহে পূরে ভূতল গগন।
যাহার প্রফুল্ল করে, পাখীগণ গান করে,
অচেতনে হয় সচেতন।
ভাবুক সে রবির কিরণে।
দেখে সেই প্রেমের তপনে।
প্রাণ পাখী যার করে, গায় কিবা হর্ষ ভরে,
হৃৎপদ্ম বিকাশে সঘনে॥
কোথা তাঁর না হয় দর্শন।
উষসীর হলে আগমন।
মধু স্নিগ্ধ অন্ধকার, ক্রমে হয় সুবিস্তার
ধরা হয় শান্তির ভবন॥
সন্ধ্যার মোহন অন্ধকারে।
কে উদাস করিয়া তোমারে,
বলেন করিতে ত্যাগ, মিছা মায়া অনুরাগ
তাঁহারে জীবন সঁপিবারে?
পাখী সব লতেছে আশ্রয়,
দেখে চায় তোমার হৃদয়?
শরণ লইতে তাঁর, যিনি ভবে কর্ণধার
পেতে চিরকালের আশ্রয়?
রজনী ঘেরিলে এ ভুবন।
সবে শান্তি নিদ্রায় মগন।
অসংখ্য তারকারাজি, প্রহরী রূপেতে সাজি,
করে যেন রক্ষণাবেক্ষণ॥
তাহে দেখি পূর্ণ শশধরে।
ভাব কি সে প্রেম সুধাকরে?
যিনি হৃদি নিরন্তর, দিতেছেন সুধা কর,
প্রেমপুষ্প বিকাশের তরে।
নাহি জানে চন্দ্র সূর্য্য তারা।
কাহার নিয়মে ভ্রমে তারা।
কাহার শাসন বলে, অসীম আকাশে চলে,
শূন্যে নাহি হয় পথহারা।
চন্দ্র সূর্য্য তারকা ভিতর।
রয়েছেন তিনি নিরন্তর।
তিনি তাহাদের প্রাণ,তাই তারা জ্যোতিষ্মান্,
তাই জীবগণ-হিতকর॥
কেবা তাঁরে দেখিবারে পায়?
কাতরে তাঁহারে যেই চায়,
হৃদয় পবিত্র যার, তাঁরে করিয়াছে সার,
দেখে তাঁরে যথায় তথায়।
নদী বৃষ্টি পর্ব্বত কন্দরে।
মহারণ্য সজন নগরে
দেখে তাঁরে বিদ্যমান, সৃষ্টি হয়ে এক তান
তাঁর নাম সদা গান করে॥

দেখিবে কি শুধু তাঁরে চন্দ্রমা তপনে?
দেখ তাঁরে একবার সাধুর আননে॥
সাধুর তাঁহার কাযে কিবা অনুরাগ।
সাধু কত প্রলোভন করিছেন ত্যাগ॥
সাধু যবে তাঁর প্রেম ভক্তি রসে গলে।
তাঁর দয়া স্মরি যবে ভাসে অশ্রু জলে॥
বলে "নাথ! তুমি হও সর্ব্বস্ব আমার।
তোমা ভিন্ন কিছু আর নাহি চাহি আর॥
যত প্রেম স্নেহ আমি তোমা ঠাঁই চাই।
তার চেয়ে প্রেম স্নেহ তোমা হতে পাই॥

আমার মনের মত হও তুমি ধন।
নহে তব অভিমত এ অধম জন॥
এ দুঃখ আমার বড় বিঁধিছে পরাণ।
হইবে কি কভু এই দুঃখ অবসান?
কুটিল কামনা আশা বিনাশো আমার।
করে লও এ অধমে একান্তে তোমার"॥
তখন অমৃতে পূর্ণ সাধুর হৃদয়।
কি শীতল কি পবিত্র শান্ত অতিশয়॥
শান্তিদাতা সে হৃদয়ে করেন নিবাস।
ইথে তাঁর কি সুন্দর উজ্জ্বল প্রকাশ॥

রয়েছেন বটে তিনি সন্ধ্যার শোভায়।
তামসী রজনী কিম্বা সচন্দ্র নিশায়॥
নদী যথা কলরবে তাঁর গুণ গায়।
পর্ব্বত নিস্তব্ধ হয়ে তাঁহারে ধেয়ায়॥
কিন্তু তাঁর প্রিয় বাস হয় সাধুচিতে।
এমন আকাশে নহে নহে পৃথিবীতে॥
সাধুর মুখের কান্তি হয় কি উজ্জ্বল।
স্বর্গীয় লাবণ্যে তাহা করে ঢল ঢল॥
সাধু-মুখ-শ্রীতে তবে দেখ প্রেমময়ে।
যাঁহার প্রসাদ জাগে সাধুর হৃদয়ে॥
ইতি দ্বিতীয় ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

ঈশ্বর-প্রীতি।

আত্মার প্রধান লক্ষণের মধ্যে প্রীতি ও আনন্দ। সাংসারিক দুঃখ ক্লেশের উপর মনের বল দ্বারা আত্মাকে উত্থিত কর, দেখিবে যে আত্মা হইতে আপনাআপনি প্রীতি ও আনন্দ সমদ্ভূত হইতেছে কিন্তু আত্মার প্রীতি ও আনন্দৈষণা-বৃত্তি সাংসারিক কোন পদার্থ দ্বারা চরিতার্থ হয় না। কেবল পূর্ণ-রূপে সুন্দর ঈশ্বর তাহার ঐ বৃত্তিদ্বয়কে চরি-তার্থ করিতে পারেন।

কোন কোন ব্যক্তি জন্মাবধি ধর্ম্মানুরাগী ও ধার্ম্মিক। তাঁহাদিগের প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ বলিতে হইবে। কেন যে ঈশ্বর তাঁহাদিগের প্রতি এ প্রকার অনুগ্রহ প্রকাশ করেন তাহা বুদ্ধির অগম্য। তাঁহার অনেক কার্য্য বুঝা যায় না। নিজে ঈশ্বর না হইলে ঈশ্বরের সকল কার্য্য বুঝা যায় না। যাঁহাদিগকে ঈশ্বর এরূপ স্বভাবতঃ ধর্ম্মপরায়ণ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই এই কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে তাহাদিগের কোন অধিকার নাই যে, কেন তাহারা এরূপ সৃষ্ট হইল। কুম্ভের কি অধিকার আছে যে কুম্ভকারকে জিজ্ঞাসা করে যে তুমি এইরূপ আকার দিয়া কেন আমাকে সৃষ্টি করিলে? কিন্তু যাহাদি-গের প্রতি ঈশ্বর উল্লিখিত অনুগ্রহ প্রকাশ করেন নাই তাহাদিগকে এই মহৎ অধিকার দিয়াছেন যে তাহারা আত্মপ্রভাব ও দেব-প্রসাদ সহকারে ধার্ম্মিক হইতে পারে। স্বভাবতঃ ধার্ম্মিক ব্যক্তির সম্বন্ধেও আত্ম-চেষ্টা আবশ্যক কিন্তু শেষোক্ত প্রকার ব্যক্তি সম্বন্ধে যেরূপ সেরূপ নহে। ভূমি-কর্ষণ যেমন আত্মপ্রভাবের এবং বর্ষণ যেমন দেব-প্রসাদের কার্য্য তেমনি মনুষ্যের আপনা দ্বারা আপনার ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন আত্ম-প্রভাবের কার্য্য ও আত্মার উপর সেই ধর্ম্মো-ন্নতি সংসাধনের সাহায্য স্বরূপ তাঁহার অনুগ্রহ নিক্ষেপ দেবপ্রসাদের কার্য্য। সেই প্রসাদ-বারি ক্ষীণ মলিন সাংসারিক দুঃখে মুহ্যমান আত্মার উপর কখন্ বর্ষিত হইবে তাহার জন্য চাতকের ন্যায় প্রতীক্ষা করিয়া থাকা কর্ত্তব্য। তাঁহার দ্বারের উপর মস্তক স্থাপন করিয়া থাকিলে একবার না একবার সে বারি বর্ষিত হইবে সন্দেহ নাই।

ঈশ্বর-প্রীতির প্রধান লক্ষণ তিনটি। প্রথম ঈশ্বর-প্রীতি নিষ্কাম, দ্বিতীয় ঈশ্বরের জন্য দুঃখ কষ্ট সহ্য করা, তৃতীয় তাঁহার সহিত গাঢ় সম্মিলনের ইচ্ছা।

ঈশ্বর-প্রীতি নিষ্কাম। ঐহিক অথবা পারত্রিক সুখের কামনায় ঈশ্বরকে প্রীতি করা প্রকৃত ঈশ্বর-প্রীতি নহে। যে ব্যক্তি বন্ধুকে কেবল তাঁহার গুণ জন্য ভালবাসে, তাঁহা দ্বারা কোন সাংসারিক উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ভালবাসে না, সেই ব্যক্তির বন্ধুতা প্রকৃত বন্ধুতা। প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমী ব্যক্তি সেই পরম বন্ধুর নিকট সেই পরম বন্ধু ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করেন না। তিনি সাংসারিক কার্য্য সকল নিষ্কাম হইয়া করেন। তিনি জানেন যে কার্য্যেতে তাঁহার অধিকার আছে, কার্য্যের ফলে তাঁহার অধিকার নাই।

কার্য্যের ফল তাঁহার পরম প্রিয়তম ঈশ্বরের হস্তে।

ঈশ্বর-প্রীতির দ্বিতীয় লক্ষণ ঈশ্বরের জন্য দুঃখ কষ্ট সহ্য করা। প্রকৃত বন্ধু যেমন তাঁহার বন্ধুর জন্য ত্যাগস্বীকার করেন এবং দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করেন ঈশ্বরপ্রেমী ব্যক্তিও সেইরূপ ঈশ্বরের জন্য ত্যাগস্বীকার করেন ও সাংসারিক দুঃখ কষ্ট তাঁহার প্রেরিত জানিয়া তাহা সহ্য করেন। তিনি এইরূপ মনে করেন যে যদি ঈশ্বর তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া ঈশ্বরপ্রেমী না করিতেন তবে কি আর রক্ষা থাকিত? তাঁহার মহা-বিনাশ উপস্থিত হইত। ঈশ্বরব্যতীত সংসারে এমন কোন্ স্থান আছে যে যেখানে গিয়া তাঁহার হৃদয় জুড়াইবেন, আর তাঁহার সংসারানলে দীপ্ত শির শীতল করিবেন? এই সংসারে "চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং" অনেক-কালস্থায়ী বন্ধুতাও বন্ধুদিগের পরস্পরের অপূর্ণতা হেতু বিচলিত হইতেছে, "সম্পদ তড়িৎসমান উন্মীলি নিমীলয়ে" এখানে স্বচ্ছন্দতা লাভ করিবার জন্য ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত আমাদিগের জন্য অন্য পন্থা দৃষ্ট হইতেছে না। তুষারপতনের সময় মনুষ্য আপনার গৃহের অভ্যন্তরে অগ্নিসেবন করিয়া যেমন স্বচ্ছন্দতা অনুভব করে সেই রূপ সে সাংসারিক দুঃখ হইতে পলায়ন করিয়া আত্মার প্রকৃত নিবাস ঈশ্বরে আশ্রয় লইয়া ঈশ্বর-প্রেমাগ্নি সেবন করিয়া স্বচ্ছন্দতা অনুভব করে।

ঈশ্বর-প্রীতির আর একটি লক্ষণ ঈশ্বরের সহিত গাঢ় সম্মিলনের ইচ্ছা। আমরা ঈশ্বরে লয় অথবা নির্ব্বাণে বিশ্বাস করি না আমরা বিশ্বাস করি যে শর্করা হওয়া অপেক্ষা শর্করা ভক্ষণ করা ভাল, তথাপি ঈশ্বর ও আত্মার মধ্যে সম্বন্ধ সম্পর্কে "লীন" শব্দ ব্যবহার না করিয়া আমরা থাকিতে পারিতেছি না; যেহেতু উক্ত শব্দ দ্বারা ঈশ্বরের সহিত আত্মার গাঢ় সম্মিলনের ভাব যেমন প্রকাশিত হয় এমন আর অন্য কিছুতেই নহে। পতঙ্গ যেমন দীপ্তাগ্নি ভাল বাসে, আত্মা সেই রূপ ঈশ্বরকে ভাল বাসে। পতঙ্গ যেমন দীপ্তাগ্নিতে পতিত হইয়া ভস্মীভূত হয় তেমনি ঈশ্বর-প্রেমী ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে বিনষ্ট হওয়াতে ক্ষতি বোধ করেন না। নদী যেমন সমুদ্রে গমন করিয়া তাহাতে অস্ত প্রাপ্ত হয় তেমনি ঈশ্বর-প্রেমীর সকল কামনা, সকল চিন্তা, সকল উদ্বোধ, সকল বাক্য ও সকল কার্য্য ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হয়। তাঁহার সকল চিন্তা ঈশ্বরে সমর্পিত, তাঁহার সকল কামনা ঈশ্বরে পর্য্যবসিত, তাঁহার সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ।

পৌরাণিক উপাখ্যান।

পূর্ব্বে কোন এক স্থানে জৈগীষব্য নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। ব্রাহ্মণের ঔরসে তাহার জন্ম, কিন্তু তাহাতে ব্রাহ্মণের লক্ষণ অণুমাত্রও দৃষ্ট হইত না। সে বাল্যাবধি অতিশয় দুর্বৃত্ত ছিল, এই জন্য তাহার পিতা উপনয়ন না দিয়াই তাহাকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। তখন ঐ কুলাঙ্গার জৈগীষব্য তস্করের সঙ্গে মিলিয়া চৌর্য্যবৃত্তি করিতে লাগিল। কিন্তু তস্করেরা উহার স্বভাবদোষে তিতিবিরক্ত হইয়া উহাকে পরিত্যাগ করাতে সে লম্পটের আশ্রয় লইল। পরে লম্পটেরা উত্যক্ত হইয়া উহাকে পরিত্যাগ করাতে সে মদ্যপায়ীদিগের দলভুক্ত হইল। পরে মদ্যপায়ীরাও বিরক্ত হইয়া উহাকে দূর করিয়া দেওয়াতে সে ম্লেচ্ছদিগের সংসর্গ করিতে লাগিল। তখন ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় তাহার আহার এবং ম্লেচ্ছ-

দিগের ন্যায় তাহার ব্যবহার। সে সুরায় সর্ব্বদা উন্মত্ত থাকিত এবং গোমাংস ভক্ষণ করিত। ঐ দুরাত্মা এক বিধবা রজকীর প্রণয়-পাশে আসক্ত হয় এবং উহার গর্ভে তাহার কতকগুলি পুত্রকন্যাও জন্মে।

এইরূপে জৈগীষব্য বহু পরিবারে জড়িত হইল এবং উহাদের ভরণপোষণের জন্য চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিল। সে এক প্রকাণ্ড লগুড় হস্তে লইয়া রাজভয়ে গিরিদুর্গ ও বন-দুর্গে পর্য্যটন করিত। দিবাভাগে যোগধ্যানে নিমগ্ন মুনিদিগের কৌপীন এবং রাত্রিযোগে নগর প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের ধনধান্য আত্ম-সাৎ করিত। এইরূপে ঐ দুর্ব্বৃত্ত জৈগীষব্যের জ্বালায় বনবাসী ও নগরবাসী যাবদীয় লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু কে যে চোর তৎকালে কেহ কিছুই ইহার অনুসন্ধান করিতে পারিল না। পরে সকলে অতিমাত্র আকুল হইয়া রাজা ঋতপর্ণের নিকট গিয়া কহিল, মহারাজ! আমরা তস্করের উপদ্রবে বড় কাতর হইয়াছি, আমাদের সর্ব্বস্বান্ত হই-য়াছে। এক্ষণে আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন, আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম।

রাজা ঋতপর্ণ প্রজাদিগের এই দুরবস্থায় দুঃখিত হইয়া কহিলেন, প্রজাগণ! তস্করের সংখ্যা কত, এবং তাহারা কোথা হইতেই বা আইসে? তোমরা যদি জান ত বল।

প্রজারা কহিল, রাজন্! তস্করদিগের সংখ্যা যে কত এবং তাহারা কোথা হইতেই বা আইসে আমরা ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানি না। এক্ষণে যাহা ভাল হয় আপনিই বিচার করিয়া দেখুন। ঋতপর্ণ কহিলেন, আচ্ছা, তোমরা যাও, যাহা ভাল হয় আমি তাহাই করিতেছি।

অনন্তর রাজা ঋতপর্ণ তদবধি সকলের গৃহে গৃহে নগরে নগরে বন উপবন ও নদ নদীতে রক্ষক নিযুক্ত করিলেন। এবং স্বয়ং বীরবেশ ধারণ করিয়া সসৈন্যে সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক দিন দেখিলেন, রাত্রি দ্বিপ্রহরে ভীষণমূর্ত্তি তস্কর লগুড় হস্তে লইয়া বাহির হইয়াছে। তিনি উহাকে দেখিয়া কহিলেন, রে নির্ব্বোধ! তুই এই নিশাভোগে লগুড় হস্তে লইয়া কে যাই-তেছিস্, দাঁড়া, বুঝিয়াছি তুই বেটাই দুরা-চার চোর।

এই কথা শুনিয়া জৈগীষব্য ভীত মনে কম্পিত দেহে দাঁড়াইল। উহার মুখে আর কথাটী সরিল না। তখন রাজা ঋতপর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে শীঘ্র উহার নিকটস্থ হইয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, তুই কে? কি জন্যই বা এই নিশাভোগে পর্য্যটন করিতেছিল? বল নচেৎ এখনই তোর শিরশ্ছেদন করিব।

তস্কর কহিল, আমি দুর্ব্বৃত্ত চোর, সংসার প্রতিপালনে সম্পূর্ণ অক্ষম বলিয়া চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ করিয়া থাকি। তুমি কে? কেনই বা অশ্ব-পৃষ্ঠে কালান্তক যমের ন্যায় সশস্ত্রে বিচরণ করিতেছ? তোমায় দেখিবামাত্র আমার মনে বড় ভয় হইয়াছে।

অনন্তর রক্ষকেরা রাজাজ্ঞায় ঐ দুরাচারকে গিয়া ধরিল এবং সেই রাত্রিতে তাহাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিল। পর দিন প্রাতঃকালে রাজা ঋতপর্ণ রাজসভায় আ-সিয়া রক্ষকগণকে কহিলেন, দেখ, তোমরা শীঘ্র সেই চোরকে এই স্থানে আনয়ন কর। রক্ষকেরাও বিলম্ব না করিয়া তাহাকে কারাগার হইতে তথায় আনিল। তখন ঋতপর্ণ ভীষণ গম্ভীর স্বরে কহিলেন, রে দুর্মতি চোর! শোন্, তুই কোন্ জাতীয়? নির্ভয়ে বল কি জন্য চৌর্য্যবৃত্তি করিতে-ছিস্?

তস্কর কহিল, মহারাজ! আমার যা কিছু স্মরণ হয় কহিতেছি শুনুন। আমি ব্রাহ্ম-

ণের পুত্র; এ কথা মিথ্যা নয়, কিন্তু অদ্যাপি আমার উপনয়ন হয় নাই। আমার পত্নী কোন নীচজাতীয়া রজকী। আমার পুত্র কন্যাও অনেক গুলি আছে। আমি তাহাদিগেরই ভরণপোষণের জন্য গৃহে গৃহে চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া থাকি।

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, তস্কর! তোমার পিতার নাম কি? এবং পূর্ব্বে তুমি কোন্ দেশেই বা ছিলে? তস্কর কহিল, মহারাজ! আমার পিতার নাম ধর্ম্মশীল কাসকর্ণ। উজ্জয়িনীতে আমার পূর্ব্বনিবাস; নাম জৈগীষব্য।

তখন রাজা ঋতপর্ণ উহাকে ব্রাহ্মণ বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলেন এবং বিপ্রভক্তি হেতু বশিবার আসন দিয়া সমুচিত সৎকার পূর্ব্বক কহিলেন, বুঝিলাম, তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু কি জন্য তোমার এইরূপ দুষ্প্রবৃত্তি উপস্থিত? তুমি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য ধর্ম্মাচরণ না করিয়া কেন তস্কর হইয়াছ? আর জন্মাবধি এতদিন কি কি দুষ্কর্ম্মই বা করিয়াছ? তুমি অকপটে সমস্তই বল। পরে বিবেচনা করিয়া যা হয় তোমায় আজ্ঞা দিব।

তস্কর কহিল, মহারাজ! আমি পূর্ব্বে তস্করের সঙ্গে মিলিয়া চৌর্য্যবৃত্তি করিতাম। পরে তাহারা আমায় পরিত্যাগ করিলে আমি লম্পটদিগের সংসর্গে বেড়াইতাম। পরে তাহারাও পরিত্যাগ করিলে আমি মদ্যপায়ীদিগের আশ্রয় লই। পরে ইহারাও পরিত্যাগ করিলে ম্লেচ্ছের দলভুক্ত হইয়া পড়ি। এই সময়ে আমি একটী নির্ধন বিধবা রজকীর প্রণয়ে আসক্ত হই এবং তাহাকে চৌর্য্যলব্ধ অর্থে বশীভূত করি। ঐ রজকীর গর্ভে আমার কতকগুলি পুত্রকন্যা জন্মে। আমি তাহাদিগেরই ভরণপোষণের জন্য গৃহে গৃহে এইরূপ চৌর্য্যবৃত্তি করিতেছি। রাজন্! বাল্যে পিতা পরিত্যাগ করা অবধি আমি এইরূপ গর্হিত কার্য্যই করিয়াছি।

ঋতপর্ণ কহিলেন, সভ্যগণ! শুন, এই তস্কর, ব্রাহ্মণের পুত্র, বল, এক্ষণে আমি ইহার কি করিব। সভ্যেরা কহিল, রাজন্! কুকর্ম্মান্বিত বলিয়া এই ব্রাহ্মণ উপনীত হয় নাই, কিন্তু এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণের পুত্র। তজ্জন্য আপনি ইহাকে দণ্ড দিতে পারেন না। সুতরাং ইহার পক্ষে নির্ব্বাসন ব্যবস্থাই ভাল হইতেছে।

অনন্তর রাজা ঋতপর্ণ আপনার রাজ্য হইতে ঐ তস্করকে দূর করিয়া দিলেন। তখন ঐ পাপিষ্ঠ দুঃখ শোকে নিপীড়িত হইয়া বন প্রবেশ করিল। সে ক্রমশঃ দূর বনে গিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইল এবং এক বৃক্ষমূলে বশিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, হা! এখন আমার স্ত্রী পুত্র কোথায়! আর আমিই বা রাজদণ্ডে দূরীভূত হইয়া কোথায় যাই! ঐ দুরাত্মা এই চিন্তায় আকুল হইয়া অরণ্যে পর্য্যটন করিতে লাগিল। দেখিল, অদূরেই একটী পবিত্র পর্ণকুটীর; এবং তন্মধ্যে একটী ঋষি নিমীলিত নয়নে ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। তাঁহার চিত্ত প্রশান্ত ও স্থির, সর্ব্বাঙ্গ নিশ্চল এবং দেহপ্রভা মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত। তিনি নাসাগ্রে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক নিশ্বাসবায়ু নিরোধ করিয়া আছেন। তাঁহার মস্তকে জটাভার, পরিধান বৃক্ষের বল্কল এবং করদ্বয় ক্রোড়ে ন্যস্ত। তিনি কুশাসনে অটল সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ভাবে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার মন ব্রহ্মযোগে নিমগ্ন এবং উহা দিব্যালোকে একান্ত সুপ্রকাশ। দুরাত্মা জৈগীষব্য ঐ মহর্ষিকে দেখিবামাত্র ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিল। সমস্ত দিন গেল তথাচ ঋষির ধ্যানভঙ্গ হয় না। তৎকালে জৈগীষব্য ক্ষুৎপিপাসায় অতিশয় কাতর ছিল। সে

ঐ অরণ্যে প্রফুল্লসরোজ সরোবর এবং ফল-ভারাবনত কুসুমিত বৃক্ষ সকল দেখিতে পাইল। তথায় বিহঙ্গগণ কলকণ্ঠে কলরব এবং ভ্রমরগণ গুণগুণ স্বরে গান করিতেছে। ইতস্ততঃ ময়ূরেরা চন্দ্রকশোভিত পুচ্ছ বিস্তার পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে এবং সুস্নিগ্ধ বায়ু বৃক্ষের কোমল পল্লব সকল মন্দ মন্দ কম্পিত করিয়া বহমান হইতেছে। তখন জৈগীষব্য বনের সুপক্ক ও স্বাদু ফল ভক্ষণ ও সরোবরের স্বচ্ছ ও শীতল জল পান করিয়া ঐ ঋষির আশ্রমে রাত্রিযাপন করিল।

এইরূপে তাহার বহু দিন অতীত হইয়া যায়। অনন্তর একদা ঐ ঋষির ধ্যানভঙ্গ হইল। উহাঁর নাম উদ্দালক। তৎকালে একেই ত রাজদণ্ডে জৈগীষব্য একান্ত অনুতপ্ত হইয়াছিল, এক্ষণে আবার ঋষির প্রশান্ত ও গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া এবং তাঁহার নিকটস্থ হইয়া উহার মন পূর্ব্বকৃত পাপস্মরণে আরও কাতর হইয়া উঠিল। সে গিয়া জলধারাকুল-লোচনে মহর্ষির পদে দণ্ডবৎ প্রণাম করিল এবং তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মনের আবেগে অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিল।

তখন দয়ার সাগর ঋষি উহাকে ম্লান মুখে সম্মুখে রোদন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! তুমি কে? কেনই বা দুঃখে কাতর হইয়া এইরূপ রোদন করিতেছ?

জৈগীষব্য অজস্র অশ্রু বিসর্জন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, ভগবন্! আমি অতি দুরাত্মা, আমার সমান মহাপাতকী ত্রিজগতে আর নাই। আমি ঘোর নরকে নিমগ্ন, আপনি আমায় রক্ষা করুন। পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে আমার জন্ম, কিন্তু আমি বেদাচারবিহীন ও ধর্ম্মশূন্য; অদ্যাপি আমার উপনয়ন হয় নাই। আমি না করিয়াছি এমন দুষ্কর্ম্মই দেখি না। আমি নির্ধন নীচ রজকীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন এবং উদরান্নের জন্য বহুকাল চৌর্য্যবৃত্তি করিয়াছি। ব্রাহ্মণের আচার যে কি, এতাবৎ কাল তাহার কিছুই জানি না। এক্ষণে সকাতরে কহিতেছি আপনি এই মহাপাতকীকে পরিত্রাণ করুন।

কৃপালু উদ্দালক জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! তুমি কে? তোমার নাম কি? নিবাসই বা কোথায়? এবং এস্থানে কোথা হইতেই বা আসিতেছ? সমস্তই বল।

জৈগীষব্য কহিল, ভগবন্! আমি কাসকর্ণের পুত্র, আমার নিবাস উজ্জয়িনী। আমি বাল্যাবধি দুর্বৃত্ত বলিয়া পিতা আমাকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। আমার আচার ম্লেচ্ছের ন্যায় এবং আহার ম্লেচ্ছের ন্যায়। আমি যে সমস্ত পাপকার্য্য করিয়াছি তাহা স্বমুখে ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হই। রাজা ঋতপর্ণ আমায় স্বরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আপনি আমাকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন।

উদ্দালক কহিলেন, বৎস! শুন, যদি পার তো আমার এই সিদ্ধাশ্রমে থাকিয়া নিয়ত একাগ্রমনে নারায়ণের আরাধনা কর। এই বলিয়া মহর্ষি উদ্দালক ঐ আশ্রমপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবান ব্যোমকেশকে দেখিবার নিমিত্ত বারানসীতে যাত্রা করিলেন।

তখন জৈগীষব্য মহর্ষির আদেশ ও উপদেশে নারায়ণকে ধ্যান করিতে লাগিল। নিরন্তর ব্রহ্মচিন্তা করিয়া উহার সঞ্চিত পাপ সকল নষ্ট হইয়া গেল। পবিত্র পুণ্যজ্যোতি উহার মুখশ্রীকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। এইরূপ ব্রহ্মযোগ ও ব্রহ্মধ্যানে তাহার বহুকাল অতীত হইয়া যায়। অনন্তর একদা ভক্তবৎসল নারায়ণ উহাকে বরদান করিবার জন্য ঐ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং উহাকে ধ্যাননিষ্ঠ দেখিয়া উহার হৃৎপুণ্ডরীক হইতে আপনার রূপ প্রত্যাহার পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া

রহিলেন। তখন জৈগীষব্য হৃদয়মধ্যে নারায়ণকে আর দেখিতে না পাইয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিল সম্মুখে সেই দিব্য মূর্ত্তি বিরাজমান। তখন সে দণ্ডবৎ ভূতলে পতিত হইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিল এবং উত্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে দাঁড়াইল। অনন্তর নারায়ণ উঁহাকে মেঘগম্ভীর স্বরে কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে বরপ্রদান করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। যথায় সিদ্ধপুরুষেরা বাস করিয়া থাকেন তুমি সেই পবিত্র শান্তিনিকেতনে যাও। ব্রাহ্মণের কুলে তোমার জন্ম, কিন্তু অদ্যাপি উপনয়ন হয় নাই এবং তুমি বেদপাঠও কর নাই। অতএব তোমায় পুনর্ব্বার এই ভারতক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের কুলে জন্মিতে হইবে এবং উপনীত হইয়া সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন পূর্ব্বক তপস্যা করিতে হইবে। তবেই আমি আবার প্রত্যক্ষ হইব। এই বলিয়া নারায়ণ অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর জৈগীষব্য যোগবলে ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিল। তখন যমদূতেরা যমের আদেশে আসিয়া উঁহাকে পাশবন্ধনে যমলোকে লইয়া চলিল। তদ্দৃষ্টে বিষ্ণুদূতেরা আসিয়া উঁহাকে যমদূতের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইল এবং সেই পাশে যমদূতদিগকে বন্ধন পূর্ব্বক ভগবান হরির নিকট উপস্থিত হইল। তখন হরি অগ্রে যমদূতগণকে পাশমুক্ত করিয়া কহিলেন, দেখ, তোমরা আমার আদেশে যমের নিকট গিয়া বল, যে ব্যক্তি অশেষ দুষ্কর্ম্ম করিয়া পরিশেষে আমাকে ভজনা করে, সে নিষ্পাপ হইয়া নিশ্চয় আমাকেই পায়, অতএব, যম! যে ব্যক্তি আমার ভক্ত তাহার উপর তোমার কিছুমাত্র অধিকার নাই।

তাৎপর্য্য।

মনুষ্য সংসর্গ-দোষে এবং নিজের দুর্ব্বলতায় পাপে লিপ্ত হয়। কিন্তু সে যতই পাপ করুক না কেন, কোন না কোন সময় তজ্জন্য তাহার অনুতাপ উপস্থিত হইয়া থাকে। সে যেন নরকাগ্নিতে দগ্ধ ও অস্থির হয়। এই অশান্তিই তাহাকে তাড়িত বেগে ধর্ম্মের পথে আনিয়া ফেলে। তখন সে নিষ্পাপ হইয়া প্রাণারাম ঈশ্বরকে পায়। যে একবার পাপের ঘোর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে সে জানে পাপ কি তীব্র পদার্থ। সে প্রাণান্তেও আর সে দিকে যায় না। সে এই পৃথিবীতে স্বর্গের পর স্বর্গ, সুখের পর সুখ উপভোগ করে। সে ঈশ্বরের অভয় ক্রোড়ে নির্ভয় হয়। যখন এই ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিবার সময় আইসে, তখন তাহার ভয় হয় না। মৃত্যু তাহাকে আর বিভীষিকা দেখাইতে পারে না। কিন্তু এই সংসার যাহার সর্ব্বস্ব, পাপে পাপে যে আপনার আত্মাকে অসাড় করিয়া ফেলিয়াছে, মৃত্যুকালে তাহারই ভয় হয়, সে অতীত জীবনে ঘোর অন্ধকার দেখে এবং ভবিষ্যৎ চিন্তায় তাহার আতঙ্ক উপস্থিত হয়। সে মৃত্যুকালে কাতর হইয়া বলে, হা! আমি কি করিয়াছি! আমার কি হইবে! কিন্তু যিনি পুণ্যাত্মা যখন স্বজনেরা নিস্তব্ধ হইয়া তাহার মুমূর্ষু মুখশ্রী আকুল হৃদয়ে দেখিতে থাকে, যখন গৃহে কেবলই হাহাকার ও আর্ত্তনাদ তখন তিনি অটল ও অচল। তিনি পবিত্র নিত্যধামে যাইতেছেন তাঁহার আর কিসের ভয়। পুরাণকর্ত্তা মহর্ষি [illegible] নিগূঢ় উপদেশ দিবার জন্যই এই [illegible]খ্যানের অবতারণা করিয়াছেন। এবং [illegible]য়াছেন ঘোর সংসারীর পক্ষে মৃত্যু এক ভীষণ পদার্থ, কিন্তু যিনি পুণ্যাত্মা তাঁহা[illegible] মৃত্যুর কোন অধিকার নাই।

কেন?

বল বল কেন পাখী গাও?
বল বল কেন চাঁদ হাস?
বল নদী কেন ছুটে যাও?

(ভারতী ভাদ্র ১২৮৯)

কেন ফুলকুল চারু পরকাশে।
করে আমোদিত মধুর সুবাসে॥
কেন পাখী গায় সুললিত গান।
হরণ করিয়া জগজন প্রাণ॥
কেন বা গোমুখী জাহ্নবী উগরে।
কেন নায়াগারা অবিরত ঝরে॥
কেন মেঘ দান করে বৃষ্টি জল।
কেন তরু নানা বিতরে সুফল॥
কেন দিবাকর মনোহর করে।
জগৎ সুন্দর সমুজ্জ্বল করে॥
কেন বা চাঁদের মোহন চাঁদিমা।
এসব কাহার কাহার মহিমা?
কেন বিশ্ব হয় মধুরিমা ময়?
এ সুন্দর সৃষ্টি কাহা হতে হয়?
সৃষ্টির আড়ালে থাকেন যে জন।
দেখ তাঁরে খুলি মানস নয়ন?
হৃদয় পরাণ হরিতে তোমার।
করিলেন বিশ্ব শোভার ভাণ্ডার॥
তিনি প্রাণারাম দয়া-অতুলন।
মানব-নয়ন-হৃদয়-রঞ্জন॥
তাঁহার ইচ্ছায় তপন উজলে।
সুমধুর গায় বিহঙ্গম দলে॥
রাকাশশী তাঁর সুধা ধারা ক্ষরে।
সন্ধ্যার গগন চারু শোভা ধরে॥
তিনি প্রেমময় মঙ্গল আলয়।
বিশ্ব তাঁর প্রেম দেয় পরিচয়॥
কেন তাঁর প্রেম অজস্র বরষে?
তোমারে মানব! রাখিতে হরষে॥
দেখ তাঁর দয়া গাও তাঁর নাম।
ভক্তি ভরে তাঁরে করহ প্রণাম॥

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক বুধবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ঊনত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ন তিন ঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবেক।

উল্লিখিত উৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত কতকগুলি পুস্তক অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রীত হইবে।

শ্রী শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

নূতন পুস্তক।

মহাত্মা শ্যামাচরণ সরকারের জীবন চরিত।

শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ।৵০ ডাক মাশুল ৵১০ আনা।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৩।

শ্রাবণ ও ভাদ্র।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৮১০॥ ৬
পূর্ব্বকার স্থিত	২৮২৯।৶ ৯
সমষ্টি	৩৬৪০ (৩
ব্যয়	৭৯০।৵০
স্থিত	২৮৪৯॥৵ ৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১২৩।৶০
দান প্রাপ্তি	
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৪৲
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০৲
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০৲
" নীলকমল মুখোপাধ্যায় ...	১০৲
" মণিলাল মল্লিক ..	৫৲
" শ্রীনাথ মিত্র ...	৩৲
" ভূমেশচন্দ্র বসু ...	২৲
" হরচন্দ্র সার্ব্বভৌম (ফিরোজপুর)	১॥৵০
" ক্ষেত্রমোহন বিশ্বাস (উনাও)	১৲
পরলোক গত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৬৪৲
	১২০॥৵০
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	২৸৴০
	১২৩।৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২২৮
পুস্তকালয় ...	২৭।৬
যন্ত্রালয় ...	৪০২৸৴৬
গচ্ছিত ...	২৮৸৶৬
সমষ্টি	৮১০॥ ৬

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	১৪৭॥৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা.. ...	১৯৩॥৵০
পুস্তকালয়	১৩৪৷৶৬
যন্ত্রালয়	২৬৬৸ ৬
গচ্ছিত	৩১।৴০
ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূল ধন	১৬,
সমষ্টি	৭৯০।৵০
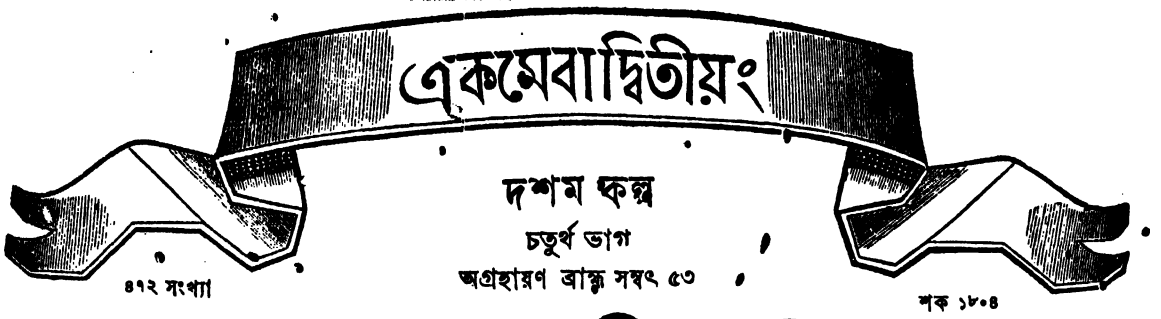
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

Registerd NO 52.

দশম কল্প
চতুর্থ ভাগ
অগ্রহায়ণ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৩
৪৭২ সংখ্যা
শক ১৮০৪

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमदध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

পঞ্চমপ্রপাঠকে দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

সহোবাচ কিং মেহন্নং ভবিষ্যতীতি যৎ-কিঞ্চিদিদমাশ্বভ্য আশকুনিভ্যইতি হোচুস্তদ্বা এতদনস্যান্নমনো হবৈ নাম প্রত্যক্ষং ন হবা এবংবিদি কিঞ্চ নান্নং ভবতীতি ॥ ১ ॥

'সঃ' মুখ্যঃ প্রাণঃ 'হ উবাচ' 'কিং মে অন্নং ভবিষ্যতি ইতি'। মুখ্যপ্রাণং প্রষ্টারমিব কল্পয়িত্বা বাগাদীন্ প্রতি বক্তৄনিব কল্পয়ন্তী শ্রুতিরাহ। 'যৎকিঞ্চিৎ ইদং' লোকেঽন্নজাতং প্রসিদ্ধং 'আশ্বভ্যঃ' আশ্বভিঃ সহ 'আশকুনিভ্যঃ ইতি' সহ শকুনিভিঃ সর্ব্বপ্রাণিনাং যদন্নং তত্তবান্নমিতি 'হ উচুঃ' বাগাদয়ঃ। 'তৎ বৈ এতৎ' যৎকিঞ্চিল্লোকে প্রাণিভিরন্নমদ্যতে 'অনস্য' প্রাণস্য তৎ 'অন্নং' প্রাণেনৈব তদদ্যতে ইত্যর্থঃ। 'অনঃ হ বৈ নাম প্রত্যক্ষং' সর্ব্বপ্রকারচেষ্টাব্যাপ্তি-গুণপ্রদর্শনার্থং অন ইতি প্রাণস্য প্রত্যক্ষং নাম। 'ন হ বৈ এবং বিদি' যথোক্তপ্রাণবিদি 'কিঞ্চ ন অন্নং ভবতি ইতি' সর্ব্বমেবংবিদ্যন্নং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

সেই প্রাণ বলিল, আমার অন্ন কি হইবে? অপর ইন্দ্রিয়েরা বলিল, 'অশ্ব হইতে পক্ষী পর্য্যন্ত সকল জীবের যাহা কিছু খাদ্য তাহাই তোমার অন্ন। সেই এই প্রাণের অন্ন। প্রাণের প্রত্যক্ষ নাম 'অন'। এমন কিছুই নাই যাহা, যে এই প্রকার জানে, তাহার অন্ন নহে ॥ ১ ॥

সহোবাচ কিং মে বাসোভবিষ্যতীত্যাপ ইতি হোচুস্তস্মাদ্বা এতদশিষ্যন্তঃ পুরস্তাচ্চো-পরিষ্টাচ্চাদ্ভিঃ পরিদধাতি লম্ভুকো হ বাসো-ভবত্যনগ্নো হ ভবতি ॥ ২ ॥

'সঃ হ উবাচ' পুনঃ প্রাণঃ 'কিং মে বাসঃ ভবিষ্যতি ইতি' 'আপঃ ইতি হ উচুঃ' বাগাদয়ঃ। যস্মাৎ প্রাণস্য বাস আপঃ 'তস্মাৎ বৈ' 'অশিষ্যন্তঃ' ভোক্ষ্যমাণা ব্রাহ্মণাঃ 'এতৎ' কুর্ব্বন্তি। কিং 'অদ্ভিঃ' বাসস্থানীয়াভিঃ 'পুরস্তাৎ চ' ভোজনাৎ পূর্ব্বং 'উপরিষ্টাৎ চ' ভোজনাদূর্দ্ধঞ্চ 'পরিদধতি' পবিধানং কুর্ব্বন্তি 'লুম্ভকঃ হ' লম্ভনশীলঃ 'বাসঃ ভবতি' বাসসো লব্ধৈব ভবতীত্যর্থঃ। 'অনগ্নঃ হ ভবতি' উত্তরীয়বান্ ভবতীত্যেতৎ ॥ ২ ॥

সেই প্রাণ বলিল, আমার বাস কি হইবে? অপর ইন্দ্রিয়েরা বলিল, 'জল'। এই জন্য ব্রাহ্মণেরা আহারের পূর্ব্বে এবং পরে জলের দ্বারা প্রাণকে বাস প্রদান করেন। তাহাতে প্রাণ বাস-যুক্ত হয়, নগ্ন হয় না। ২

তদ্ধৈতৎ সত্যকামোজাবালোগোশ্রুতযে বৈয়াঘ্রপদ্যায়োক্ত্বোবাচ যদ্যপ্যেনচ্ছুষ্কায় স্থাণবে ব্রূয়াজ্জায়েরন্নেবাস্মিঞ্ছাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি ॥ ৩ ॥

'তৎ হ এতৎ' প্রাণদর্শনং 'সত্যকামঃ জাবালঃ' 'গোশ্রুতয়ে' নাম্না 'বৈয়াঘ্রপদ্যায়' ব্যাঘ্রপদোঽপত্যং বৈয়াঘ্রপদ্যস্তস্মৈ গোশ্রুত্যাখ্যায় 'উক্ত্বা উবাচ' অন্যৎ অপি বক্ষ্যমাণং বচঃ। কিন্তদুবাচেত্যাহ। 'যদ্যপি

শুষ্কায় স্থাণবে' এতদ্দর্শনং ব্রূয়াৎ প্রাণবিৎ 'জায়েরন্ এব' উৎপদ্যেরন্নেব 'অস্মিন্ স্থাণৌ 'শাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ' 'পলাশানি ইতি' পত্রাণি চ। ৩।

সেই এই প্রাণ-দর্শন মন্ত্র 'সত্যকাম' জাবাল গোশ্রুত বৈয়াঘ্রপদ্য নামক ব্যক্তিকে বলিয়া, বলিয়া ছিলেন, যদ্যপি শুষ্ক স্থাণুতে এই প্রাণদর্শন মন্ত্র বলা যায় তবে তাহাতে শাখা জন্মে এবং পত্র বাহির হয়। ৩

অথ যদি মহজ্জিগমিষেদমাবাস্যাযাং দীক্ষিত্বা পৌর্ণমাস্যাং রাত্রৌ সর্ব্বৌষধস্য মন্থং দধিমধুনোরুপমথ্য জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনযেৎ॥ ৪॥

'অথ' অনন্তরং 'যদি' 'মহৎ' মহত্বং 'জিগমিষেৎ' গন্তুমিচ্ছেৎ মহত্বং প্রাপ্তুং যদি কামযেদিত্যর্থঃ। তস্যেদং কর্ম্ম বিধীয়তে। 'অমাবস্যাযাং দীক্ষিত্বা' দীক্ষিতইব ভূমিশয়নাদিনিয়মং কৃত্বা 'পৌর্ণমাস্যাং রাত্রৌ' কর্ম্মারভতে 'সর্ব্বৌষধস্য' গ্রামারণ্যানামৌষধীনাং 'মন্থং' পিষ্টং 'দধিমধুনঃ' 'উপমথ্য' অগ্রতঃ স্থাপয়িত্বা 'জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহা ইতি' 'অগ্নৌ' আজ্যস্য হুত্বা' স্রুবসংলগ্নং 'মন্থে' 'সম্পাতমবনয়েৎ' সংস্রবমধঃ পাতয়েৎ॥ ৪॥

আর যদি মহত্ত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা হয়, তবে অমাবস্যাতে দীক্ষিত হইয়া পৌর্ণমাসীর রাত্রিতে সকল প্রকার গ্রাম্য ও আরণ্য ঔষধ লইয়া বণ্টন করিয়া তাহা ঘৃতমধুতে মাড়িয়া 'জ্যেষ্ঠায় শ্রেষ্ঠায় স্বাহা' বলিয়া অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিবে এবং সেই ঘৃতের শেষ ঐ মণ্ডে প্রক্ষেপ করিবে। ৪

বসিষ্ঠায স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনযেৎ প্রতিষ্ঠাযৈ স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনযেৎ সম্পদে স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনযেদাযতনায স্বাহেত্যগ্নাবাজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতমবনযেৎ॥ ৫॥

'বসিষ্ঠায় স্বাহা ইতি অগ্নৌ আজ্যস্য হুত্বা মন্থে' 'সম্পাতং অবনয়েৎ'। 'প্রতিষ্ঠায়ৈ স্বাহা ইতি অগ্নৌ আজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতং অবনয়েৎ'। 'সম্পদে স্বাহা ইতি অগ্নৌ আজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতং অবনয়েৎ'। আয়তনায় স্বাহা ইতি অগ্নৌ আজ্যস্য হুত্বা মন্থে সম্পাতং অবনয়েৎ। ৫

'বসিষ্ঠায় স্বাহা, এই বলিয়া অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়া সেই ঘৃতের শেষ ঐ মণ্ডে প্রক্ষেপ করিবে। "প্রতিষ্ঠায় স্বাহা' এই বলিয়া অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়া সেই ঘৃতের শেষ ঐ মণ্ডে প্রক্ষেপ করিবে। সম্পদে স্বাহা, এই বলিয়া অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়া সেই ঘৃতের শেষভাগ ঐ মণ্ডে প্রক্ষেপ করিবে। 'আয়তনায় স্বাহা' এই বলিয়া অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়া সেই ঘৃতের শেষ ভাগ ঐ মণ্ডে প্রক্ষেপ করিবে। ৫

অথ প্রতিসৃপ্যাঞ্জলৌ মন্থমাধায জপত্যমো নামাস্যমা হি তে সর্ব্বমিদং সহি জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠোরাজাধিপতিঃ সমা জ্যৈষ্ঠ্যং শ্রৈষ্ঠ্যং রাজ্যমাধিপত্যং গময়ত্বহমেবেদং সর্ব্বমসানীতি॥ ৬॥

'অথ' 'প্রতিসৃপ্য' অগ্নেরীষদপসৃত্য 'অঞ্জলৌ' 'মন্থং আধায় জপতি' ইমং মন্ত্রং। 'অমঃ নাম অসি' অম ইতি প্রাণস্য নাম। কুতঃ। যতঃ 'অমা' সহ 'হি' যস্মাৎ 'তে' তব প্রাণভূতস্য 'সর্ব্বং' সমস্তং 'ইদং' জগৎ। অতোঽমোনামাসীত্যর্থঃ। 'সঃ হি' প্রাণভূতো মন্থঃ 'জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ' চ। অতএব চ 'রাজা' দীপ্তিমান 'অধিপতিঃ' চ অধিষ্ঠায় পালয়িতা সর্ব্বস্য। 'সঃ' মন্থঃ প্রাণঃ 'মা' মামপি 'জ্যৈষ্ঠং শ্রৈষ্ঠ্যং রাজ্যং আধিপত্যং 'গময়তু' 'অহং এব' 'ইদং সর্ব্বং' জগৎ 'অসানি ইতি' ভবানি প্রাণবৎ। ৬

পরে অগ্নি হইতে কিঞ্চিৎ সরিয়া মণ্ডকে ধারণ করত জপ করিবেক—তোমার নাম 'অম' (প্রাণ)। যেহেতুক 'এই সমস্ত জগৎ তোমারই সহিত রহিয়াছে। সেই তুমি জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ রাজা, অধিপতি। সেই তুমি আমাকে জ্যেষ্ঠত্বে শ্রেষ্ঠত্বে এবং রাজ্যাধিপত্যে লইয়া যাও। আমি এই সকল জগতে প্রাণস্বরূপ হই। ৬

অথ খল্বেতযর্চ্চা পচ্ছ আচামতি তৎসবিতুর্বৃণীমহইত্যাচামতি বযং দেবস্য ভোজনমিত্যাচামতি শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমমিত্যাচামতি তুরং ভগস্য ধীমহীতি সর্ব্বং পিবতি॥ ৭॥

'অথ' অনন্তরং 'খলু' 'এতযা ঋচা' 'পচ্ছঃ' পাদশঃ 'আচামতি' ভক্ষয়তি। মন্ত্রস্যৈকৈকেন পাদেনৈকৈক গ্রাসং ভক্ষয়তি। 'তৎ' ভোজনং 'সবিতুঃ' সর্ব্বস্য প্রসবিতুঃ 'বৃণীমহে' প্রার্থযেমহি মন্থরূপং 'ইতি আচামতি'। 'বয়ং দেবস্য ভোজনং' দেবস্য সবিতুরিতি

পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ 'ইতি আচামতি'। 'শ্রেষ্ঠং' প্রশস্যতমং সর্ব্বান্নেভ্যঃ 'সর্ব্বধাতমং' সর্ব্বস্য জগতোধারয়িতৃতমং 'ইতি আচামতি'। 'তুরং' ত্বরং তূর্ণং শীঘ্রমেতৎ 'ভগস্য' সবিতুঃ স্বরূপং 'ধীমহি চিন্তয়েমহি 'ইতি সর্ব্বং' মন্থলেপং 'পিবতি'। ৭

তাহার পর এই ঋকমন্ত্রে পাদ-পরম্পরা মণ্ড ভক্ষণ করিবেক। যথা—"তৎসবিতুর্ব্বৃণীমহে" এই বলিয়া মণ্ডের এক গ্রাস খাইবেক। "শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমং" এই বলিয়া এক গ্রাস খাইবেক। 'তুরং ভগস্য ধীমহি' এই বলিয়া সকল পান করিবেক *। ৭।

নির্ণিজ্য কংসং চমসং বা পশ্চাদগ্নেঃ সংবিশতি চর্ম্মণি বা স্থণ্ডিল্যে বা বাচংযমোঽপ্রসাহঃ স যদি স্ত্রিয়ং পশ্যেৎ সমৃদ্ধং কর্ম্মেতি বিদ্যাৎ ॥ ৮ ॥

'নির্ণিজ্য' প্রক্ষাল্য 'কংসং' কংসাকারং 'চমসং বা' চমসাকারং বৌতুম্বরং পাত্রং। পীত্বা আচম্য 'পশ্চাৎ অগ্নেঃ' প্রাক্ শিরা 'সং বিশতি' 'চর্ম্মণি বা' অজিনে 'স্থণ্ডিল্যে বা' কেবলায়াং ভূমৌ 'বাচংযমঃ' বাগ্যতঃ সন্নিত্যর্থঃ। 'অপ্রসাহঃ' ন প্রসহ্যতে নাভিভূয়তে স্ত্র্যাদ্যনিষ্টস্বপ্নদর্শনেন যথা তথা সংযতচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। 'সঃ' এবম্ভূতঃ 'যদি স্ত্রিয়ং পশ্যেৎ' স্বপ্নেষু তদা বিদ্যাৎ 'সমৃদ্ধং' মমেদং 'কর্ম্ম ইতি'। ৮

কংস বা চমস নামক যজ্ঞ-পাত্র প্রক্ষালন করিয়া অগ্নির পশ্চিম দিকে চর্ম্মে বা মৃত্তিকায় শয়ন করিবে এবং স্থিরমানস ও বাক্‌যত হইবে। তাহাতে যদি স্বপ্নে স্ত্রী দৃষ্ট হয় তবে আপন কর্ম্ম সফল জানিবে। ৮

তদেষ শ্লোকোযদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি সমৃদ্ধিং তত্র জানীযাত্তস্মিন্‌স্বপ্ননিদর্শনে তস্মিন্‌স্বপ্ননিদর্শনে ॥ ৯ ॥

'তৎ' এতস্মিন্নর্থে 'এষঃ শ্লোকঃ' মন্ত্রোঽপি ভবতি। 'যদা' 'কর্ম্মসু কাম্যেষু' কামার্থেষু 'স্ত্রিয়ং' 'স্বপ্নেষু' স্বপ্নদর্শনেষু স্বপ্নকালেষু বা 'পশ্যতি' 'সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ' 'তস্মিৎ স্বপ্ননিদর্শনে' তস্মিন স্বপ্ননিদর্শনে' তস্মিন স্ত্র্যাদিপ্রশস্তস্বপ্নদর্শনে সতি ইত্যভিপ্রায়ঃ। দ্বিরুক্তিঃ কর্ম্মসমাপ্ত্যর্থঃ। ৯

এ বিষয়ের এই শ্লোক আছে। যদি কাম্য কর্ম্মে স্বপ্নে স্ত্রী দেখিতে পায় তবে সেই কর্ম্মে সমৃদ্ধি জানিবে। সেই স্বপ্নদর্শনে, সেই স্বপ্ন দর্শনে। ৯

* ঋকমন্ত্রের অর্থ—আমরা সেই সবিতা দেবতার শ্রেষ্ঠ সকল জগতের ধারণকর্ত্তা ভোজনকে বরণ করি। শীঘ্র সবিতা দেবতার স্বরূপ ধ্যান করি।

ছায়াতপৌব্রহ্মাবিদোবদন্তি। *

একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নিত্যই রহিয়াছেন। তিনি আপনার জ্ঞান, প্রেম, আনন্দে নিরালম্বে বিরাজ করিতেছেন। তিনি আপনার মহিমাতেই আপনি রহিয়াছেন। তিনি কালের অতীত। তিনি সত্য-কাম সত্য-সঙ্কল্প। তাঁহার ইচ্ছাকে কেহই বাধা দিতে পারে না। তাঁহার ইচ্ছা অনতিক্রমণীয়। তিনি ইচ্ছা করিলেন, রাশি রাশি সৃষ্টির উপকরণ এই জড় বিষয়-সকল উৎপন্ন হইল। তিনি ইচ্ছা করিলেন, এই জড়ের মধ্যে প্রাণের আবির্ভাব হইল। তিনি ইচ্ছা করিলেন, অমনি ইন্দ্রিয়-মন লইয়া জীব জন্তুসকল উত্থিত হইল। তিনি ইচ্ছা করিলেন, মনুষ্য আত্মা পাইল, তাহার আত্মা জ্ঞান হইল, আপনাকে আপনি জানিল। জ্ঞানে, প্রেমে, ধর্ম্মে ও পবিত্রতাতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হইয়া উঠিল। উদ্ভিদ জীব জন্তু সকলেই তাঁহার নিয়মে বদ্ধ। ঈশ্বর মনুষ্যকে ধর্ম্মের নিয়ম দিয়া মুক্তির সোপানে তাহাকে উন্নত করিলেন। তাহাকে স্বাধীন জীব করিয়া দিলেন। সে আপনার ইচ্ছাতে আপনার প্রবৃত্তি-সকলকে চালাইতে পারিল। জ্ঞান, প্রেম, স্বাধীন ইচ্ছাতে মনুষ্যের আত্মা ঈশ্বরের সাদৃশ্য লাভ করিল। মনুষ্য অমৃতের পুত্র হইয়া সেই অমৃত-স্বরূপ ঈশ্বরকে পিতা-

* ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথমখণ্ড ১১৬ শ্লোক।

রূপে আলিঙ্গন করিতে পারিল। সেই যে পরমাত্মা আর মনুষ্যের আত্মা যে এই জীবাত্মা, এই প্রকারে তাঁহাদের উভয়ে নিত্য ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইল। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মবাদিরা এই দুইয়ের মধ্যে পরমাত্মাকে আতপের ন্যায় এবং জীবাত্মাকে ছায়ার ন্যায় বলেন। যেহেতু পরমাত্মার আশ্রয়ে জীবাত্মা আশ্রিত হইয়া আছে। পরমাত্মা স্রষ্টা, জীবাত্মা সৃষ্ট, পরমাত্মা ফলদাতা, জীবাত্মা ফলভোক্তা। পরমাত্মার ইচ্ছাতেই জীবাত্মার অস্তিত্ব ভোগ সুখ ও মুক্তি। তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া জীবাত্মাকে জীবন যাপন করিতে হইতেছে। ঈশ্বর কাহারও অধীন নহেন, তিনি স্বতন্ত্র পুরুষ। তিনি পূর্ণ। কালে তাঁহার বৃদ্ধি নাই, কালে তাঁহার ক্ষয় নাই। সেই নিত্য কাল হইতে তিনি যেমন রহিয়া আছেন, তেমনি আছেন; তাহা হইতে আর তাঁহার উন্নতি নাই। আর জীবাত্মাকে তিনি উন্নতির মুখে নিক্ষেপ করিয়াছেন। তাহার, জ্ঞান, ধর্ম্ম প্রেমকে তিনি নিয়ত বর্দ্ধিত করিতেছেন। এই জন্য স্রষ্টা এবং সৃষ্টের মধ্যে যে পৃথক্ ভাব, তাহা চিরকালই থাকিবে। জীবাত্মার যদি এত উন্নতি কখন সম্ভব হয় যে ঈশ্বরের যেমন জ্ঞান, প্রেম, মঙ্গল ভাব তাহারও সেই পরিমাণে জ্ঞান, প্রেম, মঙ্গল ভাব; তথাপি পরমাত্মা যে স্রষ্টা এবং জীবাত্মা যে সৃষ্ট, একজন যে পিতা আর একজন যে পুত্র; ইহা চিরকালই থাকিবে। এই পৃথক্ ভাব নির্দ্দিষ্ট করিয়া অবধারণ করিবার জন্যই ঋষিরা পরমাত্মাকে আতপ এবং জীবাত্মাকে ছায়া বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। জ্ঞানের ভাব যে জানা, প্রেমের ভাব যে ভালবাসা, তাহার ব্যত্যয় করিয়া 'ছায়াতপ' শব্দের প্রয়োগ করা তাঁহারদিগের অভিপ্রায় নহে।

রাত্রি।

বেদানুগত পদ্য। *

মর্ত্ত্যে রাত্রি দেবী করি পদার্পণ
দিগন্ত ঘুরায়ে কটাক্ষ রাশি
হেরিল বারেক, চারিদিক্ হ'তে
সৌন্দর্য্যের ভাতি উঠিল হাসি।

বিস্তীর্ণ আকাশে, অমরা সে দেবী,
গিরি গুল্মলতা বিটপী-চয়
সকলে করিয়া তমসে আবৃত
জ্যোতি-ঝলে পুন নিবারে তায়।

সুন্দরী যামিনী, আগতা ভূতলে,
ভগিনী ঊষার কিরণ ছটা
ঝাড়িয়া মুছিয়া প্রকাশিয়া দিল
নৈশ-তম-স্রোতে পড়িল ভাটা।

সেই রাত্রি দেবী অদ্য আমাদের
প্রসন্নতা তাঁর করুন দান,
সুখের শয়নে কাটুক প্রহর
বৃক্ষে বিহঙ্গম যাপে যেমন।

ভোজ্য আহরণে পরিশ্রান্ত অতি
গো, শ্যেন, মানব, বিহঙ্গ, ঘোট
দেবী-রাত্রি-ক্রোড়ে লভিতে আরাম
সকলেই দেয় সেখানে জোট।

'হে উর্ম্মে'—রজনি তুমি দয়াবতি
বৃকী হিংস্র বৃকে তাড়ায়ে দাও
হয়ে আমাদের সুতরা যামিনী
তস্করে সুদূরে লইয়া যাও।

সর্ব্ব আচ্ছাদিত ঘোর কৃষ্ণতম
ঋণের সদৃশ যাউক তারা
দূর দূরান্তের দিকেতে মিলিয়া
হে উষা। ব্যাপিয়া রয়েছে যারা।

---

* ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডল ১২৮ সূক্ত।

হে দেবী রজনি, দিনের দুহিতা
ডাকি গো তোমায়, ধেনু যেমন
শত্রুজয়শীলা, তুমি আজি হেথা
স্তোম এ আমার কর গ্রহণ।

নর-নারীর জ্ঞান-ধর্ম্ম-শিক্ষার উদ্দেশ্য।

নর-নারীর যখন সম্পূর্ণ প্রকৃতি-বৈচিত্র এবং ঐশ্বরিক কার্য্য-নির্দ্দেশ প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে, তখন তাহারদিগের স্বভাব ও কার্য্যানুরূপ শিক্ষারও যে পার্থক্য থাকিবে, তাহার আর সংশয় কি? তন্নিমিত্ত পরিণামদর্শী, কল্যাণাকাঙ্ক্ষী পিতা মাতা প্রভৃতি গুরু-জনের নিতান্ত কর্ত্তব্য যে, বাল্য-জীবন হইতেই তাহারদিগকে ভবিষ্যৎ কার্য্য-সম্পাদন-উপযোগী সকল বিষয়ে যথাযোগ্য-রূপে শিক্ষা-দান করেন। তাহারদিগের শরীর-মন-আত্মা স্বভাবতঃ যে যে বিষয় শিক্ষা করিতে সমুৎসুক, জনক-জননী তাহার অনুকূল বিষয়-শিক্ষায় তাহারদিগকে নিয়মিত করিতে চেষ্টা করিলে অতি সহজে অল্প পরিশ্রমে তাহারা শিক্ষিত ও কৃতবিদ্য হইয়া উঠিতে পারে।

নর-নারীকে যে প্রকার কঠোরতম বিষয়-কার্য্যে, গুরুতর সংসারধর্ম্ম সম্পাদনে পরিণামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তন্নিমিত্ত বাল্য-জীবন হইতে তাহারদিগের শরীরের বল-পুষ্টি-সাধন ও দৃঢ়তা-সম্পাদনে যত্নবান্ হওয়া পিতা মাতার প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাহারদের বুদ্ধি-বৃত্তি-উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই উপযোগী বিষয় সকল শিক্ষা দিতে পারিলে, জ্ঞান-উপার্জ্জন, বিদ্যা-শিক্ষা তাহারদিগের পক্ষে কোন-রূপেই কষ্টকর বলিয়া অনুভূত হয় না; বিদ্যালয়, যমালয়-সদৃশ ভয়ঙ্কর বলিয়াও প্রতীয়মান হইবার সম্ভাবনা থাকে না। করুণা-নিধান পরমেশ্বর নর-নারীর শরীর-মন-আত্মাকে যেরূপ শিক্ষা-প্রবণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে বল-লাভের জন্য যেমন শিশু, আপনা হইতেই অঙ্গ-সঞ্চালন করে, জ্ঞান-লাভের নিমিত্ত যেমন মন স্বতই জিজ্ঞাসু হইয়া থাকে, ধর্ম্ম-লাভের জন্যও সেইরূপ আত্মাকে স্বভাবতই সমুৎসুক হইতে দেখা যায়। যাহার দ্বারা শরীর-মন-আত্মার সর্ব্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য-উন্নতি হইতে পারে, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা; তাহাই শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান। যে শিক্ষায় কেবল শরীর দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ, মানসিক অনুন্নতি এবং আত্মার অধোগতি হয়, অথবা যদ্দ্বারা কেবল মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং শরীরের অবনতি হইয়া থাকে, সেই উভয়বিধ শিক্ষাই দোষা-বহ ও পরিত্যজ্য। অতএব সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা দান, তাহারদিগকে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত করা পিতা মাতার পক্ষে যার পর নাই গুরুতর কার্য্য। রাজ্য-শাসন অপেক্ষা পুত্র কন্যাকে সুনিয়মে ধর্ম্ম-শাসনে রক্ষা করা, অতিশয় কঠিন ব্যাপার। যাহাতে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মনের বৃত্তি-প্রবৃত্তি, আত্মার আশা-অধিকার, পরস্পর অবিরোধে কার্য্য-ক্ষম ও উন্নত হইতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষা-দান করা একান্ত প্রয়োজন। শিশু যেমন গৃহ-প্রাঙ্গণে, প্রাকৃতিক নিয়মে সহাস্য বদনে অনায়াসে পদ-সঞ্চালন শিক্ষা করিয়া ক্রমে দ্রুতগতিতে উচ্চ-নীচ-স্থানে অবলীলা-ক্রমে আরোহণ অবতরণ করিতে পারে, নিবাস-নিকেতনে বা শিক্ষালয়ে যাহাতে সেইরূপ প্রফুল্ল-হৃদয়ে বিনাকষ্টে তাহারা জ্ঞান-ধর্ম্ম-সোপান লাভ করিয়া ক্রমে সমুৎসাহিত হইয়া অত্যল্প সাহায্যে আত্মচেষ্টায় জ্ঞান-গিরির উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিতে পারে, তাদৃশ

শিক্ষাই যার পর নাই আদরণীয়। যাদৃশ শিক্ষায় কেবল মনের বৃত্তি-বিশেষ প্রবল ও অপর প্রবৃত্তি নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া যায়, ধর্ম্ম-ঈশ্বর, পর-লোক-দৃষ্টি উজ্জ্বল না হইয়া, ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তাদৃশ শিক্ষা হইতে সন্তান-সন্ততিকে যত দূরে রাখা যায়, ততই মঙ্গল। উল্লিখিত শিক্ষা-দ্বারা পুত্র কন্যার বা জন-সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সংসাধিত হওয়া দূরে থাকুক, তদ্দ্বারা ঐহিক পারত্রিক প্রভৃত অশান্তি-অমঙ্গলই সংঘটিত হইয়া থাকে।

শিক্ষা-বিষয়ক এমন গুরুতর পবিত্রতর কর্ম্মের ভার সম্পূর্ণ-রূপে অন্যের প্রতি অর্পণ করিয়া পিতা-মাতার নিশ্চিন্ত থাকা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। কেবল বিপুল অর্থব্যয় দ্বারা প্রচুর জ্ঞান লব্ধ হইবে, এরূপ বিশ্বাসে অঙ্গীভূত হইয়া পুত্র-কন্যাকে উচ্চতম বিদ্যালয়ে প্রেরণ করত নিরুদ্বেগে অবস্থান করা কোন-রূপেই শ্রেয়ঃকল্প নহে। উচ্চতম জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া অনেক পিতামাতার পক্ষে সাধ্যায়ত্ত না হইতে পারে, কিন্তু তাহারদিগের স্বভাব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের প্রতি, ধর্ম্মানুরাগ ও ঈশ্বর-প্রীতি বর্দ্ধনের উপরে সকল জনক-জননীই সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে পারেন। সৎ-স্বভাব ও সাধু-প্রকৃতি-লাভই সকল-শিক্ষার পত্তন-ভূমি। গৃহের পত্তন-ভূমি সুদৃঢ় হইলে, যেমন তদুপরি নিরুদ্বেগে সমুন্নত অট্টালিকা অনায়াসেই নির্ম্মিত হইতে পারে, তেমনি স্বভাব বিশুদ্ধ, চরিত্র নিষ্কলঙ্ক, আত্মা ধর্ম্ম-ভীরু হইলে, সে সন্তান-সন্ততি সকল-প্রকার বিষয়-ব্যাপারে ও সর্ব্ববিধ সাংসারিক কার্য্যে বিশেষ পটুতা লাভে সমর্থ হয়। ধর্ম্মের আদেশে যে পুত্র-কন্যা সঞ্চালিত হয়, ঈশ্বরের প্রীতি-কামনায় যাহারা, কি বিষয়-ক্ষেত্রে, কি সংসারাশ্রমে যে কিছু কার্য্য সম্পাদন করে, সে সকলই নির্দ্দোষ হইবারই সম্ভাবনা।

নারীই, গৃহের রক্ষয়িত্রী-বিধাত্রী, কর্ত্রী-পালয়িত্রী। অতএব নারীর স্বাস্থ্য-সম্পদ, স্বভাব-চরিত্র, বিদ্যা-বুদ্ধি, জ্ঞান-ধর্ম্মের উপরেই সন্তান-সন্ততির সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবী মঙ্গলামঙ্গল সকলই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বালক-বালিকাগণের গৃহশিক্ষার অধিকাংশ ভারই নারীর হস্তে। এজন্য সেই সংসার-আশ্রমের পত্তন-ভূমি——সেই গৃহের প্রত্যক্ষ শ্রী-সৌভাগ্য-লক্ষ্মী নারীর শরীর, যাহাতে সবল ও নীরোগ হয়, নারীর স্বভাব-চরিত্র যাহাতে নির্দ্দোষ ও পবিত্র থাকে, নারীর সাংসারিক-কার্য্য-নৈপুণ্য যাহাতে বিশেষ অভ্যস্ত হয়, নারীর স্নেহ-মমতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, জ্ঞান-ধর্ম্ম, যাহাতে উজ্জ্বলতর-রূপে দীপ্তি পায়, নারীর মিতাচারিতা, মিতব্যয়িতা যাহাতে বিশেষ-রূপে শিক্ষা হয়, নারীর দেব-দত্ত অলঙ্কার লজ্জা-ভয় যাহাতে অক্ষত থাকে, নারীর সতীত্বই অমূল্য ধন; সন্তান-সন্ততি-প্রতিপালনই প্রধান ও পবিত্র কার্য্য বলিয়া যাহাতে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়, এই সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কন্যাকে সুশিক্ষিতা করাই পিতা-মাতার প্রধান কার্য্য। যাহাতে পরিণয়-অন্তে কন্যা স্বামিগৃহে যাইয়া স্বামীর সংসারের সকল-ভার গ্রহণ করিতে পারেন, সকল-কার্য্যে শিক্ষা নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয়েন, মিতাচার ও মিতব্যয়িতা-গুণে পতি-গৃহের সকল অভাব-অনটন নিরাকৃত করিতে পারেন এবং সন্তান-সন্ততির জননী হইয়া যাহাতে দক্ষতার সহিত তাহারদিগকে লালন-পালন ও তাহারদিগের স্বাস্থ্য সম্পদ, জ্ঞান-ধর্ম্ম বর্দ্ধিত করিতে সুপারগ হয়েন, এইরূপে যে পিতামাতা স্বীয় কন্যাকে শিক্ষা দান করেন, তাঁহারাই যথার্থ কর্ত্তব্য-সাধনে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। তাঁহারাই তাহার

অব্যর্থ পুরস্কার-স্বরূপ ইহলোকে সম্মান ও সংকীর্ত্তি এবং পরলোকে অনুপম সুখ-লাভ করেন। এই সকল নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও একান্ত আবশ্যক বিষয়ে অগ্রে কন্যাকে সুশিক্ষিতা করিয়া পরে অন্যবিধ শিল্প-বিজ্ঞান-প্রভৃতিতে সুপটু ও সুদক্ষ করিয়া তুলিতে পারিলে, জনক-জননী আরো ধন্য-বাদের পাত্র হইয়া উঠিতে পারেন।

বর্ত্তমানে পুত্রদিগের শিক্ষার্থ যদিও আ-শানুরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বিদ্যালয়াদি না থাকুক, তথাপি তাহারা একপ্রকার শিক্ষা-লাভ করিতেছে, কিন্তু দেশীয় বালিকাগণের শি-ক্ষার উপযোগী যে একটীও বিদ্যালয় নাই, এবং একখানিও পাঠ-উপযুক্ত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গ্রন্থ নাই, তাহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাজপুরুষগণের বা দেশীয় কৃত-বিদ্য ধনাঢ্য লোকের সাহায্যে যে নানা স্থানে অসংখ্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা স্ত্রী-শিক্ষার গূঢ় তাৎপর্য্য সংসিদ্ধ হইতেছে না। তদ্দ্বারা নারীকুলের শিক্ষা ও প্রকৃতি-পা-র্থক্য রক্ষা হওয়া দূরে থাকুক, সর্ব্বদা পুরুষ-সংসর্গে অবস্থান, পুরুষোচিত শিক্ষা-লাভ প্র-ভৃতি দ্বারা স্বাভাবিক সদ্গুণ-সকল বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। যদিও কোন কোন স্থলে শিক্ষয়িত্রীগণ দ্বারা শিক্ষা-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে দেখা যায় কিন্তু তাঁহারা বিদেশীয় বা বিভিন্ন সমাজভুক্ত। সুতরাং সেই পুরুষ-স্বভাব-সম্পন্না নারীরূপিণী শিক্ষয়িত্রী-দিগের সহবাস উপদেশে, দৃষ্টান্ত আচরণে দেশীয় ছাত্রীগণের নারীসুলভ স্বভাব প্রকৃতি কোন-রূপেই রক্ষা পায় না এবং দেশীয় রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার, বেশ-বিন্যাস, গৃহকার্য্য-পদ্ধতি শিক্ষা করা দূরে থাকুক, ঠিক তাহার বিপ-রীত শিক্ষা-লাভ করিয়া বালিকাগণ হিন্দু-সমাজ—হিন্দু-পরিবার-মধ্যে কর্ম্মিষ্ঠা পত্নী মিতাচারিণী মিতব্যয়িনী স্ত্রী, কার্য্যকুশলা গৃহিণী, সন্তান-সন্ততির সুযোগ্যা জননী হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহারা গৃহের বিলাস-প্রিয়া শো-ভন পুত্তলিকা স্বরূপা হইয়া দরিদ্র-বঙ্গসমা-জের দুর্ব্বহ ভার স্বরূপ হইয়া উঠিতেছেন।

নারী যে হিন্দু পরিবারের সার-সম্পত্তি, তাহা সকলেই বিশেষ-রূপে অবগত আছেন। সামান্যতঃ হিন্দু-পরিবারের যে অর্থ-অসঙ্গতি, আর্য্য-সন্তানগণের যে যৎস্বল্প ধনাগম, তাহা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে; ইহা দ্বারাও যে, হিন্দু পরিবার উচ্ছিন্ন না হইয়াও এখ-নও দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহা কেবল গৃহ-লক্ষ্মী-স্বরূপা আর্য্য মহিলাদিগের কঠিন পরিশ্রম, অসামান্য সংসারিক কার্য্য-দক্ষতা ও অনুপমেয় সৎস্বভাব এবং সদ্গুণ-প্রভা-বেই। অবস্থা-দোষে এতদ্দেশীয় বহু অংশ লোকে প্রায়ই প্রয়োজনমত দাস-দাসী রক্ষা করিতে পারেন না, তদ্ভিন্ন একান্নবর্ত্তিতা-পদ্ধতি হিন্দুসমাজ মধ্যে বর্ত্তমান; সুতরাং সেই এক এক বৃহৎ পরিবারের মধ্যে মাতা ভগিনী, কন্যা-পত্নী-প্রভৃতি দ্বারাই সমুদায় গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ, রন্ধন ও পশু-পালন, সন্তান-সন্ততি রক্ষণ ও পোষণ-প্রভৃতি সমস্ত গৃহা-ভ্যন্তরিক ব্যাপারই যথোপযুক্ত-রূপে সুনি-ষ্পাদিত হইয়া থাকে। পুরুষগণ কেবল অর্থোপার্জ্জন এবং বহির্ভাগের কার্য্য-কলাপ নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। গৃহ-কার্য্য-সম্পাদনে নারীগণের বিরক্তি বা ঔদাস্য নাই। তাঁহারা স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়াই সহাস্য-বদনে, প্রফুল্ল হৃদয়ে তৎসমুহ সম্পাদন করেন। কেবল নির্দ্দিষ্ট গৃহ-কার্য্য-সম্পাদনই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব নহে। হিন্দু-পরিবারে নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য কর্ম্মের অসদ্ভাব নাই, তন্নিবন্ধন প্রায়ই প্রতি পক্ষে, প্রতিমাসে, প্রতি ঋতুতে, না হয় প্রতি বৎসরে একটী না একটী উৎসব ও ভূরি ভো-জন প্রতিগৃহেই হইয়া থাকে; তৎ সমুদায়ের আয়োজন ও দ্রব্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ, রন্ধন

পরিবেশন-ব্যাপার তাঁহারা স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আর্য্য-মহিলাগণের এমন অসদৃশ গৃহ-কার্য্য-নৈপুণ্য, সাংসারিক কার্য্য-সম্পাদনে এরূপ স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বনতার জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রায়ই কুত্রাপি দেখা যায় না।

আর্য্য-নারীদিগের ধর্ম্ম-ভাব ও ধর্ম্মানুষ্ঠান সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে। ধর্ম্ম-সাধনের জন্য তাঁহারা যে প্রকার কঠোরতা সহ্য করেন, যাদৃশ ব্যয় স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিলে সকলকেই চমৎকৃত হইতে হয়। এখন যে সাধারণ আর্য্য-ধর্ম্ম কেবলমাত্র নারীদিগের প্রযত্নেই রক্ষিত হইতেছে, এখনও যে তীর্থ-স্থান-সকলের মাহাত্ম্য-মর্য্যাদা, শুদ্ধ মাত্র আর্য্য-নারী-কুলের শ্রদ্ধা-ভক্তি-অনুরাগ-প্রভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, এখনও যে ভারতের সংসারাশ্রমে অতিথি-সৎকার, দান-ধর্ম্ম-ক্রিয়া যে নিরবচ্ছিন্ন আর্য্যকুলবালাদিগের ঐকান্তিক ধর্ম্মনিষ্ঠা-প্রভাবে প্রচলিত রহিয়াছে, সকলকেই তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। বিশুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান-আলোকে, তাঁহারদের হৃদয়াকাশ আলোকিত করিয়া দিতে পারিলে, প্রাগুক্ত কার্য্য সকল আরো প্রশস্ত ও উন্নত আকার ধারণ করিতে পারে। পবিত্র জ্ঞানজ্যোতিতে তাঁহারদের আত্মাকে জ্যোতিষ্মান্ করিতে সমর্থ হইলে, তাঁহারা বর্ত্তমানের কৃত-বিদ্য জনগণ অপেক্ষা উচ্চ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বিদ্যালয়ে তাঁহারদিগের দোষাবহ অসম্পূর্ণ বিদ্যাশিক্ষা, আর্য্য-রীতি-নীতি-বিরুদ্ধ বিজাতীয় উপদেশ দৃষ্টান্ত, গৃহে পিতা, ভ্রাতা বা স্বামীর সন্নিধানে পাশ্চাত্য সভ্যতা শিক্ষা প্রভৃতি দ্বারা তাঁহারদিগের আর্য্য-কুলোচিত পবিত্র প্রকৃতি, স্বাভাবিক সৎস্বভাব, বিভিন্ন আকার ধারণ করিতেছে। তাঁহারা আর্য্য-গৃহাশ্রমের উপযোগী সদ্গুণ এবং সাংসারিক কার্য্য-সম্পাদনের উপযুক্ত বল-বীর্য্য দক্ষতা হইতে ক্রমে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। বেশ বিন্যাস, আমোদ-প্রমোদ, ভ্রমণ-বিহার প্রভৃতি বিবিধ বিলাসের প্রতি তাঁহারদিগের দৃষ্টি নিপতিত হইতেছে। নিঃস্ব হিন্দু-সমাজের পক্ষে এটী কদাচই শুভ চিহ্ন নহে। নারী-কুলের বিলাস-ইচ্ছা পূর্ণ করিতে গিয়া যখন পৃথিবীর সভ্যতম জাতীয় ধন-সমৃদ্ধিশালী প্রচুর উপায়ক্ষম বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন জনগণ, এককালে বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হওত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন; তখন ক্ষুদ্রজীবী হিন্দু-সন্তান সকল, যে এককালে হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

নর-নারীর একবার বিলাস-ইচ্ছা প্রবল ও লজ্জাভয় তিরোহিত হইলে, তাহা সংযত বা প্রত্যাহার করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। পুরুষ বিলাসী হইলে যেমন তিনি কঠোর কর্ম্ম-ক্ষেত্রের অনুপযোগী হইয়া পড়েন, বিলাস-ইচ্ছা-পরিপূরণে বিলাস-সামগ্রী-আহরণে সর্ব্বদা অনুরক্ত থাকিয়া যেমন তাহার ধন-সম্পদ উপার্জ্জন এবং পিতৃপিতামহ-সঞ্চিত বিষয়-বিত্ত সংরক্ষণ সামর্থ্য বিলুপ্ত হইয়া যায়; নারী সেই প্রকার বিলাসিনী হইলে, গৃহকার্য্যে অপটুতা, সন্তান-সন্ততি পালন বিষয়ে অসমর্থতা, শ্রম বা সহিষ্ণুতা-সাধ্য কার্য্যে অনিচ্ছা প্রভৃতি নানা অসদ্গুণ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। ইত্যাদি নানা-কারণেই বিলাস-প্রিয় সভ্য-সমাজে ধাত্রী দ্বারা সন্তান-সন্ততির পালন পোষণ, অতি নীচ-জাতীয় নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তি-গণ দ্বারা রন্ধন-কার্য্য সম্পাদন-প্রভৃতি কুরীতি প্রবিষ্ট হইয়াছে। ভারত যখন বলবীর্য্যে, ধন-ঐশ্বর্য্যে জ্ঞানধর্ম্মে সমগ্র পৃথিবীর আদর্শ-ছিল, তখনও এ সকল কুরীতি আর্য্য-সমাজ-মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। তখন যে রাজ-মহিষীগণও রাজা রাজকুমার প্রভৃতির জন্য স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিয়া

দিতেন, এদেশের পুরাণ ইতিবৃত্ত সকল এখনও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বর্ত্তমানে পল্লীগ্রামের অনেকানেক অতুল-সম্পদশালী ধন-কুবেরগণের গৃহেও তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে।

রন্ধন-নৈপুণ্য চিরদিনই ভারত-মহিলা-দিগের একটী সদ্গুণের মধ্যে পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমানের পাশ্চাত্য সভ্যতা বিজাতীয় দৃষ্টান্ত এবং যুবক-যুবতী-দিগের অবৈধ-বিলাস-প্রভাবেই গৃহ-কার্য্য সম্পাদন এবং স্বহস্তে সন্তান-সন্ততি পরিপালন প্রভৃতি সাংসারিক ব্যাপার সকল, দাস দাসী-সম্পাদ্য অতি হেয় কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। বস্তুত যে অন্ন-পানের উপরে সন্তান সন্ততির বল বীর্য্য, স্বাস্থ্য-সম্পদ নির্ভর করে, তৎসমূহের আয়োজন-আহরণ প্রভৃতি যে রক্ষয়িত্রী পালয়িত্রী জননীর কার্য্য তাহার আর সন্দেহ নাই। মাতা যেরূপ স্বীয় সন্তানের শারীরিক প্রকৃতি এবং মানসিক রুচি-প্রবৃত্তির উপযোগী বিশুদ্ধতর অন্ন-পান প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন, বেতনভুক্ নিঃসম্পর্ক পাচক-পাচিকাগণের নিকটে কোন রূপেই তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। মাতা-ভগিনী, কন্যা-পত্নী প্রভৃতির প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জন যেরূপ স্বাভাবিক-প্রেম-রসার্দ্র, প্রীতি-সুবাসিত হইয়া থাকে, যিনি তাঁহারদের হস্তে ভোজন করিয়া থাকেন, তিনিই তাহা সুস্পষ্ট-রূপে জানিতে পারেন। তাদৃশ ভোজ্য পানীয় আর কুত্রাপি লব্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। আহারের উপরে যেমন সুখ-সচ্ছন্দতা, স্বাস্থ্য-সম্পদ্ নির্ভর করে, তেমনি আবার সাত্ত্বিক নির্দ্দোষ আহারের গুণেই প্রকৃতির উৎকর্ষতা ও সাধন-সমাধান-সামর্থ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই জন্যই ধর্ম্মপ্রিয় আর্য্য-জাতির মধ্যে অন্ন-গ্রহণ-বিষয়ে এত সাবধানতা ও সতর্কতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণেই স্ত্রীজাতির রন্ধন-পটুতা একটী নারী-সুলভ স্বাভাবিক সদ্গুণমধ্যে পরিগণিত হয়। বিলাসের এমনই একটা দুর্দ্দমনীয় প্রভাব, যে গৃহ প্রাচীরের মধ্যে কোন রূপেই তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। সে বাহিরে লোক-সমাজে, প্রমোদ-কাননে, উৎসব-ভূমিতে, অভিনয়-ক্ষেত্রে স্বীয় শোভা-সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিতে ধাবিত হয়। অন্যের হৃদয়-মনকে আকর্ষণ—অন্যের চিত্তকে বিমোহিত করিবার জন্যই চেষ্টা পায়। একারণ শৈশবাবস্থা হইতে বালক-বালিকাদিগের যাহাতে সেই বিলাস-ইচ্ছা প্রবল না হয়, তৎপ্রতি পিতামাতার দৃষ্টি রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। বিলাসী যুবক-যুবতীদিগের অন্যের চক্ষে শোভনীয়-রূপে প্রতিবিম্বিত হইবার ইচ্ছা হইতেই অনেক সময়ে অনেক স্থলে গরলময় ফল সমুৎপাদিত হইয়া থাকে। এই ইচ্ছার প্রাবল্য হইতেই ভোগ-বিলাসী নর-নারী সমাজ-বন্ধন, লজ্জা-ভয়, জ্ঞান-ধর্ম্ম-শাসন অতিক্রম করিয়া পাপ-স্রোত প্রবাহিত করিয়া থাকেন; এবং তন্নিবন্ধন সুখ-সৌভাগ্যে, ধন-সম্পদে, স্বভাব-চরিত্রে জ্ঞান-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া যে এককালে পথের ভিখারী হইয়া পড়েন, তাহা প্রায় সকলেই স্বচক্ষে সন্দর্শন করিতেছেন। বিলাস-প্রাবল্য হেতুই যে, রাজার রাজ্য-নাশ, ধনীর ধনক্ষয়, গৃহস্থের সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে ও হইতেছে তাহার জাগ্রত জীবন্ত দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। বিলাস-ইচ্ছা হইতেই যে জ্ঞানীর জ্ঞান-প্রভা, বিদ্যার্থীর জ্ঞান-লালসা, বলিষ্ঠের বল-বীর্য্য-অনুরাগ, কর্ম্মিষ্ঠের কার্য্য-দক্ষতা, ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম-নিষ্ঠা যে তিরোহিত হইয়া যায়, ইহা সকলেই জাজ্জ্বল্যতর রূপে নিরীক্ষণ করিতেছেন।

আর্য্য-জাতি যে প্রকার অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছেন——বঙ্গ-বাসীগণের যে-রূপ দিন দিন অন্নকষ্ট বর্দ্ধিত হইতেছে, সদ্বিচার ও সংশিক্ষার মুল্য যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে, বিলাস-ইচ্ছা তো সকল-অবস্থাতেই পরিত্যজ্য, বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে যাহাতে সেই সর্ব্বনাশের স্রোত এতদ্দেশ-মধ্যে প্রবাহিত হইতে না পারে তৎপ্রতি সকলেরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। যাহাতে পুত্র-কন্যা প্রভৃতি দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ, সহিষ্ণু ও কর্ম্মিষ্ঠ এবং সর্ব্ব-কার্য্য-দক্ষ নিরলস হইয়া কি বলবীর্য্য, কি কৃষি-বাণিজ্য কি জ্ঞান-ধর্ম্ম-সাধন সকল-বিষয়েই অগ্রসর হইয়া বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারে, বঙ্গের দুরবস্থা বিদূরিত করিতে সমর্থ হয়, তৎপ্রতি সকলেরই যত্নবান্ হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়। অতএব পিতামাতার নিতান্ত কর্ত্তব্য যে এই সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আপনাপন সন্তান-সন্ততিকে ভাবী জীবনের জন্য সুশিক্ষিত করেন। এই নিমিত্তই উক্ত হইয়াছে, যে রাজ্য-শাসন অপেক্ষা সন্তান-সন্ততি প্রতিপালন এবং তাহারদিগের শিক্ষা-কার্য্য-সম্পাদন করা যারপর নাই গুরুতর কার্য্য। পিতামাতার হস্তে যে করুণাময় পরমেশ্বর পবিত্রতম কার্য্য-ভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহা সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিলে আপনারদিগের ও জগতের যৎপরোনাস্তি কল্যাণ সংসাধিত হইয়া থাকে, তৎপ্রতি ঔদাস্য অবহেলা করিলে তাহার প্রত্যক্ষ দণ্ড, অসুখ অশান্তি, দুঃখ দরিদ্রতা কষ্ট-গ্লানি প্রভৃতিতে যাবজ্জীবন বিদগ্ধ হইতে হয়।

দেশীয় চিকিৎসা।

রোগ-প্রতীকারের নাম চিকিৎসা। বৈদ্যক শাস্ত্রে ইহা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, আসুরী, মানুষী ও দৈবী। ছেদ ভেদাদির দ্বারা যে প্রতীকার তাহা আসুরী; কটু তিক্তাদি রস দ্বারা যে চিকিৎসা তাহা মানুষী; এবং যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা যে রোগ-শান্তি তাহা দৈবী। এতদ্ব্যতীত চিকিৎসার দুইটী প্রণালীও আছে; একটী সংহিতা-সম্মত ও অপরটী তন্ত্রোক্ত। উদ্ভিদ-রসে চিকিৎসা সংহিতাসম্মত এবং উদ্ভিদ ও নানারূপ ধাতু দ্বারা চিকিৎসা তন্ত্রোক্ত। ইহাকে রস-চিকিৎসাও বলা যায়। এখন বৈদ্যেরা প্রায় এই প্রণালীতেই চিকিৎসা করিয়া থাকেন।

স্বাস্থ্য ধর্ম্মসাধনের উপায়, এই জন্য পূর্ব্বে চিকিৎসা ও ধর্ম্ম ঋষিদিগেরই হস্তে ছিল। তাঁহারা নানা রূপ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া আয়ুর্বেদের যথেষ্ট উন্নতি করিয়া যান। চিকিৎসা দ্বারা স্বার্থসাধন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল পরোপকারই একমাত্র ব্রত ছিল।

এতদ্দেশে এই বৈদ্যক চিকিৎসা আবহমান কাল প্রচলিত, কিন্তু যে সময়ে হিন্দুরাজত্ব নষ্ট হইয়া যায় তদবধিই ইহার অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আমরা এখন বুঝিতেছি বৈদ্যক চিকিৎসাই আমাদের সর্ব্বাংশে উপযোগী। ইওরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্র অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত, কিন্তু হইলে কি হয় তাহা এ ভূমিতে তাদৃশ সুফল প্রসব করিতেছে না। এখন সর্ব্বত্রই দেশব্যাপী পীড়ার সংবাদ সর্ব্বদাই শ্রুত হওয়া যায়। ইহার অন্যান্য গূঢ় কারণ যতই থাকুক তন্মধ্যে ইংরাজী চিকিৎসা একটী প্রধান। কারণ, এই চিকিৎসার সর্ব্বাঙ্গীণ নিয়ম রক্ষা আমাদের পক্ষে সহজ নহে। একেত আমরা উষ্ণপ্রধান

দেশে বাস করি, আমাদের আহারের নিয়ম নাই, পরিশ্রমেরও নিয়ম নাই, আমরা পদে পদেই বাধ্য হইয়া শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া থাকি, এরূপ অবস্থায় ইংরাজী ঔষধ আমাদের অনিষ্টকর হয়। আমরা প্রতিনিয়তই দেখি নিম্নশ্রেণীর লোক পীড়িত হইলে সহজে ঔষধ খায় না, অগ্রে অনসনে কিছু দিন থাকে। যদি দেখে পীড়ার উপশম হইল না তখন সে দেশীয় চিকিৎসার সামান্য রূপ আশ্রয় লয় এবং অল্পায়াসে প্রতীকার পায়; কিন্তু দুর্বলতা দূর করিতে তাহার বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না, রোগমুক্তির পরই সে যেন সহজ। সে রৌদ্রে বেড়ায়, বর্ষার জলে কৃষিকার্য্য করে, অথচ তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় না, কিন্তু যিনি জ্বরবিরামে অঞ্জলিপরিমাণ কুইনাইন খাইলেন, তাঁহাকে রাজপুত্রের ন্যায় নানারূপ পরিচর্য্যায় থাকিতে হয়। এই পরিচর্য্যার জন্য যত্ন এই নিঃস্ব জাতির কিছুতেই পোষায় না। দুই প্রহরের কঠোর রৌদ্রে আমাদিগকে খাটিতে হয়। আমরা জঠরজ্বালায় শীতোত্তাপ কিছুই বাছি না। সুতরাং ইংরাজী মহানিম্ব প্রকুপিত হইয়া আমাদের অনিষ্ট সাধন করে। আমরা আবার জ্বরভোগ করি।

অবশ্য এস্থলে দোষটী ঔষধের নয় আমাদেরই, কিন্তু আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিলাম নিঃস্ব অবস্থায় নিয়ম রক্ষা করা সহজ নয়, সুতরাং ইংরাজী চিকিৎসা সর্ব্বাংশে উত্তম হইলেও আমাদের উপযোগী হইতেছে না। এক্ষণে দেশীয় চিকিৎসার যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা কল্যাণকাম ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে কএকটী প্রতিবন্ধক আছে, সেই গুলি নিরাস না করিলে বর্ত্তমানে ইহা দ্বারা সুফল প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা।

প্রথমত, অনেক বৈদ্যই গাছগাছড়া ভালরূপ চিনেন না। এতদ্দেশীয় বণিক ও বেদেরা যাহা বলে বা যাহা দেখায় তাঁহারা তাহাতে বিশ্বাস করেন। সেই গাছটী শাস্ত্রোক্ত কি না তাহা পরীক্ষা করিবার শক্তি তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই নাই, তজ্জন্য হয়ত আগাছাও ঔষধে ব্যবহার হইয়া তাহার বীর্য্যনাশ করিয়া দেয়। আরও বৈদ্যক শাস্ত্রে এমন কোন কোন বৃক্ষলতার উল্লেখ আছে যাহা কেবল পর্ব্বতেই জন্মে, এতদ্দেশে তাহা সুলভ নহে। সেই গুলি এখন অনেকের অপরিচিত, তাহা চিনিতে হইবে এবং যাহাতে ঔষধের উপযোগী সকল প্রকার গাছ গাছড়া এই ভূমিতে ভালরূপে জন্মে এবং চিকিৎসকেরা তাহা চিনিতে পারে স্থানে স্থানে তাহার উপায় করিতে হইবে। কিন্তু এই কার্য্যটী বহু ব্যয়সাধ্য। দেশীয় কৃতবিদ্য ধনী সন্তানেরা মনোযোগী না হইলে ইহা সহজ হইবে না।

দ্বিতীয়ত গ্রন্থপাঠ। এখন মূলগ্রন্থ সংহিতার তাদৃশ আদর নাই। অনেকেই কএক খানি সংগ্রহগ্রন্থ যথাকথঞ্চিৎ কণ্ঠস্থ করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু এখন হইতে আর এরূপ চলিবে না। এখন চিকিৎসা শাস্ত্রের ক্রমিক উন্নতি হওয়া আবশ্যক। এখন বিভিন্ন জাতির সংসর্গে আমাদের জীবন-প্রণালী বিভিন্ন পথে চালিত হইতেছে, সুতরাং নূতন নূতন রোগেরও সৃষ্টি হইতেছে। এখন সেই মান্ধাতার আমলের চিকিৎসা শাস্ত্র সকল রোগের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়। যেমন নূতন নূতন রোগ প্রাদুর্ভূত হইতেছে তেমনি নূতন নূতন ঔষধও উদ্ভাবন করিতে হইবে। কিন্তু এখনকার বৈদ্যেরা সেরূপ প্রতিভা-সম্পন্ন কি না সন্দেহ। আমাদের বোধ হয় যাঁহারা ইংরাজী চিকিৎসাশাস্ত্র দক্ষতার সহিত অনুশীলন করিতেছেন তাঁহারাই এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করুন। তাঁহারা প্রাচীন গ্রন্থ সকল

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আলোচনা করিতে পারিবেন এবং ইহার দোষ সকল সংশোধন ও নূতন নূতন ঔষধেরও আবিস্কার করিতে সমর্থ হইবেন। এইরূপ হইলে দেশীয় চিকিৎসা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়।

এখন স্বাধীন ও সুলভ জীবিকার জন্য অনেকেই চেষ্টিত. কিন্তু এইটী যেমন প্রার্থনীয় সেইরূপ স্বাধীন ও সুলভ চিকিৎসাও প্রার্থনীয়। আমরা অনেক আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি নির্জ্জীব দেশীয় চিকিৎসার জীবন সঞ্চার হইলে আমাদের এই মনোরথ সিদ্ধ হইবে। আমাদের দেশ যেমন নিঃস্ব সেইরূপ এই দেশীয় চিকিৎসারও ব্যয় অল্প.। এমন কি অনেক গৃহিণীরাও শিশুদিগের সামান্য পীড়ায় সামান্য গাছগাছড়ায় অনেকটা প্রতীকার করিতে পারিবেন। ইহাতে লোকের স্বাস্থ্য থাকিবে। আমাদের যেমন ধাতু এই চিকিৎসা তাহার অনুকূল। আমরা এ দেশীয়, ঔষধও এ দেশীয়, আমরা ইহা পরিত্যাগ করিয়া সমূহ কষ্ট পাইতেছি। আমাদের অর্থনাশ ও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে। সুতরাং যাহাতে দেশীয় চিকিৎসার পুনর্ব্বার উন্নতি হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

প্রকৃত প্রেম।

মনুষ্য-হৃদয়ে প্রেম পাঁচটী বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়; প্রথম, পারিবারিক প্রেম, দ্বিতীয় বান্ধব-প্রেম, তৃতীয় স্বদেশ-প্রেম, চতুর্থ সাধারণ প্রেম, পঞ্চম, ঈশ্বর-প্রেম। যে ব্যক্তি প্রকৃত প্রেমিক তাঁহারই হৃদয়ে এই সকল প্রকার প্রেম বর্ত্তমান। তিনি পরিবারস্থ সকলকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসেন এবং সতত তাঁহাদের হিত কামনা করেন। তিনি সতত পিতা মাতা ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি ভক্তি, ভ্রাতা ভগিনী পুত্র কন্যা ও অন্যান্য স্নেহাস্পদ আত্মীয়দিগের প্রতি স্নেহ এবং স্ত্রীর প্রতি প্রেম প্রদর্শন করেন। তিনি বন্ধুগণকে যথোচিত শ্রদ্ধা ও স্নেহ করেন এবং নানা উপায়ে তাহাদের উপকার সাধনে রত থাকেন। প্রকৃত প্রেমিক প্রাণের সহিত স্বদেশকে ভাল বাসেন। স্বজাতির গৌরব বৃদ্ধি ও উন্নতি সাধন জন্য, স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিবার জন্য তিনি নিয়ত চেষ্টিত থাকেন। জন্মভূমিকে তিনি জননীর ন্যায় শ্রদ্ধা করেন এবং জননী-নির্ব্বিশেষে তাহার উপকারার্থ যত্নবান হয়েন। তিনি যে কেবল স্বদেশ ও স্বজাতিকে ভাল বাসেন তাহা নহে সকল মনুষ্যকে এক ঈশ্বরের পুত্র এবং ভ্রাতা স্বরূপ ভাবিয়া তিনি পৃথিবীর সকল মনুষ্যকে স্নেহ করেন এবং আবশ্যক হইলে ভিন্ন দেশীয় ভিন্ন জাতীয় লোকদিগের স্বদেশীয় স্বজাতীয় লোকের ন্যায় উপকার সাধনে যত্নবান হয়েন। প্রকৃত প্রেমিক ব্যক্তি ঈশ্বর-প্রেমী। তিনি তাঁহার প্রিয়তম ঈশ্বরকে সর্ব্বদা সাক্ষাৎকার করিয়া ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকেন। তিনি সতত ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া ঈশ্বরের নিকট অকপট নিদর্শন দেখান। যাহা বিবেক-বিরুদ্ধ, ন্যায় প্রেমের বিরুদ্ধ অতএব ঈশ্বরের অপ্রিয় তিনি কদাপি তদ্রূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া সতত বিবেক-সম্মত ন্যায়ানুযায়ী মহৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। তিনি ঈশ্বরকে সর্ব্বদা সম্মুখে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া, যে কিছু কার্য্য করেন, সে সকলই তাঁহার চরণে প্রীতি-উপহার স্বরূপ প্রদান করেন।

যাঁহার হৃদয় এইরূপ বিশ্বজনীন প্রেমের সিংহাসন তিনিই যথার্থ প্রেমিক। যাঁহার হৃদয়ে এরূপ প্রেম বিরাজিত তিনি সুখ, আনন্দ ও শান্তির অধিপতি। তিনি কাহারও

নিকট কোথায়ও সুখ শান্তির ভিখারী হইয়া উপস্থিত হয়েন না। তাঁহার আত্মার সুখ শান্তির প্রস্রবণ সদাই উন্মুক্ত। পৃথিবী যাহাকে কষ্ট ও দুঃখ বলে, পরিবারের প্রতি, বন্ধুবর্গের প্রতি, স্বদেশের প্রতি, সাধারণের প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি প্রেমার্দ্র ও প্রেমোন্মত্ত হইয়া তাহা তাঁহাকে সহ্য করিতে হয় বটে কিন্তু প্রেমোদ্দেশে প্রেমের চরিতার্থতার জন্য তাঁহাকে ঐ সকল দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হয় বলিয়া সে সকল তাঁহার পক্ষে অনুপম সুখ ও শান্তিদায়ক। প্রেমানুরোধে তাঁহাকে নানা দুঃখের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয় বটে কিন্তু তাঁহার পক্ষে সে সকল দুঃখবেশধারী সুখ। তাঁহার হৃদয়ে যে প্রেমরূপ স্পর্শমণি আছে তাহার স্পর্শে তাঁহার সকল দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা সুখে পরিণত হয়। যাঁহারা সামান্য প্রেমে উত্তেজিত হইয়া সামান্য প্রেমের কার্য্য করিয়াছেন তাঁহারা জানেন সেই ক্ষুদ্র প্রেমকার্য্যের কত সুখ কত বিমলানন্দ। তবে যাঁহার হৃদয়াকাশে সার্ব্বভৌমিক প্রেমের পূর্ণ চন্দ্র সদাই প্রকাশিত, যাঁহার আত্মা প্রেমে প্লাবিত, যিনি যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সেইদিকেই তাঁহার প্রেমের সামগ্রী দেখিতে পান, তাঁহার আর সুখের অভাব শান্তির অভাব কোথায়? কোন একটী ক্ষুদ্র বিষয়কে ভাল বাসিয়া আমরা কত অনুপম আনন্দ লাভ করি তবে এরূপ শুদ্ধ পবিত্র উচ্চ প্রেম আমাদিগের হৃদয় অধিকার করিলে আমরা যে মহৎ সুখের অধিকারী হইব, আমাদের চতুর্দ্দিকে যে আনন্দের উৎস শান্তির উৎস উৎসারিত হইতে থাকিবে, তদ্বিষয়ে আর কি সন্দেহ আছে। এই সার্ব্বভৌমিক মহান প্রেম, এই প্রকৃত প্রেম সম্বন্ধেই আমরা বলিতে পারি,

"পুণ্যপুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোঽপি লভেৎ তস্য তুচ্ছং সকলং।"

এইরূপ প্রেমের সম্বন্ধেই কবি গাহিয়াছেন;—

"উথলায় হৃদয়ে যার
প্রেমের পারাবার
রজনী দিবা,
কিবা ধরণী সসাগরা
নিখিল সুখভরা
স্বরগ কিবা॥"

আর এইরূপ প্রেমকেই আমাদের হৃদয় অধিকার করিবার জন্য আমরা কবির সহিত আহ্বান করিতে পারি;—

"আয় রে হৃদে আয় প্রেম
তোর মতন হেম
কোথায় মেলে?
চির জীবন রাখি ধরে
একটি বার তোরে
দেখিতে পেলে॥"

ঈশ্বরের অনন্তত্ব।

ঈশ্বরকে অনন্ত বলিলে কেবল এই বুঝায় না যে তিনি অনন্ত-কাল-স্থায়ী ও অনন্তদেশ-ব্যাপী এবং অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত করুণা প্রভৃতি কয়েকটি গুণ-বিশিষ্ট। ঈশ্বরের অনন্তত্বের প্রকৃত অর্থ এই যে ঈশ্বর অনন্ত সংখ্যক গুণ বিশিষ্ট, আর সেই সকল গুণ অনন্ত বা পূর্ণভাবে তাঁহাতে অবস্থিতি করিতেছে। আমরা অন্তবিশিষ্ট অপূর্ণ জীব, ঈশ্বর আমাদিগকে জ্ঞান, শক্তি, করুণা প্রভৃতি যে সকল গুণ দিয়াছেন তদ্ব্যতীত আমরা অন্য কোন গুণের কল্পনা করিতে পারি না, সুতরাং সেই সকল গুণের মধ্যে যে গুলি ঈশ্বরের থাকা সম্ভব ও যুক্তি-যুক্ত তদ্ব্যতীত অধিক কোন গুণ আমরা তাঁহাতে আরোপ করি না। কিন্তু আমরা তদ্ব্যতীত ঈশ্বরের অন্য কোন গুণ কল্পনা করিতে

পারি না বলিয়া যে ঈশ্বরের অন্য কোন গুণ নাই, এরূপ হইতে পারে না। যিনি দুই চারিটি অনন্ত গুণের অধিকারী তাঁহাকে প্রকৃত রূপে অনন্ত স্বরূপ বলা যায় না। ঈশ্বর কেবল জ্ঞান, শক্তি, করুণা প্রভৃতি কয়েকটি গুণের অধিকারী নহেন, তিনি জ্ঞান, শক্তি, করুণা এবং আমাদিগের বুদ্ধির অগম্য অনন্ত সংখ্যক অনন্ত বা পূর্ণগুণের অনন্ত অধিকারী, এই জন্যই তিনি প্রকৃত রূপে অনন্ত স্বরূপ। তাঁহার অনন্ত স্বরূপে বিশ্বাস করিতে গেলে আমরা তাঁহার অনন্ত সংখ্যক পূর্ণ গুণের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না। এই সকল অনন্ত সংখ্যক ঐশী গুণের প্রকৃতি আমরা যে কখনই জানিতে পারিব না এমৎ হইতে পারে না, তাহা আমরা আমাদিগের অনন্ত জীবনে উন্নতি লাভ করিতে করিতে ক্রমে অবশ্যই অবগত হইব।

দেব-গৃহে দৈনন্দিন লিপি।

ব্রাহ্মসম্বৎ ৫০।

১৪ মাঘ মঙ্গলবার। অদ্য "নববিভাকর" "এডুকেষণ গেজেট" "তত্ত্বকৌমুদী" ও "ধর্ম্মতত্ত্ব পাঠ করি। এক্ষণে "তত্ত্বকৌমুদী" ও "ধর্ম্মতত্ত্বে" বিলক্ষণ বিবাদ চলিতেছে।

"প্রথমে বিবাদ ছিল, বিবাদ ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত ছিল, বিবাদই ব্রাহ্মধর্ম্ম!!"

১৫ মাঘ বুধবার। অদ্য 'কলিকাতা গেজেটে' প্রকাশিত নূতন প্রকাশিত বাঙ্গলা পুস্তকের ত্রৈমাসিক রিপোর্ট পাঠ করি। তাহারি মধ্যে দেখিলাম আমার প্রণীত একটি পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের সংক্ষেপ সমালোচনা আছে। ঐ পুস্তক লর্ড নর্থব্রুকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল বলিয়া উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি উহা ইংরাজিতে তরজমা করাইয়া লয়েন।

১৮ মাঘ শনিবার। অদ্য প্রাতে স্কুলগৃহে যাই। সেখানে শিক্ষক মহাশয়দিগের সঙ্গে ও অ, বাবুর সঙ্গে দেখা হয়। রামমোহন রায় ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক কথা হয়। অ, বাবু গল্প করিলেন যে তিনি তাঁহার পিতা সবর্ডিনেট জজ সরকার মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছেন যে হুগলি কলেজের ভুতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ সদারলণ্ড সাহেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে রামমোহন রায় যে জাহাজে বিলাতে গিয়াছিলেন সেই জাহাজে আমি ছিলাম। রামমোহন রায় জাহাজে দুইটি গরু সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি সাহেবদের সঙ্গে খানা না খাইয়া তাহাদের দুধ খাইতেন। রামমোহন রায় বিলাতে প্রথম গিয়া সাহেবদিগের সঙ্গে খানা খাইতেন না। পরে নানা কারণে খাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জীবনের শেষ অবস্থাতে নানা পরোপকারজনক কার্য্য সম্পাদন জন্য ঋণগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইয়াছিলেন।

১৯ মাঘ রবিবার। অদ্য প্রাতে ধাড়োয়া নদীর দিকে বেড়াইতে যাই। অদ্য অপরাহ্ণে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বাসায় কথোপকথন সভা হয়। তাহাতে কথোপকথনের পূর্ব্বে তাহার সাহায্য স্বরূপ বাঙ্গালির জাতিত্ব বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলি। দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত অধিক বলিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম গতবারের সভায় সাধারণতঃ জাতিত্বের যে সকল উপাদান বিবৃত করি তাহাতে বাঙ্গালি জাতি অতিহীন, দেশ মেলেরিয়া আক্রান্ত শারীরিক প্রকৃতি দুর্ব্বল, মানসিক প্রকৃতি সাহস ও রোক্ ও জেদ্ বিহীন, রাজনৈতিক অবস্থা পরাধীন। আমি ধর্ম্ম বিষয়ে বলিলাম যে আমাদিগের দেশের সাকারবাদিদিগের ধর্ম্মে বিশ্বাস শিথিল হইয়া আসিতেছে ও ব্রাহ্মেরা নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছেন। সমাজ-সংস্কার বিষয়ে বলি-

লাম যে সমাজ-সংস্কারে হিন্দুভাব রক্ষা করা কর্ত্তব্য কিন্তু তাহা হইতেছে না। সকল প্রকার সমাজ-সংস্কার হিন্দুভাবে করা যাইতে পারে। এমন কি, জাতি-বিভেদ-প্রথা পর্য্যন্ত হিন্দুভাবে সংস্কার করা যাইতে পারে। আচার ব্যবহারের বিষয় বলিবার সময় বলিলাম সকল জাতির একটি নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদ আছে, কিন্তু বাঙ্গালি জাতির কোন নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদ নাই। কোন মজলিশে যাও নানা প্রকার পোষাক্ দেখিতে পাইবে। ভাষার বিষয় বলিবার সময় বলিলাম যে বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্য কেবল ইংরাজি অনুকরণে পরিপূর্ণ।

সকলের হতাশ হইবার বিষয় কিন্তু হতাশ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। অধ্যবসায় সহকারে উক্ত প্রতিবন্ধক সকল নিরাকরণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

গবর্ণমেণ্টকে মেলেরিয়ার কারণ দূর করিবার বিষয়ে সর্ব্বদা উত্তেজিত করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে ক্রমাগত তাঁহাদিগের পিছু লাগিয়া থাকা কর্ত্তব্য। ইহার প্রতি অবশেষে তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু মনোযোগ নাম মাত্র। এ বিষয়ে ক্রমান্বয়িক্ আন্দোলন আবশ্যক।

বাঙ্গালির দুর্ব্বলতা নিরাকরণ জন্য পুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণ ও ব্যায়ামাগার সংস্থাপন আবশ্যক। তাহাদিগের মানসিক প্রকৃতির উন্নতি সাধন জন্য তাহাদিগকে সাহস অবলম্বন ও অধ্যবসায় অভ্যাস করিতে সর্ব্বদা উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। রাজনৈতিক অবস্থা উন্নতির জন্য ইংলণ্ডে স্থায়ী প্রতিনিধি রাখিয়া তথাকার নগরে নগরে আন্দোলন করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মবিষয়ে অবস্থা উন্নতি জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার আবশ্যক। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম। হিন্দুভাব রক্ষা করিয়া সকল প্রকার সমাজ সংস্কার করা কর্ত্তব্য। সাহিত্য রচনাতে ক্রমে ক্রমে ইংরাজি অনুকরণ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এই সকল বিষয় বলিয়া বাঙ্গালির অতীত জাতীয় গৌরবের ও ভাবী উন্নতির বিষয় বলিয়া বক্তৃতা সমাপন করি। বাঙ্গালীর অতীত জাতীয় গৌরবের বিষয় বলিবার সময় বঙ্গরাজ দেবপাল দেবের দিগ্বিজয়, বঙ্গরাজ কুমার বিজয়সিংহ দ্বারা সিংহল বিজয়, বঙ্গদেশের বৌদ্ধ রাজাদিগের সময় বাঙ্গালী দিগের সমুদ্রযাত্রা ও তাহাদিগের দ্বারা নানা উপনিবেশ সংস্থাপন ইত্যাদির উল্লেখ করি*।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য-মহাশয়ের
ব্যাখ্যান মূলক পদ্য।

তৃতীয় ব্যাখ্যান।

দেখি প্রেমময়ে, আপন হৃদয়ে শান্তি পান মুনিগণ,
ত্যজ মলিনতা, পাপ কুটিলতা, পাবে তাঁর দরশন।

যেবা চায় এক মনে তাঁর দরশন।
দয়াময় তার আশা করেন পূরণ॥
হউক তোমার আত্মা যতই মলিন।
হৃদয় তোমার হোক পাষাণ কঠিন॥
কাতরে তাঁহার তুমি লওহে শরণ।
বল "নাথ দীন হীন আমি অভাজন॥
জান হে অন্তর্যামি! হৃদয় আমার।
কিবা তার মলিনতা, কত পাপ-ভার॥
দিতেছি তোমারে এই হৃদয় সমল।
দয়া করি তুমি তার হর পাপ-মল॥
করে লও এ হৃদয় তোমার আসন।
বিহর তথায় সদা এই আকিঞ্চন"॥
দেখিবে তাঁহার দয়া করুণা অপার।

* এই বক্তৃতার মর্ম্ম ৫১ ব্রাহ্ম সম্বতের বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে জাতিভেদের উপাদান ও বাঙ্গালি জাতি শিরস্ক প্রস্তাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

আসিবেন কৃপা করি হৃদয়ে তোমার ॥
তাঁহার পথের তিনি দিবেন সন্ধান।
দিবেন অমৃত প্রেম মুক্তির সোপান ॥
ওহে পাপি ! অবসন্ন তোমার হৃদয়।
পিতার নিকটে যেতে করিতেছে ভয় ! ॥
ইচ্ছা হয় পলাইতে তাঁ হতে অন্তর।
কিন্তু মহারণ্য কিম্বা পর্ব্বত কন্দর ॥
যেখানেই যাও তিনি তথা বিদ্যমান।
তাঁর রাজ্য ছাড়ি তব নাহি কোন স্থান ॥
হেন মনে হয় তিনি থাকুন অন্তরে।
আছেন ক্ত তিনি তব অন্তর-অন্তরে ॥
অতএব পাপ হ'তে পাইতে নিস্তার।
তাঁহার শরণ বিনা কার লবে আর ॥
কাতরে তাঁহার কাছে করহ ক্রন্দন।
বল "নাথ ! এ অধমে করহ তারণ ॥
ভবের আঁধারে বুঝি হইলাম সারা।
বড়ই বিপদ দেখি হুয়ে তোমা-হারা ॥
তুমি হে জ্যোতির জ্যোতি! আলোক দেখাও।
অন্ধকার হ'তে তব পথে লয়ে যাও ॥
মিছা মোহে ভুলি যেন নাহি থাকি আর।
তোমার সাধন করি জীবনের সার ॥
তোমারে ছাড়িলে হয় আত্মার মরণ।
দেখা দিয়ে হৃদি কর অমৃত সিঞ্চন ॥
দাও দণ্ড তব দণ্ড করিব বহন।
কিন্তু এ পাপের ভার কর উন্মোচন ॥
কৃপার নয়নে দীন হীনে ফিরে চাও।
নিয়ত তোমারে দেখি হেন চক্ষু দাও" ॥
শরণাগতের যিনি হয়েন বৎসল।
দিবেন তোমারে তবে জ্ঞান ধর্ম্ম-বল ॥
পাপ-ভার হ'তে তুমি পাবে পরিত্রাণ।
পুণ্যালোকে আত্মা তব হবে জ্যোতিষ্মান্ ॥
শুনিবে বন্ধুর বাণী হৃদয়ে আপন।
হইবে সুমতি তাহা করিতে পালন ॥
ক্রমেতে পাইবে হৃদি তাঁর সহবাস।
দীন জনে কৃপা যাঁর সদাই প্রকাশ ॥
ছাড় মোহ কুমন্ত্রণা কর অনুতাপ।
শ্রেয়ের পথেতে চল ঘুচিবে সন্তাপ ॥
আসিবে সম্মুখে যবে ভীষণ শমন।
কি হবে তোমার দশা বলহে তখন ॥
করিতে হইবে তবে দারুণ বিলাপ।
"কি হলো কি হলো কেন করিলাম পাপ ॥
কি যাতনা হইতেছে বলা নাহি যায়।
কি হবে আমার গতি যেতেছি কোথায় ॥
ছিল যবে হাতে মম অমূল্য জীবন।
মিছা কাযে আমি তাহে করিনু ক্ষেপণ ॥
সুপথে যাবার কত পাইলাম ক্ষণ।
আপনার দোষে তাহা করিনু হেলন ॥
সৎ উপদেশ কত দিলেন ঈশ্বর।
নাহি শুনিলাম তাহা হইয়া পামর" ॥
মনে নাহি কর নহে নিকট মরণ।
কে জানে সে দিন কবে হবে আগমন ॥
যৌবন সময়ে হেন নাহি কর মনে।
কাটাবে যৌবন শুধু ইন্দ্রিয় সেবনে ॥
করিব স্থবির কালে ধর্ম্মের সাধন,
এরূপ করিলে হবে নিশ্চিৎ পতন ॥
অন্তরে অসুরে কভু দিও না প্রশ্রয়।
দেব-ভাবে করিবেক তারা পরাজয় ॥
এই বেলা অতিক্রম কর প্রলোভন।
কুটিল ইচ্ছারে কর এখনি দলন ॥
একবার দেবতার হলে পরাজয়।
রণে ভঙ্গ দেয়া তব উচিত না হয় ॥
দেবেরে করিতে জয়ী কর দৃঢ় পণ।
পুনঃ পুনঃ অসুরের সহ কর রণ ॥
ক্রমশঃ।

প্রাপ্ত।

উপত্যকা ভূমি—ধাতা।

১

বনগিরি দুই পাশে
তার মাঝে পথ হাসে
উপত্যকা ভূমি ওই মধুর কেমন
বিশ্বতাপে তাপী যেথা জুড়ায় জীবন।

২

ওই নব দুর্ব্বাদল
করে কিবা ঝল মল
হরিণ হরিণী সাথে চরিয়ে বেড়ায়
পবন সুরঙ্গে মাতি সুরভি ছড়ায়।

৩

নানা জাতি পক্ষীগণ
করি সুধা বরিষণ
গায় সদা কলকণ্ঠে মধুর সঙ্গীত
শরীরী যেথায় সুখে হয় রোমাঞ্চিত।

৪

নির্ঝরে নির্ম্মল জল
বহে ওই অবিরল
কুল কুল করি সদা স্রোতের মতন
তৃষ্যাতুর জীব যাহে জুড়ায় জীবন।

৫

হিংস্র জন্তু কত শত
রঙ্গ ভঙ্গী নানামত
ফেরে দূরে গিরি পরে গরজি উল্লাসে
প্রতিধ্বনি-ছলে গিরি কাঁপয়ে তরাসে।

৬

গরজে গরল মুখে
কাল ফণী গিরি বুকে
কাঁপে যাহে তিন লোক পরমাদ গণি
গরজে গগনে যবে ভীষণ অশনি।

৭

জগতে এমন ঠাঁই
আর কোথা দেখা নাই
হেন শান্তিময় পদ কোথায় আবার
ঘুচে যেথা দুঃখ চিন্তা নিখিল সংসার।

৮

বিষম মায়ার পাখী
হেথায় লুকায়ে থাকি
মহামুগ্ধ স্বরে জীবে করে না বঞ্চিত—
(প্রবঞ্চনা ইন্দ্রজালে হৃদয় ব্যথিত।)

৯

মুছি কলঙ্কের মসি
এ বিজন দেশে বসি
ভাবি সেই পরাৎপরে অখিল রঞ্জন
যিনি নিত্য নিরঞ্জন পুরুষ রতন।

১০

দিব্যচক্ষু দেব ঋষি
ঘুরে সদা দিশি দিশি
নাহি পায় আদি অন্ত দেখে না তোমায়
সকলেতে আছ তুমি সকলি তোমায়।

১১

তুমি পিতা তুমি মাতা
তুমি ভগ্নী তুমি ভ্রাতা
তুমি প্রিয়া সুত সুতা বান্ধবের সার
তুমি সর্ব্ব সকলের তুমি পরাৎপর।

১২

ফুল গিরি তরু বায়
তোমারি মহিমা গায়
অনলে সলিলে দেখি মহিমা তোমার।
তব আজ্ঞাধীন ধাতা জগত সংসার!

১৩

যবে না জন্মিতে আমি
হে ঈশ্বর বিশ্বস্বামী
জননীর পয়োধরে গঠিলে সুধারে
জানিতাম ধাতা কিগো তখন তোমারে?

১৪

তোমারি রচনা বলে
কত কোটি কবি চলে
আদি কবি মহাকবি কবিকুল কবি
তোমার কৃপায় ধাতা মর্ত্ত্যে স্বর্গচ্ছবি!

১৫

না চাহিতে এসংসারে
দিলে সব প্রতি ঘরে
রসাল পনস আদি সুমিষ্ট সুফল
সুধাময় করি সবে কে গঠিল বল?

১৬

ধাতা তুমি জ্ঞানময়
স্থাবর জঙ্গম চয়
যা কিছু এবিশ্বে দেখি তোমারি ইচ্ছায়
জ্ঞানময় এসংসার তরাও আমায়।

১৭

পৃথ্বি ব্যোম উপহাসি
যেথা মহা অম্বুরাশি
গরজে তরঙ্গ কলে অশনি মতন
তারো হৃদে আঁকা ধাতা তোমার চরণ।

১৮

যা কিছু জগতে হয়
তব ইচ্ছা বই নয়
পলকে প্রলয়ে তুমি পারগো করিতে
সুখের এধরাতলে রসাতলে দিতে।

১৯

তোমারি আজ্ঞায় আসে
রবি শশী রাহু গ্রাসে
ঘোর তমঃ অমাবস্যা পূর্ণিমা রজনী
সুখ দুঃখ সমাকুল তব এ অবনী।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধেয় তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয়, গত আষাঢ় ও ভাদ্র মাসের পত্রিকাতে আপনি যে "ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মসূত্র" ও "জাতিবিভেদ" প্রস্তাবদ্বয় লিখিয়াছেন এবং তাহাদের সম্বন্ধে তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক যে সকল প্রতিবাদ করিয়াছেন তৎ সমুদয় পাঠ করিয়া আমি দেখিতেছি যে আপনারা উভয়েই ব্রহ্মসূত্রের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একমত হইয়াছেন। আষাঢ় মাসের পত্রিকায় আপনি ব্রহ্মসূত্রকে সাধনের অনুকূল বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদকও তাঁহার ১৬ই আষাঢ়ের পত্রিকাতে স্বীকার করিয়াছেন যে "উপবীতের সহিত ধর্ম্মের নিগূঢ় সম্বন্ধ"। তিনি লিখিতেছেন "যাঁহারা উপবীতকে জেতা ও বিজিতদিগের চিহ্ন কিংবা বংশ-মর্য্যাদা-জ্ঞাপক চিহ্ন মাত্র বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের মহাভ্রম। উপবীতের সহিত ধর্ম্মের নিগূঢ় সম্বন্ধ। প্রথমতঃ ইহা যদি জেতা বিজিতের প্রভেদের অথবা বংশ মর্য্যাদার চিহ্ন হইত তাহা হইলে শিশু জন্ম গ্রহণ মাত্র তাহাকে উপবীত দিবার প্রথা থাকিত। কারণ জন্ম মাত্রেই উক্ত উভয় কারণ তাহাতে ঘটিত। ইহা ধর্ম্ম দীক্ষার সময় দিবার প্রয়োজন কি? দ্বিতীয়তঃ ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত উপবীত না হইলে তাহাকে ব্রাত্য বলিয়া ধর্ম্মযাজনাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায় কি? তৃতীয়তঃ কতকগুলি এরূপ মহাপাতক আছে যাহাতে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব যায় অর্থাৎ যজন যাজনাদি কার্য্যের অধিকার লোপ হয়। সেই সকল পাতকের প্রায়শ্চিত্ত স্থলে পুনরুপনয়নের বিধি আছে কেন? চতুর্থতঃ উপবীত-পরিত্যাগী ব্যক্তি ব্রাহ্মণের অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় কেন? এই সকলের দ্বারা কি ইহাই প্রমাণ হয় না যে উপবীত একটী বিশেষ ধর্ম্মের অধিকার জ্ঞাপক।" উন্নয়ন ও অবনয়ন সম্বন্ধে আপনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক তাহারই পোষকতা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন ব্রাহ্মণবংশে যে সকলেই সদ্‌গুণান্বিত হইবে, এবং অপর বংশে হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? ফলে আমরা দেখিতেছি গুণের মর্য্যাদা না হইয়া, হয় ধনের মর্য্যাদা না হয় বংশের মর্য্যাদা হইতেছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদকের মতে তাহা সংশোধন করা উচিত। কিন্তু কে করিবে? মনু পরাশর ও বেদ বেদান্তে যাহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা পরিবর্ত্তন করে সাধ্য কার? আমাদের সহযোগীর যদি সে ক্ষমতা থাকে চেষ্টা করুন। অন্ততঃ তিনি আপনাদিগের মধ্যেও বর্ত্তমান প্রথার সংস্কার করিতে পারেন। যে সকল ব্রাহ্মণত্ববিহীন ব্রাহ্মণ আছেন তাহাদিগকে অবনয়ন করুন, সে সকল ব্রাহ্মণত্ব বিশিষ্ট শূদ্রাদি আছেন তাহাদিগকে উন্নয়ন করুন।

এখন দেখা যাইতেছে যদি আপনাদের মধ্যে উন্নয়ন ও অবনয়ন প্রথা প্রচলিত হয় ও ব্রহ্মসাধক মাত্রেই উপবীত গ্রহণ করেন তাহা হইলে তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক নিরুত্তর হন। মহাশয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আদি সমাজ এই আন্দোলনের মধ্যে এই সকল দেশহিতকর মঙ্গলপ্রদ কার্য্যে কেন অগ্রসর না হন। যখন ব্রহ্মসূত্র সাধনের প্রথমাবস্থায় বিশেষ উপযোগী তখন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার সময় ব্রাহ্মণ শূদ্র নির্ব্বিশেষে সকলকেই উপবীত দেওয়া হয় না কেন? ও তৎসম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য নবাগত ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর কোমল হৃদয়ে মুদ্রিত করা হয় না কেন? আদি সমাজ এই সকল শুভ কার্য্যে ব্রতী হইলে কি পূজ্যপাদ আর্য্যকুলঋষিদের আশীর্ব্বাদ

ভাজন হইবেন না ! যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় পূর্ব্ব পুরুষেরা ব্রহ্মসাধনকেই জীবনের প্রধান কার্য্য জানিতেন, যাঁহারা সিদ্ধ হইবার জন্য কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠিত হইতেন না, যে সকল মহাত্মা উপবীতকে ব্রহ্মজ্ঞানের সম্বল ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর দর্শন শাস্ত্র ও ব্রহ্মসাধকের প্রধান সহায় স্থির করিয়া উপনয়ন ও উপবীত দিবার প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন সেই সকল দেবতারা কি এই মহৎ কার্য্যে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিবেন না ? উন্নয়ন ও অবনয়ন প্রথা একটী অতি প্রাচীন হিন্দু ব্যবহার। যদি ইহার পুনঃ প্রবর্ত্তনা হয় তবে আমি আশা করি আদি সমাজ দ্বারাই তাহা হইবে।

এই শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে চারিদিকে "জয় আর্য্য ধর্ম্মের" "জয় আর্য্যধর্ম্মের জয়" আকাশভেদী এই মহান রবে কি প্রত্যেক আর্য্য সন্তানের হৃদয় বিকম্পিত হইবে না। ভারতের যদি কোন স্থায়ী উপকার করিতে হয় উল্লিখিত প্রণালী অনুসারে স্বদেশীয় প্রথার সংস্কার করিতে কৃত-সঙ্কল্প হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। বর্ত্তমান সময় ঈদৃশ অনুষ্ঠানের বিশেষ উপযোগী। গত অর্দ্ধ শতবর্ষের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বিষাদে হৃদয় পরিপূরিত হয়। তখন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতার অভ্যুদয়ে আর্য্য সন্তানগণ দিকহারা হইয়া অনবরতই ঘুরিতেছিলেন, হৃদয়ের গভীর অভাবকে মোচন করিতে না পারিয়া, গন্তব্য স্থল নির্ণয় করিতে অপারগ হইয়া, একবার কোমটের একবার মিলের একবার ঈশার পান্থশালায় প্রবেশ করিতেছিলেন ও তাঁহাদের পরিশ্রুত সুরা দুই এক পাত্র পান করিয়া মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া ছিলেন। কোন আর্য্য সন্তান দিক্ বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া হোম হোম (Home) বলিয়া ইংলণ্ডের দিকে দৌড়িয়াছিলেন। বলিতে কি, মহাশয়, তখনকার কৃতবিদ্য দলের অধিকাংশই মস্তিষ্ক হারা হইয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা দিব্য চক্ষে বিলাতকে সভ্যতার প্রস্রবণ, ধর্ম্মের আকর, জ্ঞান প্রেমের পরম সেতু রূপে দর্শন করিতেছিলেন। অনুসন্ধান আলোচনা ও শিক্ষা না করিয়া, প্রাচীন ঋষিকুল ভারতের সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া জগৎকে জানাইতেছিলেন। দুই পাঁচটী পাদরীর প্রমুখাৎ আর্য্যধর্ম্মের ব্যাখ্যান শ্রবণ করিয়া আর্য্যধর্ম্মকে মাটি পূজা পৌত্তলিকতা-অজ্ঞানতা শব্দে অভিহিত করিতেছিলেন। এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে আবার মোক্ষমূলার ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আর্য্যধর্ম্মের গৌরব রক্ষা করিতে সচেষ্ট দেখিয়া কৃতবিদ্যদল ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। এত আশা করিয়া যাঁহাদের মুখপানে চাহিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কি না একজন বলিতেছেন—

"Let us try to do what the french call S'orienter to find our East—our true East, and thus to determine our real place in the world ; to know, in fact, the port whence man started, the course he has followed and the port towords which he has to steer."

যখন বিলাতী লোক আর্য্য ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইতে লাগিলেন তখন কৃতবিদ্যগণ একেবারে অবাক্— চিন্তাশক্তি বাক্‌শক্তি রোধ। হায় এই কৃতবিদ্যগণ এখন বিশেষ কৃপাপাত্র। ইহাঁদের সকল আশা ভরসা অন্তর্হিত হইয়াছে। আর্য্য ধর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিক অনাস্থা সত্ত্বেও পশ্চিম দেশীয় শ্বেতাঙ্গ গুরুকুলের নির্দ্দেশে ইহাঁকে যথোচিত শ্রদ্ধা করিতে হইবে— ঋগ্বেদকে মানবকুলের জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক উন্নতির একমাত্র ইতিহাস রূপে সম্মান করিতে হইবে, আর্য্য দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করিতে হইবে, চিরপরিত্যক্ত যোগ শাস্ত্র অভ্যাস করিতে হইবে, প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা লাভে যত্নবান হইতে হইবে। কৃতবিদ্যগণের এই বিপন্নাবস্থায় আবার কোন কোন শ্বেতাঙ্গ গুরু কানে কানে বলিতেছেন আমিষ ভক্ষণ করিও না, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর, পুরাকালীন ঋষিকুলের ন্যায় এখনও হিমাচলে ভক্তিভাজন গুরুশ্রেষ্ঠ যোগীগণ যোগ সাধন করিতেছেন তাঁহাদের শরণাপন্ন হও যে মুক্তিলাভ করিবে। কি আশ্চর্য্য শ্বেতাঙ্গ গুরুকুল সেই হিমাদ্রি শিখরবাসী আর্য্য গুরুর নিকট মস্তক অবনত করিতে আরম্ভ করিলেন! এই সকল অসামান্য ব্যাপার কৃতবিদ্যদের চক্ষে এখন প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হইতেছে। তাঁহারা একবারে মনে করেন এ সকল স্বপ্নব্যাপার, মুহূর্ত্ত পরে কে যেন বলিয়া দেয় তোমরা যে জাগ্রত রহিয়াছ, চক্ষু পরিষ্কার করিয়া একবার ভাল করিয়া নিরীক্ষণ কর, দেখ, যাহা স্বপ্ন মনে করিতেছিলে তাহা সত্য দিবাকরের ন্যায় সত্য কি না ?

যে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান এককালে ভারতের সমুদায় জ্ঞান ও ধর্ম্মের কারণ হইয়াছিল তাহা বহুকাল অনাদৃত ও অজ্ঞাত থাকায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কত লীলা করিল। কৃতবিদ্যদল যে সকল পৌরাণিক ঘটনা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অগ্নি-পরীক্ষায় কল্পনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, শ্বেতাঙ্গ গুরুরা আধ্যাত্মিকতা লাভে সেই সকল অলৌকিক ঘটনার সত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছেন—মানবাত্মা যোগবলে ত্রিকালজ্ঞ হইতে পারে তাহার ভূরি ভূরি

পরিচয় দিতেছেন। জড় পদার্থের উপর মানবাত্মার কি আশ্চর্য্য শক্তি! সামান্য জড় পদার্থ যোগসিদ্ধ মহাপুরুষদের বলে কি অসামান্য ঘটনা সংসাধন করিতে পারে. সমুদয় বিশ্ব ভুবনের প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ ঘটনাবলীর সহিত মানবাত্মার কি সম্বন্ধ, দুই চারিটী শব্দ যোগসিদ্ধ মহাত্মাদের দ্বারা মন্ত্ররূপে প্রদত্ত হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্যের কি অশেষ কল্যাণকারী হয়, অল্পে অল্পে কৃতবিদ্যদল এই সকলের সমাচার পাইতেছেন। ভারতের অমানিশা বোধ হয় এইবার ফুরাইল। কোমট্ মিল্ প্রভৃতি সুরা-ব্যবসায়ীরা বোধ হয় নিজ নিজ ব্যবসায় আর চালাইতে পারিলেন না—নাস্তিকতা—আধ্যাত্মিক অজ্ঞানতার বোধ হয় এই পুণ্যভূমির জল বায়ু সহ্য হইল না। মহাশয়, আমি আবার বলিতেছি বর্ত্তমান কাল আর্য্য-ঋষি-প্রবর্ত্তিত সাধন সহায় প্রধানিচয় পুনরুদ্ধারের বিশেষ উপযোগী। এই উপযুক্ত সময়ে উদাসীন থাকিলে আর্য্য ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনাস্থা প্রকাশ করা হয়।

তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক লিখিয়াছেন "উপবীত যে সমস্ত বিষয়ের স্মারক বলিয়া উক্ত হইয়াছে উপবীত তাহা স্মরণ করাইয়া দেয় না"—"উপবীত যে এক প্রকার একখানি সর্ব্বদর্শনসার ইহা কোন দ্বিজজাতি অবগত আছেন কিনা সন্দেহ। সহযোগী বলিবেন তাহা সেই দ্বিজেরই দোষ উপবীতের অপরাধ কি? স্বীকার করিলাম, কিন্তু উপবীত দ্বারা যে সমস্ত বিষয় সম্পাদিত হইবার কথা তাহা হওয়া সম্ভবপর কি না? আমরা তাহা বিবেচনা করি না; যেহেতু তাহার সৃষ্টি হইতে একাল পর্য্যন্ত সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। ফল দ্বারাই দ্রব্যের গুণ পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু উপবীতধারী দ্বিজদিগের জীবনে সে সকল দৃষ্ট হয় না। যদি উপবীত আত্মশুদ্ধি ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিত, তাহা হইলে দ্বিজ কখন কুপথগামী হইত না, এবং চিত্তশুদ্ধির জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হইত না"

উপবীতধারী সাধকের মধ্যে যে কেহই উপবীতকে ব্রহ্মসাধনের স্মারক ও সহায় বলিয়া জানেন না তাহা আমি স্বীকার করি না। দ্বিজজাতির মধ্যে ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে অনেকে অজ্ঞাত থাকিতে পারেন। তাঁহারা উপবীতকে বংশমর্য্যাদার চিহ্ন স্বরূপ স্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু ওঁকারের ন্যায় ব্রহ্মসূত্রকে সাধনসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের স্মারক বলিয়া মনন করিলে সাধক যে সাধনে অগ্রসর হইতে পারেন তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। ব্রহ্মসাধকের চিত্তস্থিরতার নিতান্ত প্রয়োজন। যোগশাস্ত্র চিত্তসংযমের নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। অধুনাতন অনেক সাধককে ওঁকার উচ্চারণ ও স্মরণ করিয়া বা ওঁকারের আকৃতি হৃদয় পটে অঙ্কিত করিয়া ব্রহ্মলাভে সযত্ন দেখা যায়। তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক বোধ হয় নিজ জীবনে ওঁকারের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। পুরাকালীন আর্য্য ঋষিরা ওঁকার উচ্চারণ করিয়া যাদৃশ কৃতার্থ হইয়াছিলেন এক্ষণকার নিকৃষ্ট সাধকেরা তাহার দ্বারা সেরূপ ফললাভ করিতে সমর্থ হইতেছেন না বলিয়া কি তাহা ত্যজ্য? ওঁকার শব্দকে লক্ষ্য করিয়া সাধক যখন ব্রহ্মস্বরূপ ধ্যান করেন তখন তাঁহার চিত্ত সহজে সংযত হয়। লক্ষ্যবিহীন হইয়া ওঁকারযুক্ত গায়ত্রী জপ করিলে মানবের যে দুর্গতি কুলচিহ্ন ও মর্য্যাদাজ্ঞাপক রূপে উপবীতকে ধারণ করিলেও সেই দুর্গতি। উপবীতের সৃষ্টি হইতে একাল পর্য্যন্ত যে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয় নাই তত্ত্বকৌমুদীর এ গভীর জ্ঞানের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম না। তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় কি ইহা ত্রিকালজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ হইয়া দিব্য চক্ষে দেখিতে ও দিব্য কর্ণে শুনিতে পাইয়াছেন? অনেক উপবীতধারী দ্বিজ কুপথগামী সত্য কিন্তু তাহার কারণ কি। একগাছি উপবীত কেবল আর একজন উপবীতধারী আচার্য্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইলেই যে তাহা দ্বারা নবোপনীতের নবজীবন লাভ হইবে ইহা কখন সম্ভব নয়। ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার প্রথা সত্বেও অনেক ব্যক্তি অব্রাহ্মোচিত কার্য্য করিয়া থাকেন. সে জন্য কি তাহা কোন কার্য্যকর নহে? চিত্তশুদ্ধির জন্য আবশ্যকমত বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হয় নাই বলিয়া ওঁকারের সহায় গ্রহণ যে কারণে নিষ্প্রয়োজন নয় উপবীত সম্বন্ধে ঠিক সেই রূপ।[১]

ক্রমশঃ।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের নিকট সময়ে সময়ে মফস্বল হইতে অনেকে প্রস্তাব বা কোন বিষয়ের প্রতিবাদ লিখিয়া পাঠাইয়া দেন কিন্তু আমরা অনাবশ্যক বুঝিলে তাহা প্রকাশ করি না এবং অনর্থক মাশুল ব্যয় করিয়া তাহা প্রেরকদিগের নিকট প্রতিপ্রেরণও করি না।

শ্রী হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক।

১ প্রেরিত প্রস্তাবের মতামত সম্বন্ধে আমরা দায়িক নহি। সং

দশম কল্প

চতুর্থ ভাগ

পৌষ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৩

৪৭১ সংখ্যা　　　　　　　　　　　　　　　　　　শক ১৮০৪

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

বিজ্ঞাপন

ত্রিপঞ্চাশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ মঙ্গলবার প্রাতঃকাল ৮ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকাল ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বেদান্ত দর্শন।

১ অ, ১ পা, ৪ অধি, ৪ সূ।

৪৬৬ সংখ্যক পত্রিকার ২৮ পৃষ্ঠার পর।

বেদান্তের মোক্ষস্বরূপ সাক্ষাৎ ব্রহ্মপরতা ও ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধতার প্রতি কর্ম্মীর আপত্তি এই।

(১) "যদ্যপি শাস্ত্রপ্রমাণকং ব্রহ্ম তথাপি প্রতিপত্তি-বিধি-বিষয়তয়ৈব শাস্ত্রেণ ব্রহ্ম সমর্প্যতে।"

যদিও ব্রহ্ম শাস্ত্রসিদ্ধ, তথাপি কেবল এই তাৎপর্য্যে শাস্ত্রসিদ্ধ যে তিনি কেবল প্রতিপত্তি-বিধির বিষয় অর্থাৎ বেদ-বিহিত ক্রিয়ার অঙ্গ। বেদে তিনি সেইরূপেই গৃহীত হইয়াছেন। অতএব বেদান্ত বাক্য সকল তাঁহাকে বিধি-বিরোধী জ্ঞানস্বরূপ প্রসিদ্ধ পরমাত্মা বলিয়া প্রমাণ করে না।

"যথা স্বর্গাদিকামস্য অগ্নিহোত্রাদিসাধনং বিধীয়তে এবমমৃতত্বকামস্য ব্রহ্মজ্ঞানং বিধীয়তে।"

যেমন স্বর্গাদিকামীর পক্ষে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া-সাধনের বিধি, সেইরূপ অমৃতত্ব-ভোগরূপ মোক্ষকামীর প্রতি ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনের বিধি, এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে কর্ম্মী ব্রহ্মজ্ঞানকে একপ্রকার ক্রিয়ারূপেই নির্দ্দেশ করিতেছেন। আর, তাঁহার উল্লেখিত মোক্ষ স্বর্গ-ফল হইতে কিঞ্চিদধিক অলৌকিক ভোগ্য ফল মাত্র। সুতরাং কর্ম্মী কহিতেছেন যে,

"কার্য্যবিধিপ্রযুক্তস্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যমানত্বাৎ"

কেবল ক্রিয়াবিধির অনুরোধেই ব্রহ্মের প্রতিপাদন। সেই ক্রিয়াবিধি তাঁহাকে কে—

পূর্ব্ব পক্ষ। ব্রহ্মক্রিয়ার বিষয়

বল অলৌকিক ও অদৃষ্ট ভোগ্য ফলস্বরূপে নির্দ্দেশ করে, জ্ঞানস্বরূপে নহে। তোমরা বেদান্ত দ্বারা যেরূপ জ্ঞান-স্বরূপ আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ, সাক্ষাৎ ও প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকে প্রমাণ করিতে চাহ তাহা অসম্ভব। বৈদান্তিক জিজ্ঞাস্য ও ফলকে জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম ও সাক্ষাৎ মোক্ষরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার সহিত কর্ম্মকাণ্ডীয় জিজ্ঞাস্য ধর্ম্ম ও স্বর্গাদি ভোগ্য ফলের যে ভেদ স্থাপন করিতে চাহ তাহাও সম্ভব নহে। কেননা শাস্ত্রে কর্ম্মকাণ্ড ভিন্ন আর কিছু নাই। যাগ যজ্ঞ ব্রত অনসন প্রভৃতিও কর্ম্মকাণ্ড, ব্রহ্মজ্ঞানের আবৃত্তি ও মোক্ষসাধনও কর্ম্মকাণ্ড। তোমরা যাহাকে জ্ঞান বলিতেছ তাহা মানসিক ক্রিয়ামাত্র। ক্রিয়ানুপ্রবেশ ব্যতীত জ্ঞান পুরুষার্থসাধক নহে।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ"

পরমাত্মার দর্শন শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেক; "আত্মানমেবপ্রিয়মুপাসীত" পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবেক; "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর; "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। এই সমস্ত প্রকার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, উপাসনা, তপস্যা, ব্রহ্মজ্ঞান মানসিক ক্রিয়ামাত্র। যথা পরব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞানলাভার্থে আচার্য্যসন্নিধানে শিষ্য গমন করিবেন। তথা শান্ত শমান্বিতচিত্ত হইয়া বিধি অনুসারে উপদেশ গ্রহণ করিবেন। প্রথমে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা, পরে ব্রহ্ম-স্বরূপের শ্রবণ, পরে মনন এবং পশ্চাৎ নিদিধ্যাসন করিবেক। এ সমস্ত ক্রমবিহিত ক্রিয়ামাত্র। এতাবতা বেদান্ত বাক্য সকল বিধিকাণ্ডের অন্তর্গত হইল। এই সকল বিধি অনুসারে ব্রহ্মের উপাসনা করিলে শাস্ত্রোক্ত ফল-স্বরূপ মুক্তি হয়।

(২) কর্ম্মীর আর এক আপত্তি এই যে

"কর্ত্তব্যবিধ্যননুপ্রবেশে তু বস্তুমাত্রকথনে হানোপাদানাসম্ভবাৎ বেদান্তবাক্যানামনর্থক্যমেব স্যাৎ।"

যদি বেদান্ত বাক্য সকলকে ক্রিয়াসাধনপর বিধিবাক্যের অন্তর্গত না বল তবে তৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম শব্দটি একটি কেবল নিষ্ফল বস্তুজ্ঞাপক শব্দমাত্র হইবে। তাদৃশ বস্তুমাত্র কথনে কোন হেয়োপাদেয় না থাকায় বেদান্তবাক্য সকলের কোন অর্থই থাকিবে না। সেরূপ বস্তুমাত্রের শ্রবণ মনন বা জ্ঞানে কোন ফল নাই। তৎশ্রবণে সংসারভয় নিবারণ হয় এই যে এক উক্তি তাহা ভ্রম। কেননা ব্রহ্মস্বরূপ যাঁহারা শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই পূর্ব্ববৎ সুখ দুঃখাদি সংসার-ধর্ম্ম দৃষ্ট হইতেছে। অতএব শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন রূপ যে কর্ম্মাঙ্গ বিধি ব্রহ্মকে তাহারি বিষয়রূপে শাস্ত্র-প্রমাণ-সিদ্ধ বলা উচিত।

উপরি উক্ত আপত্তি সমুহের উত্তর এই,

(৩) "কর্ম্মব্রহ্মবিদ্যাফলযোর্বৈলক্ষণ্যাৎ।"

কর্ম্ম ও ব্রহ্মবিদ্যা উভয়ের ফলের প্রভেদ আছে। এজন্য উক্ত আপত্তি সমুহ অমূলক। কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে যাগযজ্ঞ দেবোপাসনা ব্রহ্মোপাসনা প্রভৃতি যাহা কিছু গ্রহণ করিবে তাহারই ফল শরীর ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা ভোগ্য। ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্মের ফলে দক্ষিণ মার্গে স্থিত পিতৃস্বর্গেই গতি হউক এবং যজ্ঞ ও উপাসনার ফলে উত্তর মার্গে স্থিত দেবস্বর্গে বা অমৃতাখ্য ব্রহ্মলোকেই গতি হউক কোথাও অক্ষয় ও অনন্ত সুখের প্রত্যাশা নাই। সেই সমস্ত লোক প্রাকৃতিক উপাদানে বিরচিত। তথায় যে সমস্ত প্রকারের আনন্দ পাওয়া যায় তাহা প্রকৃতিরই পরিণাম। পার্থিব সুখ

২. পূর্ব্ব পক্ষ। ব্রহ্ম নিষ্ফল বস্তু মাত্র।
৩ উত্তরপক্ষ। ক্রিয়ার ফল ও ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে ভেদ আছে।

প্রকৃতির নিকৃষ্ট পরিণাম,আর স্বর্গসুখ উৎকৃষ্ট পরিণাম এই প্রভেদ। এমন কি, ব্রহ্মলোকের ভোগ্য যে অণিমা লঘিমা মহিমা প্রভৃতি সূক্ষ্মতম ঐশ্বর্য্য তাহাও প্রকৃতির অত্যন্ত বিশুদ্ধ পরিণাম-বিশেষ। এই সমস্ত সুখের যে ভোগ-কর্তৃত্ব তাহাও প্রকৃতির পরিণাম। শরীর, ইন্দ্রিয়, বাক্য, মন, বুদ্ধি স্থূল সূক্ষ্ম দেহ দ্বারা যে কৃত ধর্ম্মকর্ম্ম ঐ সকল সুখ তাহারই ফল। জীব তাহা শরীর ইন্দ্রিয় বাক্য মন বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারাই ভোগ করিয়া থাকেন। স্বর্গলোকে সে সমস্ত শরীরাদির অভাব হয় না। জীবের স্থূল শরীর, এবং ইন্দ্রিয়, প্রাণ মন বুদ্ধির সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর এ সমস্তই প্রকৃতির পরিণাম। সুতরাং স্বর্গাদি ভোগরাজ্যে প্রকৃতিই উপাদান। ভোগকরণ, ভোগায়তন, ভোগস্থান এবং ভোগোপকরণ সমস্তই প্রাকৃতিক। কিন্তু প্রকৃতি পরিবর্ত্তনীয়া ক্ষয়শীলা ও চঞ্চলা। সে জন্য ভোগকরণরূপ ইন্দ্রিয় মনাদি,ভোগায়তনরূপ শরীর, ভোগস্থানরূপ স্বর্গাদি এবং ভোগোপকরণ রূপ স্বর্গীয় সুখাদি এ সমস্তই অনিত্য। অধর্ম্ম জন্য যে দুঃখাদি-ভোগ তাহাও ঐরূপ প্রাকৃতিক ব্যাপার।

"শারীরং, বাচিকং মানসঞ্চ কর্ম্ম শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধং ধর্ম্মাখ্যং, যদ্বিষয়া জিজ্ঞাসা অথাতোধর্ম্মজিজ্ঞাসেতি সূত্রিতা।"

শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ যে শারীরিক, বাচনিক, ও মানসিক ধর্ম্মকর্ম্ম তদ্বিষয়ক জিজ্ঞাসা ধর্ম্মমীমাংসায় সূত্রিত হইয়াছে। "অধর্ম্মোপি হিংসাদিঃ" উক্ত বিচার-শাস্ত্রে হিংসাদি অধর্ম্মও পরিত্যজ্যরূপে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

"তয়োশ্চোদনালক্ষণয়োরর্থানর্থয়োর্ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ ফলে প্রত্যক্ষে সুখদুঃখে শরীরবাঙ্মনোভিরেবোপভুজ্যমানে বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজন্যে ব্রহ্মাদিষু স্থাবরান্তেষু প্রসিদ্ধে। মনুষ্যত্বাদারভ্য ব্রহ্মান্তেষু দেহবৎসু সুখতারতম্যমনুশ্রূয়তে।"

সেই অর্থ-অনর্থ-রূপ ধর্ম্ম অধর্ম্মের প্রত্যক্ষ ফল সুখ দুঃখ। তাহা ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তে সর্ব্বত্রে বিষয় ও ইন্দ্রিয়-সংযোগ বশতঃ শরীর বাক্য মন দ্বারা উপভোগ হইয়া থাকে। ইহা প্রসিদ্ধ। শ্রুতি আছে—

"সএকোমানুষ আনন্দঃ" (তৈঃ ব্রঃ বঃ ৮।২)

এই মর্ত্ত্যপুরী একগুণ আনন্দ-স্থান। স্বর্গাদিতে তাহারই গুণাধিক্য। মনুষ্যলোক হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত দেহীদিগের সুখের তারতম্য শ্রুত আছে। ব্রহ্মলোকবাসী হইলেও শরীর-বীজের ধ্বংস হয় না। অনাদি কামকর্ম্মলক্ষণা প্রকৃতি বা মায়াই শরীর-বীজ বা কারণ-দেহ। মন প্রধান সূক্ষ্ম-দেহ সেই বীজের গর্ভাঙ্কুর। স্থূল দেহ তাহার ব্যক্ত পরিণাম। কেবল ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা এই ত্রিবিধ দেহের অভিমান নিবৃত্ত হইতে পারে। নতুবা, তদভিমান সত্ত্বে কামনা, বাসনা, সুখ, দুঃখ নিবৃত্ত হয় না। তৎসত্ত্বে মোক্ষরূপ ব্রহ্মানন্দ লাভ সম্ভবে না। কিন্তু পূর্ব্বমীমাংসার বিচারিত ও ব্যবস্থাপিত কর্ম্মকাণ্ডের ফলভোগ তাহার বিপরীত। তাহাতে শরীর, বাক্য, মন ও স্বর্গাদি লোকের প্রাদুর্ভাব। তৎসমস্ত অক্ষয়ও নহে। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ডের ফল এক ধাতুর নহে। বিশেষতঃ শ্রুতিতে দৃষ্ট হইতেছে যে

"নহবৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি"

যিনি শরীর-বিশিষ্ট অর্থাৎ স্থূল, সূক্ষ্ম, বা কারণ কোনরূপ শরীরের সহিত যিনি বর্ত্তমান তাঁহার ইহ বা পরলোকে কোথাও প্রিয় বা অপ্রিয়-ভোগের নিবৃত্তি হয় না। কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থাপিত ফল ও গতি এইরূপ প্রিয়াপ্রিয়-সম্বন্ধ-যুক্ত। কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডের জিজ্ঞাস্য, ফল, পরমগতি, পরমলোকস্বরূপ যে ব্রহ্ম তিনি অশরীরী। সর্ব্বপ্রকার দেহ-সম্বন্ধ-শূন্য হইলেই জীবের সেই মোক্ষরূপ ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয়। সেই রত্নকল্প মোক্ষ

রাজ্যে ব্রহ্মের ন্যায় জীবের বিদেহ ভাব উদিত হয়। তদবস্থায় শরীর-নিবন্ধন প্রিয় বা অপ্রিয় তিষ্ঠিতে পারে না। তিনি নিস্তরঙ্গ অশরীরী ব্রহ্মকে লাভ করেন। সেই ব্রহ্ম শরীরের ধর্ম্ম প্রিয় এবং অপ্রিয় কর্ত্তৃক স্পৃশ্য নহেন।

"অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।"

অশরীর হইলে আর প্রিয়, অপ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে না। এতাদৃশ অশরীর রূপ মোক্ষ বা অশরীরী ব্রহ্ম লাভার্থে শরীর দ্বারা ভোগ্য স্বর্গাদি-ফল-প্রদ ধর্ম্মক্রিয়ার সাধন অপেক্ষিত নহে। তাদৃশ কোন প্রকার ক্রিয়ার ফলে তাঁহাকে পাওয়া যায় এমন মনে করাও কর্ত্তব্য নহে। কেন না ক্রিয়া সমস্তই বিধির অধীন। তাহাতে জীবের স্বাধীনতা নাই। তাহা বন্ধন মাত্র। যাহা বন্ধন, যাহা দাসত্ব তাহা কখন মোক্ষপ্রদ ব্রহ্মপদ হইতে পারে না। যাহা বেদ, যাগ, পুরোহিত এবং অলৌকিক ফল হইতে মুক্ত এবং কেবল মাত্র জ্ঞানস্বরূপ তাহাই মুক্তি। তাহাকে যদি কর্ম্মদ্বারা সাধ্য পদার্থ বল, তবে শরীর ইন্দ্রিয় মনাদির আবির্ভাব ও প্রিয়াপ্রিয়সম্ভোগ নিরস্ত হইবে না। নিরস্ত না হইলেই মোক্ষ অন্যান্য ভোগের ন্যায় ক্ষয়শীল হইবে। কিন্তু সর্ব্ব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে মোক্ষ অক্ষয়। শ্রুতি

"অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ অন্যত্রাস্মৎকৃতাকৃতাদন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ।"

মোক্ষের অভিন্ন স্বরূপ ব্রহ্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে পৃথক্, কার্য্য-কারণ-স্বরূপিণী প্রকৃতি হইতে পৃথক এবং কালত্রয়ের অতীত। তিনি কেবল মাত্র জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা।

* এই জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা এবং মোক্ষরূপ অশরীরত্ব বিকার্য্য, সম্পাদ্য বা সংস্কার্য্য নহেন। সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত সত্ত্বাদি গুণ সকল যে প্রকার পরিণামী অথচ নিত্য, অর্থাৎ পরিণত ও বিকৃত হইলেও সে গুণ-সকলের অস্তিত্ব নষ্ট হয় না। পরমাত্মা ও মোক্ষ সেরূপ বিকারী-নিত্য নহেন। কিন্তু অপরিণামী কূটস্থ-নিত্য, ব্যোমবৎ-সর্ব্বব্যাপী, নিরবয়ব, জ্যোতিঃস্বভাব পরমাত্মা স্বয়ম্প্রকাশ এবং আত্মা বা মোক্ষরূপে সকলেরই অন্তরে স্থিতি করেন। সুতরাং আত্মদৃষ্টি ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য, কোন সাধন, বা কোন প্রকার উপাসনা দ্বারা তিনি আহার্য্য উৎপাদ্য বা সম্পাদ্য নহেন। যাহা অলৌকিক তাহাই সাধনা দ্বারা সম্পাদ্য হইতে পারে, কিন্তু যাহা স্বপ্রকাশ প্রসিদ্ধ ও আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ তাহা কখনও সম্পাদ্য বা কর্ম্মের ফল হইতে পারে না। যাহারা ব্রহ্মাত্মভাবরূপ মোক্ষের মর্ম্ম না বুঝিয়া মোক্ষকে জন্য, বিকার্য্য বা স্বর্গীয় সম্পৎরূপ বলিয়া ভাবে তাহারাই তাহাকে কায়িক বাচিক বা মানসিক কার্য্যের ফল বলে। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে তাহা হইলে মোক্ষ অনিত্য হইবে। হোম, যাগ, তপস্যা প্রভৃতি কোন ক্রিয়া দ্বারা মোক্ষরূপ সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। বরং সে সমস্ত মোক্ষের প্রতিবন্ধক। এই সমস্ত প্রতিবন্ধক-নিবৃত্তি এবং অন্তর্দৃষ্টিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের হেতু। ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মদর্শন অনন্তলোকজয়ের ন্যায় কোন ফল নহে। ইহা জীবাত্মা, মন, বা আদিত্যকে ব্রহ্মরূপে দৃষ্টির ন্যায় কোন মিথ্যা অধ্যস্ত, কর্ত্তৃতন্ত্র জ্ঞান নহে। ইহা বায়ু বা প্রাণকে আয়ত্ত করার ন্যায় কোন যোগফল নহে। ইহা যজ্ঞেতে আজ্যাবেক্ষণের ন্যায় কোন ক্রিয়াঙ্গ নহে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ। জীবের হৃদয়ে ইহা সদা বর্ত্তমান। বহির্বিষয় হইতে চিত্ত ব্যাবৃত্ত হইলেই উহার প্রকাশ দৃষ্ট হয়। সুতরাং ইহা কোনরূপ সম্পাদ্য জ্ঞান নহে। ইহা সংস্কার্য্যও নহে। কোন

---

* জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা ও মোক্ষ সংস্কার্য্য নহে।

নাচমনাদি ক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের উন্নতি হয় না। কোনরূপ উপবাসাদি ব্রত দ্বারা, বিবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা, বহু প্রবচন, বহু শ্রুতি, বহু দর্শন ও মেধা দ্বারা আত্মা বা পরমাত্মার অথবা পরমাত্মস্বরূপ মোক্ষের সংস্কার সম্ভবে না। অবিদ্যা-কল্পিত স্থূল সূক্ষ্ম দেহই স্নানাদি দ্বারা সংস্কৃত, চিকিৎসা দ্বারা রোগোন্মুক্ত, ক্রিয়া দ্বারা পবিত্র, বিজ্ঞানাদি দ্বারা মার্জ্জিতবুদ্ধি হইতে পারে। তাহাতে স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহাভিমানী জীবেরই আমি পবিত্র, আমি অরোগ, আমি জ্ঞানী বলিয়া অভিমান জন্মিতে পারে। সেই দেহাভিমানী জীবই আমি ফলভোগী বলিয়া অভিমান করেন। প্রত্যুত তাদৃশ জীবেরই ধর্ম্মক্রিয়ার ও বুদ্ধিক্রিয়ার ফলভোগ হইয়া থাকে।

"আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ"

শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বিশিষ্ট যে সংসারী জীবাত্মা তিনিই ভোক্তা, মনীষিরা এই প্রকার বলেন। কিন্তু সেই জীবাত্মার সখা ও অন্তরাত্মা স্বরূপ, মোক্ষের একমাত্র নিকেতন, ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরম জ্যোতির আশ্রয়, পরমাত্মা সে সব কর্ম্মফলের ভোক্তা নহেন।

"তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোভিচাকশীতি।"

জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয়ের মধ্যে কেবল জীবাত্মাই স্বকৃত অনুষ্ঠানের ফলভোগ করেন, পরমাত্মা তাহা ভোগ করেন না, তিনি সাক্ষীমাত্র।

"একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।"

পরমাত্মা একমাত্র সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতে অন্তরাত্মা রূপে বর্ত্তমান। তিনি সর্ব্বকর্ম্মের অধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতের আশ্রয়, জ্ঞানস্বরূপ, সকলের সাক্ষী, অসঙ্গ এবং সত্ত্ব-রজ-তমোগুণ-রহিত।

"সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং"

তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণরহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। "ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষঃ" এই ব্রহ্মভাব লাভের নামই মোক্ষ। এই মোক্ষ এত নির্ম্মল যে কোন রূপ গুণাধান ও দোষাপনয়ন দ্বারা সংস্কৃত হওয়ার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং পরমাত্মা, মোক্ষ, বা ব্রহ্মজ্ঞান সংস্কার্য্য নহেন। স্নান, আচমন, ব্রত, অনসন, জ্ঞান বুদ্ধির আলোচনা, উপাসনা, প্রভৃতি কোন রূপ বাহ্য বা মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা তাহার কোনটির সংস্কার করা যায় না।

জ্ঞান কোন ক্রিয়া নহে। এবং ব্রহ্ম সে ক্রিয়ারও বিষয় নহেন।

"নচ বিদিক্রিয়াকর্ম্মত্বেন কার্য্যানুপ্রবেশোব্রহ্মণঃ"।

জ্ঞানকে যদি একপ্রকার ক্রিয়া বল এবং তদনুসারে যদি ব্রহ্মকে সেই ক্রিয়ার কর্ম্মপদ অর্থাৎ ফলস্বরূপ বল তাহাও যুক্ত হয় না। কেননা শ্রুতিতে আছে

"অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি"।

তিনি বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন। সুতরাং জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ম্ম রূপে কার্য্যানুপ্রবেশ তাঁহাতে সম্ভবে না।

"যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তৎ কেন বিজানীয়াৎ"

যাঁহার দ্বারা সকল পদার্থ প্রকাশ পায় তাঁহাকে কে প্রকাশ করিতে পারে। সূর্য্যকে দীপপ্রভা কখনই প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব ব্রহ্মাতে জ্ঞানের কর্ম্মত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। তিনি উপাসনা রূপ কোন ক্রিয়ারও কর্ম্মপদ নহেন। কেননা তিনি অতি মহৎ এবং স্বয়ম্প্রকাশ। উপাসনা তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে?

"যদ্বাচা নভ্যুদিতং• যেন বাগভ্যুদ্যতে তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।"

যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, কিন্তু বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয় তাঁহাকেই তুমি

ব্রহ্ম বলিয়া জান; লোকে উপাধিভেদে যাঁহার উপাসনা করে তিনি ব্রহ্ম নহেন। প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্র, জ্ঞান, উপাসনা ও যম নিয়মাদি কেবল অবিদ্যাকল্পিত ভেদ, মিথ্যা জ্ঞান, অভিমান, এবং আলস্য প্রভৃতির নিবৃত্তি করে, চিত্তশুদ্ধি করিয়া দেয়; এবং সংসারার্ণবমধ্যে জীবন-তরণীর মনোরূপ কর্ণকে ব্রহ্মরূপ কূলের দিকে অভিমুখী করে; কিন্তু সে সমস্ত ব্রহ্মকে বিষয় রূপে প্রতিপন্ন করে না। তিনি সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্র, জ্ঞান, উপাসনাদি ক্রিয়ার অবিষয় স্বয়ংসিদ্ধ, স্বয়ম্প্রকাশ, এবং "একাত্মপ্রত্যয়সারং" একমাত্র আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ।

"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাং"।

যাঁহার ইহা নিশ্চয় হইয়াছে যে ব্রহ্মকে জানা যায় না তিনি তাঁহাকে জানিয়াছেন এবং যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হইয়াছে যে ব্রহ্মকে আমি জানিয়াছি তিনি তাঁহাকে জানেন নাই। এতাবতা ব্রহ্ম কোন জ্ঞানের বিষয় নহে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মরূপ পরমবস্তু-তন্ত্রমাত্র।

ক্রমশঃ।

অনন্ত জীবন।

অধিক করি না আশা, কিসের বিষাদ,
জনমেছি দুদিনের তরে,
যাহা মনে আসে তাই আপনার মনে
গান গাই আনন্দের ভরে!
এ আমার গান গুলি দুদণ্ডের গান,
রবে না রবে না চির দিন,
পূরব-আকাশ হতে উঠিবে উচ্ছ্বাস
পশ্চিমেতে হইবে বিলীন!

তা' বোলে নয়নে কেন ওঠে অশ্রু জল-
কেন তোর দুখের নিশ্বাস,
গীত গান বন্ধ করে রয়েছিস্ বসে
কেন ওরে হৃদয় হতাশ?
আনন্দের প্রাণ তোর, আনন্দের গান,
সাঙ্গ তাহা করিস্‌নে আজ—
যখন যা মনে হবে উঠিবি গাহিয়া
এই শুধু—এই তোর কাজ!

একবার ভেবে দেখ্—ভেবে দেখ্ মন,
পৃথিবীতে পাখী কেন গায়;
জাগিয়া দেখে সে চেয়ে প্রভাত কিরণ
আকাশেতে উথলিয়া যায়;
অমনি নয়নে ফোটে আনন্দের আলো,
কণ্ঠ তুলি মনের উচ্ছ্বাসে
সঙ্গীত নির্ঝর স্রোতে ঢেলে দেয় প্রাণ—
ঢেলে দেয় অনন্ত আকাশে!
কনক মেঘেতে যেন খেলাবার তরে
গান গুলি ছুটে বাহু তুলি,
প্রিয়তমা পাশে বসি,—বুকের কাছেতে
ঘেঁসে আসে ছোট ছানা গুলি!
কাল গান ফুরাইবে, তা'বলে গাবে না কেন,
আজ যবে হয়েছে প্রভাত!
আজ যবে জ্বলিছে শিশির,
আজ যবে কুসুম-কাননে
বহিয়াছে বিমল সমীর!
আজ যবে ফুটেছে কুসুম,
নলিনীর ভাঙ্গিয়াছে ঘুম,
পল্লবের শ্যামল-হিল্লোল,
তটিনীতে উঠেছে কল্লোল,
নয়নেতে মোহ লাগিয়াছে,
পরাণেতে প্রেম জাগিয়াছে!

তোরা ফুল, তোরা পাখী, তোরা খোলা প্রাণ,
জগতের আনন্দ যে তোরা,
জগতের বিষাদ-পাসরা।
পৃথিবীতে উঠিয়াছে আনন্দ-লহরী
তোরা তার একেকটি ঢেউ,
কখন্ উঠিলি আর কখন্ মিলালি
জানিতেও পারিল না কেউ!
কত শত উঠিতেছে, যেতেছে টুটিয়া
কে বল' রাখিবে তাহা মনে;

তা ব'লে কি সাধ যায় লুকাইতে প্রাণ
সূর্য্যহীন আঁধার মরণে ?
যা হবে, তা হবে মোর, কিসের ভাবনা!
রাখি শুধু মুহূর্তের আশ,
আনন্দ-সাগরে সেথা হইয়া একটি ঢেউ
মুহূর্তেই পাইব বিনাশ!
প্রতিদিন কত শত ফুটে ওঠে ফুল,
প্রতি দিন ঝ'রে প'ড়ে যায়,
ফুল-বাস মুহূর্ত্তে ফুরায়!
প্রতি দিন কত শত পাখী গান গায়,
গান তার শূন্যেতে মিশায়!
ভেসে যায় শত ফুল ভেসে যায় বাস
ভেসে যায় শত শত গান—
তারি সাথে, তারি মাঝে দেহ এলাইয়া
ভেসে যাবি তুই মোর প্রাণ!
তুই ফুরাইয়া গেলে গান ফুরাইবে,
কত সহে সঙ্গীতের প্রাণে!
আবার নূতন কবি এই উপবনে,
আসিয়া বসিবে এই খানে।
তোরি মত রহিবে সে পূরবে চাহিয়া,
দেখিবে সে উষার বিকাশ,
অমনি আপনা হতে হৃদয় উথলি
উঠিবেক গানের উচ্ছ্বাস!
তুই যাবি, সেও যাবে, একেকটি পাখী,
একেকটি সঙ্গীতের কণা,
তা' বলিয়া—যত দিন রবি শশি আছে
জগতের গান ফুরাবে না!
তবে আর কিসের ভাবনা!
গা'রে গান প্রভাত-কিরণে!
যারা তোর প্রাণসখা, যারা তোর প্রিয়তম
ওই তারা কাছে বোসে শোনে!

নাই তোর নাইরে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না!
নদীস্রোতে কোটি কোটি মৃত্তিকার কণা,
ভেসে আসে, সাগরে মিশায়,
জান না কোথায় তারা যায়!
একেকটি কণা লয়ে গোপনে সাগর
রচিছে বিশাল মহাদেশ,
না জানি কবে তা হবে শেষ!
মুহূর্তেই ভেসে যায় আমাদের গান,
জান না ত কোথায় তা যায়!
আকাশের সাগর সীমায়!
আকাশ-সমুদ্র-তলে গোপনে গোপনে
গীত রাজ্য হতেছে সৃজন!
যত গান উঠিতেছে ধরার আকাশে
সেইখানে করিছে গমন!
আকাশ পূরিয়া যাবে শেষ,
উঠিবে গানের মহাদেশ!
করিব গানের মাঝে বাস
লইব রে গানের নিশ্বাস,
ঘুমাইব গানের মাঝারে,
বহে যাবে গানের বাতাস!

নাই তোর নাইরে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না!
প্রাণপণে ভালবাসা করে সমর্পণ,
ফিরে তাহা পেলিনে না হয়—
বৃথা নহে নিরাশ-প্রণয়!
নিমেষের মোহে জন্মে যে প্রেম উচ্ছ্বাস
নিমেষেই করে পলায়ন,
সেও কভু জানে না মরণ!
জগতের তলে তলে তিলে তিলে পলে পলে
প্রেমরাজ্য হতেছে সৃজন,
সেথায় সে করিছে গমন!

কাল দেখেছিনু পথে হরষে খেলিতেছিল
দুটি ভাই গলাগলি করি;
দেখেছিনু জানালায় নীরবে দাঁড়ায়েছিল
দুটি সখা হাতে হাতে ধরি,—
দেখেছিনু কচি মেয়ে মায়ের বাহুতে শুয়ে
ঘুমায়ে করিছে স্তন পান,
ঘুমন্ত মুখের পরে বরষিছে স্নেহ-ধারা
স্নেহ মাখা নত দুনয়ান;
দেখেছিনু রাজ পথে চলেছে বালক এক
বৃদ্ধ জনকের হাত ধরি—
কত কি যে দেখেছিনু হয়ত সে সব ছবি
আজ আমি গিয়েছি পাসরি!

তা' বলে নাহি কি তাহা মনে ?
ছবি গুলি মেশেনি জীবনে ?
মৃত্তিকার কণা তা'রা স্মরণের তলে পশি
রচিতেছে জীবন আমার—
কোথা যে কে মিশাইল, কেবা গেল কার পাশে
চিনিতে পারিনে তাহা আর !
হয়ত অনেক দিন, দেখেছিনু ছবি এক
ছুটি প্রাণী বাহুর বাঁধনে
তাই আজ ছুটাছুটি এসেছি প্রভাতে উঠি
সখারে বাঁধিতে আলিঙ্গনে !
হয়ত অনেক দিন শুনেছিনু পাখী এক
আনন্দে গাহিছে প্রাণ খুলি,
সহসা রে তাই আজ প্রভাতের মুখ দেখি
প্রাণ মন উঠিছে উথুলি !
সকলি মিশিছে আসি হেথা,
জীবনে কিছু না যায় ফেলা,
এই যে যা' কিছু চেয়ে দেখি
এ নহে কেবলি ছেলে খেলা !

এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে
নিস্তব্ধ তাহার জল রাশি,
চারিদিক হতে সেথা অবিরাম অবিশ্রাম
জীবনের স্রোত মিশে আসি !
সূর্য্য হতে ঝরে ধারা, চন্দ্র হতে ঝরে ধারা
কোটি কোটি তারা হতে ঝরে,
জগতের যত হাসি যত গান যত প্রাণ
ভেসে আসে সেই স্রোতোভরে !
মেশে আসি সেই সিন্ধু পরে !
পৃথ্বি হতে মহাস্রোত ছুটিতেছে অবিরাম
সেই মহা সাগর উদ্দেশে ;
আমরা মাটির কণা জলস্রোত ঘোলা করি
অবিশ্রাম চলিয়াছি ভেসে,
সাগরে পড়িব অবশেষে !
জগতের মাঝখানে, সেই সাগরের তলে
রচিত হতেছে পলে পলে,
অনন্ত-জীবন মহাদেশ ;
কে জানে হবে কি তাহা শেষ ?

তাই বলি প্রাণ ওরে—মরণের ভয় কোরে
কেনরে আছিস্ ম্রিয়মাণ
সমাপ্ত করিয়া গীত গান !
গান গা' পাখীর মত, কোটরে ফুলের প্রায়,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ শোক ভুলি—
তুই যাবি, গান যাবে, এক সাথে ভেসে যাবে
তুই, আর তোর গান গুলি !
মিশিবি সে সিন্ধু জলে অনন্ত সাগর তলে,
এক সাথে শুয়ে রবি প্রাণ,
তুই, আর তোর এই গান !

বিবাহ।

প্রজাপতি পরমেশ্বরই পবিত্র উদ্বাহ-সম্বন্ধের যোজয়িতা। তিনিই এই শুভ কার্য্যের একমাত্র প্রবর্ত্তক। তিনিই এই কল্যাণপ্রদ নিয়মের অদ্বিতীয় নিয়ন্তা না হইলে, সুরম্য সংসার-রাজ্য শ্মশান-সম নিরানন্দময়, মরুভূমি-সদৃশ নীরস ও কঠোর শুষ্ক ক্ষেত্র হইয়া থাকিত। তিনি মনুষ্য-সমাজের মধ্যে সুখ-শান্তি ও আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত করিবার জন্য——তিনি জ্ঞান-ধর্ম্ম-প্রবাহ প্রবাহিত করিয়া সংসারকে পুণ্য-ভূমি——ধর্ম্ম-ক্ষেত্র করিয়া তুলিবার নিমিত্তই এই পবিত্র নিয়ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রজা-স্রোত পরিবর্দ্ধন হওয়া যেমন সেই পূর্ণ-মঙ্গল পরমেশ্বরের উদ্দেশ্য, তেমনি উদ্বাহ-পদ্ধতি সেই ঐশ্বরিক ইচ্ছা পরিপূরণ পক্ষে বলবৎ উপায়। যদ্দ্বারা বিশ্বস্রষ্টার মহান্ লক্ষ্য সুসম্পাদিত হয়, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তাঁহার কল্যাণতর অভিপ্রায় সংসিদ্ধ হয়, তাহাই যে মঙ্গলকর ব্যাপার, তাহাই যে পবিত্রতর কার্য্য, তাহার আর সংশয় কি? সেই জন্যই পৃথিবীর সকল দেশে—সকল মনুষ্য-সমাজেই এই কল্যাণকর পদ্ধতি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবীতে যে জাতি জ্ঞান-ধর্ম্মে যত উন্নত, তাঁহারদের মধ্যে সেই পদ্ধতিটী ধর্ম্মের সহিত, ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত হইয়া ততই উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে। যে জাতির

মধ্যে ধর্ম্ম-ভাব যত অল্প, সে জাতির মধ্যে এই উদ্বাহ-ক্রিয়া সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা বৈষয়িক ব্যাপারের সঙ্গে ততই সম্মিলিত হইয়া গিয়াছে। যাঁহারদের বৈষয়িক ভাব অতিমাত্র প্রবল, অথচ ধর্ম্মের সঙ্গেও কথঞ্চিৎ যোগ আছে, তাঁহারা এই কল্যাণকর শুভ কার্য্যটী দুয়েরই সহযোগে সুনিষ্পাদন করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষ চির দিনই ধর্ম্ম-ভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। আর্য্য-জাতি চিরকালই ধর্ম্ম-প্রিয় বলিয়া বিখ্যাত। সেই কারণেই হিন্দু-সমাজ মধ্যে যে বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে বিষয়-সম্পর্ক কিছুই নাই। তাহা সম্পূর্ণ-রূপেই ধর্ম্ম-প্রধান। ধর্ম্ম ঈশ্বরই বর-কন্যার পরিণয়-বন্ধনের একমাত্র শঙ্কু স্বরূপ। প্রজাপতি পরমেশ্বরই এই পবিত্র কার্য্যের একমাত্র প্রবর্ত্তক। ধর্ম্ম ঈশ্বরই এই মাঙ্গলিক ক্রিয়ার একমাত্র সাক্ষী; সেই কারণেই আর্য্য-পুত্র-কন্যা একবার উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে,আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা বিযুক্ত হইতে পারেন না। সেই জন্যই আমৃত্যু তাঁহারদিগকে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়; কেহই কাহারও দ্বারা পরিত্যক্ত হইতে পারেন না।

প্রজাপতি পরমেশ্বর পবিত্র উদ্বাহ-ক্রিয়ার একমাত্র প্রবর্ত্তক না হইলে, ইহা কোন রূপেই সভ্য-অসভ্য, জ্ঞানী-অজ্ঞান প্রভৃতি জন-সাধারণের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইত না। তিনি এই কল্যাণকর কার্য্যের নিয়ামক না হইলে, কদাচ অদৃষ্টপূর্ব্ব অজ্ঞাত-কুল-শীল নর-নারী উদ্বাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া, পরস্পর এক-প্রাণ এক-মন এক-আত্মা হইয়া আমৃত্যু সংসারের কল্যাণ-সাধন, জ্ঞান-ধর্ম্মের উৎকর্ষ-সম্পাদন করিতে পারিত না। তিনি তাহারদিগের পবিত্র প্রেমের প্রেরয়িতা না হইলে, কদাচ তাহারা পরস্পর দুঃখে দুঃখী ও সুখে সন্তুষ্ট হইত না। পরস্পরের হিত-কল্যাণ-সাধন জন্য অকাতরে জীবন উৎসর্গ করিতেও সমর্থ ও সাহসী হইতে পারিত না। ঈশ্বর-অভিপ্রেত উদ্বাহ-ক্রিয়ায় যেমন পবিত্র প্রেমের অভিনয় দৃষ্ট হইয়া থাকে, এমন আর কুত্রাপি কোন কার্য্যেই পরিদৃষ্ট হয় না। নর-নারী পরস্পর পবিত্র পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধন করিবে, ঈশ্বরের সংসার-রাজ্যকে সুখের আলয়, শান্তির নিকেতন করিয়া তুলিবে, পরস্পরের সাহায্য-আনুকূল্যে নর-নারী আপন আপন স্বভাব-প্রকৃতির, জ্ঞান-ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধন করিয়া ক্রমে পরলোক দিব্যলোকের উপযুক্ত হইবে, ইহাই সেই পূর্ণমঙ্গল প্রজাপতি পরমেশ্বরের একমাত্র লক্ষ্য। ইহারই জন্য আর্য্য-জাতি-মধ্যে পত্নী সহধর্ম্মিণী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এই কারণেই গৃহী ব্যক্তিকে এক দিনও সহধর্ম্মিণী-বর্জ্জিত হইয়া অবস্থান করা নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

যাঁহারা পবিত্র-প্রেম-সদ্ভাব ও জ্ঞান-ধর্ম্ম-উন্নতি-সংসাধক উদ্বাহ-ক্রিয়াকে কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়-সুখ-সাধক এবং পার্থিব সুখ-সচ্ছন্দতা-সম্পাদক জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহারা ঈশ্বরের অভিপ্রেত পরমপবিত্র পরিণয়-কার্য্যের যে মর্ম্ম-ভেদে নিতান্ত অসমর্থ তাহার আর সন্দেহ নাই। তাঁহারদিগের দ্বারাই এই পবিত্র উদ্বাহ-ক্রিয়ার অপব্যবহার হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহারা ইহার গাম্ভীর্য্য, মাধুর্য্য এবং ইহার সাত্ত্বিক ও পারত্রিক ভাব বিনষ্ট করিয়া ইহাকে নিতান্ত পার্থিব ও একান্ত পশু-ভাবে পরিণত করিয়া ফেলেন। তাঁহারাই নর-নারীকে পরস্পরের ক্রীড়ার সামগ্রী, বিলাসের উপকরণ, ইতর আমোদ-প্রমোদের উপাদান করিয়া লইয়া আপনারা মহত্তর কল্যাণতর কর্ত্তব্য-সাধনে পরাঙ্মুখ

হওত শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনে অসমর্থ হইয়া পড়েন এবং জন-সমাজে অসৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন-পূর্ব্বক লোকের অসদ্ভাব ও অবৈধ বিলাস-ইচ্ছা উদ্দীপ্ত করিয়া দিয়া প্রভূত অকল্যাণ ও অশান্তি সাধন করিয়া থাকেন। তাহাদের মধ্যেই পতিপত্নী, পরস্পরের পশু-ভাব ও ইতর-আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতির অনুপযোগী হইলেই পরিত্যজ্য হইয়া থাকে। ধর্ম্ম-প্রিয় আর্য্য-সমাজের উদ্বাহ-ব্যাপারে যাহাতে এই ঘৃণিত পশু-ভাব ও ইতর আমোদ প্রবেশ করিতে না পারে, তৎপ্রতি সকলেরই দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। আর্য্য-প্রকৃতি ইহার নিতান্ত বিপরীত উপকরণে সংগঠিত বলিয়াই পুনঃ পুনঃ সমাজ-বিপ্লব ও রাজ-বিপ্লবেও অদ্যাপি আর্য্য-নর-নারী সম্পূর্ণ-রূপে স্বভাব-ভ্রষ্ট হন নাই। আর্য্য-নারীদিগের ধর্ম্মের প্রতি, ঈশ্বর-পরকালের প্রতি চির-দিনই তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি বলিয়াই আর্য্য-সমাজে পতি-পূজা পতি-মর্য্যাদার এত সমাদর——সতীত্বের উপরে এত অসদৃশ, অনুপমেয় যত্ন-অনুরাগ, এত প্রাণগত অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সতীত্ব রক্ষার জন্য আর্য্য-নারীদিগের আমৃত্যু যেরূপ কঠোরতম দুঃসহ কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করা, পতির জন্য জ্বলন্ত অনলে অম্লান-বদনে আত্ম-বিসর্জ্জন করা প্রভৃতির যেমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত পরিদৃষ্ট হয়, এমন আর ভারতবর্ষ ভিন্ন কুত্রাপি দেখা যায় না।

নর-নারীর প্রকৃতি, প্রজা-বর্দ্ধন জন্য এমনই সমুৎসুক যে, ধর্ম্ম দ্বারা তাঁহা নিয়মিত করিতে না পারিলে, তাহারা বৈধাবৈধ জ্ঞান-শূন্য হইয়া পরস্পর সম্মিলিত ও সংযুক্ত হইবার জন্য আপনা হইতেই ধাবিত হয়। ভারতবর্ষের অতি প্রাচীনতম ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে সুস্পষ্টরূপে সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, সমাজ-পতি আর্য্য-ঋষিগণ অতি পুরাকাল হইতেই সেই সকল অবশ্যম্ভাবী স্বেচ্ছাচারিতা, ইন্দ্রিয়-চপলতাদি-জনিত সামাজিক অনিষ্টপাত নিবারণ জন্য সময়ে সময়ে অনেক প্রকার সদুপায় অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। যাহাতে জন-সমাজ মধ্যে উদ্বাহ উপলক্ষে কোন রূপ অপবিত্রতা প্রবেশ করিতে না পারে, যাহাতে নীচ ভাব, নীচ কার্য্য-সকল কোন-ক্রমেই গৃহ পরিবার মধ্যে প্রশ্রয় না পায়, যাহাতে বিবাহ উপলক্ষে শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক দৌর্ব্বল্য উপস্থিত না হয়, এবং সাংঘাতিক সংক্রামক পীড়া সকল পরিণয়-সূত্রে পরিবার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বংশ-পরম্পরা-ক্রমে প্রবাহিত হওত বংশ-উচ্ছেদ করিতে না পারে ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে রোগ-শোক, দুঃখ-দরিদ্রতা প্রবেশ করত জন-সমাজ অবসন্ন হইয়া না যায়, তাঁহারা তাহার প্রতিবিধান জন্য বর-কন্যা-নির্ব্বাচন-বিষয়ে যেরূপ অসদৃশ সুনিয়ম প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন; তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়া দেখিতে গেলে, সেই পূজ্যপাদ আর্য্য-ঋষিদিগের স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম তত্ত্বজ্ঞানের জাজ্জ্বল্যতর নিদর্শন সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয়।

পৃথিবীতে এমন কতকগুলি রোগ বর্ত্তমান আছে, যে মনুষ্য তদ্দ্বারা একবার আক্রান্ত হইলে, তাহার মৃত্যুতেও সেই রোগের অনিষ্টকর বীজ বিনষ্ট হয় না। তাহা পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত হইয়া স্বাস্থ্য-নাশ করিতে থাকে। কি ভূমণ্ডলের প্রাচীনতম আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান, কি অধুনাতন সভ্য-জাতির চিকিৎসা-শাস্ত্র, উভয়েই একবাক্যে তাহার যাথার্থ্য ঘোষণা করিতেছে। বর-কন্যা-নির্ব্বাচন বিষয়ে সেই জন্যই আর্য্য-ঋষিগণ রোগ ও দৌর্ব্বল্য সংস্রব হইতে দূরে থাকিবার নিমিত্ত

বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। বিবাহ-বিষয়ে নিম্নলিখিত যে কতকগুলি সার-গর্ভ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে ইহার যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে। যথা; "এক-গোত্রা এক-প্রবরা কন্যা অবিবাহ্য।" "পাত্র অপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠা এবং শ্রেষ্ঠ বর্ণ শ্রেষ্ঠ রাশি ও শ্রেষ্ঠ গন-বিশিষ্টা কন্যার সহিত বিবাহ দিবেক না।" "যে স্ত্রী মাতার সপিণ্ডা না হয় অর্থাৎ সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত মাতামহাদি বংশজাত না হয় ও মাতামহের চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত স-গোত্রা না হয় এবং পিতার সগোত্রা বা স-পিণ্ডা না হয় এবং পিতৃষ্বস্রাদি-সন্ততি-সম্ভূতা না হয়, এমন স্ত্রীই দ্বিজাতিদিগের বিবাহের যোগ্য জানিবে।" "ধন-ধান্য-প্রভৃতি দ্বারা অতি সমৃদ্ধ বংশ হইলেও বিবাহ-বিষয়ে এই বক্ষ্যমান দশ কুল পরিত্যাগ করিতে হ-ইবে।" "ধর্ম্ম-সংস্কার ও ধর্ম্ম-জ্ঞান-বর্জ্জিত, কেবল কন্যামাত্রের জনক বহুরোমযুক্ত, অর্শ, রাজযক্ষ্মা, মন্দাগ্নি, অপস্মার, শ্বিত্র, অথবা বিবিধ কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত এই সকল প্রত্যক্ষ দোষে দূষিত দশ কুলে বিবাহ করিবে না। ইহাতে বিবাহ করিলে তদুৎপন্ন সন্তানও তত্তৎরোগে আক্রান্ত হয়।"

"সগোত্রা একপ্রবরা কন্যা অবিবাহ্য।" অর্থাৎ সগোত্রে, এক-প্রবরে আদান-প্রদান হইতে গেলে, পাছে একবিধ রক্ত-সংস্রব-জনিত শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পায় অথবা কোন বংশগত ব্যাধি বা কোনরূপ দোষ-দৌর্ব্বল্য পুরুষানু-ক্রমে প্রবাহিত হইয়া বংশোচ্ছেদ করে, সেই জন্যই বংশের তেজস্বিতা, গুণের উৎকর্ষতা বর্দ্ধন জন্য ভিন্ন গোত্রে, ভিন্ন প্রবরে বিবাহ দিবার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। "কন্যা বর-অপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠা অথবা তাহার শ্রেষ্ঠবর্ণ ও শ্রেষ্ঠ রাশি ও শ্রেষ্ঠ গণ হইলে বিবাহ দিবে না। তুল্য হইলে বিবাহ দিবে, তাহা প্রীতিপ্রদ ও কল্যাণকর।" অর্থাৎ পুরুষ, স্ত্রী হইতে বল বীর্য্য, শক্তি-সামর্থ্য, উদ্যম-উৎসাহ ও আশা-অধিকার প্রভৃতিতে স্বভাবতই শ্রেষ্ঠ। সেই শ্রেষ্ঠতা রক্ষার জন্য বরকন্যার পরিণয়-সম্বন্ধে পাত্রের বংশ বয়স রাশি বর্ণ ও গণের শ্রেষ্ঠতার প্রতি আর্য্যজাতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। এবং তত্তৎ বিষয়ে বরের সহিত কন্যার সমতা বা নিকৃষ্টতা দেখিয়াই কন্যা-নির্ব্বাচন করেন।

কালক্রমে বংশ-বৃদ্ধি নিবন্ধন, বর-কন্যা দুষ্প্রাপ্য হেতু অথবা অন্য কোন কারণেই হউক প্রাগুক্ত নিয়মের খর্ব্বতা হইয়া বর্ত্ত-মানে "পিতা প্রভৃতি উর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষের সপ্তম সন্ততি পর্য্যন্ত; পিতৃ-বন্ধু প্রভৃতি সপ্ত পুরুষের সপ্তম সন্ততি পর্য্যন্ত; মাতামহ প্রভৃতি উপরিতন পঞ্চ পুরুষের পঞ্চম সন্ততি পর্য্যন্ত; মাতৃ-বন্ধু প্রভৃতি পঞ্চম পুরুষের পঞ্চম সন্ততি পর্য্যন্ত অবিবাহ্য। এতদ্ভিন্ন আর সকল কন্যা বিবাহ্য। পিতৃবন্ধু ও মাতৃ-বন্ধু শব্দে—পিতৃষ্বস্রীয়, মাতৃষ্বস্রীয় ও মাতুল-পুত্র। পূর্ব্বোক্ত অবিবাহ্য কন্যাদিগের মধ্যে যাহারা ত্রিগোত্র অতিক্রম করিবে তাহারাও বিবাহ্য হইবে" এই নিয়ম সকল বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজে সাধারণতঃ প্রচলিত হই-য়াছে। করণীয় পরিবারের অল্পতা নিবন্ধন ব্রাহ্মণ কুলীন বংশের মধ্যে বর-কন্যা-নির্ব্বা-চন-বিষয়ে ইদানীন্তন সময়ে প্রাগুক্ত নিয়-মেরও ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং ইত্যাদি নানা কারণে বঙ্গ-সমাজে দুঃখ দুর্ব্বলতা, রোগ গ্লানিও বর্দ্ধিত হইতেছে।

আর্য্য-সমাজে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজা-পত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই আট প্রকার বিবাহ কাল-ক্রমে স্থান-প্রাপ্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ব্রাহ্ম বিবাহই নির্দ্দোষ ও পিতামাতার কর্ত্তব্য-ভাবানুমোদিত হওয়া-

তেই, তাহাই প্রায় হিন্দু-সমাজের সকল বর্ণ দ্বারা সমাদৃত ও উপসেবিত হইতেছে। অবশিষ্ট বিবাহ-গুলি স্বেচ্ছাচার-সম্পাদ্য, বল-প্রাধান্য, ইন্দ্রিয়-প্রাবল্য, অনুরাগ-অন্ধতা, কামোন্মত্ততাদি-নিষ্পাদ্য নানা দোষ-যুক্ত বলিয়া ধর্ম্ম-প্রিয় আর্য্য-সমাজ দ্বারা তৎসমুই ঘৃণিত ও হতাদর হইয়া প্রায়ই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বর-কন্যা-নির্ব্বাচন-বিষয়ে যেমন কাল-ক্রমে প্রাচীন নিয়ম সকলের ব্যভিচার হইয়া পড়িতেছে, তেমনি পুরুষের পূর্ব্ব-অবধারিত বিবাহ-কালেরও বিশেষ অন্যথা দৃষ্ট হইয়া থাকে। পুরাকালে উপনয়নানন্তর আচার্য্য-গৃহে বিদ্যা-শিক্ষা সমাপন করিয়া সমাবর্ত্তনের পর বিবাহ করিবার বিধি ছিল, তাহাতে শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের কোন ব্যাঘাত ও বিড়ম্বনা সংঘটিত হইত না। কাল-ক্রমে তাহারও বিলক্ষণ ব্যতিক্রম হইয়া গিয়াছে। পুরাকালে গর্ভস্থ বা ভূমিষ্ঠ-কাল হইতে গণনা করিয়া অষ্টম বর্ষ হইতে উপনয়নানন্তর গুরু-গৃহে জ্ঞান-ধর্ম্ম-শিক্ষা আরম্ভ হইত। শ্রেষ্ঠ কল্পে ঋক্, যজুঃ, সাম, বেদ-ত্রয় প্রত্যেকটী দ্বাদশ বর্ষ করিয়া অধ্যয়ন, মধ্য-কল্পে তিনটী বেদ প্রত্যেকটী ছয় বৎসর করিয়া অধ্যয়ন, নীচ-কল্পে তিন তিন বৎসর করিয়া প্রতি বেদ অধ্যয়ন অথবা যাবৎ-পরিমিত-কালে ঐ বেদ-ত্রয় অধীত না হইত, তাবৎকাল গুরু-গৃহে অবস্থিতি করিবার ব্যবস্থা ছিল। তৎপরে সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক দার-পরিগ্রহ হইত। এখন উপনয়নানন্তর তিন দিবস পরেই লোকে বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিবার অধিকার লাভ করে। বর্ত্তমানে লোকে যে প্রকার অল্পায়ু হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে শ্রেষ্ঠ কল্পানুসারে সমাবর্ত্তনকাল বা দার-পরিগ্রহ-সময় নিতান্ত অনুপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়ের কথা দূরে থাকুক, তৃতীয় কল্পানুরূপ সমাবর্ত্তনানন্তর দার-পরিগ্রহের প্রথাও হতাদর ও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন জ্ঞান-ধর্ম্ম-শিক্ষা সমাপন হউক আর না হউক, পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে পারিলেই যেন পিতামাতা নিশ্চিন্ত হয়েন।

পুত্রের বিবাহ-বিষয়ে যেমন কাল-নির্দ্দেশ সংহিতা-গ্রন্থে দৃষ্ট হইয়া থাকে, কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধে সেরূপ বলবৎ নিয়ম প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। যদিও পিতামাতার প্রতি এইরূপ অনুশাসন আছে যে, "কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক এবং ধন-রত্নের সহিত সুপণ্ডিত পাত্রে সম্প্রদান করিবেক।" কন্যা যত দিন পতিমর্য্যাদা ও পতি-সেবা না জানে এবং ধর্ম্ম-শাসন অজ্ঞাত থাকে, তত দিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না" কিন্তু কত উচ্চ বয়স পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বিবাহ দিবেক, তাহার কোন বিশেষ পরিমাণ দৃষ্ট হয় না; কেবল স্থল-বিশেষে সুপাত্র নির্ব্বাচন-পক্ষে এই মাত্র দৃষ্ট হয় যে "যাবজ্জীবন ঋতুমতী হইয়াও কন্যা গৃহে থাকিবেক সেও বরং ভাল, তথাপি কন্যাকে বিদ্যাদি গুণরহিত পুরুষকে কদাচ দান করিবে না।" "পিত্রাদি যদি গুণবান্ বরকে কন্যা সম্প্রদান না করে, তবে কন্যা ঋতুমতী হইলেও তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিবেক, পরে স্বয়ম্বরা হইবেক।" "শ্রেষ্ঠ কল্পে দ্বাদশ-বর্ষীয়া কন্যাকে ত্রিংশ বৎসরের পাত্রে সমর্পণ করিবে" এই মাত্রই উচ্চ-বয়সের নির্দ্দেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে যে স্বয়ম্বরা-স্থলে ষোড়শ-বর্ষীয়া কন্যার কথা শ্রুত হওয়া যায়, তাহা নাপার্য্যমাণে ও নিকৃষ্ট কল্পে। অর্থাৎ অনুরূপ পাত্র প্রাপ্ত না হইলে অথবা পিত্রাদি, গুণবান্ বরে কন্যা সম্প্রদান না করিলে, তবে কন্যা ঋতুমতী হইলেও তিন বৎসর কাল প্রতীক্ষা করিয়া পরে স্বয়ম্বরা হইবেক, এইরূপ বিধি দৃষ্ট হয়। দশম বৎ-

সরের অধিক অর্থাৎ একাদশ দ্বাদশ বর্ষ ঋতু-কাল; তৎপরে তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া চতুর্থ বর্ষে স্বয়ম্বরা হইতে গেলেই কার্য্যতঃ ষোড়শ বৎসর হইয়া থাকে, ইহা অপেক্ষা উচ্চ বয়সের কথা প্রায়ই শ্রুত হওয়া যায় না। প্রত্যুত বহু গ্রন্থেই ঈদৃশ অনুশাসন-বাক্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে, যে নারীর কন্যা-কাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ দশম বর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যে তাহাকে সুযোগ্য ও সুপণ্ডিত পাত্রে দান করিবে। "কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃ-গৃহে ঋতুমতী হইলে, সে গৃহ অপবিত্র ও কন্যার পূর্ব্বতন পুরুষ পর্য্যন্ত নরকস্থ হয়" ইত্যাদি নানা অনুশাসনও দৃষ্ট হয়। ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, ইহাই প্রতীত হয় যে আর্য্য ঋষিগণ নিতান্ত প্রকৃতি-দর্শী ও ঈশ্বরের একান্ত লক্ষ্য-দ্রষ্টা ছিলেন। পুরুষকে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বলে স্ত্রী অপেক্ষা বলীয়ান্ এবং আত্ম-সংযমে, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে সমর্থ জানিয়া তাহারদিগের বিবাহ-কাল-নির্দ্দেশ-পক্ষে সঙ্কুচিত হন নাই, কিন্তু নারীদিগকে অবলা, চঞ্চলমতি জানিয়াই পাছে তাহারদিগের দ্বারা সংসার মধ্যে কোন রূপ অপবিত্রতা প্রবেশ করে, এই আশঙ্কাতেই বোধ হয় তাঁহারা কন্যার বিবাহ-কাল অবধারণ-বিষয়ে এত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ ভিন্ন-গোত্রা, ভিন্ন-প্রবরা, ভিন্ন-দেশীয়া কন্যাকে আপনারদের পরিবারের সহিত একীভূতা করিয়া লইতে হইবে এই জন্যই বোধ হয়, ঊর্দ্ধ-সংখ্যা দশ বৎসরই কন্যার বিবাহ-কাল অবধারণ করিয়া লইয়া ছিলেন। পরিণত-বয়স্কা নারীর স্বভাব-চরিত্র একবার সংগঠিত হইলে, বিবাহান্তে পতিগৃহে আবার তাহার রূপান্তর বা ভাবান্তর হওয়া দুঃসাধ্য, এ আশঙ্কাতেও তাঁহারা হয় তো প্রাগুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। দূরকে নিকট, পরকে আপনার, নিঃসম্পর্কীয়াকে গৃহের হর্ত্রী, কর্ত্রী, বিধাত্রী করিয়া লওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে; এ জন্যই ব্রাহ্ম বিবাহ উপলক্ষে পাত্র-কন্যা নির্ব্বাচন পূর্ব্বক পুত্রকন্যার বিবাহ দিবার গুরুতর পবিত্রতর কর্ত্তব্য-ভার পিতামাতার হস্তেই সমর্পিত হইয়াছে। বস্তুতঃ পিতামাতার সমান সন্তান-সন্ততির প্রকৃত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী পৃথ্বীতলে আর দ্বিতীয় নাই। যে জনক-জননী যথাসর্ব্বস্ব এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া পুত্রকন্যাকে পালন-পোষণ এবং জ্ঞান-ধর্ম্মে উন্নত করিয়া থাকেন, আপনাদিগের সকলই তাহারদিগের জন্যই রক্ষা করেন, তাঁহারাই যে তাহারদিগের ভাবী সুখ-শান্তি ও সংসার-ধর্ম্মের উপযোগী বিবাহ-সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিবার দেব-নির্দ্দিষ্ট উপযুক্ত পাত্র, তাহার আর সন্দেহ নাই। পিতামাতা পাছে সুন্দরী ও সুশীলা পাত্রী নির্ব্বাচন-বিষয়ে অবহেলা বা ঔদাস্য প্রদর্শন করেন অথবা তদ্বিষয়ে স্বেচ্ছাচারী হয়েন, তন্নিবারণার্থ আর্য্য ঋষিগণ তদ্বিষয়ক কতকগুলি নিষেধ ও বিধি-বাক্য গ্রন্থ-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যথা, "যে স্ত্রীর মস্তকের কেশ পিঙ্গলবর্ণ, যাহার ছয় অঙ্গুলি প্রভৃতি অধিক অঙ্গ, যে চির-রুগ্না, যাহার গাত্রে অল্পমাত্র লোম নাই, যাহার গাত্রে অতিশয় লোম, যে নিষ্ঠুরভাষিণী ও যাহার নয়ন পিঙ্গল-বর্ণ, এই সকল স্ত্রীকে বিবাহ করিবে না।" কিন্তু যে স্ত্রী অঙ্গহীন নয়, যাহার নাম অতি সুখে উচ্চারণ করা যায়, হংস মাতঙ্গের ন্যায় যাহার মনোহর গমন, যাহার লোম কেশ মৃদুল এবং দন্ত ক্ষুদ্র এমন কোমলাঙ্গী স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক।" ঈদৃশ রাশি রাশি নিষেধ ও বিধিবাক্য সত্ত্বেও যে পিতা মাতা তাহার বৈপরীত্যাচরণ করেন, তাঁহারাই তাঁহারদের পদ-মর্য্যাদা রক্ষা করিতে না পারিয়া পরিবার মধ্যে অমঙ্গল ও অশান্তি-স্রোত প্র-

বাহিত করিয়া দিয়া কষ্ট-ক্লেশে দগ্ধীভূত হয়েন। তথাচ স্থল-বিশেষে ইহার দ্বারা যে গরলময় ফল সমুৎপন্ন হইতে দেখা যায়, তাহা হীন-প্রকৃতি পিতা মাতার ধন-লোভ, যশ-আকাঙ্ক্ষাদি নিবন্ধন কর্ত্তব্য-বিমূঢ়তা দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য সকল জনক-জননী কোন-রূপেই দূষিত বা অপরাধী হইতে পারেন না।

পৃথিবীর যে সকল জাতিমধ্যে যৌবন-পরিণয় নিবন্ধন পরস্পর বর-কন্যা-নির্ব্বাচন-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা হইতেও নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণময় ফল সমুৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। যে যুবক-যুবতীর মন পরস্পর সম্মিলিত হইবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারদের দৃষ্টি বাহ্য রূপ-লাবণ্য ভেদ করিয়া পরস্পরের অন্তর্নিহিত গুণ-গ্রামের বা আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের প্রতি প্রায়ই নিপতিত হয় না। তাঁহারদের নির্ব্বাচন অনেক স্থলেই দোষশূন্য হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সেই জন্যই প্রেমিকের চক্ষু ক্ষীণজ্যোতিঃ বলিয়াই প্রসিদ্ধ আছে। সেই কারণেই ইদানীন্তন সময়ের সভ্য জাতিদিগের মধ্যে সতীত্বের আশানুরূপ সমাদর নাই। তাঁহারদের সভ্যতার উচ্চতা-অনুসারে অসতী-সংখ্যাও উচ্চতা প্রাপ্ত হইতেছে। সেই হেতুই তাঁহারদের মধ্যে ব্যভিচার-দোষ রাজ-দ্বারে দণ্ডার্হ বলিয়া পরিগণিত হয় না। ভারতবর্ষ ধর্ম্ম-ভূমি, আর্য্য-জাতি ধর্ম্ম-প্রিয় বলিয়া চির-প্রসিদ্ধই আছেন, অতএব বিলাসের চাক্‌চিক্যে, ইন্দ্রিয়-সুখের প্রলোভনে, ঐহিক আমোদ-প্রমোদের দুরাকাঙ্ক্ষায় আমরা যেন আমারদের ধর্ম্ম-প্রকৃতিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া না ফেলি, আমরা যেন ধর্ম্মহারা হইয়া অসার অপদার্থ হইয়া না পড়ি। ধর্ম্মই আমারদের প্রাণ, ঈশ্বরই আমারদের সর্ব্বস্ব, পরলোকই আমারদের শান্তির নিকেতন।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

অর্থাৎ শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য।

তৃতীয় ব্যাখ্যান।

(বিগত সংখ্যক পত্রিকার ১৫৬ পৃষ্ঠার পর।)

অসুর সময় পেলে হইবে প্রবল।
নাশিবে তোমার যত আছে ধর্ম্ম-বল॥
থেকো না পাপের সহ তিলার্দ্ধ সময়।
পড়িবে কুহকে তার ডুবিবে নিশ্চয়॥
পলক ইন্দ্রিয়-সুখ বিলাসের তরে।
ত্যজোনা ত্যজোনা ধর্ম্ম পরম ঈশ্বরে॥
যিনি করিছেন সদা তোমারে আহ্বান।
শোন শোন তাঁর বাণী হইবে কল্যাণ॥

পাপেতে জড়িত যেই আসিলে শমন।
করে কিবা হাহাকার বিলাপ ক্রন্দন॥
কিন্তু যিনি পাপ হতে হইয়া বিরত।
সাধ্য মতে ধর্ম্ম-পথে চলেন নিয়ত॥
মরণ সময়ে তিনি নাহি পান ভয়।
বলেন ঈশ্বরে তবে "ওহে দয়াময়॥
পড়িয়াছিলাম আমি পাপ-বাগুরায়।
তুমিই উদ্ধার নাথ! করিলে আমায়॥
কতই দুর্ম্মতি ছিল পোষিত হৃদয়ে।
তুমি না রাখিলে মোরে ফেলিত নিরয়ে॥
তোমা ছাড়া যে জীবন বিষাদি কেবল।
এবে সুধা জ্যোৎস্নাময় আমার সকল॥
হায়! কেন ছিনু আমি ছাড়িয়া তোমায়।
তার জন্য অনুতাপ দহিছে আমায়॥
পাপের মলিন চীর করিয়া তেয়াগ।
পুণ্যের বসন পরি করি অনুরাগ॥
এই হেতু কত তুমি করিলে যতন।
না ফলিল সে যতন আমি অভাজন!
জান নাথ! কত ক্রটী হয়েছে আমার।
এখন ভরসা শুধু করুণা তোমার॥
কর নাথ! এবে মোর সুগতি সাধন।
অনন্ত জীবনে যেন পাই তোমা ধন॥"

যে আপন দুষ্টমতি করে সুশাসন।
ঈশ্বর নিকটে করে সুমতি যাচন॥

হেন ধর্ম্ম-বল তারে দেন দয়াময়।
প্রলোভনে পারে সেই করিবারে জয়॥
সারথি হইয়া তিনি তার আত্মরথে।
চালান তাহারে তাঁর মঙ্গলের পথে।
দয়া করি হৃদি তার দেন দরশন।
করেন নিয়ত শান্তি সুখ বরিষণ॥
বাহিরের শত্রু যদি করে আক্রমণ।
পারে না তাহার শান্তি করিতে হরণ॥
আছে যে তাহার শান্তি আত্মার কন্দরে।
রক্ষিছেন শান্তিদাতা থাকিয়া অন্তরে॥

দেখ দেখ ঈশ্বরের দয়ার বিধান।
প্রতি জনে আপনারে করিছেন দান।
তাঁর বায়ু বৃষ্টি মেঘ চন্দ্রমা তপন।
সবাকার উপকার করিছে সাধন॥
তাঁর সৃষ্টি সকলের হয় ভোগিবার।
কিন্তু তিনি নিজ ধন প্রত্যেক জনার॥
গৃহের দেবতা তিনি হৃদয়ের ধন।
পরম আত্মীয় তিনি আপন স্বজন॥

শরীরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জানিয়া।
সম্বন্ধ তাঁহার সনে দেখহ বুঝিয়া।
সৃষ্টি দেখি তব মনে হয় অনুমান?
স্নেহে বিতরেন মাতা কত অন্ন পান॥
পালিছেন বটে তিনি করিয়া যতন।
কিন্তু নাহি দেখা দেন স্নেহের নয়ন॥
হেন কি মায়ের কার্য্য? কোলেতে করিয়া।
পালেন সন্তানে যিনি কতই করিয়া॥
সন্তান ঘুমালে যিনি বসিয়া শিয়রে।
নিরাসেন বিঘ্ন তার কিবা স্নেহ-ভরে॥
জেন জেন বিশ্বমাতা মাতার সমান।
মায়ের অধিক তিনি ইথে নাহি আন॥
জননীর স্নেহ যিনি করেন প্রেরণ।
তাঁর স্নেহ প্রেম মনে হয় কি ধারণ?
তাঁহা হতে হয় তব জীবন যৌবন।
সদা করিছেন তোমা রক্ষণ পালন॥
দেখ তব জীবনের যেই দিকে চাও।
তাঁহার করুণা দয়া দেখিবারে পাও॥
তোমার অন্তরে তিনি সদাই প্রকাশ।
দিতেছেন শুভ মতি কতই আশ্বাস॥

বলিছেন "ভয় নাই বিপদ তুফানে।
আমি যে কাণ্ডারী তব চাও আমা পানে॥
বিপদে সম্পদ তব হবে আগুয়ান।
মৃত্যু তব হইবেক অমৃত-সোপান॥"
পিতামাতা ভাই বন্ধু বলিছ আপন।
ঈশ্বর আপন বলি জানিবে কখন?
বল দেখি প্রাণ ভরে "ঈশ্বর আমার!
তোমার সমান মম নাহি দেখি আর॥
তুমি হে পরম পিতা মাতা বন্ধু জন।
পরম সুহৃদ্ তুমি পরম শরণ॥
এস এস দয়াময় আমার হৃদয়ে।
ইহ পরকালে রাখ তোমার আশ্রয়ে॥"
যে সাধু আপন বলি জানেন ঈশ্বরে।
দেখেন ঈশ্বরে তিনি আপন অন্তরে॥
দেখেন বিভুর নাম জ্বলন্ত অক্ষরে।
চন্দ্র সূর্য্য তরু লতা পর্ব্বত সাগরে॥
সুন্দর জগৎ পানে যবে তিনি চান।
মহেশের মহিমার পরিচয় পান॥
সাধুর হৃদয়-গ্রন্থি হয় বিমোচন।
দিন দিন বাড়ে তাঁর ধর্ম্মের জীবন॥
ব্রহ্ম-রস পানে তিনি সদাই মগন।
সেই রস বিতরিতে করেন যতন॥
ইতি তৃতীয় ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

পৌরাণিক উপাখ্যান।

ত্রেতাযুগে হরিশ্চন্দ্র নামে এক ধর্ম্মশীল রাজা ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে দুর্ভিক্ষ ব্যাধি ও অকাল মৃত্যু কিছুই ছিল না। পুর-বাসিরা ধর্ম্মভীরু। কেহই ধন বলবীর্য্য ও তপোমদে উন্মত্ত হইত না। একদা ঐ রাজা হরিশ্চন্দ্র মৃগের অনুসরণ প্রসঙ্গে অরণ্য পর্য্যটন করিতে ছিলেন। এই অবসরে শুনিলেন কএকটী স্ত্রীলোক "পরিত্রাণ কর পরিত্রাণ কর" বলিয়া বার বার করুণ স্বরে চীৎকার করিতেছে। তখন রাজা মৃগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, ভয় নাই, আমার রাজ্য

কালে কোন্ নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করে? আমি রাজা, আমার সমক্ষে কোন্ পাপাশয় বস্ত্রাঞ্চলে প্রদীপ্ত অগ্নিকে বন্ধন করিতে চায়? কাহারই বা আমার শরে মরিতে ইচ্ছা হইয়াছে?

ঐ সময় মহর্ষি বিশ্বামিত্র তপোবলে অসিদ্ধ বিদ্যা সাধন করিতেছিলেন। ঐ সমস্ত বিদ্যাই ভীত হইয়া এইরূপ ক্রন্দন করিতেছিল। কিন্তু বিশ্বামিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথায় অতিমাত্র কুপিত হইলেন। তিনি কুপিত হইবা মাত্র বিদ্যা সকলও বিনষ্ট হইল। ইত্যবসরে রাজা উহাঁকে দেখিতে পাইয়া ভয়ে অশ্বত্থপত্রবৎ কাঁপিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র কহিলেন, দুরাত্মন্! দাঁড়া এখনই তোরে প্রতিফল দিতেছি। হরিশ্চন্দ্র সবিনয়ে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমার অপরাধ নাই, আর্ত্তকে রক্ষা করাই আমার ধর্ম্ম। আমি যখন স্বধর্ম্ম রক্ষণে ব্যগ্র তখন আপনি অকারণ ক্রোধ করিবেন না। যে রাজা ধর্ম্মশীল তিনি দান করিবেন, রক্ষা করিবেন এবং আবশ্যক হইলে শাস্ত্রানুসারে যুদ্ধ করিবেন।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! তুমি ধর্ম্মভীরু, এক্ষণে বল, কাহাকে দান করিতে হয়? আর কাহারই বা সহিত যুদ্ধ করা আবশ্যক?

রাজা কহিলেন, তপোধন! ব্রাহ্মণ ও দীন দরিদ্রদিগকে দান করিবে, ভয়ার্ত্তকে রক্ষা করিবে এবং শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! যদি রাজধর্ম্মপালনে তোমার এতই যত্ন তবে আমাকে দান কর।

তখন হরিশ্চন্দ্র অতিমাত্র প্রীত হইলেন এবং কহিলেন, ভগবন্! আমায় কি দিতে হইবে আপনি অসঙ্কোচে বলুন। যদি তাহা দুষ্করও হয় তো বুঝিবেন তাহা দেওয়াই হইয়াছে। ধন রত্ন পুত্র কলত্র অধিক কি স্বদেহ যাহা আপনার অভিরুচি প্রার্থনা করুন। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! তুমি অগ্রে আমাকে রাজসূয়িকী দক্ষিণা দাও। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, আমি অবশ্যই তাহা দিব, এতদ্ব্যতীত আর যাহা আপনার অভিরুচি প্রার্থনা করুন। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন! তোমার ভার্য্যা পুত্র ও শরীর এবং পরলোক-সহচর ধর্ম্ম ব্যতীত সসাগরা পৃথিবী ও হস্ত্যশ্ব-রথ-সঙ্কুল সমস্ত রাজ্য আমাকে অর্পণ কর।

রাজা হরিশ্চন্দ্র অবিকৃত মুখে হৃষ্ট মনে তৎক্ষণাৎ এই বিষয়ে সম্মত হইলেন। তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! তুমি আমাকে সর্ব্বস্ব দান করিলে। এক্ষণে আমি রাজা, জিজ্ঞাসা করি অতঃপর প্রভুত্ব কাহার? হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে প্রভুত্ব আপনারই। বিশ্বামিত্র কহিলেন, যদি পৃথিবীতে আমার আধিপত্য হইল তবে আমার অধিকারে থাকা আর তোমার উচিত হয় না। তুমি অঙ্গের সমস্ত বসন ভূষণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বল্কল ধারণ করিয়া স্ত্রী পুত্রের সহিত এখনই আমার রাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হও। তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র মহর্ষির এই বাক্যে সম্মত হইয়া পত্নী শৈব্যা ও শিশু পুত্রের সহিত প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। ইত্যবসরে বিশ্বামিত্র উহাঁর পথ অবরোধ পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! তুমি আমাকে রাজসূয়িকী দক্ষিণা না দিয়া কোথায় যাও? হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আমার যা কিছু রাজ্য ও ধন সম্পত্তি ছিল সমস্তই আপনাকে দিয়াছি। এক্ষণে কেবল পত্নী পুত্র ও আমি এই দেহত্রয় মাত্র অবশিষ্ট। বিশ্বামিত্র কহিলেন, আমি কিছুই শুনিতে চাই না। তুমি আমায় যজ্ঞদক্ষিণা দেও। ব্রাহ্মণের নিকট অঙ্গীকার করিয়া দান না করিলে সর্ব্বনাশ হয়। রাজসূয় যজ্ঞে যা কিছু ব্যয় তুমি এখনই আমাকে দাও। তুমি এইমাত্র কহিয়াছ সৎপাত্রে দান, শত্রুর সহিত যুদ্ধ ও

কাতর ব্যক্তিকে রক্ষা করা রাজধর্ম্ম। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন ভগবন্! এখন তো আমার আর কিছুই নাই, আমি ইহা আপনাকে কালক্রমে দিব। আপনি আমার মনের সদ্ভাব বুঝিয়া প্রসন্ন হউন। বিশ্বামিত্র কহিলেন তবে শীঘ্র বল আমি ইহার জন্য কত দিন প্রতীক্ষা করিব। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! সম্প্রতি আমার কিছুই নাই, আপনি ক্ষমা করুন, আমি মাসান্তে আপনাকে সমস্তই দিব। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! তবে তুমি এখন নির্ব্বিঘ্নে যাও, এবং স্বধর্ম্ম রক্ষা কর।

রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের অনুজ্ঞা পাইয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নী শৈব্যা কখন পদব্রজে বহির্গত হন নাই। তিনিও উহাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তখন পুরবাসী ও রাজভৃত্যেরা মহারাজকে সস্ত্রীক নগর পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া আর্ত্তস্বরে কহিতে লাগিল, হা নাথ! আমরা আপনার জন্য অতিমাত্র কাতর হইয়াছি, আপনি কেন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যান। আপনি ধর্ম্মপরায়ণ ও দয়ালু। যদি ধর্ম্মরক্ষা করা আপনার আবশ্যক হয় তবে আমাদিগকেও সঙ্গে লইয়া চলুন। আমরা জানি না আবার কবে আপনাকে দেখিতে পাইব। আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমরা আপনাকে দেখিয়া লই। হা! যাঁহার অগ্রে ও পশ্চাতে রাজারা যাইত এখন কেবলমাত্র পত্নী একটী বালক পুত্রের হাত ধরিয়া তাঁহার অনুগমন করিতেছেন! যাঁহার প্রস্থানকালে ভৃত্যেরা হস্তিপৃষ্ঠে অগ্রে অগ্রে যাইত সেই মহারাজ হরিশ্চন্দ্র পত্নীর সহিত পদব্রজে চলিয়াছেন। হা নাথ! পথের ধূলিজালে আপনার এই মুখচন্দ্র মলিন হইয়া যাইবে। আপনি দাঁড়ান, আমাদের স্ত্রী পুত্র ধনরত্নে প্রয়োজন কি। আমরা এই সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার দাস হইয়া যাইব। আপনি কেন আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন। অতঃপর যেখানে আপনি আমরাও সেইখানে। যেখানে আপনি সেই খানেই নগর ও স্বর্গ।

হরিশ্চন্দ্র সকলের এইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া দাঁড়াইলেন। নগরবাসিরা চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল। হরিশ্চন্দ্র তাহাদের দুঃখে অতিমাত্র আকুল হইলেন। ইত্যবসরে বিশ্বামিত্র রোষাকুল লোচনে কহিলেন, রে ক্ষত্রিয়াধম! তুই অতি দুষ্ট ও মিথ্যাবাদী, তোরে ধিক্। তুই আমায় সমস্ত রাজ্য দিয়া আবার অনুতপ্ত হইতেছিস্। হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের এইরূপ কঠোর কথা শুনিয়া কম্পিত দেহে কহিলেন, এই আমি চলিলাম। শৈব্যা অতিশয় সুকুমারী ও পথশ্রমে ক্লান্ত, হরিশ্চন্দ্র যাইবার জন্য তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছেন এই অবসরে বিশ্বামিত্র শৈব্যাকে দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা তাড়না করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে হরিশ্চন্দ্র অত্যন্ত দুঃখার্ত্ত হইয়া কহিলেন, মহাশয়! আমরা যাইতেছি। এতদ্ব্যতীত তিনি আর কিছুই কহিলেন না। ক্রমশঃ।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধেয় তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

উপবীতের ইতিহাস সম্বন্ধে আপনি ও তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক যে সকল পৌরাণিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা দ্বারাই স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে উপবীত ধর্ম্মশিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ। অষ্টম বর্ষ হইতে ষোড়ষ বর্ষ পর্য্যন্ত উপবীত দিবার কাল কেন নির্ণীত হইল? উপযুক্ত আচার্য্য শিক্ষাগুরু দ্বারা এই কার্য্য সমাপন করিবার কেন বিধি আছে? উপবীত ধারণ-কাল অবধি যত দিন না শিষ্য সুশিক্ষিত ও জিতেন্দ্রিয় হয় ততকাল কেনই বা তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে বাস করিতে হইত? ইত্যাদি বিধি আধ্যাত্মিক ভাবে বিচার করিলে উপবীতকে কেবল স্মারক-চিহ্ন-স্বরূপ ব্রহ্মসাধনের সহায় বলিলেও ইহার প্রকৃত মর্য্যাদা প্রকাশ পায় না। কার্পাস সূত্রই হউক বা শন সূত্রই হউক কিংবা মেষলোমসূত্রই হউক আর্য্য সন্তানগণ একটী সূত্রের কেন এত পক্ষপাতী হইলেন। একটী জড় পদার্থের এমন কি অসামান্য গুণ যে তাহাতে তাঁহারা এতদূর আকৃষ্ট

হইয়াছিলেন? সাধন অবস্থাতে সূত্র গ্রহণ ও ধারণের এরূপ কঠোর বিধি কেন ছিল ও সেই অবস্থাতে সূত্র-ত্যাগেরই বা কেন এত কঠোরতর নিষেধ প্রবর্ত্তিত হইল।

মহাশয়, যতদিন না কৃতবিদ্য আর্য্য সন্তানগণের কোমল নয়ন পাশ্চাত্য জ্ঞান-কণার উৎপীড়ন হইতে একেবারে নিষ্কৃতি লাভ করিতেছে ততদিন তাহা উল্লিখিত বিধি ও নিষেধ সমূহের প্রকৃত সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে পারিতেছে না। আদিসমাজ যখন সর্ব্বপ্রথমে যুক্তাহার, যুক্তপরিধান ও যুক্তাসনের আবশ্যকতা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তখন কৃতবিদ্য দল ক্রোধান্ধ হইয়া আদি সমাজের মস্তকে কত অভিসম্পাত বর্ষণ করিয়াছিলেন। তখন যুক্ত আহার পরিধান ও আসন যে ব্রহ্মসাধনের সহায় হইতে পারে তাহা তাঁহারা পাশ্চাত্য জ্ঞানের উৎপীড়নে দেখিতেই পান নাই। সেই কালের বিলাতী লোকদিগের অনুকরণ করিতে গিয়া আহার পরিধান বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে যথেচ্ছাচারী হইয়াছিলেন। কিছুমাত্র বিলাতী জ্ঞান ও উৎসাহ-বলে সুদীর্ঘ স্তোত্র ও দীর্ঘতর বক্তৃতার সাহায্যে ব্রহ্মসাধনের বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু চিত্তসংযম হইল কি না, আত্মা প্রকৃতিস্থ হইল কি না, সে বিষয়ে হতজ্ঞান হইয়া কখন বা কাল্পনিক ধর্ম্মভাবে গদগদ হইতেন, কখন বা মনঃকল্পিত দেবতাকে—হৃদয়ের সাময়িক উত্তেজনা ও আনন্দকে ব্রহ্মসহবাস-জনিত ভূমানন্দ স্থির করিয়া "আজ আমাদের ব্রহ্মদর্শন হইয়াছে" বলিয়া নৃত্য করিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যখন বহু-পরিবার বেষ্টিত হইয়া ধর্ম্মগোলযোগ সাধনে ব্যাঘাত দেখিতেন ও নিজে নিজে উপার্জ্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিলে পাছে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয় হৃদয়ঙ্গম করিতেন তখন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও হৃদয়ের সরসতার পরিচয় দিয়া একেবারে বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া পিতামাতা স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগের (অনাহারে) পরলোকের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেন। কোন কোন বীর পুরুষ আপনাকে জ্ঞান প্রেম ও পবিত্রতার আদর্শ জানিয়া মুক্ত কণ্ঠে বলিলেন "ভগবান আমাকে প্রচারক হইবার জন্য আদেশ করিয়াছেন—বিবাহের সময় যে প্রতিজ্ঞাসূত্রে বদ্ধ হইয়া আমি এতকাল পরিবার প্রতিপালন করিলাম তিনি আমাকে সিদ্ধ পুরুষ দেখিয়া কেবল আহার বিহার সুখ সচ্ছন্দতা লাভের অনুমতি দিয়া স্বয়ং সেই পরিবার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিলেন। আমি এখন আমার সহধর্ম্মিণীর সুখ সচ্ছন্দতার বা দুঃখ দারিদ্রের জন্য দায়ী নহি এবং পুত্র কন্যার লালন পালন ও বিদ্যাশিক্ষা দেওয়াকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনে করি না। আমার আদেশ হইয়াছে আমি আমার পরিজনের জন্য এক মুহূর্ত্তও চিন্তা করিব না। যদি ভবিষ্যতে ভগবান আমাকে আরও পাঁচ সাতটী পুত্র কন্যা দেন সে সকল তাঁহারই, তাহাদের জন্য চিন্তা করা আমি পাপ মনে করি। আমি এখন আমার বিবেক ও সমাজের দাস। বিবেক যদি বলেন আজ তুই মান্দ্রাজ যা আমি আজই মান্দ্রাজ যাইতে প্রস্তুত। সমাজ যদি বলেন কাল তুমি লাহোর যাও আমি তাহাতেও সঙ্কুচিত নহি। আমি অবাধে বিবেকের ও সমাজের আদেশ পালন করিবার জন্য অনুমতি পাইয়াছি। আমার পুত্র কন্যারা যদি এ সময় ক্ষুধাতে বা রোগে বা অযত্নে মৃতকল্প হয় তথাপি আমি ভীত হই না। আমি মান্দ্রাজ বা লাহোরে যাইবই যাইব—কেহই আমাকে বাধা দিতে পারিবেক না। আমি কেবল নিজের অসুস্থতাকে ভয় করি ও যেখানে যাইব সেখানে আদরে থাকিতে পারিব কি না তাহাই একবার ভাবিয়া দেখি। যদি কোন দেশ হইতে পথ-খরচ শুদ্ধ একখানি পত্র আইসে ও আমাকে যত্ন করিয়া লইয়া যায় তাহা হইলে আমি অসুবিধা না ঘটিলে সেস্থান পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না। কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মত সহধর্ম্মিণীর সহিত সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ হওয়া মন্দ নয় কিন্তু তাঁহার দুঃখ যন্ত্রণা দেখিতে বা মোচন করিতে আমি ধর্ম্মতঃ ও লোকতঃ এখন বাধ্য নহি। যে সমাজের আমি সেবা করি সেই সমাজই আমার পরিবার প্রতিপালন করিবার জন্য বাধ্য। ঈশ্বর নিজে না পারেন তিনি তাঁহার ভক্ত সমাজ দ্বারা আমার পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।"

মহাবীর ও আর আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীর প্রচারকগণ ঈদৃশ দীর্ঘ দীর্ঘ বাক্যাবলীর দ্বারা বঙ্গ শিশুর চক্ষে ধূলি দিতে লাগিলেন। বঙ্গ শিশুর এখন উভয় সঙ্কট। ইংরাজী বিদ্যালয়ে ইংরেজদের ধর্ম্ম আচার ও ব্যবহারকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া ও হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুজাতি ও হিন্দু আচার ব্যবহারকে পরিত্যাজ্য স্থির করিয়া যে বঙ্গ সন্তান ধর্ম্ম লাভে উদ্যুক্ত হইয়াছিল সেই বঙ্গ শিশু জীবন-নদীর জলে দেখে পাদরী-বেশধারী কুম্ভীর নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া পশ্চিম দেশ হইতে তাহাকেই গ্রাস করিতে আসিয়াছেন। আবার তীরের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখে আদিষ্ট প্রচারক-বেশধারী ব্যাঘ্র লম্ফ ঝম্ফ করিয়া তাঁহাকেই উদরস্থ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। পাদরী সাহেব ও প্রচারক মহাশয়ের সঙ্কল্প একই—উভয়েই বঙ্গশিশুর স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব বিনষ্ট করিবার জন্য শশব্যস্ত। উভয়েই শিক্ষা দিলেন ধর্ম্ম মনের জিনিস, আহার ও কাপড়ের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই—ধর্ম্ম বাহির হইতে হয় না কিন্তু অন্তর হইতেই উদ্ভাবিত হয়। শরীর শুদ্ধ থাকুক আর নাই থাকুক, আহার পবিত্র হউক আর নাই হউক, পরিধান বসন মলিন হউক আর যাই হউক, ধর্ম্মের সঙ্গে তাহার কোন সংস্রব নাই—ধর্ম্মলাভের জন্য যে কোন আয়োজন সমুদয় অনর্থক ও অপকারী। বঙ্গশিশু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে এমন সময় তীর হইতে প্রচারক মহাশয় সদর্পে বলিতে লাগিলেন—বিলাতী পাদরীর যাহা কিছু সম্বল ছিল সে সমস্তই আমার হস্তগত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মদর্শন যাহার জন্য আর্য্য ঋষিকুল প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন তাহাও আমার করতলন্যস্ত। ঈশ্বরলাভের এমন সহজ উপায় আর কেহই দিতে পারিবে না। তুমি আমার কাছে আইস ও আমাদের সমাজমন্দিরে গতায়াত করিও, ও মধ্যে মধ্যে একটী আধটী সংক্ষিপ্ত উপাসনা করিও তাহা হইলেই ব্রহ্ম লাভ করিতে পারিবে। যদি আনুষ্ঠানিক নামে অভিহিত হইতে চাও তবে তোমার গলায় উপবীত থাকিলে এখনি পরিত্যাগ কর, পৌত্তলিক পিতামাতা ভ্রাতা

জাতি কুটুম্বের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিও না, পাছে তাহারা তোমাকে কুসংস্কারে ও ঘৃণিত হিন্দুধর্ম্মে—পৌত্তলিকতাতে নিক্ষেপ করে। পৌত্তলিক কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিও না।

এইরূপে কতকগুলি ধর্ম্মাভিমানী ভ্রান্ত কৃতবিদ্য আপনাদের ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি শিশু-প্রকৃতি বঙ্গযুবকের জীবনকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিয়া ছিলেন। শিশু-প্রকৃতি যুবকদলের দুর্দ্দশার বিষয় আলোচনা করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। খানিক দূর না ভাসিতে ভাসিতে তাহারা এমন গভীর জলগর্ভে নিমগ্ন হইল যে একাল পর্য্যন্ত তাহাদের অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। কৃতবিদ্যদলের মধ্যেও অনেকের ঐ দশা ঘটিয়াছে। কেবল কএকটি সবল বুদ্ধিমান অল্প-দূর না যাইতে যাইতে বিপদের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ও আপনার ভ্রান্তি সমূহ স্পষ্টরূপে অনুভব করিয়া কোন্ রূপে কূলসন্নিকর্ষ হইতে পারিয়াছেন ও আপনাদিগকে জীবিতের মধ্যে গণ্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই কয়েকটী বলিষ্ঠ কৃতবিদ্যের অবস্থা যদিও কথঞ্চিৎ আশাপ্রদ কিন্তু তাঁহারা যেরূপ ঘোর বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাদের জীবনী শক্তি বিশেষ রূপে ন্যূন হইয়াছে। তাঁহারা এখন উৎসাহ ও উ-দ্যম-বিহীন হইয়া সতত নিরাশায় কাতর হইতেছেন—আপনাদের ভ্রমে ও অন্ধতাতে অন্য কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন ইহা স্মরণ করিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইতেছেন। এই কয়েকটী কৃতবিদ্যদিগকে আর বিলাতী সাহেবের অনুকরণ করিতে দেখা যায় না। ইহাদের মধ্যে কাহাকে গৈরিক বসন পরিধান, কাহাকে ব্যাঘ্রচর্ম্মে উপবেশন, কাঁহাকেও বা নিরামিষ ভোজনে তৎপর দেখা যায়। তাঁহাদের মধ্যে দিন দিন যে সকল পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে তাহাতে আপাততঃ তাঁহাদিগকে ধর্ম্মপথের পথিক বলিলে বলা যাইতে পারে ও ভবিষ্যতে যে তাঁহারা নবজীবন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন তাহারও আশা করা যাইতে পারে। তাঁহারা এখন বুঝিয়াছেন যে ব্রহ্ম-সাধনের অনেক আয়োজন চাই—অনেক শিক্ষা চাই—অনেক কঠোর ব্রত অবলম্বন করা চাই। তাঁহারা প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুই একটী বাঙ্গালা বা ইংরাজী স্তোত্র পাঠ করিয়া আধ্যাত্মিক অভাব সম্পূরণ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যোগ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন; কেহ কেহ শিক্ষাগুরুর সাহায্যে অগ্রসর হইতেছেন; কেহ কেহ আচার্য্য-প্রদত্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দিন দিন আত্মার উন্নতি সাধনে কৃতকার্য্য হইতেছেন; কেহ কেহ কর্ত্তব্যানুরোধে পরিবার-বর্গের মধ্যে থাকিয়াও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া আধ্যাত্মিক পিপাসার শান্তি করিতেছেন। আর্য্য সন্তানের এখন বিকৃত নয়ন প্রকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, পূর্ব্বে যে সকল সাধন-প্রণালী কুসংস্কারপূর্ণ ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া ঘৃণা করিয়াছিলেন এখন পাশ্চাত্য জ্ঞানকণা-স্খলনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল আদরণীয় ও ধর্ম্ম-জীবন লাভের বিশেষ উপযোগী বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন—এত দিনের পর যুক্ত আহার পরিধান ও আসনের প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতে পারিয়াছেন।

ক্রমশঃ।

	As	P.
Defence of Brahmoism and the Brahma Samaj	3	"
Brahmic Questions of the Day	4	6
Brahmic Advice, Caution and Help	2	3
Adi Brahma Samaj, its Views and Principles	1	6
Adi Brahma Samaj as a Church	2	3
A Reply to the Query; "What is Brahmoism?"	3	"
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	0	9
Reply to Bishop Watson's Apology for the Bible	4	6

নির্দ্ধারিত অর্দ্ধ মূল্য।

ব্রহ্মবিদ্যালয়	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ	।০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ...	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব ...	৶০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম ১ম ও ২য় খণ্ড	৶০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড ...	⁄০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত ...	।০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	৶০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	৶০
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা ...	।০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	৶০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৵১০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	৷০
তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ ...	৸০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ...	৷০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা দ্বিতীয় ভাগ ...	৷০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	১৲
অধিকারতত্ত্ব	।০
হিন্দুধর্ম্মনীতি	৷০
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা	⁄১০
তত্ত্বপ্রকাশ	⁄১০
ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা	⁄১৫
ব্রহ্মোপাসনা	৵১০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	৵১০
ধর্ম্ম-শিক্ষা	⁄০
প্রবচন সংগ্রহ	৵১৫
ব্রহ্ম-সঙ্গীত চতুর্থ ভাগ ...	⁄০০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত পঞ্চম ভাগ ...	⁄
সঙ্গীতমুক্তাবলি ১।২ ভাগ একত্রে ...	৶০
সঙ্গীত মুক্তাবলি তৃতীয় ভাগ ...	৶০
কুমারশিক্ষা	৶০
প্রশ্নমঞ্জরী	।০
উদ্বোধনাঞ্জলি	৵১০
প্রভাত-কুসুম	৶১০
ধর্ম্মদীক্ষা	৵১০
ব্রহ্মসাধন	⁄০
ব্রহ্মজ্ঞানসূত্র তাৎপর্য্য সহিত ...	⁄১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড ...	৵১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড ...	⁄০
ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জন সমাজের সম্বন্ধ ...	৵১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব	৵১০
উপদেশ	৵১৫
দুর্গোৎসব	৵১০
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৵১০
সঙ্গীত মঞ্জরী	⁄০

	Rs	As	P.
Ontology	1	"	"
Hindoo Theism	"	"	6
Theist's Prayer Book	"	"	6
Signs of the Times	"	"	6
Doctrine of Christian Resurrection	"	1	"
Physiology of Idolatry	"	1	"
Miracles or the Weak Points of Revealed Religion	"	4	

নির্দ্ধারিত সিকি মূল্য।

মাঘোৎসব	।০
দশোপদেশ	৶১০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) ...	⁄০
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি	৶০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৵১০

১৭৬৯ শক অবধি ১৮০২ শক পর্য্যন্ত (১৭৭০, ১৭৭৪, ১৭৮০ এবং ১৭৮১ শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায়ও অর্দ্ধমূল্যে অর্থাৎ প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান ২৷০ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইবে।

নির্দ্ধারিত মূল্যের পুস্তক সকল অন্যূন দশ টাকার ক্রয় করিলে শতকরা ১২৷০ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া হইবে।

অশুদ্ধ সংশোধন।

গত সংখ্যক পত্রিকার ১৫৬ পৃষ্ঠায়।

"প্রেয়ের পথেতে চল ঘুচিবে সন্তাপ"

ইহার পরিবর্ত্তে

"শ্রেয়ের পথেতে চল ঘুচিবে সন্তাপ"

হইবে।

বিজ্ঞাপন।

Registerd N O 52.
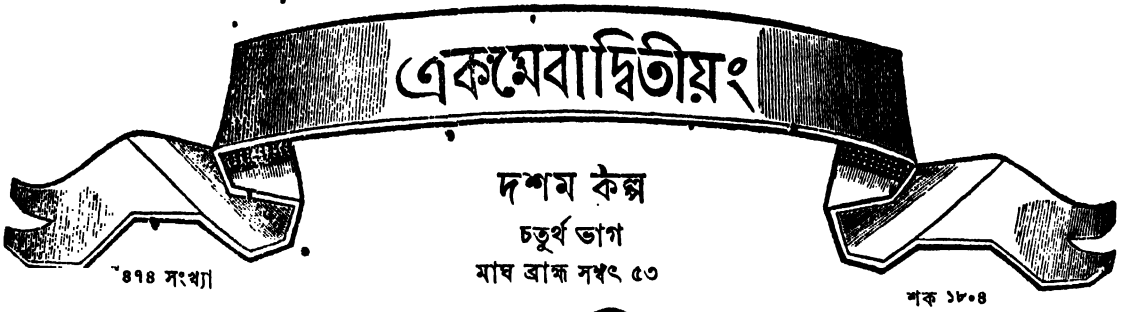
ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

ত্রিপঞ্চাশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ মঙ্গলবার প্রাতঃকাল ৮ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকাল ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

পঞ্চমপ্রপাঠকে তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ।

শ্বেতকেতুর্হারুণেযঃ পঞ্চালানাং সমিতিমেয়ায় তং হ প্রবাহণোজৈবলিরুবাচ কুমারানু ত্বাশিষৎপিতা ইত্যনু হি ভগব ইতি ॥১॥

'শ্বেতকেতুঃ' নামতঃ অরুণস্যাপত্যমারুণিস্তস্যাপত্যং 'আরুণেয়ঃ' 'পঞ্চালানাং' জনপদানাং 'সমিতিং' সভাং 'এয়ায়' আজগাম। 'তং হ' আগতবন্তং 'প্রবাহণঃ' নামতঃ জীবল্যাঅপত্যং 'জৈবলিঃ' 'উবাচ' উক্তবান্। হে 'কুমার' 'ত্বা' ত্বাং 'অনুশিষৎ পিতা ইতি'। কিমনুশিষ্টস্ত্বং পিত্রেত্যর্থঃ। ইত্যুক্তঃ স আহ। হে 'ভগবঃ' ভগবন্ 'অনু হি ইতি' অনুশিষ্টোস্মি ॥১

শ্বেতকেতু আরুণেয় পঞ্চালবাসীদিগের সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে প্রবাহণ জৈবলি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, হে কুমার! তোমাকে কি তোমার পিতা কিছু শিক্ষা দিয়াছেন? তাহাতে, আজ্ঞা হাঁ মহাশয়! বলিয়া তিনি উত্তর করিলেন।১

বেত্থ যদিতোঽধিপ্রজাঃ প্রয়ন্তীতি ন ভগব ইতি। বেত্থ যথা পুনরাবর্ত্তন্তা৩ ইতি ন ভগব ইতি। বেত্থ পথোর্দেবযানস্য পিতৃযানস্য চ ব্যাবর্ত্তনা৩ ইতি ন ভগব ইতি ॥২॥

'বেত্থ' 'ইতঃ' অস্মাল্লোকাৎ 'যৎ অধি' উর্দ্ধং যৎ 'প্রজাঃ' 'প্রযন্তি' গচ্ছন্তি। তৎ কিং জানীষ ইত্যর্থঃ। 'ন ভগব ইতি', আহ ইতরো ন জানেঽহং তদ্যৎপৃচ্ছসি। এবং তর্হি 'বেত্থ' জানীষে 'যথা' যেন প্রকারেণ 'পুনঃ আবর্ত্তন্তাঃ' তাঃ প্রজাঃ 'ইতি' 'ন ভগব ইতি'। 'বেত্থ' 'পথোঃ' মার্গয়োঃ সহ প্রযাণয়োঃ 'দেবযানস্য পিতৃযানস্য চ' 'ব্যাবর্ত্তনা' ব্যাবর্ত্তনং ইতরেতরবিযোগস্থানং সহ গচ্ছতামিত্যর্থঃ 'ইতি' 'ন ভগব ইতি' ॥২॥

প্রবাহণ জৈবলি শ্বেতকেতু আরুণেয়কে প্রশ্ন করিলেন—মৃত্যুর পরে লোকেরা ইহলোক হইতে ঊর্দ্ধে কোথায় গমন করে তাহা কি তুমি জান? শ্বেতকেতু বলিলেন না মহাশয়। যে প্রকারে পুনরাবর্ত্তন করে তাহা জান। না মহাশয়। "দেবযান এবং পিতৃযান পথের বিচ্ছেদ্ কোথা হইতে হইয়াছে তাহা জান"। "না মহাশয়" ।২

বেত্থ যথাঽসৌ লোকো ন সম্পূর্য্যতা ৩ ইতি ন ভগব ইতি। বেত্থ যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসোভবন্তীতি নৈব ভগব ইতি ॥৩॥

'বেত্থ' 'অসৌ লোকঃ' পিতৃযানসম্বন্ধী 'যথা' যেন কারণেন 'ন সম্পূর্য্যতা ইতি' ন সম্পূর্য্যতে। 'ন ভগব ইতি' প্রত্যাহ। 'বেত্থ' 'যথা' যেন ক্রমেণ 'পঞ্চম্যাং' 'পঞ্চসংখ্যায়াং 'আহুতৌ' হুতায়ামাহুতির্নির্বৃত্তা আহুতি সাধনাশ্চ 'আপঃ' 'পুরুষবচসঃ' পুরুষবাচ্যা 'ভবন্তি' পুরুষাখ্যাং লভন্ত ইত্যর্থঃ 'ইতি' 'ন এব ভগব ইতি' ॥৩॥

তুমি কি জান কি কারণে ঐ পিতৃযান সম্বন্ধীয় লোক পূর্ণ হয় না? না মহাশয়। তুমি কি জান কি প্রকারে পঞ্চম আহূত জল পুরুষ আখ্যা প্রাপ্ত হয়? না মহাশয় ।৩।

অথ নু কিমনুশিষ্টোঽবোচথা যোহীমানি ন বিদ্যাৎ কথং সোঽনুশিষ্টো ব্রবীতেতি স হায়স্তঃ পিতুরর্দ্ধমেয়ায় তং হোবাচাঽননুশিষ্য বাব কিল মা ভগবানব্রবীদনুত্বাশিষমিতি ॥৪॥

'অথ নু' এবমজ্ঞঃ সন্ 'কিং অনুশিষ্টঃ' অস্মি ইতি 'অবোচথা' উক্তবানসি। 'যঃ হি ইমানি' মযা পৃষ্টান্যর্থজাতানি 'ন বিদ্যাৎ' ন বিজানীয়াৎ 'কথং সঃ' বিদ্বৎসু 'অনুশিষ্টঃ' অস্মীতি 'ব্রবীত ইতি'। এবং 'সঃ হ' শ্বেতকেতু রাজ্ঞা 'আযস্তঃ' আয়াসিতঃ সন্ 'পিতুঃ' 'অর্দ্ধং' স্থানং 'এয়ায়' গতবান্ 'তং' পিতরং 'হ উবাচ' 'অননুশিষ্য' অনুশাসনমকৃত্বৈব 'মা' মাং 'বাব কিল' 'ভগবান্' সমাবর্ত্তনকালে 'অব্রবীৎ' উক্তবান্ 'অনু ত্বা অশিষং ইতি' অন্বশিষং ত্বামিতি ।৪

তবে তুমি কি শিক্ষিত হইয়াছ বলিতেছিলে? যে এই সকল বিষয় জানে না সে কি প্রকারে আপনাকে শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দেয়? অনন্তর শ্বেতকেতু প্রত্যাগমন করত পিতার নিকট আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে মহাশয়! আমাকে শিক্ষা না দিয়াই বলিয়াছিলেন যে শিক্ষা দিয়াছি ।৪।

পঞ্চ মা রাজন্যবন্ধুঃ প্রশ্নানপ্রাক্ষীত্তেষাং নৈকঞ্চ নাশকং বিবক্তুমিতি। স হোবাচ যথা মা ত্বং তদৈতানবদো যথাহমেষাং নৈকঞ্চন বেদ যদ্যহমিমানবদিষ্যং কথং তেনাবক্ষ্যমিতি ॥৫॥

যতঃ 'পঞ্চ' পঞ্চসঙ্খ্যকান্ 'প্রশ্নান্' 'মা' মাং 'রাজন্যবন্ধুঃ' রাজন্যাঃ বন্ধবোঽস্যেতি রাজন্যবন্ধুঃ স্বয়ং দুর্বৃত্ত ইত্যর্থঃ 'অপ্রাক্ষীৎ' পৃষ্টবান্ 'তেষাং' প্রশ্নানাং 'ন একং চ' নৈকমপি 'ন অশকং' ন শক্তবানহং 'বিবক্তুং ইতি' বিশেষেণার্থতো নির্ণেতুমিত্যর্থঃ। 'সঃ হ উবাচ' পিতা 'যথা মা' মাং 'ত্বং' 'তদা' আগমনমাত্রমেব 'এতান্' প্রশ্নান্ 'অবদঃ' উক্তবানসি তেষাং নৈকঞ্চ নাশকং বিবক্তুমিতি তথা মাং জানীহি ত্বদীয়াজ্ঞানেন লিঙ্গেন মম তদ্বিষয়মজ্ঞানং জানীহীত্যর্থঃ। কথং 'যথা অহং এষাং ন একঞ্চ ন বেদ' ন জানে ইতি। 'যদি অহং' 'ইমান্' প্রশ্নান্ 'অবদিষ্যং' বিদিতবানস্মি 'কথং তে' তুভ্যং প্রিয়ায় পুত্রায় সমাবর্ত্তনকালে পুরা 'ন অবক্ষ্যম্ ইতি' নোক্তবানস্মীতি ।৫।

রাজন্যবন্ধু ক্ষত্রিয় আমাকে পাঁচটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার আমি একটিরও উত্তর দিতে পারি নাই। তাহাতে তাহার পিতা বলিলেন যে যেমন তুমি আসিয়াই আমাকে বলিলে যে আমি ইহার একটিও জানি না, সেইরূপ তুমি আমাকেও জান। যদি আমি ইহা জানিতাম তবে তোমাকে আমি কেন না বলিতাম ।৫

স হ গৌতমো রাজ্ঞোঽর্দ্ধমেয়ায় তস্মৈ হ প্রাপ্তায়ার্হাঞ্চকার স হ প্রাতঃ সভাগ উদেযায় তং হোবাচ মানুষস্য ভগবন্ গৌতম বিত্তস্য বরং বৃণীথা ইতি স হোবাচ তবৈব রাজন্ মানুষং বিত্তং যামেব কুমারস্যান্তে বাচমভাষথাস্তামেব মে ব্রূহীতি ॥৬॥

এবং উক্তবতি 'সঃ হ গৌতমঃ' 'রাজ্ঞঃ' জৈবলেঃ 'অর্দ্ধং' স্থানং 'এযায়' গতবান্ 'তস্মৈ হ' গৌতমায় 'প্রাপ্তায়' 'আর্হাং' অর্হাং 'চকার' কৃতবান্ 'সঃ হ' গৌতমঃ কৃতাতিথ্য উষিত্বা পরেদ্যুঃ 'প্রাতঃ' প্রাতঃকালে 'সভাগে' সভাং গতে রাজ্ঞি 'উদেযায়' উদ্গতবান্। 'তং হ উবাচ' রাজা 'মানুষস্য' মনুষ্যসম্বন্ধিনঃ 'বিত্তস্য'

প্রামাদেঃ 'বরং' হে 'ভগবন্ গৌতম' 'বৃণীথাঃ ইতি' প্রার্থ-য়েথাঃ। 'সঃ হ উবাচ' গৌতমঃ 'তব এব' হে 'রাজন্' 'মানুষং বিত্তং' 'যাং এব' 'কুমারস্য' মম পুত্রস্য 'অন্তে' সমীপে 'বাচং' পঞ্চপ্রশ্নলক্ষণাং 'অভাষথাঃ' উক্তবানসি 'তাং এব' বাচং 'মে' মহ্যং 'ব্রূহি ইতি' কথয়তি ॥৬॥

এই বলিয়া গৌতম রাজার নিকট গমন করিলেন। রাজা তাঁহাকে আগন্তুক জানিয়া সংকার করিলেন। প্রাতঃকালে সেই গৌতম সভাস্থ রাজার নিকট উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহাকে বলিলেন, হে ভগবন্ গৌতম! মনুষ্য সম্বন্ধীয় বিত্তের বর গ্রহণ করুন। গৌতম বলিলেন হে রাজন্, মনুষ্য সম্বন্ধীয় বিত্ত আপনারই থাকুক। আমার কুমারের নিকট যে বাক্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহাই আমাকে বলিয়া দেন।৬।

সহ কৃচ্ছ্রী বভূব তং হ চিরং বসেত্যাজ্ঞাপযাঞ্চকার। তং হোবাচ যথা মা ত্বং গৌতমাঽবদো যথেযন্ প্রাক্ ত্বত্তঃ পুরা বিদ্যা ব্রাহ্মণান্ গচ্ছতি তস্মাদু সর্ব্বেষু লোকেষু ক্ষত্রস্যৈব প্রশাসনমভূদিতি তস্মৈ হোবাচ ॥৭॥

'সঃ হ' রাজা 'কৃচ্ছ্রী' দুঃখী 'বভূব'। 'তং হ' গৌতমং 'চিরং' দীর্ঘকালং 'বস ইতি' এবমাজ্ঞাপযাঞ্চকার আজ্ঞপ্তবান্। 'তং হ উবাচ' রাজা 'যথা' যেন প্রকারেণ 'মা' মাং হে 'গৌতম' 'অবদঃ ত্বং' তামেব বিদ্যালক্ষণাং বাচং মে ব্রূহীতি। তত্রাস্তি বক্তব্যং 'যথা' যেন প্রকারেণ 'ইয়ং' বিদ্যা 'প্রাক্ ত্বত্তঃ ব্রাহ্মণান্' 'ন' 'গচ্ছতি' ন গতবতী। ন চ ব্রাহ্মণা অনয়া বিদ্যয়াঽনুশাসিতবন্তঃ। তথৈতৎ প্রসিদ্ধং লোকে যতঃ 'যস্মাৎ উ' 'পুরা' পূর্ব্বং 'সর্ব্বেষু লোকেষু' 'ক্ষত্রস্য এব' ক্ষত্রজাতেরেব অনয়া বিদ্যয়া 'প্রশাসনং' প্রশাস্তৃত্বং শিষ্যাণাং 'অভূৎ' বভূব। তস্মৈ হ উবাচ' বিদ্যাং রাজা ॥৭

ইহাতে রাজা দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহাকে দীর্ঘকাল বসিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহার পরে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, হে গৌতম, তুমি আমাকে বলিয়াছিলে যে "সেই বিদ্যা আমাকে বলুন" তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে এই বিদ্যা তোমার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের মধ্যে যায় নাই, যেহেতু পূর্ব্বে ইহা একমাত্র ক্ষত্রিয়দিগেরই মধ্যে ছিল। অতঃপর তিনি তাঁহাকে সেই বিদ্যা বলিলেন।৭।

নারী-মর্য্যাদা।

আর্য্যজাতি মধ্যে নারীকুলের সম্মান ও সমাদর-পদ্ধতি চিরদিনই প্রচলিত রহিয়াছে। চিরকালই আর্য্যনারীগণ গৃহলক্ষ্মী গৃহকর্ত্রী রূপে প্রপূজিত হইয়া থাকেন। এমন কি গুরুজন পর্য্যন্তও তাঁহারদিগকে সম্মানসূচক শব্দে সম্বোধন ও আহ্বান করিয়া থাকেন। পুত্রবধূ বা ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতি যথোচিত স্নেহের পাত্রী হইলেও তাঁহারদিগকে কখনই কেহ পুত্র বা ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ বাৎসল্য-ভাবে অন্যবিধ শব্দে সম্বোধন করেন না। ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট মধুর শব্দ ও সম্মানের যৎপরোনাস্তি উৎকৃষ্টতম বাক্য মাতৃ-শব্দেই তাঁহারা অভিহিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা কন্যার ন্যায় স্নেহের পাত্রী হইলেও কদাচ কেহ তাঁহারদিগের নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করেন না।

আর্য্যজাতির আচার ব্যবহারেও নারী-মর্য্যাদা জাজ্জ্বল্যতররূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। পুত্রের বিবাহ অন্তে নববধূ গৃহে আগমন করিবার সময়ে গৃহ-দ্বারে পূর্ণকুম্ভ স্থাপন প্রভৃতি মঙ্গলাচরণ, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব কর্ত্তৃক স্বর্ণরজতাদি উপহার সহকারে তাঁহার মুখাবলোকন এবং নারীকুল দ্বারা শুভ শংখ্যাদি বাদন প্রভৃতি সহযোগে সম্মান ও সমাদর হর্ষ উল্লাস প্রদর্শন করিবার পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে। গৃহবর্ত্মে বস্ত্র বিস্তার পূর্ব্বক তাহার উপর দিয়া কন্যাকে যে আনয়ন করা হয়, ভোজনের প্রস্তর-পাত্রে যে দুগ্ধ-অলক্তক দিয়া তদুপরি তাঁহাকে দণ্ডায়মান করান হয়, তৎসমুহই কেবল মাত্র তাঁহার সম্মান ও সমাদর চিহ্ন। এবং জীবন্ত মৎস্য তাঁহার হস্ত হইতে পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ে নিক্ষেপন ও পাত্রপূর্ণ অন্ন এবং উচ্ছ্বসিত দুগ্ধ-কটাহ প্রভৃতি যে সন্দর্শন করান হয়, তৎতাবৎ শুদ্ধ তাঁহার আগমন

জনিত সুমঙ্গল ও সুপ্রতুলতার অভিনয় মাত্র। অর্থাৎ নববধূর শুভ আগমনে মুষ্টি-বদ্ধ মৃতকল্প মৎস্য জীবন ও স্বাধীনতা লাভ করিল, গৃহ অন্নে পূর্ণ হইল, পাত্রে দুগ্ধ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল ইত্যাদির জ্ঞাপক ভিন্ন ইহা আর কিছুই নহে। নানাবিধ পদার্থ সহকারে গৃহকর্ত্রী প্রভৃতি মান্য স্ত্রীলোক দ্বারা যে তাঁহাকে বরণ করা হয় তৎসমূহই তাঁহার শিক্ষার স্মারক এবং সম্মান সমাদর ও মঙ্গল ব্যঞ্জক মাত্র।

অপরাপর জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকগণ অধিক হয়ত ভগিনী শব্দে সম্বোধিত হইয়া থাকেন। আর্য্য সমাজে নিঃসম্বন্ধ নিঃসম্পর্কীয় নারীসাধারণই—এমন কি দাসীগণ পর্য্যন্ত মাতা বা কন্যা শব্দে অভিহিত হয়েন। যে কোন মান্যা নারীর সহিত যেরূপ গুরুতর সম্বন্ধই কেন থাকুক না, তৎপরে মাতৃশব্দ সহযোগে তাঁহাকে আহ্বান করা হইয়া থাকে। এমন উচ্চ সম্মান নিদর্শন ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কুত্রাপি দৃষ্ট বা শ্রুত হওয়া যায় না। এতদ্দেশ মধ্যে বিজাতীয় সভ্যতা শিক্ষার উচ্চতম বিদ্যালয় মহানগরী বা তৎসন্নিহিত কতকগুলি স্থান ভিন্ন, বঙ্গের বা ভারতের একটু দূর দূরান্তর প্রদেশে নারীকুলকে কোন গুরুতর শারীরিক পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার পদ্ধতিও প্রচলিত নাই; নারীগণ কঠিন শারীরিক পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহারদিগের অভিভাবকগণ পর্য্যন্ত জনসমাজে নিন্দিত ও ঘৃণিত হইয়া থাকেন।

আর্য্যজাতি-মধ্যে নববধূ গৃহপ্রবিষ্টা হইবার পর আমৃত্যু তাঁহার প্রতি পূর্ব্ববৎ সম্মান ও সমাদর প্রদর্শিত হইয়া থাকে। স্নেহ প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া তো পরিজনবর্গ তাঁহাকে বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদান ও সেবা শুশ্রূষাদি করিবেনই তদুপরি আবার শাস্ত্রের অনুশাসন বর্ত্তমান আছে। তদ্দ্বারা অনুশাসিত হইয়াও আর্য্যজাতি নারীমর্য্যাদায় যত্নবান হইয়া থাকেন।

> যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা।
> যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥
> জাময়োযানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
> তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ ॥
> সন্তুষ্টোভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
> যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং ॥
> প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
> স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন ॥

"যে কুলে স্ত্রীলোকেরা বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা পূজিত হয়েন, তথায় দেবতারা প্রসন্ন থাকেন। আর যে কুলে স্ত্রীদিগের অনাদর, সে কুলে সকল ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া যায়।" "ভগিনী পত্নী পুত্রবধূ প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা অপূজিত হইয়া যে কুলে শাপ প্রদান করে, সে কুল ধন পশ্বাদির সহিত অভিচার-হতের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।" "যে পরিবারে স্বামী ভার্য্যার প্রতি, এবং ভার্য্যা স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট, সেই পরিবারের নিশ্চিত কল্যাণ।" "সন্তান উৎপত্তির নিমিত্তে স্ত্রী সকল বহুকল্যাণ-পাত্রী এবং আদরণীয়া, ইহাঁরা গৃহকে উজ্জ্বল করেন। স্ত্রীরা গৃহের স্ত্রী-স্বরূপা, স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই" ইত্যাদি।

নারীর কার্য্যাধিকারেও সেই সম্মান সমাদর যথোচিতরূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যে পরিমাণে নারীর বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে, সেই পরিমাণেই তাঁহার হস্তে সংসারের কর্ত্তৃত্বভার অর্পিত হয়। কালক্রমে তিনি পরিবারের মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া থাকেন। তিনি সকল বিষয়েই কর্ত্রী বিধাত্রী হইয়া অর্দ্ধ সংসারের গুরুতর পবিত্রতর কার্য্যভার প্রাপ্ত হয়েন। আত্মীয় স্বজন, অনুগত আশ্রিত পরিবারবর্গ এবং দাসদাসী সকলের দ্বারা সম্মানিত ও প্রপূজিত হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে

কালাতিপাত করেন। আর্য্যসমাজে যে সকল দোষে পুরুষ তিরস্কৃত হয়েন, গৃহ-পরিবার-মধ্যে স্ত্রীলোকেরা সে সকল দোষে দোষী হইলে, তাহা ধর্ত্তব্যমধ্যে পরিগণিত হয় না। এমন কি পিতামাতার নিকট বালক বালিকা উভয়ে একবিধ অপরাধ করিলে একজন দণ্ডিত অপরটী কেবল মাত্র তিরস্কৃত হইয়া থাকেন। শিক্ষা উপলক্ষেও বালিকাদিগকে কোন প্রকার শারীরিক দণ্ড দিবারও নিয়ম নাই। কি বালিকা, কি বয়স্থা নারী, কাহারও প্রতি হস্তোত্তোলন করিবার পদ্ধতি হিন্দুসমাজ মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না। তাহারদিগের সম্মুখে কোন প্রকার অশ্রাব্য বা অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিতে কেহ সাহসী হয় না। এমন কি কোন নিঃসম্পর্কীয় হীন-জাতীয় স্ত্রীলোক কোন গর্হিত বা দুষ্কর্ম্ম করিলে তাহাকেও শারীরিক দণ্ডবিধান করিতে হইলে লোকসমাজে যার পর নাই নিন্দিত ও ঘৃণিত হইতে হয়। পুরাকালে কোন দণ্ডার্হ অপরাধ করিলেও সহসা কোন স্ত্রীলোক রাজদ্বারে আনীত হইত না। দোষ সপ্রমাণ হইলে কেশমুণ্ডন প্রভৃতি সামান্য দণ্ডই প্রদত্ত হইত। বর্ত্তমানে ইংরাজ ধর্ম্মাধিকরণেও যতক্ষণ না স্ত্রীলোকের অপরাধ সপ্রমাণ হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে সসম্মানে রক্ষা করিবার পূর্ব্বতন রীতি পদ্ধতিও কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। ধন সম্পদ বা বিষয় সম্পত্তি বিষয়ক কোন অভিযোগ উপলক্ষে অদ্যাপিও প্রায়ই কোন স্ত্রীলোককে বিচারালয়ে যাইতে হয় না। এখন আর্য্যনারীদিগের পূর্ব্বতন রীতি পদ্ধতির অন্যথাচরণ দেখিয়া, বর্ত্তমান রাজপুরুষগণ প্রাগুক্ত নিয়ম সকলেরও ব্যতিক্রম ঘটাইবার কল্পনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

মনুষ্য-সমাজে ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের পদই যার পর নাই উচ্চ ও গৌরবান্বিত। আচার্য্যগণই যার পর নাই দেবতারূপে প্রপূজিত হইয়া থাকেন। বৈদিক কাল হইতে আর্য্যসমাজ নরনারী উভয়কেই সেই সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিতেছেন। পৃথিবীর কোন জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রেই নারীবাক্য প্রামাণ্য বলিয়া প্রায় পরিগণিত হয় না। আর্য্যজাতির বেদ উপনিষদ মধ্যে নারীবাক্য সকল ঋষি-বাক্যের ন্যায় সত্যপূর্ণ উপদেশ বলিয়া জাতিসাধারণ কর্ত্তৃক পূজিত পালিত ও সমাদৃত হইতেছে। কি গৃহী কি উদাসীন সকল সম্প্রদায় দ্বারা তাহা অধীত ও উপসেবিত হইয়া থাকে। তর্ক ও বিচারস্থলে তৎসমূহ প্রমাণ স্বরূপে প্রদর্শিত হয়; ইহা অপেক্ষা নারীমর্য্যাদার উচ্চতর নিদর্শন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পৃথিবীর অপরাপর সভ্যাভিমানীদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রেও ঈদৃশ নারীমর্য্যাদার উন্নত চিহ্ন প্রায়ই নয়নগোচর হয় না। পুণ্যবতী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি নারীদিগের পবিত্র নাম উচ্চারণ করা কল্যাণপ্রদ এবং পুণ্যজনক জ্ঞানে হিন্দু নর নারী কর্ত্তৃক প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থান সময়ে ভক্তিভাবে উচ্চারিত হইয়া থাকে। পতিপ্রাণা আর্য্য নারীদিগের পতিরক্ষা ও পতিসেবা প্রভৃতির জাগ্রত জীবন্ত দৃষ্টান্ত সকল, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষ অনুকরণীয় এবং শুভপ্রদ শিক্ষাপ্রদ বলিয়া লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ব্রতকর্ম্ম ও দানধর্ম্ম বিষয়ে তৎসমূহই অনুষ্ঠেয় পদ্ধতি রূপে ধর্ম্ম কার্য্যে ব্যবহৃত ও উপসেবিত হইতেছে।

পুরাকালের ন্যায় বর্ত্তমান সময়েও আর্য্য রীতিপদ্ধতির অনুবর্ত্তিনী অনেকানেক সাধ্বী সতী পুণ্যবতী হিন্দু মহিলা আপনারদিগের বিদ্যাবুদ্ধি এবং বিষয় ও ধর্ম্ম কার্য্য সাধন প্রভৃতি দ্বারা এমনই উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন যে দেশ বিদেশীয় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনগণের দ্বারা তাঁহারা যথোচিত রূপে সম্মানিত ও প্রপূজিত হইতেছেন।

তাঁহারদিগের যশঃসৌরভ পৃথিবীর বহুতর স্থানকে সুবাসিত ও আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহারদের অসামান্য কার্য্যকদম্ব ও সুতীক্ষ্ণ বিষয়-বুদ্ধি অনেকানেক বিজ্ঞ বিচক্ষণ জনগণের শিক্ষা ও অনুকরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা বিজাতীয় সভ্যতা ও স্বাধীনতার আলোক প্রাপ্ত না হইয়াও যে প্রকার অসামান্য বুদ্ধি বিবেচনা এবং সরল স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবে বিস্তৃত বিষয় সম্পত্তি রক্ষা ও বৃদ্ধি করিতেছেন এবং সবিশেষ নৈপুণ্য সহকারে যেরূপ উদারভাবে জ্ঞান ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য অকাতরে সাহায্য করিতেছেন, তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত সুশিক্ষিত ধনসম্পদশালী ব্যক্তিগণের মধ্যেও সহসা পরিদৃষ্ট হয় না। তাঁহারদিগের মধ্যে যে দুই একজন পরলোক গমন করিয়াছেন, তাঁহারদিগের সুশিক্ষিত সুসভ্য উত্তরাধিকারীগণ ত্যক্ত সম্পত্তির কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হইয়া তাহার রক্ষণাদি বিষয়ে সহস্রাংশের একাংশও কার্য্যপটুতা প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না, বরং তাঁহারা বিলাস ও আমোদ-স্পৃহা চরিতার্থ করিতে গিয়া হতসর্ব্বস্ব হওত পথের ভিখারী হইয়া পড়িতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গের অসামান্য দান-গৌরব ও শোভনতম হিন্দুকীর্ত্তি সকল, যে বহুপরিমাণে কতিপয় আর্য্যমহিলাদিগের দ্বারা সুরক্ষিত হইতেছে, তাহা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কেবল স্বাধীন আহার বিহার এবং বিজাতীয় বেশভুষা প্রভৃতির দ্বারা প্রকৃত সভ্যতা প্রকাশ পায় না। আত্মার সংস্কারই প্রকৃত সভ্যতার চিহ্ন। জ্ঞানধর্ম্মের ও দয়াদাক্ষিণ্যের উৎকর্ষতাই যথার্থ জাতিগত উচ্চতার লক্ষণ।

আর্য্যসমাজে নারীকুলের যথাযোগ্য স্বাধীনতা থাকিলেও বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য রমণীগণের স্বেচ্ছাচারিতা দৃষ্টে অনেকেই হিন্দু অবলাগণকে কারারুদ্ধা বলিয়া বিবেচনা করেন এবং তাঁহারদিগকে কারামুক্ত করিবার জন্য উৎযোগী হইয়াছেন। ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসা, বিলাস-স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত পক্ষে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বস্তুতঃ হিন্দুমহিলাগণকে কারারুদ্ধা পরাধীনা বলিয়া বোধ হইবে না। দেশ কাল অবস্থা অনুসারে তাঁহারা প্রয়োজনমত স্বাধীনতা-সুখ নির্ব্বিবাদে সুসম্ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিলাস-কাননে প্রমোদ-উদ্যানে ক্রীড়া-ক্ষেত্রে প্রকাশ্য আপনে যাইবার জন্য অনুগতা সহচরী না হউন; আত্মীয়ভবনে দেবগৃহে তীর্থক্ষেত্রাদিতে গমনাগমন বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। গৃহকার্য্য সম্পাদনে তো একাধিপত্য চিরদিনই বর্ত্তমান রহিয়াছে; হিন্দুদিগের রাজ্যাধিকারকালে তাঁহারা ইহা অপেক্ষাও যে স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়াছেন, তাহারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়। আর্য্য রাজলক্ষ্মী যবনহস্তে যখন নিপতিতা হইলেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই নরনারীদিগের স্বাধীন ভাবও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে, ইহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। বর্ত্তমান ইংরাজ রাজত্বে যদিও যবনদিগের ন্যায় ততোধিক স্বেচ্ছাচারিতা ও নৃশংসতা পরিদৃষ্ট হয় না কিন্তু জেতা জিত, রাজা প্রজা প্রভৃতির মধ্যে বাহ্যত না হউক, কার্য্যত স্বত্ব অধিকার মান-মর্য্যাদা ও স্বাধীনতা বিষয়ে আলোক-অন্ধকার-সদৃশ প্রভেদ জাজ্জল্যমান রহিয়াছে। রাজবিধির তারতম্য না থাকুক কিন্তু দণ্ডাজ্ঞাবিধান বিষয়ে সবিশেষ তারতম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পিতা, স্বামী ও ভ্রাতা প্রভৃতিই কাল ও অবস্থাভেদে নারীদিগের প্রকৃত স্বাভাবিক রক্ষক বলিয়া আর্য্য-ব্যবস্থাশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অসম্ভাবিত

শারীরিক দৌর্ব্বল্য মানসিক নিস্তেজতা এবং আধ্যাত্মিক বলের হীনতা নিবন্ধন রক্ষকগণ আপনারাই আত্মরক্ষায় অসমর্থ ও অপটু হইয়া পড়িয়াছেন। একটু স্বাধীনতা প্রদর্শন করিতে গেলেই পাত্র বিশেষের নিকট অমনি প্রহৃত তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত এবং সময়বিশেষে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়া থাকেন। কলিকাতা-সদৃশ রাজধানীমধ্যেই দিবারাত্রি যখন মদোন্মত্ত স্বেচ্ছাচারী দেশ বিদেশীয় পুরুষগণের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতাই দৃষ্ট হয় না, প্রকাশ্য দিবালোকে বাষ্পীয় শকটে পূর্ণ মূল্য দিয়া গমনাগমন করিতে গিয়াও যখন মন্দপ্রকৃতি বিজাতীয়দিগের নিকট তুল্য অধিকার এবং মান ও সম্ভ্রম রক্ষা পায় না, তখন দিব্য-বেশভূষা-সম্পন্না যুবতী নারীদিগের স্বাভাবিক রক্ষক হইয়া স্বাধীন ভাবে ইতস্তত গমনাগমন করিতে গেলে যে পদে পদেই বিপন্ন হইতে হয়, তাহারও দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। পিতার সমক্ষে কন্যা, স্বামীর সন্নিধানে স্ত্রী, ভ্রাতার অভিমুখেই ভগিনী এমন কতশত স্থলে যে উপেক্ষিত ও উপহসিত হইয়া থাকেন, তাহা গণনা করা যায় না। শরীরের বল, মনের বীর্য্য, অর্থের অসঙ্গতি নিবন্ধন রক্ষকগণ, তাহার প্রতিবিধান করিতে অসমর্থ হইয়া হতমান হওত নির্লজ্জ ভাবে মূক সাক্ষীর ন্যায় কত স্থলে অবস্থান পূর্ব্বক দূরদর্শী দেশবিদেশীয় বিজ্ঞজনসন্নিধানে নিন্দিত ও লাঞ্ছিত হইয়া থাকেন। অন্য বীরপুরুষ তাঁহারদিগকে ও তাঁহারদিগের সঙ্গিনীগণকে রক্ষা করিলেন তো রক্ষিত হইল নতুবা দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকে না।

আমারদের হিন্দুসমাজ এখনও নারীকুলের স্বাধীন বিহারাদির প্রশ্রয় দানে সমধিক প্রস্তুত বা উন্নত হন নাই। যদিও শিক্ষিতদলের মধ্যে কতকগুলি যুবককে জ্ঞান-ধর্ম্ম-সমন্বিত সচ্চরিত্র ও সাধু বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু তাঁহারা শারীরিক বলবীর্য্য বিষয়ে এমনই হীন যে নারীরক্ষা দূরে থাকুক, উৎপাত উপদ্রবে তাঁহারা আত্মরক্ষায়ও সমধিক সুপটু ও সক্ষম নহেন। বিশেষতঃ বিজাতীয় শিক্ষা অনুকরণ প্রভৃতি দ্বারা সাধারণতঃ বর্ত্তমানের আর্য্য-সমাজ ধর্ম্মভাব বিষয়ে বিশেষ অবনত হইয়া পড়িয়াছেন। ভাবে বাক্যে এবং কার্য্যে কতক দূর অগ্রসর হইয়াছেন সত্য বটে কিন্তু স্বভাব প্রকৃতিতে এবং শক্তি সামর্থ্য ও ধর্ম্ম আচরণে ততদূর উন্নত হইতে পারেন নাই। বিজাতীয়দিগের কথা দূরে থাকুক, দেশীয় মহাপুরুষগণের নিকটেও দেশ কাল ও অবস্থা-ভেদে আর্য্যনারীগণ সম্মানিত বা প্রপূজিত না হইয়া বরং অনেক স্থলেই উপহসিত ও অবমানিত হইয়া যার পর নাই দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়া থাকেন। কেবল বেশ-বিন্যাসে, আহার ব্যবহারে, বাক্যালাপে সভ্যতা দেখাইলে কি হইবে, আত্মার সংস্কারেই প্রকৃত সভ্যতা। জনসমাজের ধর্ম্মভাবের উৎকর্ষতাই যথার্থ জাতিগত উচ্চতার লক্ষণ। হৃদয়ে ধর্ম্মভাব থাকিলেই মনুষ্য পাপাচরণে সঙ্কুচিত হয়। ঈশ্বরে অচলা ভক্তি থাকিলে এবং তাঁহার সত্তা সন্নিকর্ষ সকল অবস্থাতে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারিলেই তবে সে নরনারী চিন্তায় বাক্যে ও কার্য্যে বিশুদ্ধ থাকিতে পারে, তাহা হইলেই সমগ্র মনুষ্যজাতির প্রতি প্রকৃত ভ্রাতৃভাব সঞ্চার হওয়াই সম্ভবপর। পরলোকদৃষ্টি উজ্জ্বল থাকিলে তবেই মনুষ্য ইহলোকে পবিত্র সাধুজীবন বহন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমানে শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে অনেকেরই তাদৃশ ধর্ম্মভাব প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। অনেকেই নিত্য নিয়মে ধর্ম্মসাধন ও উপাসনালয়ে গমন করা বা কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যগত

বলিয়া পরিচয় দেওয়া প্রভৃতি অতি ঘৃণাকর ও লজ্জাকর বিবেচনা করিয়া থাকেন। অনেকেরই মুখে ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা, পূজার্চ্চনা করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। ঈশ্বরের অস্তিত্বে, আত্মা ও পরকালের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করা আজকাল উচ্চ শিক্ষার এবং অসামান্য পাণ্ডিত্যের লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং ইত্যাদি নানা কারণে যে বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মভাবের শৈথিল্য নিবন্ধন পশুভাব প্রভৃতি অধিকতর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাঁহা সকলেই প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিতেছেন। অথচ স্ত্রীস্বাধীনতার চিৎকারে চতুর্দ্দিক শব্দায়মান। হৃদয়ের উত্তেজনায় জ্ঞান-ধর্ম্ম-সমন্বিত অনেকানেক সাধু যুবা সরল ভাবে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রদানে অগ্রসর হইয়া বিলক্ষণ প্রতারিত হইয়াছেন এবং সবিশেষ শিক্ষা লাভ করত এখন তদ্বিষয় হইতে অপেক্ষাকৃত হস্ত সঙ্কোচ করিয়াছেন। বাহিরের দৃষ্টান্ত আচরণে এবং আভ্যন্তরিক কার্য্যকলাপ আলোচনা করিয়া ইহা দ্বারা বর্ত্তমান সময়ে সুফল লাভ হইতেছে কি না, বা ভবিষ্যতে প্রকৃত মঙ্গলের প্রত্যাশা করিতে পারা যায় কি না, বিজ্ঞ বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ব্যক্তিগণই তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। যাঁহারদের হৃদয়ে ধর্ম্মশাসন ও ধর্ম্মভাব নাই—লোকলজ্জার প্রতি যাঁহারা দৃক্‌পাৎ করেন না, অন্নপান বিষয়ে যাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন বা স্বেচ্ছাচারী, তাঁহারদিগের দ্বারা স্ত্রীরত্ন কতদূর সম্মান সমাদরে এবং বিশুদ্ধভাবে রক্ষিত সেবিত হইতে পারে, তাঁহা সহজে সকলেই অনুভব করিতে পারেন। তবে যদি কাশী-মৃত্যু-নিবন্ধন শিবত্ব-প্রাপ্তি-প্রবাদের ন্যায় কোন সভ্যতম জনপদে পদার্পণ করিলে বা কোন সভ্যজাতির ভাষায় লিখিতে পড়িতে বা বলিতে পারিলেই, অথবা সভ্যজাতীয় বেশভূষা ধারণ করিলেই যদি কোন নৈসর্গিক নিয়মে তাঁহারদিগের ইন্দ্রিয় সংযত বা দেবত্ব লাভ হয় এবং পরস্ত্রীকে জননীবৎ ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে সামর্থ্য জন্মে, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

বিজাতীয় নারীকুলের স্বাধীন বিহারাদি দেখিয়া ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসা বা বিলাস-ইচ্ছা পূর্ণ করিবার প্রত্যাশায়, যাঁহারা স্ত্রীস্বাধীনতার জন্য চিৎকার করিতেছেন, তাঁহারদিগকে অনুনয় সহকারে আমরা এই বলি যে অগ্রে তাঁহারা আপনাদিগকে কন্যা পত্নী ও ভগিনীর স্বাভাবিক সুযোগ্য রক্ষক রূপে প্রস্তুত করুন, পরে ইচ্ছা হয় তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিবেন। অগ্রে লোকসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মশাসন বিস্তার করিয়া পাপস্রোত মন্দীভূত করত বিচরণ-ভূমি পরিষ্কৃত ও নিষ্কণ্টক করুন, পরে যদি "শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা করেন তবে তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেন। কণ্টকাকীর্ণ অকর্ষিত ক্ষেত্রে বীজবপন করিলে যেমন কোন ফললাভ হয় না প্রত্যুত হত-সর্ব্বস্ব হইতে হয়, তেমনি যে সমাজে সুরা অপ্সরা, স্বেচ্ছাচার ও ব্যভিচারাদির দিন দিন আধিক্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ধর্ম্মভাব ও ঈশ্বর-চিন্তা-বিরহে যেখানে কেবল পশুবৃত্তি ও রাক্ষসভাব প্রবলতর বেগে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার মধ্যে অশিক্ষিতা বা অর্দ্ধশিক্ষিতা গৃহলক্ষ্মী সমভিব্যাহারে স্বাধীন বিহারে প্রবৃত্ত হইলে মঙ্গল কি অমঙ্গল সংঘটিত হইবে, তাহা তাঁহারাই স্থির চিত্তে আলোচনা করিয়া দেখুন। ঘোর দুর্দ্দমনীয়-হিংস্র-জন্তু-সমাকীর্ণ অরণ্যের মধ্যে দুর্ব্বল ভীরু নিরস্ত্র ব্যক্তিগণ গমন করিলে যাহা হয়, আমারদিগের প্রতিপদে সেই দুর্দ্দশা সংঘটিত হইতেছে। ইহার উপরে আবার অবলা সঙ্গিনীগণ সমভিব্যাহারে যাত্রা করিতে গেলে যে কি হইবে, তাহার চিন্তায় প্রবৃত্ত হইতে গেলে দশদিক শূন্য দেখিতে

হয়। প্রখর দিবালোকে, প্রকাশ্য রাজপথে গমন করিবার সময়ে কোন মদোন্মত্ত ব্যক্তিকে সন্দর্শন করিলে যখন বিংশতি হস্ত দূরে পলায়ন করিতে হয়; চক্ষুর সম্মুখে অন্যায়রূপে অন্য ব্যক্তিকে প্রহার বা তাহার যথাসর্ব্বস্ব সংহরণ করিতে দেখিয়াও যখন শরীরের বল ও মনের বীর্য্যের অভাবে সন্তাপাশ্রু মোচন করিতে করিতে পথান্তরে গমন করিতে হয়, বা তাহার হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়াও তৎপ্রতি বধির হইয়া থাকিতে হয়, এবং আত্মীয় স্বজনকে সহস্রবিধ অত্যাচার উপদ্রবে প্রপীড়িত দেখিয়াও যখন উপায় অভাবে নীরবে কালাতিপাত করিতে হয়; তখন যে আমরা কন্যা পত্নী বা ভগিনীগণের কেমন দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ সুযোগ্য রক্ষক, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে। আমারদিগের যে অধঃপতন হইতেছে, ইহাই যথেষ্ট। ইহার উপরে ভারতের গৌরবনিধি—স্পর্দ্ধাস্থল দেবপ্রকৃতি সাধ্বীসতী আর্য্যনারীদিগকে ধর্ম্মপথের সহগামিনী না করিয়া বিলাসসহচরী ও পাপ-ভাগিনী করিতে গেলে দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকিবে না। অতএব এই নীতিবাক্যটী সর্ব্বদা হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে পদার্পণ করাই উচিত। সমর্থশ্চেৎ সমাচর। প্রথমে যোগ্য হও তবে আশা করিও।

বেদান্ত-দর্শন।

পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।

"নন্ন জ্ঞানং নাম মানসী ক্রিয়া, ন, বৈলক্ষণ্যাৎ, ক্রিয়া হি নাম সা যত্র বস্তুস্বরূপনিরপেক্ষৈব চোদ্যতে পুরুষচিত্তব্যাপারাধীনা চ।"

(১) যদি বল ঐ ব্রহ্মজ্ঞানটিই জীবকৃত মানসিক ক্রিয়া, তাহাও যুক্ত নহে। কেন না ক্রিয়ার লক্ষণ ও ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ সম্পূর্ণ বিপরীত। বস্তুর স্বরূপ জানিবার অপেক্ষা না করিয়া কোন অলৌকিক ফললাভের নিমিত্তে যে ধ্যান, উপাসনা, সাধনারূপ মানসব্যাপার, তাহার নাম ক্রিয়া। তাহা বিধি বা বাসনা-বিহিত ক্রিয়ামাত্র। তাহা কর্ত্তৃতন্ত্র ও চিত্তব্যাপারাধীন। তাহা করা না করা পুরুষের আয়ত্তাধীন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান তাদৃশ লক্ষণ বিশিষ্ট নহে। তাহা আদৌ কর্ত্তৃতন্ত্রই নহে। কর্ত্তা তাহাকে জন্ম দিতে পারে না, বিধি অনুসারে সহস্র ক্রিয়া করিলেও তাহা উদিত হয় না, বাসনা তাহাকে প্রসব করিতে পারে না এবং সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, তড়িৎ তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। তাহা কর্ত্তা, করণ, ক্রিয়া ও কর্ম্মপদের অন্তর্গত নহে। তাহা সূর্য্যের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ, স্বয়ম্প্রকাশ। সূর্য্যের প্রকাশ যেমন সূর্য্যরূপ বস্তুতন্ত্র, মনুষ্যের বুদ্ধি জ্ঞান উপাসনা তাহা প্রকাশ করিতে পারে না, ব্রহ্মজ্ঞান সেইরূপ ব্রহ্মরূপ বস্তুতন্ত্র কিন্তু কদাপি কর্ত্তৃতন্ত্র নহে। তাহাকে করিতে না করিতে বা অন্যথা করিতে কেহই সমর্থ নহে। পঞ্চাগ্নি বিদ্যা নামে একটি বৈদিক ক্রিয়ার প্রকরণ আছে। তদনুসারে ক্রিয়া করিলে স্বর্গ লাভ হয়। তাহার ব্যবস্থা এই যে দ্যুলোক, পর্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ, এবং যোষিৎ এই পঞ্চ পদার্থকে অগ্নি ভাবিয়া পূজা করিতে হয়। সেই অলৌকিক অগ্নি যজমানকে প্রজাকামী পিতৃগণের স্বর্গে বহন করে। এস্থলে বেদান্তের বিচার এই যে ঐ সকল পদার্থকে যে অগ্নিবুদ্ধি তাহা কেবল বিধিজন্য এবং মানস ক্রিয়া মাত্র। তাহা পালন করা না করা পুরুষের ইচ্ছা। কিন্তু অগ্নিতে যে অগ্নি-বুদ্ধি তাহা কল্পনা বা অলৌকিক বিষয়ের ধ্যান নহে। তাহা প্রত্যক্ষ বিষয়। তাহা সিদ্ধবস্তু যে অগ্নি তাহারই অধীন জ্ঞান মাত্র। সে জ্ঞান বিধিজন্য নহে, এবং পুরুষের অধীন বা কর্ত্তৃতন্ত্র নহে। তাহা প্রত্যক্ষ বস্তু-

১ ক্রিয়ার লক্ষণ আর জ্ঞানের লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন।

পুরুষস্যানন্যশেষত্বাৎ” উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম ক্রিয়া প্রভৃতি অন্য কিছুর অঙ্গ নহেন।

“যোসাবুপনিষৎস্বেবাধিগতঃ পুরুষোঽসংসারী ব্রহ্ম” ইত্যাদি।

উপনিষৎ-বেদ্য যে ব্রহ্ম তিনিই অসংসারী। তিনি অপরিবর্ত্তনীয়। তিনি সর্ব্ব প্রকার দ্রব্য পদার্থ হইতে বিলক্ষণ। পঞ্চভূত, কাল, দিক্ এবং অন্তঃকরণ হইতে স্বতন্ত্র। তিনি ‘স্বপ্রকরণস্থঃ’ স্বয়ংসিদ্ধ এবং ‘অনন্যশেষঃ’ স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থাৎ ক্রিয়া প্রভৃতি তাঁহার সম্পূরক নহে। তিনি নাই একথা বলা অসম্ভব। কেননা তিনি অন্তরাত্মা রূপে সকলের মুখ্য আত্মা। তাঁহার অধিষ্ঠানে আত্মবোধ প্রকাশ পাইতেছে। তিনি নাই বলিলে আত্মা থাকে না। সুতরাং আত্মার আত্মারূপ পরম বস্তু যে ব্রহ্ম তাঁহাকে অস্বীকার করা অসম্ভব। যদি বল সেই পরমাত্মা অহংজ্ঞানের বিষয়, অহংজ্ঞান তাঁহাকে আমি রূপে প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং তিনি কিরূপে কেবল উপনিষদের অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিপাদ্য হইবেন? অহংজ্ঞানের কর্ত্তা ও কর্ম্মফলভোক্তা রূপে তিনি কেন কর্ম্মকাণ্ডেরও প্রতিপাদ্য হউন না? ইহার উত্তর এই যে এরূপ আপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে। পরমাত্মা অহংজ্ঞানের বিষয় বা কর্ত্তা বা অহং ইত্যাকার অভিমান বশতঃ কর্ম্মফলের ভোক্তা রূপে কথিত হন নাই। তিনি উপনিষদে “দ্বা সুপর্ণা” প্রভৃতি শ্রুতিতে কেবল অহংজ্ঞানের কর্ত্তা ও স্বকৃতকর্ম্মের ভোক্তাস্বরূপ জীবাত্মার সাক্ষীরূপে কথিত হইয়াছেন। অতএব অহংজ্ঞানের যিনি কর্ত্তা বা বিষয় তাঁহা হইতে সাক্ষী স্বরূপ পরমাত্মা পৃথক্।

“নহি অহংপ্রত্যয়বিষয়কর্ত্তৃব্যতিরেকেণ তৎসাক্ষী সর্ব্বভূতস্থএকঃ সমঃ কূটস্থনিত্যঃ পুরুষোবিধিকাণ্ডে তর্কসময়ে বা কেনচিদধিগতঃ সর্ব্বস্যাত্মা।”

কর্ম্মকাণ্ডে জীবাত্মাকেই কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাহাতে তদীয় সাক্ষীস্বরূপ, সর্ব্বভূতস্থ, এক, সর্ব্বত্রসমান, কূটস্থ নিত্য পুরুষকে নির্দ্দেশ করে না। অনুমানবাদী নৈয়ায়িকদিগের তর্কসময়েও তিনি তর্কের প্রাপনীয়রূপে প্রকাশ পান না। তিনি সকলের আত্মা। সুতরাং কেহ তাঁহাকে অস্বীকার করিতে পারে না। কেহ তাঁহাকে ক্রিয়া বা তর্কের বিষয়রূপে গ্রহণ করিতে পারে না। তিনি স্বয়ংসিদ্ধ। যে বলিবে তিনি নাই, তিনি তাহারই অন্তরাত্মা। তাঁহাকে ত্যাগ বা আহরণ করা সম্ভবে না। কেননা তিনি পরমাত্মা রূপে বিরাজিত আছেনই।

“সর্ব্বংহি বিনশ্যদ্বিকারজাতং পুরুষান্তং বিনশ্যতি, পুরুষোহি বিনাশহেত্বভাবাদবিনাশী বিক্রিয়াহেত্বভাবাচ্চ কূটস্থনিত্যঃ, অতএব নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ। তস্মাৎ পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ”

সর্ব্বপদার্থই প্রকৃতির পরিণাম। তৎসমস্তই বিনাশশীল। তাহারা সমুদায়ই বিনাশ পাইবে। অথবা প্রবাহরূপে জন্মমৃত্যুর অধীন হইবে। কিন্তু পরম পুরুষ স্বরূপ পরমাত্মা অবিনাশী। কারণ তাঁহাতে বিনাশের কোন কারণ বিদ্যমান নাই। তিনি একরূপে সদা স্থিত, কেননা তাঁহাতে পরিবর্ত্তনেরও কোন হেতু বর্ত্তমান নাই। অতএব তিনি কূটস্থ নিত্য। অন্যান্য পদার্থের ন্যায় বিনাশশীল বা পরিণামী নিত্য নহেন। তিনি নিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব। এতাবতা সেই পুরুষ হইতে কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। তিনিই পর্য্যবসান এবং

“গন্তৃণাং সর্ব্বগতিমতাং সংসারিণাং সা পরা প্রকৃষ্টা গতিঃ।”

গন্তৃদিগের অর্থাৎ সংসারিদিগের সম্বন্ধে তিনিই পরম গতি। তাঁহার ঊর্দ্ধে আর গতি নাই।

“‘তন্তৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীতি’ চোপনিষদত্ব

বিশেষণং পুরুষস্যোপনিষৎত্বেব প্রাধান্যেন প্রকাশমানত্বাদুপপদ্যতে।”

‘সেই উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য পুরুষকে জানিতে ইচ্ছা করি’ এই যে বেদবাণি, ইহা সেই পুরুষকে প্রাধান্য রূপে উপনিষদেরই অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ডেরই প্রতিপাদ্য বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। তিনি কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিপাদ্য হইতে পারেন না এবং কোন কর্ম্মাঙ্গরূপেও উপনিষদে প্রতিপাদিত হন নাই। তিনি উপনিষৎরূপ জ্ঞানকাণ্ডীয় বেদ-ভাগে সর্ব্বত্রই ভূতপুঙক্তি দিক্, কাল, কর্ত্তৃ, ভোক্তৃ, জীবাত্মা ও সর্ব্বসংসারের অতীত পুরুষ ও সাক্ষীরূপে কথিত হইয়াছেন।

“অতোবস্তুপরোবেদভাগোনাস্তীতি বচনং সাহস মাত্রং।”

অতএব ক্রিয়াবিধির অঙ্গ ব্যতীত বস্তুপর বেদভাগ নাই একথা বলা সাহস মাত্র।

ক্রমশঃ

নিশীথ-চিন্তা।

(৪৭০ সংখ্যক পত্রিকার ১০৮ পৃষ্ঠার পর।)

(৩১)

আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত এমন অনেক বিষয় রহিয়াছে যাহা আত্মার অমরত্বে, অনন্ত আধ্যাত্মিক জীবনের অস্তিত্বে বিশ্বাস উৎপাদন করে। আমি যে উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিতে পারি, ইহা আমাকে বলিয়া দেয় যে মৃত্যুর পর আমার জীবন আছে। এই যে চতুর্দ্দিকে অনন্ত আকাশ বিস্তৃত রহিয়াছে ইহা একবার নিরীক্ষণ করিলে আমি আমার অনন্ত জীবনে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি যত উন্নতি লাভ করি ততই যে আমার আরো উন্নতি লাভ করিবার ইচ্ছা করে ইহা আমাকে আমার অনন্ত জীবনের সম্বাদ দেয়। আমি যে কিছুতেই হৃদয়ে পূর্ণ শান্তি পাই না, আশানুরূপ সুখ পাই না, ইহা আমার অমরত্বে বিশ্বাস উদ্রেক করে। আমার যে কল্পনাশক্তি আছে, আমি যে অনন্ত কল্পনা-রাজ্যে ইচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে পারি, ইহা আমাকে আধ্যাত্মিক জগতের অস্তিত্বে আমার আধ্যাত্মিক জীবনের অস্তিত্বে প্রত্যয় জন্মাইয়া দেয়। আমি যে উচ্চ আশা করিতে পারি, ইহা আমাকে স্বর্গের সম্বাদ দেয়। আমি যে এক চক্ষুর অদৃশ্য দেবের পূজা করিতে পারি এবং তাঁহাকে প্রীতি করিতে পারি, ইহা আমার হৃদয়ে পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস উৎপাদন করে। সেই প্রেমই বলিয়া দেয় যে তাঁহার যে ভক্ত সে কখন বিনাশ পাইবে না।

(৩২)

আমাদের হৃদয়াকাশে ঈশ্বর-প্রেম সূর্য্যের ন্যায় এবং পার্থিব প্রেম সকল গ্রহ উপগ্রহের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে। সূর্য্যের আলোকে যেমন গ্রহ উপগ্রহ সকল আলোকিত, সেইরূপ ঈশ্বর-প্রেমের পবিত্র জ্যোতিতেই পার্থিব প্রেম সকল বিভাসিত। সূর্য্যালোকে বঞ্চিত হইলে যেমন গ্রহ উপগ্রহ সকল অন্ধকারময় হয়, তেমনি ব্রহ্ম-প্রেমালোক বিনা পার্থিব প্রেম সকল অপবিত্রতার অন্ধকারে আবৃত হয়। সূর্য্যালোকই যেমন গ্রহ উপগ্রহদিগের সৌন্দর্য্যের কারণ, তেমনি ব্রহ্মপ্রেম থাকিলেই পার্থিব-প্রেম সকল পবিত্র ও সুন্দর হয়। সূর্য্যালোক না পাইলে যেমন গ্রহ উপগ্রহগণ জীবন-শূন্য হয় তেমনি ব্রহ্মপ্রেম না থাকিলে পার্থিব প্রেম সকলের প্রকৃত জীবন থাকে না। সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে যেমন গ্রহ উপগ্রহ সকল পরস্পর প্রতিহত হইয়া সৌর জগতের মহাবিপ্লব উপস্থিত করে, সেইরূপ ঈশ্বরপ্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আমাদের পার্থিব প্রেম সকল মনোরাজ্যে মহাবিপ্লব উপস্থিত করে। সূর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট থাকিয়া গ্রহ উপগ্রহ সকল যেমন নিয়মিত থাকে, ঈশ্বরপ্রেমের অধীনে আমা-

দের পার্থিব প্রেম সকল সেইরূপ নিয়মিত থাকে।

(৩৩)

বুদ্ধি দ্বারা, বিচার দ্বারা, তর্ক দ্বারা ঈশ্বরকে প্রকৃত রূপে জানা যায় না। বিশ্বাস দ্বারা, প্রেম দ্বারা, ভক্তি দ্বারাই তাঁহাকে প্রকৃত রূপে জানা যায়। বহুকাল বুদ্ধিচালনা করিয়া আমরা ঈশ্বর-স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত করিতে পারি না, বিশ্বাস-বলে, প্রেম ও ভক্তির গুণে আমরা তাহা ক্ষণেকের মধ্যে স্থির করিতে পারি। ঈশ্বরের প্রতি যতই আমাদের প্রীতি ও ভক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি। ব্রহ্মপ্রীতির সহিত আমাদিগের ব্রহ্মজ্ঞানের উন্নতি হইতে থাকে। ঈশ্বর যতই আমাদের প্রিয়তর হয়েন, ততই তিনি আমাদের নিকটতর হয়েন। আবার যতই আমরা ঈশ্বরকে নিকটতর রূপে জানিতে পারি ততই তাঁহার মহত্ত্বে তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আমরা তাঁহাকে অধিকতর প্রেম অধিকতর ভক্তি করিতে থাকি। ব্রহ্ম-প্রীতি ভিন্ন উচ্চ ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না। ব্রহ্মপ্রীতির সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের এইরূপ সম্বন্ধ। ব্রহ্মপ্রীতিই উচ্চ ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তি-স্বরূপ।

(৩৪)

কেহ কেহ বলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম যে কোন কালে সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্ম হইবে তাহার কোন আশা নাই, কোন ভরসা নাই। আমরা বলি ইহার সম্পূর্ণ আশা আছে। পৃথিবীর ইতিহাসই আমাদের হৃদয়ে এই আশার উদ্রেক করিয়া দিতেছে। ইতিহাস প্রমাণ করিতেছে যে মানবজাতি যেমন জ্ঞানে উন্নতি লাভ করিতেছে তেমনি ধর্ম্মভাবেও ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। আমরা দেখিতেছি মানবজাতি ক্রমে ক্রমে একটি একটি করিয়া পুরাতন কুসংস্কার, পুরাতন ভ্রম বিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীরা স্বস্বধর্ম্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পৃথিবীর নানা স্থানে একেশ্বরবাদের প্রতি—ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি লোকের অনুরাগ জন্মিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে এ সকল চিহ্ন দেখিয়া আমরা এক কালে সমস্ত পৃথিবীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তৃত হইবার আশা করিতে পারি। প্রতি মানব-জীবনের ন্যায় সমগ্র মানবজাতি যদি ক্রমোন্নতি-নিয়মের অধীন হয় তাহা হইলে এক কালে মানবজাতি ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিতে সক্ষম হইবেই হইবে। যদি "সত্যমেব জয়তে" এই মহাবাক্য সত্য হয় তাহা হইলে এক কালে সমস্ত পৃথিবীতে সত্যপূর্ণ ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল-ব্যক্তির হৃদয়কে মুগ্ধ করিবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

(৩৫)

যে ব্যক্তির চরিত্র পাপবিবর্জ্জিত ও পবিত্র হয় নাই, যে ব্যক্তি ধর্ম্ম-নীতির বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া থাকে, সে হৃদয়ের সহিত ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারে না। পাপকার্য্যে যাহার মতি, পাপচিন্তার দিকে যাহার মন নিয়ত প্রধাবিত সে পুণ্যাধার ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনা করিবে কি রূপে? রিপুদল বশীভূত করিতে না পারিলে, অধম বাসনা নীচ কামনা সকল হৃদয় হইতে বিদূরিত করিতে না পারিলে, নিষ্পাপ হইতে না পারিলে কোন ব্যক্তি হৃদয়ের সহিত প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারে না। ধার্ম্মিক না হইলে প্রকৃত রূপে ব্রহ্মোপাসনা হয় না বটে, কিন্তু যে আবার অধার্ম্মিক সে, (হৃদয়ের সহিত ব্রহ্মোপাসনা দূরে থাকুক হে, কেন না হৃদয়ের সহিত ব্রহ্মোপাসনা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব,) মনঃসংযোগ পূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনা করিলে অথবা ঈশ্বরোপাসনায় যোগ দিলে তাহার মনে যে পবিত্রতার জ্যোতি প্রতিভাত হয়, ঈশ্বরের

প্রতি যে ভয় ও ভক্তি-ভাবের উদয় হয় তাহা ক্রমে তাহার চরিত্রকে সংশোধন করে। অপবিত্র হইয়া পাপী হইয়া এইরূপে ব্রহ্মোপাসনা করিতে করিতে ক্রমে তাহার আত্মায় পাপের অপবিত্রতার প্রতি ঘৃণা উপস্থিত হয় এবং ঈশ্বরের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত হইতে থাকে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ঐ ব্যক্তির চরিত্র বিশুদ্ধ হইয়া আইসে এবং সে হৃদয়ের সহিত ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারে। পবিত্র-চরিত্র না হইলে প্রকৃতরূপে হৃদয়ের সহিত ব্রহ্মোপাসনা করা যায় না, কিন্তু অপবিত্র হইয়া মনঃসংযোগ পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা করিতে করিতে চরিত্র পবিত্র হয় এবং হৃদয়ের সহিত ব্রহ্মোপাসনা করিতে শিক্ষা করা যায়। অতএব সকলের পক্ষেই ব্রহ্মোপাসনার ফল অতি মহান, অমূল্য।

(১৬)

ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের সহিত আমাদিগের অন্তবিশিষ্ট জ্ঞানের এতদূর প্রভেদ যে নানা বিষয় যাহা তাঁহার জ্ঞানানুসারে সম্পূর্ণ রূপে অনন্ত রূপে ন্যায়, আমাদের জ্ঞানে তাহা অন্যায় বলিয়া প্রতীতি হয়, যাহা তাঁহার জ্ঞানানুসারে অনন্ত দয়াপূর্ণ আমাদিগের জ্ঞানানুসারে তাহা নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

অর্থাৎ শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য।

চতুর্থ ব্যাখ্যান।

(বিগত সংখ্যক পত্রিকার ১৭৫ পৃষ্ঠার পর।)

চারি দিকে যাঁর, মহিমা অপার, চাও তাঁর দরশন ?
অন্তরে তোমার, সেই প্রেমাধার, বিরাজেন অনুক্ষণ।

অতুলন প্রেম যাঁর রূপ।
সৃষ্টি তাঁর হয় প্রতিরূপ।

তপন তারকা তারা, তাঁর প্রেম গায় তারা।
সরিৎ নির্ঝর বহে তাঁর প্রেম-সুধা-ধারা॥
বিকশিত ফুলকুল, তাঁর প্রেমে সদা হাসে।
আমোদিত করিতেছে তাঁহারই প্রেম বাসে॥
শিশির বৃষ্টির বিন্দু, তাঁর প্রেম-রসে ভরা।
শ্যামল-সুষমা ধরা তাঁর প্রেমে মনোহরা॥
অশনি গম্ভীর রবে তাঁরে করে সুঘোষিত।
তাঁর গুণ গান করে পাখী কিবা সুললিত॥
জননীর সুধা-স্নেহ, তিনি বিরাজিত তায়।
সতীর পবিত্র প্রেম, তাঁর প্রেম তাহে ভায়॥
প্রেমের বন্ধন—যাতে জগজন বিমোহিত।
প্রেমের সাগর তিনি করিছেন নিয়োজিত॥
সাধুর উদার প্রেম, বসুধা কুটুম্ব করে।
তাঁরি প্রেমে মজি সাধু,জানেনাকো আত্মপরে
পৃথিবীর সুধা যত তাঁর প্রেম হোতে হয়।
সুন্দর সৃষ্টিতে তাঁর মুখচ্ছবি প্রকাশয়॥

স্ফূর্ত্তি হয় প্রতি রূপ যাঁর।
আত্মধামে দেখ রূপ তাঁর॥

চেয়ে দেখ একবার আপন অন্তরে।
মোহন মূরতি তাঁর তথায় বিহরে॥
সত্য রূপ প্রেম রূপ অমৃত স্বরূপ।
অরূপ হইয়া তাঁর রূপ অপরূপ।
বাহিরে যদিও তিনি আছেন প্রকট।
কিন্তু নাহি হন তিনি তোমার নিকট॥
যদবধি নাহি দেখ আপন আত্মায়।
যেখানে তাঁহারে সদা যোগীগণ পায়॥
আত্মার নয়নে তাঁরে কর দরশন।
চরমের চক্ষু তাতে নাহি প্রয়োজন॥
শোন শোন তাঁর বাণী আত্মার শ্রবণে।
বাহিরের কর্ণে যাহা না যায় শ্রবণে॥
করহ তাঁহারে তুমি আত্মায় গ্রহণ।
হস্ত দ্বারা নাহি হয় যাঁহার স্পর্শন॥
স্বর্গীয় অমৃত তাঁর রসনা না পায়।
সদানন্দে ভোগ কর আপন আত্মায়॥
আত্মার রঞ্জন তাঁর রূপ মনোহর।
মধুর তাঁহার বাণী অমৃত-সাগর॥
স্নেহময় হয় কিবা তাঁর আবির্ভাব।
অনিমেষ চখে ভক্ত দেখে তাঁর ভাব॥
স্নেহভরে শিশু পানে মাতা অবিরত।
থাকেন চাহিয়া যেন হয়ে অবনত॥
হেন রূপে, বিশ্বমাতা পালেন আত্মায়।
কত যে করেন স্নেহ বলা নাহি যায়॥
নিরাসেন বিঘ্ন তাঁর কাছেতে থাকিয়া।
আনি দেন কত সুখ স্নেহেতে ভরিয়া॥
তোমাতে তাঁহাতে নাহি কিছু ব্যবধান।
কেহই নিকট নহে তাঁহার সমান॥

জগৎ সংসার তাঁর মলিন দর্পণ।
বিমল অন্তরে তাঁর সুন্দর দর্শন॥

আত্মাতে আছেন যে মহান্।
তাঁর বলে আত্মা বলীয়ান॥

রথ নাভি নেমিপরে বদ্ধ যথা অর।
তেমনি তাঁহাতে আছে সব চরাচর॥
তেমনি অধীন তাঁর জীবাত্মা নিচয়।
একমাত্র তিনি হন জীবের আশ্রয়॥
আপন শরীর মাঝে জীবাত্মা যেমন।
আত্মার অন্তরে বিভু থাকেন তেমন॥
দেখিয়া বৃক্ষের শাখা পত্র ফল ফুল।
মনে নাহি করে কেহ নাহি তার মূল॥
যদিও সে মূল হয় ধরায় নিহিত।
জ্ঞানের চক্ষেতে তাহা হয় প্রকাশিত॥
সে রূপ যখন দেখি আত্মা আপনার।
বুঝি এক জন হন তার মূলাধার॥
দেখে আপনার ক্ষুদ্র শক্তি ইচ্ছা জ্ঞান।
জানি যে আছেন এক পুরুষ প্রধান॥
যাঁর জ্ঞান শক্তি প্রেম অনন্ত অপার।
আত্মার যে কিছু বল কণামাত্র তাঁর॥
আত্মার ইচ্ছাটী হয় দীন হীন ক্ষীণ।
কিন্তু সে ইচ্ছাটী হলে তাঁহার অধীন॥
দেখিবে তাহার কত হইবে প্রসর।
তাঁর বলে করিবেক কার্য্য বহুতর॥
বিভু সাধিবারে কিবা মানবের হিত।
জড়েতে অদ্ভুত গুণ করেন নিহিত॥
তাঁর ইচ্ছা সেই গুণ জানিয়া মানব।
আপনার উপকারে নিয়োগে সে সব॥
সংযোগ বিয়োগ করি পদার্থ নিকর।
আপন মঙ্গল ইচ্ছা সাধিতেছে নর॥
তাড়িত সংবাদ আদি বাষ্প পোত-যান।
দুই ইচ্ছা যোগে সিদ্ধ ফল সুমহান্॥
ঈশ্বর ইচ্ছেন নর হবে জ্ঞানবান।
শারীরিক মানসিক তেজে গরীয়ান্॥
প্রকৃতির মর্ম্ম বুঝি করিয়া যতন।
সভ্যতার উচ্চ মঞ্চ করিবে গঠন॥
করিবেক ধর্ম্মচর্চ্চা নীতি সদাচার।
তাঁর নাম বিশ্বমাঝে করিবে প্রচার॥
তাঁহার ইচ্ছার সনে দাও তুমি যোগ।
হইবে তোমার কত কল্যাণ সম্ভোগ॥
আপন আত্মার প্রতি কর নিরীক্ষণ।
তিনি বিনা তৃপ্তি তাঁর হয় কি সাধন?
শ্রদ্ধা ভক্তি যত আছে তাঁরে যদি দাও।
প্রেমপুষ্প দিয়া যদি তাঁর পদ ছাও॥
তা হলে তোমার সুখ হইবে অপার।
তখন মানিবে ধন্য জন্ম আপনার॥
আত্মার অসীম আশা কে করে বর্দ্ধন?
তিনি বিনা সেই আশা কে করে পূরণ?
তিনিই আত্মারে দেন গভীর আশ্বাস।
হইবে তাঁহার সনে চির সহবাস॥
এখনি করহ সেই সহবাস স্বাদ।
পাপ তাপ দূরে যাবে ঘুচিবে বিষাদ॥
যখন ডাকিবে তাঁরে ওহে দীননাথ।
চাহি আমি তোমা সনে করিতে সাক্ষাৎ॥
মোচন করহ মোর সংসার-বন্ধন।
লও মোরে লও এবে তোমার সদন॥
দয়াময় শুনিবেন প্রার্থনা তোমার।
দিবেন হৃদয়ে দেখা তব বার বার॥
নাশিবেন কুটিলতা মলিন অজ্ঞান।
দিবেন তোমারে তিনি তাঁর দিব্য জ্ঞান॥
বলিবেন তিনি কত অমিয় বচন।
দিবেন তোমারে গুপ্ত স্বরগের ধন॥
বলিবেন লও তুমি তাঁহার আশ্রয়।
জীবন কাটিবে সুখে যাবে মৃত্যু-ভয়॥
তাঁর সনে আলাপন, তাঁর আরাধনা।
তাঁর কাছে দীন ভাবে একান্তে প্রার্থনা॥
করিবে যখন তুমি দেখিবে তখন।
জীবনের একমাত্র তিনি রসায়ণ॥
মজ তাঁর প্রেমে কর তাঁর সহবাস।
আশা কর সুধা তাঁর না হবে নিরাশ॥

ইতি চতুর্থ ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

১লা পৌষের তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

অন্তর্জগৎ কি করিব কল্পনা?

কি আশ্চর্য্য! লোকে এত দেখিয়াও শিখিল না। যুগে যুগে কত নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে যুগ পূর্ব্বে যাহা লোকের কল্পনাতীত ছিল; এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কত সত্য লুক্কায়িত হইয়া আছে তাহার সংখ্যা কে করিবে? মানুষ প্রত্যক্ষ দেখিতেছে জগতে নূতন সত্য প্রকাশ সম্ভব অথচ সময়ানুসারে তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া তাহার উপকারিতা সম্ভোগ করিতে পারে না। যে সত্য একবার আবিষ্কৃত হইয়াছিল অথচ কালচক্রে পুনরায় মানব চক্ষুর অগোচর হইয়াছে, মানুষ তাহাতে যে অবিশ্বাস করে ইহা অপেক্ষা মূর্খতা আর নাই। এই ভারতবর্ষে আর্য্য ঋষিগণ জ্ঞানবলে, তপস্যাবলে যোগবলে আধ্যাত্মিক জগতের যে সমুদয় সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন রাষ্ট্র বিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লবে ঋষিগণের তিরোধানে ও তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থাদির বিরল প্রচারের সহিত তাহা

ক্রমে ক্রমে লোকচক্ষুর অগোচর হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা অধ্যাত্ম জগতের যে সমুদয় সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে অবাক হইতে হয়। তাঁহারা সেই অদৃশ্য রাজ্যের মহান্ সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া জড় জগৎকে অতি অসার ও অপদার্থ জ্ঞানে ইহাকে সামান্য তৃণখণ্ডের ন্যায় অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন। আধ্যাত্মিক জগতের তুলনায় জড় জগৎ কি? আধ্যাত্মিক জগতের কয়েক পদ অগ্রসর হইলে জড় জগতের কত নিয়ম মানুষেরই আয়ত্তাধীন হইয়া যায়। ঐ যে ৪০ বৎসর হইল কয়েক জন কাঠুরিয়া সুন্দর বনে এক যোগীকে পাইয়া কলিকাতায় আনিয়াছিল, তাঁহার বিষয় একবার ভাবিয়া দেখ, তাঁহার কথা মিথ্যা নয়, গল্প নয়—এখনও কত লোক আছেন যাঁহারা তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। সেই যোগী উপবেশনাবস্থায় ছিলেন, বৃক্ষের মূলে তাঁহার পদদ্বয় জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। সে দেহে যে প্রাণ আছে এমন কেহ বুঝিত না। এই উনবিংশ শতাব্দীর গর্ব্বিত জ্ঞানালোককেই যাহারা সর্ব্ব প্রকার সত্য নির্দ্ধারণের এক মাত্র উপায় বলিয়া বিশ্বাস করে, এমন দুই নির্ব্বোধের হস্তে এই যোগী পতিত হন। চীৎকার করিয়া, আঘাত করিয়া তাঁহার হস্ত অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাঁহাকে চেতন করিতে অসমর্থ হইল, দুইবার রাত্রিকালে তাঁহার গলায় দড়ী দিয়া গঙ্গার গভীর জলে তাঁহাকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল তথাপি তাঁহার চেতনা সঞ্চার হইল না; অবশেষে এই শিক্ষিতাভিমানীগণ এক জন কলুষিতচরিত্রা রমণীকে এই যোগীর পবিত্র শরীরের উপর রাখিয়া দিল। যোগীর যোগ ভঙ্গ হইল। চেতনা পাইয়া তিনি ক্রোধান্বিত হইলেন না, তিনি খেদের সহিত বলিলেন 'কেন আমার যোগ ভঙ্গ করিলেন আমি আপনাদিগেরতো কোন ক্ষতি করি নাই।" তাহাকে নানা প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য খাওয়ান হইয়াছিল। যোগীর শরীরে তাহা সহিল না, যোগী মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। এই যে এক জন যোগীর কথা শুনিলাম তদ্দ্বারা আমরা কি শিক্ষা করিতেছি? মানুষকে পরমেশ্বর এমন ক্ষমতা দিয়াছেন যদ্দ্বারা সে ভৌতিক জগতের কোন কোন নিয়মাতিক্রান্ত হইয়া আধ্যাত্মিক জগতের মহাসুখে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে পারে। যোগীর আত্মা দেহকে তুচ্ছ করিয়া পরমাত্মাতে বিলীন হইয়াছিল। এই সকল যোগীগণ ঘোর রবে আমাদিগের নিকট সাক্ষী দিতেছেন এই জড়জগৎ ভিন্ন আরো জগৎ আছে, এই [illegible]জগতে অবস্থান করিয়াই আমরা সে জগতে গমন করিতে পারি, সে জগতে সুখে অবস্থান করিতে পারি। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে আমরা নাস্তিক সংশয়বাদী ও জড়বাদী হইয়া যাইতেছি, আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান সময়ের প্রচলিত ধর্ম্মশাসনে আমরা আকার ছাড়া যে নিরাকার জগৎ থাকিতে পারে তাহাতে বিশ্বাস করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি। সংসার, সংসার, সংসার এই সময়ের এই এক মাত্র চিৎকার; বিদ্যুতের বিবিধ গুণ আবিষ্কার কর, মানুষের পার্থিব সুখ সৌভাগ্য ও সুবিধার উন্নতি কর, বর্ত্তমান সময়ের এই এক মাত্র চেষ্টা। জড় জগতের উন্নতি সাধনে চেষ্টা কর সে ভাল, কিন্তু জড় জগৎ অপেক্ষা আমাদিগের ঘনিষ্টতর, নিকটতর, শ্রেষ্ঠতর যে আধ্যাত্মিক জগত তাহাকে ভুলিয়া যাইও না। শরীর ও শরীরের ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্ব্বস্ব জানিয়া যে তাহারই পদসেবায় দিবানিশি ব্যস্ত থাক, শরীর ও ইন্দ্রিয়ের বিকাশ জন্য যে দিবানিশি চেষ্টা করিয়া থাক, এ সকল কি আধ্যাত্মিক শক্তির তুলনায় হীন নহে? একটী কথা মনে রাখিও আর্য্য ঋষিগণ এক জন নন দুই জন নন শতসহস্র ঋষিগণ এই আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ ও উৎকর্ষে নিরাকার, ইন্দ্রিয়াতীত ঈশ্বরকে জীবন্ত জাগ্রত ও জ্বলন্তরূপে সর্ব্বত্র দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাকে সর্ব্বত্র বিদ্যমান দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বিজ্ঞানবিদ্‌গণ ঈশ্বরকে ত উড়াইয়া অনেক দিন দিয়াছেন, এখন তাঁহারা নিজে আছেন কি না তাহার তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া এই গভীর সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে আত্মা নাই, আমরা জড়যন্ত্র মাত্র। তাঁহারা যোগীদিগের ন্যায় যদি আত্মাদ্বারা আত্মাকে ও পরমাত্মাকে দর্শন করিতে পারিতেন তাহা হইলে আর এ প্রকার মহাভ্রমে পতিত হইতেন না। আমরা এমন মূর্খ যে, প্রাচীন পিতৃপিতামহাদির সাক্ষীতে অশ্রদ্ধা করিয়া সে দিনের বালকবৎ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌দিগের পদানুসরণ করিয়া বলিতেছি, আত্মা নাই, পরমাত্মা নাই, সকলই জড়যন্ত্র। ঈশ্বর-কৃপাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে অন্য প্রকার শিক্ষা দিতেছেন। ব্রাহ্মগণ আধ্যাত্মিক জগতের সত্তায় বিশ্বাস করিয়া দিন দিন আধ্যাত্মিক জগতের নূতন সত্য সন্দর্শন করিতেছেন। এমন দিন ঈশ্বরের কৃপাতে আসিবে এবং তাহার পূর্ব্ব চিহ্ন সমুদয় এখনই প্রকাশিত হইতেছে, যে দিনে মানবমণ্ডলী জড়জগৎ অপেক্ষাও উজ্জ্বলরূপে আধ্যাত্মিক জগতের সত্তায় বিশ্বাস করিবে। যে নাস্তিকতা ও সংশয়বাদ দেখিয়া লোকের প্রাণ ভীত হইতেছে, আধ্যাত্মিক জগতের সে নূতন ঘটনা দেখিয়া সে ভয় কাটিয়া যাইবে। আস্তিকতা ও ধর্ম্ম জয়যুক্ত হইবে।

দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি

২১ মাঘ, মঙ্গলবার—অদ্য ইংরাজী সম্বাদপত্রে Trades Association সভার খানার বক্তৃতা পাঠ করি। সে গুলি অতি ঔৎসুক্যজনক ও উৎকৃষ্ট। ইংরাজের প্রাণ যেমন আহারের পর খুলে এমন অন্য সময়ে নহে।

২২ মাঘ, বুধবার—অদ্য সন্ধ্যার সময়ে শিক্ষকদিগের বাসায় যাই তথায় উত্তম বিষয়ে কথোপকথন ও গল্প হয়। অ, বাবু গল্প করিতে বিলক্ষণ পটু। গল্প গুচাইয়া করার জন্য বিশেষ পটুতা চাই। বলিবার দোষে গল্প খারাব হইয়া যায়।

২৩ মাঘ, বৃহস্পতিবার—অদ্য ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট বান্ধববর শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্তের প্রণীত "শ্রীকৃষ্ণসংহিতা" পাঠ করি। এই গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকর্ত্তা আমাদিগের পুরাণ হইতে সত্য পুরাবৃত্ত উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ও ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। এই চেষ্টা অতীব প্রশংসাযোগ্য। আমার বিশ্বাস এক একটি বৃক্ষ যেমন একটা এরূপ লতায় পরিবেষ্টিত থাকে যে নিজ বৃক্ষকে দেখা যায় না সেইরূপ আমাদিগের পুরাণে সত্যপুরাবৃত্ত রূপক-লতা-পুঞ্জ দ্বারা আবৃত আছে। সেই লতা ছাড়াইয়া সত্য পুরাবৃত্তে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কেদার বাবু পূর্ব্বে ইউনিটেরিয়ান ছিলেন। এক্ষণে একান্ত বিশ্বাসের বাধ্য হইয়া চৈতন্যমতাবলম্বী হইয়াছেন। যিনি একান্ত বিশ্বাসের বাধ্য হইয়া আপনার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করেন তিনি সম্মানের উপযুক্ত। আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল লর্ড রিপন এজন্য যথেষ্ট সম্মানযোগ্য।

২৬ মাঘ, রবিবার—অদ্য অপরাহ্নে স্কুল গৃহে কথোপকথন সভা হয়। আমি কথোপকথনের সাহায্য স্বরূপ তাহার পূর্ব্বে হিন্দুজাতির ঐক্য সাধন বিষয়ে বলি। আমি ধর্ম্ম বিষয়ে ঐক্য সাধন, রাজনৈতিক বিষয়ের ঐক্য সাধন এবং সামাজিক বিষয়ের ঐক্য সাধন বিষয়ে বলি। ধর্ম্ম বিষয়ের ঐক্য সাধন বিষয়ে বলি যে কতিপয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রচলিত সংশয়বাদ সাধারণ ধর্ম্ম হইতে পারে না। উহা ধর্ম্ম নহে। একটি ধর্ম্ম আবশ্যক। হিন্দুসমাজের কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা। হিন্দুসমাজের বিদ্বান লোক ব্রাহ্ম হইতে ও অবিদ্বান লোক পৌত্তলিক থাকিতে পারে কিন্তু দুই শ্রেণীই হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ে ঐক্য রক্ষা করিতে পারেন। বস্তুতঃ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও সাকারউপাসনা উভয়ই হিন্দু ধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুদিগের সার ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বিষয়ে ঐক্য সকল ঐক্য স্থাপনের মূল। কতকগুলি ব্রাহ্ম যে আপনাদিগকে হিন্দু বলেন না ইহা আমাদিগের দেশের সম্বন্ধে একটি মহা বিপদ জ্ঞানকরা কর্ত্তব্য। সামাজিক ঐক্য সাধন বিষয়ে বলি যে আমাদিগের মধ্য হইতে প্রদেশীয় বিদ্বেষ ভাব দূরীকৃত হওয়া কর্ত্তব্য। ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয় যে বাঙ্গালী হিন্দুস্থানীকে, হিন্দুস্থানী বাঙ্গালীকে, এমন কি বঙ্গদেশের এক অংশের লোক আর এক অংশের লোককে যেমন বিক্রমপুরের লোক ময়মনসিংহের লোককে কলিকাতার লোক মেদিনীপুরের লোককে ঘৃণা করে। এই বিদ্বেষভাব তিরোহিত হইয়া প্রীতিভাব সঞ্চারিত হওয়া কর্ত্তব্য। এই প্রীতিভাবের সঞ্চারের প্রথম উপায় পরস্পরের মানসিক অভাব পরস্পরের দ্বারা মোচন করা এবং দ্বিতীয় উপায় উদ্বাহবন্ধনে বদ্ধ হওয়া। বাঙ্গালী জাতির দুর্ব্বলতা হিন্দুস্থানীর বলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ দ্বারা নিরাকৃত ও হিন্দুস্থানীর নিশ্চেষ্টতা ও আন্দোলন-প্রিয়তার অভাব বাঙ্গালীর আন্দোলন-প্রিয়তার (বাঙ্গালী অতি হুজুকে জাতি) দ্বারা নিরাকৃত হইতে পারে। হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ ও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ এবং হিন্দুস্থানী লালা ও বাঙ্গালী কায়স্থের মধ্যে বিবাহ হওয়া কর্ত্তব্য। এই প্রকার অসবর্ণ বিবাহ অত্যন্ত প্রার্থনীয়। হিন্দু জাতির ঐক্য সাধনের অমূল্য ফল ক্রমে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ। এই বিষয় বলিয়া বক্তৃতা সমাপন করি। *

২৯ মাঘ, বুধবার—অদ্য প্রাতে ধাড়ওয়া নদীর দিকে বেড়াইতে যাই। অদ্য মধ্যাহ্ন সময়ে অ বাবু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। তাঁহার সহিত "Pantheism" অর্থাৎ অদ্বৈতবাদ বিষয়ে কথোপকথন হয়। আমি বলিলাম যে আমি নিজে "Pantheist" নহি, তথাপি এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে "Pantheismকে" আমরা এত ভয় করি কেন? যেন ষাঁড় গুঁতুতে আসিতেছে। যদি "Pantheism" সত্য হয় তবে কেন আমরা "Pantheist" হইব না? খ্রীষ্টিয়ান মিসনরিরা আমাদিগের মধ্যে এই ভয়ের প্রথম সঞ্চার করেন কিন্তু বাইবলেও তাঁহারা যাহা "Pantheism" বলেন তাহা আছে। "In Him we live, move and have our being." "Who filleth all in all"। এইরূপ "Pantheism"এ এবং আমাদিগের উপনিষদের "Pantheism"এ আমার বিশ্বাস আছে কিন্তু বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদে আমার বিশ্বাস নাই।

২ ফাল্গুন, শুক্রবার—অদ্য সন্ধ্যার সময় প্রধান শিক্ষকের বাসায় যাই। সেই খানে অনেক বাবুর সঙ্গে দেখা হয়। ইহাঁরা প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এই খানে জমেন। ইহার মধ্যে পূর্ব্বে অনেকে ব্রাহ্ম ছিলেন। যাঁহারা পূর্ব্বে ব্রাহ্ম ছিলেন এক্ষণে ব্রাহ্ম নহেন তাঁহারদিগকে আমি ফেরার ব্রাহ্ম বলিয়া থাকি। অ বাবু পরলোকগত কাশীশ্বর মিত্রের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অ, বাবুর বাটী চুঁচুড়া। কাশীশ্বর বাবু তখন হুগলির সদরআলা ছিলেন। অ, বাবু বলিলেন তিনি সকল সমাজে যাইতেন কিন্তু কখন চক্ষু মুদ্রিত করেন নাই। চ, বাবু বলিলেন যে তিনি পাটনায় বাবু ঈশানচন্দ্র সিংহের ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য ছিলেন। শ্যা, বাবু বলিলেন যে তিনি কেশব বাবুর সংকীর্ত্তনে বাহির হইতেন ও দুই একবার উৎসব দিবসে উপবাসও করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম যে বঙ্গদেশে প্রায় এমন কৃতবিদ্য ব্যক্তি নাই ব্রাহ্মসমাজের সহিত যাঁহাদিগের কখন না কখন এক

---

* এই বক্তৃতার মর্ম্ম ৫১ ব্রাহ্ম সম্বতের জ্যৈষ্ঠ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে হিন্দু জাতির ঐক্য সাধন বিষয়ক প্রস্তাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

সময় সংগ্রহ না ছিল কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে সে সংগ্রহ স্থায়ী হয় না।

৪ ফাল্গুন, রবিবার—অদ্য দুই প্রহর তিনটার সময় প্রধান শিক্ষকের গৃহে কথোপকথন সভা হয়। তাহাতে Pope's Essay on Criticism হইতে কিয়দংশ Dryden's Alexandder's Feast সম্পূর্ণ এবং Shakespeare's Macbeth খানিক পাঠ করি। আমারদিগের শিক্ষক পুরাতন হিন্দু কলেজের Captn Richardson যেমন এই সকল কবিতা পাঠ করিতেন সেই রূপ পাঠ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিলাম। Captn Richardsonকে স্মরণ হইলে মন কি উদ্বেলিত হয়। অমন ইংরাজী কবিতা পাঠক ও ব্যাখ্যাতা ও অমন অমায়িক লোক আমরা কখন দেখি নাই। সভায় হুগলির একটি উকিল উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন যে কৃতবিদ্য লোকের মধ্যে ছয় আনা সংশয়বাদী ও দশ আনার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে কিন্তু সে বিশ্বাস অবিশ্বাস মাত্র। মুসলমানদিগের মধ্যে নিরূপিত সময়ে নমাজ প্রথা থাকাতে তাহাদিগের মধ্যে কেমন একটি ধর্ম্মবন্ধন আছে, এরূপ ধর্ম্মবন্ধন আমাদিগের মধ্যে না থাকা কি দুঃখের বিষয়। কি প্রকারে ধর্ম্মবন্ধন হইতে পারে ইহা ভাবিয়া আমি আকুল। আমি বলিলাম যে উপাসনা প্রণালী ও ধর্ম্মবন্ধনের অন্যান্য উপায় আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা নির্দ্দেশিত হইয়াছে তাহা অবলম্বন করিলেই হয়। অদ্য বৃষ্টি হয়। কর্ণ রোগ বৃদ্ধি পাইতেছে। দক্ষিণ কর্ণে কিছু শুনিতে পাই না। এক মাস হইল পুনর্ব্বার কর্ণরোগ হইয়াছে।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ...	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব ...	৵০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম ১ ম ও ২ য় খণ্ড	৶০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড ...	/০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত ...	।০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	৶০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	৶০
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা ...	।০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ...	৶০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৴১০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	॥০
তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ ...	৸০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ...	॥০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা দ্বিতীয় ভাগ ...	॥০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	১৲
অধিকারতত্ত্ব	।০
হিন্দুধর্ম্মনীতি	॥০
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা	৶১০
তত্ত্বপ্রকাশ	/১০
ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা	/১৫
ব্রহ্মোপাসনা	৴১০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	৴১০
ধর্ম্ম-শিক্ষা	/০
প্রবচন সংগ্রহ	৴১৫
ব্রহ্ম-সঙ্গীত চতুর্থ ভাগ ...	/০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত পঞ্চম ভাগ ...	/
সঙ্গীতমুক্তাবলি ১।২ ভাগ একত্রে ...	৶০
সঙ্গীত মুক্তাবলি তৃতীয় ভাগ ...	৶০
কুমারশিক্ষা	৶০
প্রশ্নমঞ্জরী	।০
উদ্বোধনাঞ্জলি	৴১০
প্রভাত-কুসুম	৶১০
ধর্ম্মদীক্ষা	৴১০
ব্রহ্মসাধন	/০
ব্রহ্মজ্ঞানসূত্র তাৎপর্য্য সহিত ...	/১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড ...	৴১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড ...	/০
ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জন-সমাজের সম্বন্ধ ...	৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব	৴১০
উপদেশ	৴৫
দুর্গোৎসব	৴১০
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৴১০
সঙ্গীত মঞ্জরী	/০

	Rs	As	P.
Ontology	1	”	”
Hindoo Theism	”	”	6
Theist's Prayer Book	”	”	6
Signs of the Times	”	”	6

		As.	
Doctrine of Christian Resurrection	”	1	”
Physiology of Idolatry	”	1	”
Miracles or the Weak Points of Revealed Religion	”	4	

নির্দ্ধারিত সিকি মূল্য।

মাঘোৎসব	।০
দশোপদেশ	৶১০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) ...	/০
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি	৶০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৴১০

১৭৬৯ শক অবধি ১৮০২ শক পর্য্যন্ত (১৭৭০, ১৭৭৪, ১৭৮০ এবং ১৭৮১ শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায়ের প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান এক এক খণ্ড ২॥০ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইবে।

নির্দ্ধারিত মূল্যের পুস্তক সকল অন্যূন দশ টাকার ক্রয় করিলে শতকরা ১২॥০ টাকার হিসাবে কমিসন দেওয়া হইবে।

বিজ্ঞাপন।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস তাঁহার কর্ম্ম হইতে অবসর লওয়ায় তাঁহার স্থানে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। সমাজের টাকা প্রভৃতি যিনি যাহা পাঠাইবেন তাহা এখন প্রসন্নকুমার বিশ্বাসের নামে না পাঠাইয়া হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নামে পাঠাইবেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

নূতন পুস্তক।

"বিবিধপ্রবন্ধ" (নব প্রকাশিত) শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রণীত মূল্য ১ এক টাকা।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় "শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ" শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।
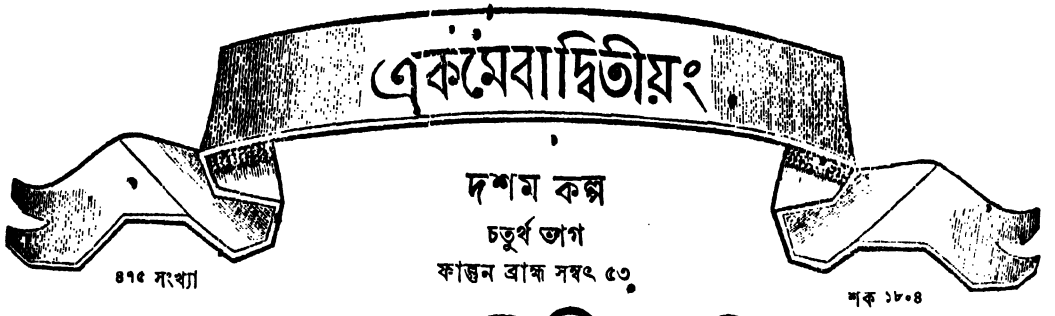
Registerd NO 52.

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ত্রিপঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ।

৫৩ ব্রাহ্ম সম্বৎ ১১ মাঘ মঙ্গলবার।

প্রাতঃকাল।

উদ্বোধন।

যিনি নিখিল জগতের অধীশ্বর, যিনি আমাদিগের পিতা মাতা সর্ব্বসুখদাতা, যিনি প্রতি নিমেষে অজস্র ধারে করুণা বর্ষণ করিয়া আমাদিগকে নিয়ত রক্ষণ ও পালন করিতেছেন যিনি আমাদিগের প্রত্যেকের গৃহ-দেবতা, আত্মার স্বামী, যিনি প্রতিজনের আত্মাতে সমাসীন থাকিয়া তাহাকে তাঁহার অমৃতময় মঙ্গলময় পথে আকর্ষণ করিতেছেন—যিনি প্রতি আত্মাকে এমন করিয়া তাঁহার প্রেম-সুধা বিতরণ করিতেছেন—এমন করিয়া প্রতি আত্মার মোহান্ধকার নিরসন করিতেছেন যে জগতে সেই আত্মাটীই যেন তাঁহার এক মাত্র যত্নের ধন—যিনি আত্মার রসস্বরূপ তৃপ্তি-হেতু—যিনি ভিন্ন আত্মার প্রেম-ক্ষুধা কখনই পরিতৃপ্ত হয় না—যিনি "এখনো যেমন আমাদিগের পিতামাতা অনন্তকাল পর্য্যন্ত আমাদিগের পিতা মাতা থাকিবেন", আমরা সেই প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, অশেষ মঙ্গলালয়, পরমেশ্বরের পূজা করিতে সম্বৎসর পরে এখানে সকলে সমবেত হইয়াছি। আইস সকলে মিলিয়া হৃদয়-থাল ভরিয়া ভক্তি-পুষ্প-হার তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়া জীবন সার্থক করি।

পাতুরেঘাটা নিবাসি

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

উপদেশ।

অদ্য ব্রাহ্মসমাজ ত্রিপঞ্চাশৎ বর্ষ অতিক্রম করিয়া চতুঃপঞ্চাশৎ বর্ষে পদনিক্ষেপ করিতেছে। ইহা দেখিয়া কি আমাদিগের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছে না? এই ত্রিপঞ্চাশৎ বর্ষ মধ্যে ইহার শাখা প্রশাখা বিস্তার ও কার্য্য-ফল দেখিয়া আমাদের সে আনন্দ কি দ্বিগুণিত ও চতুর্গুণিত হইতেছে না? কয়েক বৎসর যাবৎ ব্রাহ্মসমাজ বঙ্গ-দেশের চতুঃসীমা মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, কিন্তু ঈশ্বর-প্রসাদে ইহা এক্ষণে শুদ্ধ বঙ্গ-দেশে নয়, ভারতের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইতেছে। এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত ও পরব্রহ্মের বিশুদ্ধ উপাসনা প্রচলিত হই-

তেছে। এক্ষণে শত শত নর নারী ইহারই কল্যাণে বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার অনুষ্ঠান পরম্পরা অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব জন্ম সফল করিতেছেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নহে। সকলের পরমারাধ্য এক মাত্র পরমেশ্বরের উপাসনা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন এই দুইটীই ইহার প্রধান অঙ্গ। যাহাতে মানবকুল শারীরিক ও মানসিক তেজে বলীয়ান্, জ্ঞান ও ধর্ম্মে গরীয়ান্ হয়, কি রাজনৈতিক কি সামাজিক কি আধ্যাত্মিক সকল প্রকার উন্নতি সংসাধন করিতে পারে, ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মহৎ উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রভাবে একদিন ভারতের বিভিন্ন জাতি সমূহ একসূত্রে মিলিত হইয়া ভারতভূমির মঙ্গলকল্পে বদ্ধপরিকর হইবে, এই ধর্ম্ম কালে ভারত-দুঃখ-রজনীর তরুণ-বিভাকর-সদৃশ হইয়া জ্ঞান ধর্ম্ম স্বাধীনতা প্রভৃতি দেশময় বিকীর্ণ করিবে এ আশা দুরাশা নহে।

> ধর্ম্মমেঘমিমংপ্রাহুঃ * * *
> বর্ষত্যেষ যতোধর্ম্মামৃতধারাঃ সহস্রশঃ॥

ব্রাহ্মসমাজ ভারতাকাশে বর্ষাকালীন মেঘসদৃশ উদিত হইয়া সহস্রধারে ব্রাহ্মধর্ম্মামৃত বর্ষণ করিতেছে। যিনি এতদ্দেশে এই অশেষ কল্যাণের নিদান পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ রোপণ করেন সেই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে অদ্যকার উৎসবে একবার কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে স্মরণ করি। রাজা রামমোহন রায় স্বীয় জন্মভূমির দুঃখ দারিদ্র্য দূর ও শ্রী সৌভাগ্য সমুন্নতি জন্য যে যে কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে এই মাঘের একাদশ দিবসে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন একটী প্রধান। তাঁহার কীর্ত্তি শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় দিন দিন প্রবর্দ্ধমান হইতেছে। ইহার বিমল কিরণ চতুর্দ্দিক আলোকিত করিতেছে। সেই মহাত্মার মহৎ দৃষ্টান্ত লোকের অনুকরণীয় হইয়া রহিয়াছে। কবে তাঁহার সদৃশ উন্নতমনা জ্ঞানগম্ভীর প্রতিভা-সম্পন্ন লোক বহুল পরিমাণে এ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল করিবে!

কি নিমিত্ত এই ১১ মাঘের পবিত্র মহোৎসব? তাহা এই জন্য যে আমরা অদ্য এখানে আসিয়া করুণাময় পরমেশ্বরকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রীতি ও ভক্তি উপহার প্রদান করি, আমাদিগের হৃদয়-ধামে একটী সরোবর খনন করিয়া তাহাতে তাঁহার অমৃতবারি এরূপে সঞ্চিত করিয়া রাখি যে সম্বৎসর কাল—চিরজীবন তাহা আমাদিগের উপজীব্য হইবে, এমত দৃঢ় বন্ধনে তাঁহার সহিত সংযুক্ত হই যে সংসারের ধন মান প্রভৃতি কিছুতেই সে বন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ হইবে না। অদ্য যেন আমরা এখানে প্রতীতি করি যে তাঁহাকে সম্ভোগ করাই আমাদিগের জীবন ও তাঁহা হইতে বিচ্যুতি ও সংসারাসক্তিই আমাদিগের মৃত্যু। অদ্য যেন তিনি আমাদিগকে এমত বিশ্বাস প্রদান করেন, যে তাঁহা ছাড়া যে জীবন তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহা ঘন বিষাদে পরিপূর্ণ। আমরা এখানে তাঁহাকে পাইলেই জীবনের চূড়ান্ত সম্পদ প্রাপ্ত হই।

> যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
> যস্মিন্ স্থিতোন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

যাঁহাকে লাভ করিলে অপর যে কোন বস্তুর লাভ তাহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাঁহাকে লাভ কর, তাঁহাতে নির্ভয়ে স্থিতি কর, সংসারের ঘোরতর দুঃখও তোমাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইবে না।

যাঁহার উদার সদাব্রত আমরা অবিরত ভোগ করিতেছি যাঁহা হইতে আমাদিগের জীবন ধন সুখ সম্পদ, অদ্য হইতে তাঁহাকে ছাড়িয়া যেন আর জীবন যাপন না করি,

তাঁহাকে যেন অনুতাপ ও ক্রন্দন সহকারে বলি যে "বিষয়-মায়া-জালে রহিব না ভুলে আর", প্রাণের সহিত তাঁহার নিকট অদ্য প্রতিজ্ঞা করি যে আজ অবধি "হৃদয়ে রাখি দিব তোমায় ধন প্রাণ দেহ মন সব দিব তোমারে।"

হা! তাঁহার প্রেম দয়া স্মরণ করিলে তাঁহাকে প্রীতি করিতে তাঁহার প্রতি আত্মসমর্পণ করিতে কি মনে প্রবৃত্তি হয় না?

এষাস্যপরমানন্দঃ।

তিনি অজস্র প্রীতি সহকারে আমাদিগকে কতই আনন্দ প্রদান করিতেছেন। তিনি প্রেম-সমুদ্র। তাঁহার প্রেম তাঁহার করুণা তাঁহার স্নেহ বাক্য ও মনে ধারণা করা যায় না। তিনি নিয়তই আমাদিগকে প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, প্রতিনিয়ত আমাদিগের যথার্থ মঙ্গল বিধান করিতেছেন, তাঁহার অমৃতময় পথে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি আমাদিগের করুণাময় পিতা, স্নেহময়ী জননী। আমরা তাঁহার স্নেহ কি বুঝিতে পারিব? অবোধ শিশু পার্থিব মাতার স্নেহ কি বুঝিতে পারে? তিনি পার্থিব পিতা মাতার মনে যে আশ্চর্য্য প্রেম ও স্নেহ প্রেরণ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা তাঁহার অপার গম্ভীর সুকুমার প্রেম ও স্নেহের কণামাত্র উপলব্ধি করিতে পারি। রসোবৈ সঃ তিনি রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু। বিষয়-সুখে আত্মা প্রকৃত তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না, তিনিই তাহার তৃপ্তির স্থল। তাঁহার প্রেম অনুভব করিয়া তাঁহাকে প্রেম-দৃষ্টিতে দেখিয়া যখন আমরা তাঁহার প্রিয় কার্য্যে রত থাকি, তখনই আমরা প্রকৃত জীবন লাভ করি, তখনই পরম তৃপ্তি, পরম আনন্দ, পরম সম্পদ, পরম শান্তি সম্ভোগ করি। তিনি আমাদিগের জীবনের জীবন, জীবনের রসায়ন। তাঁহাকে না পাইলে জীবন অর্থশূন্য নীরস অন্ধকারময় হইয়া যায়। তিনি চিরন্তন ধন সাংসারিক যে কিছু ধন সম্পত্তিতে আমরা এত মমতা করি, সে সমুদায়ের সহিত আমরা এককালে বিচ্ছিন্ন হইব কিন্তু তাঁহার সহিত আমাদের যোগ চিরকালই নিবদ্ধ রহিবে। আমরা যত তাঁহাকে উপার্জ্জন করিব, তাঁহার আনন্দ-প্রেম-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে অভ্যাস করিব, ততই তিনি আমাদিগের প্রতি জনের আপনার আপনার হৃদয়ের প্রাণের অমূল্য ধন হইবেন। তিনি আমাদিগের চিরকালের সম্বল। আমরা যদি এখানে তাঁহাতে নির্ভর করিয়া তাঁহাতেই অবস্থিতি করি, তবে পরলোকেও তাঁহাতে অবস্থান করিতে পারিব। মৃত্যু সময়ে আর সমুদয় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, কিন্তু আমরা তাঁহাকে লইয়া পরলোকে প্রবেশ করিব ও তাঁহাকে অনন্ত কাল উপভোগ করিব। তিনি বিপদ্-ভঞ্জন অভয়-দাতা। মাতা যেমন সন্তানকে কখনই গরল প্রদান করিতে পারেন না, সেইরূপ তিনি আমাদিগকে কখনই বিনাশ করেন না। পাছে আমরা বিপদে পড়ি এজন্য তিনি পূর্ব্ব হইতে আমাদিগকে কতই সাবধান করেন। আর যদি আমরা ঘোর বিপদে পতিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হই তাহা হইলে তিনি অভয় দান করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে স্থান দান করেন। তিনি তখন আমাদিগকে বলিতে থাকেন, যে তাঁহা হইতে বিচ্যুতিই আমাদিগের প্রকৃত বিপদ, যতক্ষণ আমরা তাঁহার প্রসন্ন অতুল প্রেমানন দেখিতে পাই ততক্ষণ বিপদ কি করিতে পারে? তিনি মৃত্যু-ভয়-হরণ, তাঁহার ক্রোড়ে উপবিষ্ট থাকিলে মৃত্যু কিছুই ভয় দিতে পারে না, বরং তাহা অমৃতের সোপান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তিনি ভবতারণ, ভব-ভয়ের প্রশমন, ভবার্ণবের কাণ্ডারী। তিনি ভেলাস্বরূপ হইয়া তাঁহার

সাধকদিগকে সংসারের মোহতরঙ্গ হইতে উত্তীর্ণ করিয়া তাঁহার অভয় কূলে লইয়া যান। যে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে. তিনি তাহাকে সংসারাসক্তি মোহ কুটিলতার পাশ হইতে বিমুক্ত করেন—তিনি তাহাকে ধর্ম্মামৃত প্রেমামৃত প্রদান করিয়া চরিতার্থ করেন। তিনি অমৃতের সেতু, তিনি আমাদিগের জন্য অমৃতের দ্বার নিয়ত উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি মুক্তিদাতা। আমরা যদি চাতকের ন্যায় তাঁহার নিকট একান্ত মনে মুক্তি প্রার্থনা করি, তাহা হইলে তিনি এই খানেই তাহা আমাদিগকে প্রদান করেন,এই খানেই আমাদিগের হৃদয় স্বর্গীয় উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়া দেন—তাঁহার প্রতি প্রেম,তাঁহার সৃষ্ট লোকের প্রতি প্রেমে আমাদিগের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়—প্রকৃত বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রতি নির্ভর পূর্ব্বক তাঁহার সহবাসে আমরা সংসারের কার্য্য করিতে থাকি। তিনি অধমতারণ পতিত-পাবন! আমরা মোহবশে কতবার অপথে পদার্পণ করিয়া আত্মাকে কলুষিত করিতেছি, কিন্তু তিনি আমাদিগকে কখনই পরিত্যাগ করেন না। আমরা যখনই অনুতাপিত হৃদয়ে তাঁহার দ্বারের ভিখারী হইয়া দীন ভাবে তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়াছি, তিনি তখনই আমাদিগের পাপ তাপ মার্জ্জনা করিয়াছেন, আমাদিগকে ধর্ম্মবল দিয়াছেন, আত্মপ্রসাদ দান করিয়া আমাদিগের সমুদয় ক্ষোভ বিদূরিত করিয়াছেন। তিনি অগতির গতি, অনাথের নাথ। সকলের ঘৃণিত অপমানিত ঘোর পাপীও যদি তাঁহার শরণাপন্ন হয় তবে তিনি তাহার পাপভার হরণ করেন, তাহার অশ্রু বিমোচন করেন, তাহাকে হস্ত ধারণ করিয়া পুণ্যের দিকে লইয়া যান। তিনি শান্তি-নিকেতন। যেমন পক্ষি-শাবক ভয়ে ভীত হইয়া স্বীয় জননীর পক্ষপুটে আশ্রয় লয়—যেমন শিশু সন্তান ভয়ার্ত্ত হইলে মাতার ক্রোড়ে যাইয়া নির্ভয় হয়, সেইরূপ আমরা যখন বিষয়চিন্তনে বিষয়ী লোকের সহিত আলাপনে, পাপপ্রবৃত্তির নির্যাতনে অধীর ও শান্তিহারা হইয়া তাঁহার নিকটে কাতরচিত্তে শান্তি প্রার্থনা করি তিনি অকাতরে তাহা প্রদান করেন। তিনি হৃদয়ে সমাসীন থাকিয়া হৃদয়ের সমুদায় রোগ চিরপোষিত পার্থিব কামনা সকল বিনাশ করেন, তিনি যে শান্তি প্রেরণ করেন তাহা অতীব মনোহর, অতীব মধুর, অতীব রমণীয়। সে শান্তি অপেক্ষা জীবনের উচ্চতর ভোগ আর কিছুই নাই। যিনি প্রেমঘন তাঁহার কথা আর কি বলিব? তাহার এক নিমেষের করুণা আমরা কি গণনা দ্বারা শেষ করিয়া উঠিতে পারি? আমাদের শরীরের প্রত্যেক শোণিতবিন্দু,প্রত্যেক বায়ুর হিল্লোল,প্রত্যেক শিশিরকণা, হৃদয়ের প্রত্যেক ধর্ম্মের ভাব তাঁহার করুণা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে। পর্ব্বত-শিখর যেমন সূর্য্যরশ্মিতে দীপ্তিমান, নদীতট যেমন জ্যোস্নাতে শোভমান, তেমনি আমাদিগের জীবনের প্রত্যেক অংশ তাঁহার করুণালোকে প্রকাশমান হইয়া রহিয়াছে। যিনি আমাদিগের এমন হিতকারী বন্ধু, প্রেম সৌন্দর্য্যে মঙ্গলে যাঁহার সমান আর কেহ নাই তাঁহাকে কি আমরা ভুলিয়া থাকিব? কবে তিনি আমাদিগের নয়নাভিরাম প্রীতির আস্পদ মানস কমলের সূর্য্য হইবেন, চিত্ত-বিহঙ্গ কবে তাঁহাকে পাইয়া মোহ-নিশার অবসানে অন্তঃস্ফূর্ত্ত্য মধুর সঙ্গীত দ্বারা স্বীয় অসীম আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকিবে।

হে প্রেমপূর্ণ পরমেশ্বর! আমাদের জীবনের যে কোন অবস্থা যে কোন সময়ের প্রতি নেত্রপাত করি সেই অবস্থা ও সেই সময়ে দেখি যে তোমার প্রেম মুর্ত্তিমান হইয়া আমাদিগকে রক্ষা ও পালন করিয়াছে, আমাদিগকে তোমার পথে লইয়া গিয়াছে। তো-

মার পথে আসিতে কত রাশি রাশি বিঘ্ন কত রাশি রাশি প্রতিবন্ধক আমাদিগের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান। হৃদয়ের পোষিত দুষ্প্রবৃত্তি, সাংসারিক প্রতিকূল অবস্থা প্রভৃতি কত বিষয় আমাদিগকে তোমার পথে যাইতে দেয় না, তোমা হইতে বিমুখ করিয়া আমাদিগের জীবন শূন্যপ্রায় করিয়া রাখে। আমরা নিতান্ত দীন হীন ভাবে কালযাপন করি। কিন্তু তোমার কি দয়া কি করুণা কি প্রেম, তুমি আমাদিগকে এমন বল দিতেছ যে আমরা তোমার সহিত সহবাস-জনিত অমৃতানন্দের স্বাদ গ্রহণে সমর্থ হইতেছি। তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছ। মাতার ন্যায় স্নেহ করিতেছ, পিতার ন্যায় রক্ষা করিতেছ, গুরুর ন্যায় উপদেশ দিতেছ, আত্মা অসাড় হইয়া পড়িলে তাহাতে অমৃতবারি সিঞ্চন করিয়া তাহাকে পুনরুজ্জীবিত করিতেছ। তোমার সমান আমাদের আর কে আছে? আমরা মনে করিলেই তোমাকে পাইয়া আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইতে পারি, সংসার কোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও তোমার সহবাসে চরিতার্থ হইতে পারি। হে হৃদয়ের ধন! তুমি হৃদয়ে অনবরত রহিয়াছ, কিন্তু তোমাকে না দেখিতে পাইয়া আমাদের আশা ভরসা কামনা কার্য্য অযথারূপে প্রবর্ত্তিত হইতেছে! হে দয়াময়! তুমি আমাদের নিকট দর্শন দাও, তোমার প্রেম-মুখ আরো অধিকতররূপে যেন আমরা দেখিতে পাই, যেন তোমার প্রেম-দৃষ্টির প্রতি আমাদের প্রেমদৃষ্টি নিপতিত হয়, আমাদের অন্তরে থাকিয়া আমাদের পাপ-প্রবৃত্তি সকল সংদমিত কর, তোমার কার্য্য আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে করিতে বল দাও, আমাদিগকে তোমার পথের পথিক কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগ ভয়রোঁ—তাল ঝাঁপতাল।

দেখ্ চেয়ে দেখ্ তোরা জগতের উৎসব,
শোন্‌রে, অনন্তকাল উঠে কিবা জয় রব!
জগতের যত কবি, গ্রহতারা শশি রবি,
অনন্ত আকাশে ফিরি গান গাহে নব নব।
কি সৌন্দর্য্য অনুপম না জানি দেখেছে তারা,
না জানি করেছে পান কি মহা অমৃতধারা।
না জানি কাহার কাছে, ছুটে তারা চলিয়াছে
আনন্দে ব্যাকুল যেন হয়েছে নিখিল ভব।
দেখ্‌রে আকাশে চেয়ে—কিরণে কিরণময়,
দেখরে জগতে চেয়ে—সৌন্দর্য্য প্রবাহ বয়।
আঁখি মোর কার দিকে চেয়ে আছে অনিমিখে,
কি কথা জাগিছে প্রাণে কেমনে প্রকাশি কব।

ভজন—তাল ঠুংরি।

কি করিলি মোহের ছলনে।
গৃহ তেয়াগিয়া প্রবাসে ভ্রমিলি
পথ হারাইলি গহনে।
(ঐ) সময় চলে গেল আঁধার হয়ে এল
মেঘ ছাইল গগনে।
শ্রান্ত দেহ আর চলিতে চাহেনা
বিঁধিছে কণ্টক চরণে।
গৃহে ফিরে যেতে প্রাণ কাঁদিছে
এখন ফিরিব কেমনে,
পথ বলে দাও পথ বলে দাও
কে জানে কারে ডাকি সঘনে।
বন্ধু যাহারা ছিল সকলে চলে গেল
কে আর রহিল এ বনে।
(ওরে) জগত-সখা আছে, যা'রে তাঁর কাছে,
বেলা যে যায় মিছে রোদনে।
দাঁড়ায়ে গৃহ-দ্বারে জননী ডাকিছে
আয়রে ধরি তাঁর চরণে,
পথের ধূলি লেগে অন্ধ আঁখি মোর
মায়েরে দেখেও দেখিলিনে!
কোথাগো কোথা তুমি, জননি, কোথা তুমি,
ডাকিছ কোথা হতে এজনে,

হাত ধরিয়ে সাথে লয়ে চল
তোমার অমৃতভবনে।

স্বায়ংকাল।

শ্রদ্ধাস্পদ বাগ্মী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দণ্ডায়মান হইয়া প্রদীপ্ত উৎসাহের সহিত তেজোময় ও মধুময় বাক্যে একটী সারগর্ভ জ্ঞানগম্ভীর উপদেশ দিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে তাহার সারসংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

রাগিণী কর্ণাটী ঝিঁঝিট্—তাল কাওয়ালি।

বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও,
ফিরায়ো না জননি।
দীনহীনে কেহ চাহে না,
তুমি তারে রাখিবে, জানিগো,
আর আমি যে কিছু চাহিনে
চরণ-তলে বসে থাকিব,
আর আমি যে কিছু চাহিনে
জননী ব'লে শুধু ডাকিব।
তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কোথা,
কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াব।
ঐ যে হেরি তমস-ঘন-ঘোরা গহন রজনী।

রাগিণী কর্ণাটি খাম্বাজ—তাল ফের্‌তা।

আজি শুভ দিনে, পিতার ভবনে
অমৃত-সদনে চল যাই।
চল চল চল ভাই।
না জানি সেথা কত সুখ মিলিবে
আনন্দের নিকেতনে,
চল চল চল ভাই।
মহোৎসবে ত্রিভুবন মাতিল,
কি আনন্দ উথলিল;
চল চল চল ভাই।
দেবলোকে উঠিয়াছে জয় গান,
গাহ সবে একতান,
বল সবে জয় জয়।

বেদান্ত-দর্শন।

পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।

* কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদভাগের মীমাংসকেরা যে কহেন "তস্যার্থঃ কর্ম্মাববোধনং" বেদের অর্থ কর্ম্মজ্ঞান মাত্র, একথা কেবল কর্ম্মীদিগেরই অধিকার-দৃষ্টিতে উক্ত হইয়াছে।

"তৎ ধর্ম্মজিজ্ঞাসাবিষয়ত্বাদ্বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রাভিপ্রায়ং দ্রষ্টব্যং"।

তাহা কেবল ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসারই অন্তর্গত। অতএব শাস্ত্রের যে সমস্ত প্রবর্ত্তক বিধি ও নিবর্ত্তক বিধি আছে তাহাতেই তাদৃশ বাক্যের উদ্দেশ্য। কেবল সেই অধিকার পক্ষে উহা অভিপ্রেত হইয়াছে ইহা বুঝিতে হইবে। নতুবা "প্রবর্ত্তক বিধি ও নিবর্ত্তক বিধি মাত্রই বেদে আছে," আর "কেবল সেই জন্যই বেদের প্রামাণ্য" এবং "ক্রিয়াসম্বন্ধ শূন্য করিলে বেদের প্রামাণ্য থাকে না" এরূপ স্বীকার করিলে বেদের অনেক উপদেশের আনর্থক্য উপস্থিত হইবে। কেন না ক্রিয়ার সঙ্গে বিন্দুমাত্র সংশ্রব না রাখিয়া বেদ অনেক স্থলে অনেক বস্তুর উপদেশ করেন। যথা প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল, পৃথিবী, চন্দ্র, পর্জন্য, ওষধি, বনস্পতি, স্ত্রী, পুরুষ ইত্যাদি। এতাবতা

"প্রবৃত্তিনিবৃত্তিব্যতিরেকেণ ভূতঞ্চেৎ বস্তুপদিশতি ভব্যার্থত্বেন কূটস্থং নিত্যং ভূতং নোপদিশতীতি কো-হেতুঃ? নহি ভূতমুপদিশ্যমানং ক্রিয়া ভবতি।"

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ব্যতিরেকে যদি ঐরূপ ভূত পদার্থের উপদেশ করা কর্ত্তব্য হয়, তবে নিত্য ভূত বস্তু যে কূটস্থ, সর্ব্বভূতস্থ আত্মা তাঁহার উপদেশ বেদে কেন না থাকিবে? ভূত বস্তুর উপদেশের নাম ক্রিয়া হইতে পারে না। যাঁহা হইতে এই অনিত্য ও

---

* বেদ যে কেবল ফলশ্রুতিতেই পূর্ণ এমত নহে। কিন্তু তাহাতে বিস্তর বস্তুজ্ঞাপক শ্রুতি আছে। তথা বস্তুর জ্ঞানই উদ্দেশ্য।

পরিবর্ত্তনশীন ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে যাঁহাতে প্রবেশ করে, তিনি ব্রহ্ম। তিনি আনন্দস্বরূপ। তিনি সর্ব্বকালে সমান এবং স্বয়ংপ্রকাশমান। অন্যান্য সমস্ত বস্তু তাঁহাতে আশ্রিত। সমস্ত চেতন পদার্থদিগের তিনি চিৎস্বরূপ। সেই চিৎস্বরূপ সদ্‌বস্তু কাহারও আশ্রিত, কোন সাধনের ফল, বা অন্য কোন পদার্থের প্রকাশিত নহেন। শঙ্করাচার্য্য আত্মানাত্মবিবেকে কহিয়াছেন,

"চিদ্রূপত্বং নাম সাধনান্তরনিরপেক্ষতয়া স্বয়ং প্রকাশমানং স্বস্মিন্নারোপিতসর্ব্বপদার্থাবভাষকবস্তুত্বং চিদ্রূপত্বমিত্যুচ্যতে।"

অন্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া আপন হইতেই প্রকাশমান আপনাতে আরোপিত সর্ব্বপদার্থের প্রকাশক যে বস্তুধর্ম্ম তাহার নাম চিদ্রূপত্ব। (রা, মো, রা)। জীব মিথ্যাজ্ঞানে আবৃত আছেন। সেই পরম-বস্তুর জ্ঞান দ্বারা জাগ্রত হইলেই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হন। বেদে এই প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্তে সর্ব্ববস্তুর অতীত রূপে সেই স্বপ্রকাশ চিদ্রূপ প্রেমস্বরূপ অন্তরাত্মাস্বরূপ পরমবস্তুর উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহাতে বস্তুধর্ম্মত্ব ব্যতীত কিছু মাত্র ক্রিয়াধর্ম্মত্ব নাই। জ্যোতি যেমন সূর্য্যের বস্তুধর্ম্ম; জ্ঞানস্বরূপত্ব, প্রেমস্বরূপত্ব প্রভৃতি সেইরূপ ব্রহ্মের বস্তুধর্ম্ম। জ্যোতি যেমন যাগ যজ্ঞাদি কোন বাহ্য ক্রিয়া, বা শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনাদি কোন মানসিক ক্রিয়ার উৎপাদ্য বা ফল নহে, ব্রহ্মজ্ঞানও সেইরূপ তাদৃশ কোন প্রকার ক্রিয়ার ফল নহে। উহা ক্রিয়াকারী, ধ্যানকারী বা কোনরূপ চিন্তাশীল কর্ত্তার বুদ্ধিপরতন্ত্র বা ক্রিয়াপরতন্ত্র জ্ঞান নহে। উহা একমাত্র সিদ্ধবস্তু স্বরূপ ব্রহ্মরূপ পরম-বস্তু-পরতন্ত্র জ্ঞান।

"অতঃ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিষয়বস্তুজ্ঞানবৎ বস্তুতন্ত্রৈব. এবম্ভূতস্য ব্রহ্মণস্তজ্জ্ঞানস্য বা ন কদাচিদ্‌যুক্ত্যা শক্যঃ কার্য্যানুপ্রবেশঃ কল্পয়িতুং।"

অতএব ব্রহ্মজ্ঞান কেবল প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ বস্তুজ্ঞানের ন্যায় বস্তুতন্ত্র মাত্র। এবম্প্রকার ব্রহ্মাত্মজ্ঞানকে কার্য্যের সহিত সমন্বয় করিতে কেহই সমর্থ নহেন।

(১) এতাবতা ইহা নিশ্চয় হইল যে কর্ম্মাঙ্গ ব্যতিরেকে বস্তুবাদ শ্রুতি আছে এবং ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ পরমবস্তুরূপে শাস্ত্রসিদ্ধ, কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদবিধির বিষয় বা মানস ক্রিয়ার বিষয়রূপে শাস্ত্রসিদ্ধ নহেন। তিনি ভূমা শব্দের বাচ্য।

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা।" (ছান্দোগ্য।)

যে পরম বস্তু দর্শন শ্রবণ এবং মননাদি রূপ কোন প্রকার ক্রিয়ার বিষয় নহেন তিনিই ভূমা অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম। "ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি" কেবল সেই ভূমা পদার্থকেই জানিতে ইচ্ছা করিবেক। যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়া করিয়া তাঁহাকে জানিব এমত অভিমান করিবে না, কোন ক্রিয়ার ফলে চক্ষুতে তাঁহাকে দেখিব বা শ্রবণে তাঁহার কথা শুনিব এরূপ আশা করিবে না, আপনার মানসিক চিন্তা, বুদ্ধি, জ্ঞান বা অনুমানের বলে তাঁহাকে জানিব ইহা মনেও ভাবিবে না, তাঁহাকে জানার ইচ্ছা হইলে কেবল তাঁহারই প্রতি নির্ভর করিবে। তিনি সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তৃনিষ্পন্ন ক্রিয়া ও জ্ঞানের অবিষয়, কেন না হৃদয়ে তাঁহার প্রকাশ মাত্র জীবের অপর সমস্ত অভিমান, ক্রিয়ার অভিমানই হউক, জ্ঞানাভিমানই হউক সমস্তই সেই পরমজ্ঞান-জ্যোতিতে অভিভূত হইয়া যায়। তাদৃশ সময়ে জীবের মোক্ষরূপ অশরীরত্ব যে সিদ্ধ তাহাই স্বতঃপ্রতীয়মান হয়।

১ অতএব ব্রহ্মরূপ পরম বস্তু শাস্ত্রসিদ্ধ। তিনি ক্রিয়ার বিষয় নহেন।

(২) এক্ষণে প্রশ্ন এই যে তবে তাদৃশ বস্তু মাত্র ব্রহ্মের উচ্চারণ, শ্রবণ দর্শন, মনন প্রভৃতি একেবারেই অসম্ভব এবং তাহাতে কোন ফলও নাই। ইহার উত্তর এই যে ফল আছে; কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য স্বতন্ত্র। অর্থাৎ সে ফল স্বর্গাদি-জনক অদৃষ্ট নহে কিন্তু প্রত্যক্ষ। কোন ব্যক্তির যদি রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় তবে সেই সর্পভ্রম নিবারণের উপায় কেবল রজ্জুরূপ বস্তুর জ্ঞান। সেই জ্ঞানটি "ইহা সর্প নহে, ইহা রজ্জু" এইরূপ উচ্চারণে, শ্রবণে, বা দর্শনে উদয় হইতে পারে। এতাদৃশ বস্তুর জ্ঞানোদয় মাত্রে কর্তৃতন্ত্র ভ্রম নষ্ট হইয়া যায়। তদ্রূপ পরম সত্য-বস্তু-স্বরূপ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া এই সংসার সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। জীব স্বীয় কর্তৃতন্ত্র স্বার্থবশে সেই ব্রহ্মাশ্রিত সংসারকে সার ও সত্যবোধ করিয়া এবং তাহার মূল সত্যকে বিস্মৃত হইয়া সংসারী হইয়া আছেন। বস্তুরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানাভাবে তাঁহার সংসার-ভয়রূপ অজ্ঞানতা জন্মিয়াছে। কিন্তু যদি এমত জ্ঞান হয় যে একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য সত্য বস্তু, তিনিই আমার পরম গতি তাহা হইলে সংসার ভয় থাকে না। তখন জীব সংসারনিষ্ঠ না হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হন। তাঁহার পক্ষে তখন সংসার আর থাকে না অর্থাৎ তাঁহার মন হইতে তাহার আকর্ষণ বিগত হয়। ব্রহ্মরূপ বস্তুর জ্ঞানোদয় মাত্রেই জীবাত্মার অসংসারী এবং অশরীর রূপ মোক্ষ সিদ্ধরূপে প্রতীয়মান হয়। ফলে, যেমন সত্য-রজ্জুর জ্ঞানাভাবে তদাশ্রিত মিথ্যা-সর্প-জ্ঞান দ্রষ্টাকে মোহিত করিয়া রাখে; উপদেশ ব্যতীত, বস্তুদর্শন ব্যতীত সে মোহ বিগত হয় না; সেইরূপ ব্রহ্মরূপ সত্য পদার্থের জ্ঞানাভাবে তদাশ্রিত সংসারের মায়ায় যে ব্যক্তি বিমোহিত আছে তাহাকে যথার্থ বস্তুর দর্শনে প্রবোধিত করিবার নিমিত্তে অশেষ সংসার-ভয়-বিনাশ-বীজ-স্বরূপ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং," "একমেবাদ্বিতীয়ং" প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক উপদেশের সার্থক্য হইয়া থাকে। সেই সকল উপদেশ-বাক্য হৃদয়ঙ্গম হইলেই ব্রহ্মরূপ সৎবস্তুর দর্শন ও ধারণা হয়। তাদৃশাবস্থায় জীবের দেহ, মন, বুদ্ধি, ফলভোগ প্রভৃতি সংসারাভিমান নষ্ট হয় এবং অভিমানের অভাবে, অসংসারী ও অশরীরী রূপ মোক্ষ যথার্থ সত্য ও স্বরূপাবস্থা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

(৩) ফলে এস্থলে কর্ম্মীর আপত্তি এই যে প্রাগুক্ত 'রজ্জু সর্প' বিষয়ক দৃষ্টান্ত উপস্থিত ক্ষেত্রে সংলগ্ন হয় না, কেননা রজ্জুস্বরূপ শ্রবণে বা দর্শনে যেমন দ্রষ্টার তদাশ্রিত সর্পভ্রম নিবারিত হয়, ব্রহ্মস্বরূপ শ্রবণে বা দর্শনানুভবে সেরূপ প্রকার সংসার-ভয় নিবারণ হয় না। কারণ, যাহারা ব্রহ্মস্বরূপ শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহাদেরও পূর্ব্ববৎ সুখ দুঃখাদি সংসারধর্ম্ম ও দেহ ব্যাপার দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার উত্তর এই যে ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় শ্রবণ দর্শনাদি সামান্য সাংসারিক শ্রবণাদির ন্যায় নহে। উহা কোন ব্রত কথা শ্রবণে অদৃষ্ট ফললাভের তুল্য নহে। উহা সম্পূর্ণরূপে পারমার্থিক এবং ব্রহ্ম-প্রত্যক্ষ উহার পর্য্যবসান। ব্রহ্মপ্রত্যক্ষ মাত্রে জীবের সংসারের সহিত আত্ম ও মমত্ব ভাব এবং স্বীয় দেহেন্দ্রিয়মনাদির সহিত আত্ম ও মমত্ব ভাব বিগত হইয়া ব্রহ্মের সহিত পরমাত্ম ভাব ও ব্রহ্মেতে পরম মমত্ব ভাব প্রকাশিত হয়। তাদৃশ ব্রহ্মাত্মভাব লাভের পরে আর সংসারিত্ব থাকিতে পারে না। সংসারাভিমানের নামই সংসার। সারাৎসার ব্রহ্মকে বিস্মৃত হইলেই

২ ব্রহ্মরূপ পরম বস্তুতে শ্রবণ, মননে প্রত্যক্ষ ফল আছে।

৩ ব্রহ্মসম্বন্ধীয় শ্রবণ মনন কোন অদৃষ্ট ফলজনক নহে, কিন্তু উহা ব্রহ্মরূপ বস্তুর জ্ঞানমাত্র।

সেই অসার পদার্থে মমত্বাভিমান জম্মে, এবং সুখ দুঃখ ভয় বিপদ উপস্থিত করে। সেই অভিমানটি গেলেই দোষের সংসার, বাসনার সংসার প্রকৃতির বিরচিত সংসার নষ্ট হইয়া যায়। তৎপরিবর্ত্তে প্রকৃতির অতীত, পবিত্র মোক্ষস্বরূপ ব্রহ্মরাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে। শরীরও একটি ভয়ানক সংসার, তখন তাহাও নিবৃত্ত হয়।

(৪) ব্রহ্মাত্ম ভাব লাভ হইলে শরীর নিবৃত্ত হয় ইহা পারমার্থিক দৃষ্টি মাত্র। নতুবা ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবামাত্রে যে শরীর চর্ম্ম-চক্ষুর অগোচর হইয়া যায় অথবা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় এমত অভিপ্রায় নহে। পারমার্থিক দৃষ্টিতে শরীরে আত্মাভিমানশূন্য হওয়ার নামই অশরীরত্ব। ফলে প্রশ্ন এই যে এত স্নেহের শরীরের প্রতি কিরূপ আত্মাভিমান রহিত হইতে পারে? উত্তর, রক্ত মাংস অস্থি প্রভৃতির আধার এই দৃশ্যমান স্থূল দেহ, ইন্দ্রিয় প্রাণ মন বুদ্ধিরূপ অনুমিত সূক্ষ্ম কলেবর, এবং প্রকৃতিরূপ কারণ দেহ এই ত্রিবিধ দেহ বা তাহার ধর্ম্ম আত্মা নহে। আত্মা তাহা হইতে বিলক্ষণ-স্বভাব। তিনি প্রকৃতির অতীত। তিনি বিকৃত, পরিণত বা অন্য পদার্থের সহিত সংযুক্ত বা বিযুক্ত হইয়া ঐ ত্রিবিধ শরীরের কোন প্রকার শরীররূপী হইতে পারেন না। সুতরাং আত্মা শরীর নহেন, বা শরীর আত্মা নহে। দ্বিতীয়তঃ ঐ ত্রিবিধ শরীরাভাবে আত্মার অস্তিত্ব নষ্ট হয় না। মৃত্যুদ্বারা স্থূলদেহ নষ্ট হইতে পারে, বিদেহ মোক্ষকালে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ কোনরূপ দেহই থাকে না, কিন্তু আত্মা থাকেন। অতএব কোন প্রকার দেহ যদি আত্মার নিজস্ব না হইল তবে আত্মার উক্ত ত্রিবিধ-দেহ-সম্বন্ধ কেন হয়, তাহার কারণ কি এবং সে দেহত্রয়ের স্বরূপ কি? উত্তর—প্রাকৃতিক জগতে কর্ম্ম, ধর্ম্ম ও ভোগাদি সাধন করিয়া দিবার জন্য দেহত্রয় জীবাত্মাকে আশ্রয় করে। বাসনারূপিণী প্রকৃতি যাহা, কর্ম্ম ধর্ম্ম ভোগাদির বীজরূপে অনাদি কাল হইতে জীবাত্মার সন্নিধিবর্ত্তিনী থাকে তাহাই দেহ সমূহের মূল কারণ। সেই প্রকৃতি দেহের নিমিত্ত কারণ নহে কিন্তু পরিণামী বা উপাদান কারণ। প্রকৃতির দ্বিবিধ ধাতু স্থূল এবং তৈজস। স্থূলধাতু তাহার অপকৃষ্ট পরিণাম; জড় জগতে তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তৈজস ধাতু তাহার উৎকৃষ্ট পরিণাম; তাহাই মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-শক্তি ও প্রাণরূপে জীবকে আশ্রয় করে। এই মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-শক্তি ও প্রাণ একত্রে সূক্ষ্ম শরীর নামে কথিত হয়। মনই সেই সূক্ষ্ম-দেহের মস্তকস্বরূপ। মনই বাসনাময়ী প্রকৃতির ক্ষেত্র। অথবা ইহাই বল যে মনই সেই প্রকৃতির রূপবিশেষ। বুদ্ধিশক্তি ও ইন্দ্রিয়শক্তি মনেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। প্রাণ সেই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জীবনসাধক। ঐ বাসনারূপীপ্রকৃতি-নিষ্পন্ন সূক্ষ্মদেহে অতি সূক্ষ্মরূপে ও অব্যক্ত বীজরূপে স্থূলধাতুই বিরাজ করে। বস্তুতঃ প্রকৃতির তৈজস ধাতু ও স্থূল ধাতু মূলতঃ একই পদার্থ। মূলতঃ তাহা প্রকৃতিরূপ ঐশী শক্তি মাত্র। তাহাই পূর্ব্বপাদরূপে ভোক্তা কর্ত্তারূপী মানসিক জগৎ এবং উত্তরপাদরূপে ভোগারূপী জড় জগতে পরিণত হইয়াছে। সূক্ষ্ম দেহই স্থূল মূর্ত্তিরূপে মাতৃগর্ব্ভযোগে অবতীর্ণ হয়। বারবার তাদৃশ স্থূল মূর্ত্তি নষ্ট ও উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভোগক্ষয় বশতঃ নষ্ট ও পুনর্ভোগার্থে আবির্ভূত হয়। যেমন কার্য্যক্ষমতা-ক্ষয়ে নিদ্রা এবং নিদ্রা-অন্তে পুনর্জাগরণ তদ্বৎ। মনই তাদৃশ সূক্ষ্ম দেহের আধার এবং স্থূল দেহের বীজপ্রকৃতি। সূক্ষ্ম

৪ মোক্ষে শরীরে অভিমান থাকে না তাহাই অশরীরত্ব।

দেহের উত্তমাঙ্গস্বরূপ সেই মনের দেহসঙ্কল্প ব্যর্থ হয় না। স্থূল দেহ নিদ্রা কর্ত্তৃক শয্যায় পতিত হইলে পর মন শত শত স্বপ্নদেহ ধারণ করিতে পারেন। সেইরূপ একদেহ মৃত্যুকর্ত্তৃক নষ্ট হইয়া গেলেও মন আর একদেহরূপে জীবাত্মাকে আশ্রয় করিতে পারেন। বাসনাপ্রদা অনাদি প্রকৃতিই তাহার মূল। প্রকৃতি যেমন বাসনা-বীজরূপী সেইরূপ জীবকৃত কর্ম্মেরও ফলরূপী। সেই ফল আবার ভাবি-দেহের বীজরূপী। অতএব প্রবাহরূপে বাসনাময়ী মানসিক প্রকৃতিই দেহধারণের বীজ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত কর্ম্মফল সমূহ অদৃষ্ট বীজরূপে মনেতে স্থিতি করে। তাহা হইতে সংসারে কর্ম্ম করিবার ও ভোগাদি ব্যবহারের প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। কর্ম্ম ও ভোগাদি লইয়াই সংসার। সৃষ্টিরক্ষার তাহাই উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সফলের নিমিত্তে সেই কর্ম্মবীজ প্রবৃত্তিরূপে অঙ্কুরিত হয় এবং তাহা হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতে স্থূলদেহ পরিণত হইয়া জীবাত্মাকে কর্ম্মবিশিষ্ট করিয়া থাকে। অতএব সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহ কেবল জীবাত্মার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-সম্পাদক অন্তঃকরণ ও বাহ্য করণ মাত্র। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মফলরূপ প্রকৃতি তাহার কারণ এবং পর পর কর্ম্ম সাধন তাহার উদ্দেশ্য। এই স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়, এবং প্রাকৃতিক জগতে কর্ম্মই সাধন করে। ধর্ম্মাধর্ম্মের আচরণ এবং সুখ দুঃখ ভোগ সেই কর্ম্মেরই অন্তর্গত। এতাবতা "আত্মার দেহ-সম্বন্ধ কেন হয়" এবং "তাহার কারণ কি" এ প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর এই যে দেহ কর্ম্মজন্য। "কর্ম্মভ্যঃ শরীরপরিগ্রহোজায়ন্তে" কর্ম্ম সকল হইতে শরীর-পরিগ্রহ হয়। "রাগাদিভ্যঃ কর্ম্মাণি জায়ন্তে" সংসারের প্রতি অনুরাগ ও ফলস্পৃহা হইতে কর্ম্ম সকল জন্মে। দেহেতে যে আত্মাভিমান তাহাই তাদৃশ অনুরাগের হেতু "অভিমানাদ্রাগাদরোজায়তে"। সেই অভিমান কেবল অবিবেক হইতে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ "আমি শরীর হইতে স্বতন্ত্র" এই বিবেকের অভাবে আত্মা দেহকে আমি বলিয়া অভিমান করেন। "অজ্ঞানাদবিবেকোজায়তে" সেই অভিমানের মূল যে অবিবেক তাহা অজ্ঞান হইতে জন্মে। বাসনাময়ী প্রকৃতিই ঐ অজ্ঞানস্বরূপিণী, কেন না তাহারই সন্নিধান বশতঃ দেহেতে জীবের আত্মাধ্যাসরূপ মিথ্যাজ্ঞান জন্মে। দেহকে আত্মা বলিয়া মনে করা মিথ্যাজ্ঞান। তাহা বাসনা, অনুরাগ, এবং কর্ম্মজন্য উপস্থিত হয়। অতএব বাসনাদির মূল প্রকৃতি বা তজ্জনিত কর্ম্ম অজ্ঞানশব্দের বাচ্য। ঐ প্রকৃতি ও কর্ম্মের নামান্তর যে অজ্ঞান তাহা জীবাত্মার নিকট হইতে কিরূপে নিবৃত্ত হইতে পারে? উত্তর

"ব্রহ্মাত্মৈকজ্ঞানে জাতে সতি সর্ব্বাত্মনাঽবিদ্যানিবৃত্তিঃ"।

যেরূপ সংসারাবস্থায় দেহের সহিত জীবের একত্বজ্ঞান হয় সেইরূপ ব্রহ্মের সহিত জীবের একত্বজ্ঞান হইলে নিঃশেষে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। তখন জীব নিশ্চয় রূপে জানিতে পারেন যে দেহ আমি বা আমার নহে, ব্রহ্মই আমার আমিত্ব। এই রূপে ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত হইলেই জীবের হৃদয় হইতে মনের সহিত দেহাভিমান বিগত হয়। তাহারই নাম শরীর-নিবৃত্তি। অতএব

"সশরীরত্বস্য মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তত্বাৎ"।

আত্মার শরীর-সম্বন্ধ মিথ্যাজ্ঞান-জনিত মাত্র। ব্রহ্মের প্রতি আত্মনির্ভর করিয়া সেই মিথ্যাজ্ঞানটি ত্যাগ করিতে পারিলে ব্যবহারে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ থাকিলেও জীবাত্মার দেহ-সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়। ফলতঃ জীবাত্মার অশরীরত্বই নিত্যসিদ্ধ। প্রকৃতির

সম্বন্ধে এবং সৃষ্টিরক্ষার অনুরোধে তাঁহাতে যত অজ্ঞানই আসিয়া পড়ুক তাহা জ্ঞানোদয় মাত্রে তিরোহিত হয়। সে সব জঞ্জাল তাঁহার নিজস্ব বা স্বরূপ নহে। তিনি নিজে নির্ম্মল পদার্থ তাহার আর ব্যভিচার নাই। এখন বুঝিয়া দেখ, কর্ম্ম বা প্রকৃতি আত্মার নিমিত্তে যতই শরীর রচনা করুক, সেই সকল শরীরকে স্বীকার করিয়া আত্মা লোক লোকান্তরে ভোগাদি করুন, সে সমস্তই অজ্ঞানাবস্থা। শাস্ত্রে আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত অবস্থাকেই মায়াকল্পিত বা অজ্ঞানকল্পিত বলেন। ব্রহ্মাত্মজ্ঞান মাত্রে তৎসমস্তের মিথ্যাস্বরূপত্ব প্রতীয়মান হয়। অতএব আত্মার দেহ-সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হইলেও তাহা পরমার্থতঃ ও স্বরূপতঃ মিথ্যা। রজ্জুর বোধ জন্মিবামাত্রে যেমন সর্পভয় নিবারিত হয় সেইরূপ ব্রহ্মরূপ বস্তু দর্শনমাত্র দেহ-সম্বন্ধের সহিত অশেষ সংসার-ভয় রহিত হয়। তদুত্তর কালে আর সংসারিত্ব বা শরীরত্ব থাকে না। সুতরাং পরমবস্তুরূপ ব্রহ্মস্বরূপ উচ্চারণের, শ্রবণের, বা দর্শনের রজ্জুবোধবৎ অভয়রূপ ফল আছে।

ক্রমশঃ।

হিন্দুস্থানের নামকরণ।

হিন্দুদিগের কোন বিবরণ জানিতে হইলে অগ্রে ইহাঁদিগের দেশ ভারতবর্ষ ইণ্ডিয়া ও হিন্দুস্থান এই সকল ভিন্ন ভিন্ন নামে কেন প্রসিদ্ধ হইল, ইহাঁদিগের নাম হিন্দু কেন হইল, এবং ইহাঁরা কোথা হইতে আসিলেন এই সকল জানিতে সকলেরই কৌতুহল হইতে পারে; অতএব অগ্রে সেই সেই বিষয় উল্লেখ করাই কর্ত্তব্য বিবেচনা হইতেছে।

প্রায় ৪৯৮০ বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যজাতির এক সম্প্রদায় এক্ষণে পঞ্জাব নামে প্রসিদ্ধ স্থানের ও তৎসন্নিহিত প্রদেশের অধিবাসীদিগকে দুরীভূত করিয়া আপনাদিগের রাজ্য সংস্থাপন করেন। এই নবাধিকৃত রাজ্যে সিন্ধু নদ, তাহার পাঁচটি শাখা ও সরস্বতী এই সপ্তসিন্ধু * অর্থাৎ সাতটী নদীর অবস্থান হেতু তাঁহারা আপনাদিগের ভাষানুসারে তাহার নাম সপ্তসিন্ধু † রাখেন। অতি প্রাচীন জেন্দাবেস্তা নামক পারস্য গ্রন্থেও এই দেশ সপ্তসিন্ধু স্থলে পারসীকদিগের উচ্চারণ-প্রথানুসারে হপ্তহিন্দু নামে কথিত হইয়াছে। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অতি প্রাচীন ইতিহাস লেখক হিরডোটস্‌ও স্বীয় গ্রন্থে ইহাকে হপ্তহিন্দু ও ইহার অধিবাসীদিগকে হিন্দু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং প্রাচীন ইউরোপীয় প্রথানুসারে বা তত্রত্য দেশ সমূহের প্রাচীন নাম-সাদৃশ্যে ইহাকে পুনঃ পুনঃ ইণ্ডিয়া শব্দে ব্যক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রাচীন ইউরোপীয়েরা যেরূপ আপনাদিগের দেশের নাম গ্রীসীয়া, ইটালিয়া, সেনানিয়া, মেসিডোনিয়া, আর্কিডিয়া প্রভৃতি রাখিতেন সেইরূপ ইহারও নাম ইণ্ডিয়া রাখিয়াছিলেন। গ্রীক্‌দিগের কৃত এই নাম অনুসারে রোমকেরাও এ দেশকে ইণ্ডিয়া বলিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সমুদায় গ্রন্থে ঐ নামই ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহাদিগের সমুদায় প্রাচীন গ্রন্থে ইহার এইরূপ নামই দেখিতে পাওয়া যায়। রোমকদিগের নিকট শিখিয়া ইংলণ্ডীয়েরা ইহাকে ইণ্ডিয়া বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট শিখিয়া এখন আমরাও আবার ইহাকে ইণ্ডিয়াও বলিয়া থাকি।

* য ঋক্ষাদংহসো মুচদ্ যো বা আর্য্যাৎ সপ্তসিন্ধুষু। বধদাসস্য তু বিনৃম্ন নীনুসঃ। ঋক্ ৮। ২৪। ২৭

যিনি অস্মাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন সেই শক্তিমান দেব সপ্তসিন্ধু দেশে আর্য্যগণ হইতে দাসগণের অস্ত্র প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছেন।

† সিন্ধুর্নদবিশেষে২ব্ধৌ পুমাংশ্চ সরিতি স্ত্রিয়ামিতি কোষঃ।

প্রাচীন পারসীকেরা যেমন এদেশবাসীদিগকে হেন্দু বা হিন্দু কহিতেন সেইরূপ তৎপরসময়বর্ত্তী পারসীকেরাও ইহাঁদিগকে হিন্দু বলিতেন এবং হিন্দুদের বাসস্থান বলিয়া স্বদেশীয় ভাষানুসারে অর্থাৎ আফগানস্তাঁ, বেলুচিস্তাঁ, তুর্কিস্তাঁ ইত্যাদি নাম-সাদৃশ্যে এই দেশের নাম হিন্দুস্তাঁ বা হিন্দুস্তান্ রাখেন। সুপ্রসিদ্ধ গজনীপতি মামুদ দিগ্বিজয়ার্থ এদেশে আগমন করিয়া সর্ব্বাগ্রে এই নাম এদেশে প্রচার করেন, তদবধি সমস্ত মুসলমান রাজা কর্ত্তৃক এদেশের নাম হিন্দুস্তান্ বলিয়া বিদিত হইতে লাগিল। অতএব এখন ইংরাজদিগের অধিকারে যেমন ইহাকে ইণ্ডিয়া বলিতে শিখিয়াছি, তেমনিই মুসলমানদিগের অধিকার হইতে আপনাদের এই দেশকে তাহাদিগের কৃত নামেই বলিতে শিখিয়াছি। বিশেষ এই যে আমরা হিন্দুস্তান্ না বলিয়া হিন্দুস্থান বলিয়া থাকি। পারস্য স্তাঁ বা স্তান্ ও সংস্কৃত স্থান এ দুই শব্দই এক ধাতু-মূলক একরূপ উচ্চারিত ও একার্থবাচক, অতএব হিন্দুরা ইহাকে মুসলমানদিগের ন্যায় হিন্দুস্তাঁ না বলিয়া আপনাদিগের ও ভাষার প্রকৃতি অনুসারে হিন্দুস্থান বলিতে লাগিলেন এবং আপনাদিগকেও হিন্দু বলিয়া জানিতে লাগিলেন। বাঙ্গালীরা হিন্দুর অপভ্রংশ হিঁদু করিয়া লইয়াছেন।

পৌরাণিকেরা ঐ সপ্তসিন্ধু দেখিয়াই পৃথিবীকে লবণ ইক্ষু সুরা সর্পিঃ প্রভৃতি সাত সমুদ্র দ্বারা সপ্ত বলয়াকারে পরিবেষ্টিত ও সুতরাং জম্বু প্লক্ষ শাল্মলি কুশ ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি সপ্ত দ্বীপ সমন্বিত বলিয়া কল্পনা করিলেন।*

জম্বুপ্লক্ষাহ্বয়ৌ দ্বীপৌ শাল্মলিশ্চাপরো দ্বিজ।
কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ॥
এতে দ্বীপা সমুদ্রৈস্ত সপ্তসপ্তভিরাবৃতাঃ।
লবণেক্ষুসুরাসর্পির্দধিদুগ্ধজলার্ণবৈঃ ইতি॥

বিঃ পুঃ ২ অ ২।৩

তন্মধ্যে জম্বু দ্বীপ ব্রহ্মার মানস পুত্র যে স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহার পৌত্র আগ্নেধ্রের অংশে পতিত হইল। আগ্নেধ্র এই দ্বীপ নয় অংশে বিভক্ত করিয়া কুরু, হিরণ্ময়, রুম্যক বা রুমণ্বক, ইলাবৃত, হরি, কেতুমান্, ভদ্রাশ্ব, চিনার ও নাভি এই নয় পুত্রকে প্রদান করিয়া যান। ইহাদের প্রত্যেক অংশের নাম বর্ষ অর্থাৎ খণ্ড। এই সকল খণ্ড স্ব স্ব অধিকারীদিগের নামানুসারে কুরুবর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষ ইত্যাদি নামে বিখ্যাত ছিল। তদনুসারে ভারতবর্ষের নাম পূর্ব্বে নাভিবর্ষ ছিল। কালক্রমে ঐ মনুর বংশে ভরত নামে এক মহা বিখ্যাত নৃপতি প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহার নামেই এক্ষণে এই দেশ ভারতবর্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতেছে। ফলতঃ ঐ কয় বর্ষ যে এককালে কোনরূপে বিভক্ত হইয়াছিল এবং এই ভারতবর্ষও যে তাহার এক বিভাগ তাহা নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। এই সকল বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষের যে বর্ণনা আছে তাহা দ্বারা পৌরাণিকদিগের সমকালে ইহার যে রূপ অবস্থাদি ছিল তাহা অনেক জানা যাইতে পারে। এই বর্ষের সীমা বিষ্ণু পুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

* এস্থলে কেহ কেহ একথা বলিতে পারেন যে, বেদে যে সপ্তসিন্ধুর উল্লেখ আছে তাহা যে সপ্তসমুদ্র নয় সপ্ত নদী ইহা কিরূপে স্থির হইতে পারে? ইহার উত্তরে আমরা এই বলিতে পারি যে ঋগ্বেদের ভূরি ভূরি স্থলে সপ্তসিন্ধু এই শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐ সমুদায় স্থলেই সপ্তসিন্ধু শব্দে সপ্ত নদী বুঝায়। পরন্তু এক স্থলে ইন্দ্রদেবের স্তোত্রে এই সপ্তসিন্ধু যে নদী তাহা স্পষ্ট সূচিত হইয়াছে। যথা "অপাসৃজঃ সর্ত্তবে সপ্তসিন্ধূন্।" তুমি সাত নদীকে ইচ্ছানুসারে বহিতে দিয়াছ। তবে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বা পৌরাণিকদিগের সমকালবর্ত্তী লোকের রচিত বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের যে "যাবতী দ্যাবাপৃথিবী যাবচ্চ সপ্তসিন্ধবোবিতস্থিরে" এই বচনে সপ্তসিন্ধু অর্থে সাত সমুদ্র বুঝাইতেছে এবং টীকাকার মহীধর তাহার তদনুরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই না।

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতোযত্র সন্ততিঃ।
পূর্ব্বে কিরাতা যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃস্থিতাঃ।
বিঃ পুঃ ২ অঃ।

ভারতবর্ষের উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত, দক্ষিণ সীমা সমুদ্র, পূর্ব্ব সীমা কিরাত দেশ ও পশ্চিম সীমা যবন দেশ।

অতএব ভরত রাজার কাল হইতে অর্থাৎ অনুমান প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইহা ভারতবর্ষ নামে খ্যাত হইতেছে।

পৌরাণিক উপাখ্যান।

পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।

অনন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্র পত্নী ও শিশু পুত্রের সহিত দুঃখিত মনে মৃদু মন্দ গমনে যাত্রা করিলেন এবং বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া ভাবিলেন এই পুরী মনুষ্যভোগ্য নয়, ইহাতে শূলপাণি শিবের অধিকার। এই ভাবিয়া তিনি যেমন আকুল মনে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন অমনি দেখিলেন মহর্ষি বিশ্বামিত্র তথায় বর্ত্তমান। তখন রাজা তাঁহাকে দেখিয়া সবিনয়ে প্রণিপাত করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন, তপোধন! এই পুত্র এই পত্নী এবং আমার প্রাণ এই তিনটীর মধ্যে যাহাকে আপনি ইচ্ছা করেন গ্রহণ করুন এবং আমি আপনার কি করিব আজ্ঞা করুন।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে একমাস পূর্ণ হইয়াছে, যদি তোমার স্মরণ থাকে তো আমার রাজসূয়িকী দক্ষিণা দাও। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, তপোধন! অদ্যই মাস পূর্ণ হইবে। অতএব আপনি দিবসের এই অবশিষ্ট কাল অপেক্ষা করুন, আমি দক্ষিণা সংগ্রহ করিতেছি। বিশ্বামিত্র কহিলেন, ভালই, আমি না হয় কল্যই যাইব, কিন্তু যদি তুমি আমাকে দক্ষিণা না দাও তবে আমি নিশ্চয় তোমাকে অভিসম্পাত করিব। এই বলিয়া বিশ্বামিত্র তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র ভাবিলেন, আমি প্রথমে অঙ্গীকার করিয়াছি এক্ষণে কিরূপে ইহাঁকে দক্ষিণা দিব। আমার ধনবান মিত্র নাই, এখন আমার অর্থই বা কোথায়? ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রার্থনাও দোষাবহ। ইহাতে অধোগতি হইবে। হা! আমি কি প্রাণত্যাগ করিব! আমি নির্ধন, এখন কোথায় যাই। যদি অঙ্গীকার রক্ষা না করিয়া প্রাণত্যাগ করি তাহা হইলে আমি ব্রহ্মস্বাপহারী হইয়া থাকিব। আমি পাপাত্মা এবং অধমেরও অধম হইব। অথবা আমার এই দেহটী আছে। আমি আত্মবিক্রয় করিয়া অন্যের দাসত্ব স্বীকার করি। ইহাতে কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইবার সম্ভাবনা।

ঐ সময় রাজমহিষী শৈব্যা হরিশ্চন্দ্রকে আকুল মনে দীন নয়নে অধোমুখে চিন্তিত দেখিয়া বাষ্পগদ্‌গদ বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! চিন্তিত হইও না, আপনার সত্য রক্ষা কর। যে ব্যক্তি সত্যরক্ষায় অসমর্থ তাহাকে অপবিত্র শ্মশানবৎ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। পুরুষের স্বসত্যপালন অপেক্ষা পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। যাহার বাক্য মিথ্যা তাহার অগ্নিহোত্র অধ্যয়ন ও দানাদি সমস্ত ক্রিয়া নিরর্থক হয়। সত্য যেমন উদ্ধারের জন্য মিথ্যা সেইরূপ অধঃপাতের জন্য। পূর্ব্বে কৃতি নামে এক মহীপাল সপ্ত অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞ আহরণ করিয়া স্বর্গ লাভ করেন কিন্তু একটী অসত্যের বলে স্বর্গভ্রষ্ট হন। নাথ! এই তোমার পুত্র—

এই বাক্য সম্পূর্ণ ওষ্ঠের বাহির হইতে না হইতেই রাজমহিষী শৈব্যার নেত্র বাষ্পে পূর্ণ হইল। তিনি মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে

লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, দেবি! ভয় কি, এই যে বালক এইখানেই আছে, বল কি বলিবার ইচ্ছা করিতেছ। শৈব্যা কহিলেন, রাজন্! এই তোমার পুত্র ও আমি পত্নী; অতএব তুমি আমায় বিক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দাও।

হরিশ্চন্দ্র শৈব্যার এই কথা শুনিবামাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া দুঃখাবেগে কহিতে লাগিলেন, দেবি! কি কষ্ট! আজ তুমি আমায় এইরূপ কহিলে! আমি তোমার ঐ মুখের সহাস্য মধুরালাপ বিস্মৃত হই নাই, আজ সেই মুখে এই কথা কেমন করিয়া শুনিলাম! তুমি যাহা কহিলে ইহা বড় সুকঠিন ব্যাপার, আমি কিরূপে ইহা করিব।

এই বলিয়া হরিশ্চন্দ্র পুনঃ পুনঃ আপনাকে ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন শৈব্যা মহারাজকে ভূতলে শয়ান দেখিয়া দুঃখিত মনে করুণ বচনে কহিলেন, হা নাথ! তুমি যে ভূতলে শয়ান ইহা কাহার অভিসম্পাত। যিনি ব্রাহ্মণগণকে অজস্র ধন দান করিয়াছেন সেই আমার পতি পৃথিবীর অধিপতি ভূতলে শয়ন করিয়া আছেন! হা কি কষ্ট! রাজন্! তোমার ভাগ্যে এই ছিল! এই বলিয়া রাজমহিষী শৈব্যা দুঃসহ ভর্ত্তৃদুঃখে নিপীড়িত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

ঐ সময় হরিশ্চন্দ্রের শিশু পুত্র একান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ছিল। সে অনাথ পিতা মাতাকে তদবস্থ দেখিয়া কাতর স্বরে কহিল, পিতঃ! পিতঃ! আমাকে কিছু খাইতে দেও। আমার অত্যন্ত ক্ষুধা, জিহ্বা শুষ্ক হইতেছে।

ইত্যবসরে সহসা মহাতপা বিশ্বামিত্র তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি হরিশ্চন্দ্রের মুখ চক্ষুতে জলসেক করিয়া চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। হরিশ্চন্দ্র চেতনা লাভ করিয়া বিশ্বামিত্রকে দেখিবা মাত্র আবার মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন মহর্ষি কহিলেন, রাজন্! উঠ উঠ, আমায় অভীষ্ট যজ্ঞদক্ষিণা দাও। তুমি আমার নিকট ঋণী, সময়ও অতিবাহিত হইয়া যায়। তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র সুশীতল জলসেকে পুনর্ব্বার সংজ্ঞালাভ করিলেন এবং বিশ্বামিত্রকে দেখিয়া আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদ্দৃষ্টে মহর্ষি বিশ্বামিত্র কুপিত হইয়া কহিলেন, রাজন্! যদি তোমার ধর্ম্ম-দৃষ্টি থাকে তবে আমার রাজসূয়িকী দক্ষিণা দেও। দেখ; সত্যের বলে সূর্য্য উত্তাপ দিয়া থাকেন, এবং সত্যের বলেই পৃথিবী আছেন, সত্য পরম ধর্ম্ম, সত্যেই স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত। অথবা এইরূপ শিষ্টাচারেরই বা প্রয়োজন কি, রে নীচ, দুরাত্মা, মিথ্যাবাদী, শোন্ যদি তুই আজ আমায় দক্ষিণা না দিস্ তো সূর্য্যাস্তের পরই তোরে নিশ্চয় অভিশাপ দিব। এই বলিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রস্থান করিলেন। তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র অতিমাত্র ভীত হইলেন। তিনি এখন নিঃস্ব নির্ধন, ধনী তাঁহাকে পীড়ন করিতেছেন। তিনি কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া দশ দিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। তখন শৈব্যা পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্! তুমি ব্রাহ্মণের শাপানলে দগ্ধ ও বিনষ্ট হইও না। আমি তোমাকে যাহা কহিতেছি তাহাই কর। রাজা হরিশ্চন্দ্র বারংবার শৈব্যার এইরূপ অনুরোধের কথা শুনিয়া কহিলেন, দেবি! সম্মত হইলাম, আমি তোমায় বিক্রয় করিব। অতি নিষ্ঠুরও যাহা করিতে পারে না এই নির্ঘৃণ নির্লজ্জ তাহা করিবে।

অনন্তর তিনি নগরের পথে পথে বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, নাগরিকগণ! শুন; তোমরা কি বলিতেছ? আমি কে? আমি নিষ্ঠুর অমানুষ অতি কঠোর রাক্ষস অথবা তদপেক্ষাও পাপাত্মা। আমি

প্রাণপ্রিয়া স্ত্রীকে বিক্রয় করিতে আসিয়াছি। এই গর্হিত কার্য্যে আসিয়াও জীবিত আছি। যদি তোমাদের মধ্যে কাহারও দাসী ক্রয় করিবার আবশ্যক থাকে তো আমি জীবিত থাকিতে এই বেলা শীঘ্র আসিয়া বল।

ঐ সময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রকে কহিল, তুমি আমাকে দাসীটি দেও, আমি অর্থ দিয়া উহাকে কিনিব। আমার অতুল ঐশ্বর্য্য আছে, আমার ব্রাহ্মণী স্থকুমারী, সে গৃহকর্ম্ম কিছু মাত্র করিতে পারে না, অতএব তুমি উহাকে আমায় দেও। তোমার স্ত্রী কর্ম্মিষ্ঠা ও রূপযৌবনসম্পন্না, তুমি উহার অনুরূপ অর্থ লও, এবং উহাকে আমায় দেও।

শুনিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি মনোদুঃখে কোন কথা ওষ্ঠের বাহির করিতে পারিলেন না। তখন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজা হরিশ্চন্দ্রের পরিধেয় বল্কলের প্রান্তে অর্থ সুদৃঢ় বন্ধন করিয়া দিল এবং রাজ-পত্নী শৈব্যার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তথা হইতে লইয়া চলিল। শৈব্যা কহিলেন, পিতঃ! আপনি আমাকে একটু ছাড়িয়া দিন, আমি বালকটীকে আর দেখিতে পাইব না, একবার দেখিয়া লই। বৎস! দেখ তোমার মা এইরূপ দাসী হইয়া চলিল। রাজকুমার! তুমি আর আমায় স্পর্শ করিও না। এখন আমি তোমার অস্পৃশ্যা।

তখন ঐ বালক জননীকে বল পূর্ব্বক কেশে আকৃষ্ট দেখিয়া জলধারাকুললোচনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। ব্রাহ্মণ উহাকে ধাবমান দেখিয়া ক্রোধভরে পাদ প্রহার করিল। কিন্তু বালক কিছুতেই তাঁহার জননীকে ছাড়িল না, সে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। তখন শৈব্যা ঐ ব্রাহ্মণকে কহিলেন, পিতঃ! প্রসন্ন হউন, আমার এই বালকটীকেও ক্রয় করুন। আপনি যদিও আমায় ক্রয় করিয়াছেন কিন্তু এই বালক ব্যতীত আমি আপনার কার্য্য করিতে পারিব না। আমি অতি হতভাগিনী। আপনি আমার প্রতি কৃপা করুন এবং আমার সহিত এই বালকটীকেও লউন। তখন ব্রাহ্মণ হরিশ্চন্দ্রকে কহিল, তবে তুমি এই অবশিষ্ট অর্থ লইয়া আমায় এই বালক বিক্রয় কর। আমি তোমায় যা দিলাম শাস্ত্রানুসারে ইহা ঠিকই হইয়াছে। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ রাজা হরিশ্চন্দ্রের পরিধেয় বল্কলে অর্থ বন্ধন করিয়া দিল এবং মাতার সহিত পুত্রকে এক রজ্জুতে বন্ধন করিয়া স্বস্থানে লইয়া চলিল। তদ্দৃষ্টে হরিশ্চন্দ্র দুঃখ শোকে অতিশয় কাতর হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হা! যাঁহাকে চন্দ্র সূর্য্য ও সামান্য লোকে কখন দেখিতে পায় নাই আজ তিনিই অন্যের দাসী হইলেন! হা! ঐ কোমলহস্ত কোমলাঙ্গুলি সূর্য্যবংশীয় বালকও বিক্রীত হইল! আমি নরাধম, আমায় ধিক্। হা প্রিয়ে! হা বৎস! এই অনার্য্য নীচের দুর্নীতিক্রমে তোমাদের এই শোচনীয় দশা ঘটিল! আমার এখনও মৃত্যু হইল না! আমায় ধিক্।

এ দিকে ক্রেতা ব্রাহ্মণ হরিশ্চন্দ্রের স্ত্রী পুত্র লইয়া সত্বর বৃক্ষ গৃহাদির আবরণে অদৃশ্য হইল। মহর্ষি বিশ্বামিত্রও অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া হরিশ্চন্দ্রের নিকট দক্ষিণা প্রার্থনা করিলেন। হরিশ্চন্দ্র স্ত্রী পুত্র বিক্রয়ে সঞ্চিত সমস্ত অর্থ তাঁহাকে দিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র ঐ অর্থ যৎসামান্য দেখিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, রে অনার্য্য! যদি তুই এই অল্প মাত্র অর্থ আমার যজ্ঞদক্ষিণার অনুরূপ বুঝিয়া থাকিস্ তবে এখনই আমার তপোবল দেখ্। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি কিছু অপেক্ষা করুন, আমি দিতেছি। পত্নী ও

শিশু পুত্র বিক্রয় করিলাম। আর আমার কিছু নাই। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রে নরাধম! এক্ষণে দিবসের চতুর্থ ভাগ অবশিষ্ট, আমি এই কালটুকু প্রতীক্ষা করিব, অতঃপর আর কোন কথা শুনিব না। বিশ্বামিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্রকে এইরূপ নিষ্ঠুর কথা কহিয়া রোষকষায়িত লোচনে দ্রুত পদে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর হরিশ্চন্দ্র নগরের পথে পথে এই কথা ঘোষণা করিতে লাগিলেন, মানবগণ! আমায় ক্রয় করিয়া যদি কাহারও দাস রাখিবার ইচ্ছা থাকে তবে যাবৎ সূর্য্যাস্ত না হইতেছে তিনি আসিয়া শীঘ্র বলুন। হরিশ্চন্দ্র পথে পথে এইরূপ ঘোষণা করিতেছেন ইত্যবসরে তথায় দ্রুতবেগে এক বিকৃতাকার চণ্ডাল উপস্থিত হইল। উহার সর্ব্বাঙ্গে দুর্গন্ধ, কেশ রুক্ষ, মুখে শ্মশ্রুজাল, নেত্রদ্বয় মদরাগে আরক্ত, উদর লম্বিত ও বর্ণ কৃষ্ণ। উহার হস্তে মৃত পক্ষিপুঞ্জ, সঙ্গে এক ভীষণ কুক্কুর। সে বহুভাষী ও কর্কশ। ঐ ভীমমূর্ত্তি চণ্ডাল লগুড়হস্তে উপস্থিত হইয়া কহিল, রে দাস! অল্প বা বিস্তর যতই তোর বেতন হৌক, শীঘ্র বল্ আমি তোরে লইব। রাজা হরিশ্চন্দ্র ঐ ক্রূরদর্শন নিষ্ঠুর দুঃশীলকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে? চণ্ডাল কহিল, অমি চণ্ডাল, এই নগরে প্রবীর নামে খ্যাত, আমি মৃত দেহের কম্বল আহরণ করিয়া দিনপাত করি। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, ঘৃণিত চণ্ডালের দাসত্ব করিতে আমার ইচ্ছা নাই। শাপানলে দগ্ধ হই সে ভাল, কিন্তু কিছুতেই আমি চণ্ডালের দাসত্ব করিব না।

ঐ সময় মহর্ষি বিশ্বামিত্র তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি ক্রোধে নেত্রদ্বয় বিঘূর্ণিত করিয়া কহিলেন, এই চণ্ডাল তোরে অধিক অর্থ দিয়া লইতে প্রস্তুত, তবে তুই কেন আমায় সমস্ত দক্ষিণা না দিস্? হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আমি সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়, অর্থের লোভে কি রূপে এক চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার করিব। বিশ্বামিত্র কহিলেন, যদি তুই চণ্ডালকে আত্মবিক্রয় করিয়া যথাকালে আমায় অর্থ না দিস্ তাহা হইলে আমি নিশ্চয় তোরে অভিসম্পাত করিব। তখন হরিশ্চন্দ্র সকাতরে বিশ্বামিত্রের পদতলে পড়িয়া কহিলেন, আপনি প্রসন্ন হউন। আমি আপনার দাস, আমি আপনারই ভক্ত, আপনি আমায় কৃপা করুন। চণ্ডালের দাসত্ব করিতে আমি ইচ্ছুক নহি এই ঋণের যাকিছু অবশেষ আছে তাহার জন্য আপনার দাসত্ব স্বীকার করিতেছি। আমি আপনারই ভৃত্য। বিশ্বামিত্র কহিলেন, রে দুর্ব্বৃত্ত! যদি তুই আমার দাস তবে অধিক অর্থ লইয়া তোরে ঐ চণ্ডালের হস্তে বিক্রয় করিলাম।

বিশ্বামিত্র এই কথা কহিবামাত্র চণ্ডাল তাঁহাকে বিস্তর অর্থ দিয়া হৃষ্ট মনে হরিশ্চন্দ্রকে বন্ধন পূর্ব্বক দণ্ড প্রহার করিতে করিতে স্বগৃহে লইয়া চলিল। হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালগৃহে বাস করিয়া প্রাতঃকাল মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে কেবল এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেন, হা! দীনমুখী বালা পত্নী এবং দীনমুখ বালক পুত্র যৎপরোনাস্তি অসুখী হইয়া সর্ব্বদা মনে করিতেছেন মহারাজ কবে আমাদিগকে অর্থ দিয়া মুক্ত করিবেন। আমার রাজ্যনাশ হইয়াছে, আত্মবন্ধু আর কেহ নাই, স্ত্রী পুত্র বিক্রয় হইয়াছে, শেষে চণ্ডালের দাসত্বও স্বীকার করিয়াছি। হা কি কষ্ট! হা কি কষ্ট!

ক্রমশঃ

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যান মূলক পদ্য।

পঞ্চম ব্যাখ্যান।

যিনি আত্ম ধন, না পায় নয়ন, কভু তাঁরে দেখিবারে।
প্রেমের নয়ন, যে করে মেলন, দেখা দেন তিনি তাঁরে॥

ভেবে দেখ জন্ম তব কাহার কৃপায়,
"মাতৃ-গর্ব্ভ-অন্ধকারে, বদ্ধ ছিলে কারাগারে"
কে তোমারে আনিল ধরায়?
যবে আসি জন্ম তুমি করিলে গ্রহণ,
কাহা হতে পেলে তবে স্নেহ-আলিঙ্গন?
কি গুণ তোমার ছিল, সকলেরে আকর্ষিল,
যা দেখে করিল তোমা আদর যতন?
কাহার ইচ্ছায় বল মাতার হৃদয়,
তোমা তরে বিগলিল স্নেহে অতিশয়?
কোলে লয়ে তোমা মাতা দিলেন চুম্বন,
দিলেন তোমার মুখে সুধাময় স্তন?
মাতৃ-স্তনে দুগ্ধ কেবা করিল সঞ্চার,
যাহাতে হইল রক্ষা জীবন তোমার?
মাতার হৃদয়ে স্নেহ, দেয় নাই আর কেহ,
দিয়াছেন তিনি যিনি জীবের জীবন।
দন্তহীন ছিলে যবে, তিনিই তখন তবে,
করিলেন মাতৃ-স্তনে দুগ্ধ নিয়োজন॥
তিনি তোমা করিলেন এখানে প্রেরণ।
পিতা মাতা উপলক্ষে, রাখিয়া আপন চক্ষে,
করিলেন শিশু যবে তোমারে পালন॥
কে তোমারে রক্ষিছেন যৌবন জরায়,
করিছেন সুখ দান, বিপদ হইতে ত্রাণ,
আজন্ম হইতে হন তোমার সহায়।
জননী সমান তাঁর স্নেহের নয়ন,
জননী সমান স্নেহ করেন বর্ষণ,
প্রতি জন তাঁর ঠাঁই, ইতর বিশেষ নাই,
সবাকারে দেখিছেন সন্তান আপন।
তাঁর রবি শশি তারা চন্দ্রমা পবন,
সবাকার হিত সদা করিছে সাধন,
যে তাঁর নিয়মে করে জ্ঞান উপার্জ্জন,
আত্ম-সংযমন আর চিত্ত বিশোধন,
দেখিবে হৃদয়ে তিনি থাকিয়া তাহার,
বলে দেন যেই পথ তাঁরে পাইবার,
হৃদয়ের যত আশা, অনুরাগ ভাল বাসা,
বলেদেন তাঁহাকেই দিতে অনিবার।
হেন প্রেম দয়া তাঁর হয় প্রতি জনে,
বোধ হয় যেন তাঁর সে জন বিহনে,
নাহি অন্য কেহ আর, প্রেম স্নেহ করিবার,
হয়েন তাহার সখা জীবন মরণে।
প্রত্যেক প্রজারে রাজা না চিনে কখন,
কিন্তু জগতের পতি, প্রত্যেক প্রজার প্রতি,
হন পিতা মাতা বন্ধু আপনার জন।
প্রত্যেকেরে দেন তিনি সুখ ধন মান,
প্রত্যেকের মঙ্গলের করেন বিধান,
পাপে তাপে বিপদেতে দেন নিজাশ্রয়,
ঘোর বিপাকেতে দেন আপন অভয়,
বিষম কণ্টকময় সংসারের পথে,
তিতিক্ষা ধৈরয শিক্ষা দেন বিধি মতে,
মোহ কুটিলতা পাশ করেন মোচন,
তাঁর পানে যেতে কত বলেন বচন।
ভূমিষ্ঠ হইতে যিনি করেন পালন,
ভুলিবেন আমাদের তিনি কি কখন?
এখন যেমন তিনি পিতা আমাদের,
হইবেন পিতা মাতা অনন্ত কালের,
এখানে তাঁহাতে মতি রতি কর জীব!
অনন্ত জীবনে তাহে হবে তব শিব।
প্রেমের নয়ন তাঁর প্রসন্ন বদন।
দেখিবে যদ্যপি মেল প্রীতির নয়ন॥
শুদ্ধ সত্ত্ব হয়ে তাঁরে কর দেখি ধ্যান।
দেখিবে মঙ্গল রূপ তাঁর বিদ্যমান॥
মগন সংসার-সুখে পাপেতে মলিন।
তাঁর পানে চায় যেই হয়ে উদাসীন॥
সে তাঁর প্রেমের দৃষ্টি দেখিবে কেমনে?
প্রেম-ধন দেখা দেন প্রেমের নয়নে।
সংসারে যাহার প্রেমে করিবে বিশ্বাস।
হয় ত হইবে তাহে নিতান্ত নিরাস॥
যারে ঢালি দিবে তুমি স্নেহ অকপটে।
হয় ত আঘাত পাবে তাহার নিকটে॥
যেখানে বন্ধুতা তুমি করিবে রোপণ।
ফলিবে হয়ত তথা শত্রু আচরণ॥
কিন্তু যিনি চির-সখা তাঁহার উপর।
করহ আপন প্রেম মমতা নির্ভর॥
দেখিবে তাঁহার প্রেম সমুদ্র-সমান।
যা করিবে প্রতিদান বিন্দুর প্রমাণ॥
সংসারে যতই পাও হৃদয়-বেদনা।
তাঁরে প্রেম কর—হবে সকলি শান্ত্বনা॥
তাঁর প্রেমে মজ—যাবে সংসার-যাতনা।
সফল হইবে তব মুক্তির কামনা॥
প্রবৃত্তির অধীনতা ঘুচিবে তোমার।
স্বাধীন হইবে—সুখ পাইবে অপার।
তাঁহার অধীন যেই সেই ত স্বাধীন।
তাঁরে ছাড়া অন্য ভজে সেই পরাধীন॥
যদি পাবে তাঁরে—আছে প্রার্থনা উপায়।
নিয়ত প্রার্থনা কর, পাইবে তাঁহায়॥

শয্যা হতে ওঠ যবে বিমল প্রভাতে।
কাতর হৃদয়ে তবে বল এই নাথে ॥
"যা করি যেথায় যাই, আজ তোমা সনে
যাপিব জীবন, থাক হৃদি সঙ্গোপনে।"
যখন করিবে স্নান শরীর মার্জ্জন।
আত্মার মার্জ্জনে তবে করহে যতন।
বল নাথে "পাপে চিত মলিন আমার।
প্রক্ষালন কর দিয়া কৃপা-বারি ধার।
রক্ষ আজ সংসারের মোহ-পাশ হতে।
নাহি পড়ি যেন আজ প্রেয়ের বিপথে।"
যখন করিবে তুমি আহার গ্রহণ।
চাও নাথে প্রেম-অন্ন আত্মার পোষণ।
ত্রিসন্ধ্যা করহ নিত্য তাঁর আরাধনা।
তাঁর সহবাস কর একান্তে প্রার্থনা ॥
ভক্ত তাঁরে বলে সদা "ওহে দয়াময়!
তব প্রেমে মজে যেন আমার হৃদয়।
দেখিতে তোমারে যেন পাই সর্ব্বক্ষণ।
তোমারে পাইয়া হই আনন্দে মগন ॥
কত যে তোমার প্রেম না পাই সন্ধান।
করি যেন তোমা প্রতি বিন্দু প্রেম দান ॥
সময় ক্ষমতা মোর বল ইচ্ছা ধন।
তোমার কাযেতে নব্য কর নিয়োজন ॥
তোমা ভিন্ন গতি নাই বুঝেছি বিশেষ।
তুমি মোর তৃপ্তি-খনি, আনন্দ অশেষ ॥"
ইতি পঞ্চম ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

১৬ই পৌষের তত্ত্বকৌমুদী হইতে
উদ্ধৃত।

ধর্ম্মোরক্ষতি ধার্ম্মিকং।

সতীত্বই সতীর কবচ-স্বরূপ। তদ্দ্বারাই তিনি রক্ষিত হইয়া থাকেন। পবিত্র প্রণয় সতীর হৃদয়কে এরূপে পূর্ণ করিয়া থাকে, যে সেই পবিত্রতাই পাপীদিগকে তাহা হইতে দূরে রক্ষা করে। যে প্রাণে সরল প্রেম থাকে তাহার ভাবই এ প্রকার নুতন হয়, তাঁহার মুখের মধ্যেই এমন এক প্রকার সরলতার আভা থাকে, যে অতি নিকৃষ্টচেতা ব্যক্তিও তাঁহার সহিত মিশিয়া আপনার হৃদয়ের অসাধুভাব প্রকাশ করিবার সুবিধা দেখিতে পায় না। সতীর জীবনের পবিত্রতা দ্বারা সেই অসাধু ভাব লজ্জা প্রাপ্ত হয়, এবং আপনাপনি অন্তরে বিলীন হইয়া যায়। ইহা কবিগণ বর্ণনা করিয়াছেন, এবং আমরাও জনসমাজে নরনারীর ব্যবহারে অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছি।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই সতীর কোন্ ভাবটী এত সুন্দর? কোন্‌টী দেখিয়া প্রাণ মুগ্ধ হয়, এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদয় হয়? আমাদের বোধ হয় তাহা অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা। প্রকৃত প্রেম যে অন্তরে বাস করিতেছে তাহাকে দেখিলে বোধ হয় সংসারের দূষিত কল্পনা ও দূষিত কামনা বিশিষ্ট লোক যে পথে সচরাচর চলিয়া থাকে, সে পুরুষ বা রমণী যেন সে পথে চলিতেছে না। যে সকল কৌশল, বা উপায় বা প্রলোভনের দ্বারা দুষ্ট লোকে তাহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিবে সে সকল প্রলোভনের প্রতিও তাহাদের দৃষ্টি নাই, তাহাদের হৃদয়-নিহিত স্বাভাবিক সাধুতার এমন এক প্রকার শক্তি, যে অপরের অসাধুতা যেন তাহার নিকট তিষ্ঠিতে পারিতেছে না।

সতীত্ব যেমন সতীকে রক্ষা করিয়া থাকে, ধর্ম্মও সেইরূপ এ জগতে ধার্ম্মিককে রক্ষা করিয়া থাকেন। ধর্ম্মও কবচস্বরূপ হইয়া রিপু ও প্রলোভনপূর্ণ সংসারে তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে লইয়া যান। প্রকৃত সাধুতা, প্রকৃত প্রেম যাঁহাতে আছে তিনি অতিশয় প্রলোভনময় স্থান সকল দিয়া গমন করেন, অথচ সে সকল প্রলোভন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; বরং তাঁহার পদার্পণে অসাধুতার অন্ধকার যেখানে ছিল, সে স্থানে পুণ্যের আলোক বিকীর্ণ হয়, যেখানে নরকের দুর্গন্ধ ছিল সেখানে স্বর্গের সুবাতাস বহিতে থাকে। চিন্তা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে, যে এখানেও সতীত্বের ন্যায় অভিসন্ধির বিশুদ্ধতাই সর্ব্বপ্রধান সৌন্দর্য্য। সতীর মুখ দেখিলে যেমন মনে হয়, সে হৃদয় কোন প্রকার কুটিল পথ জানে না, প্রকৃত ধার্ম্মিকের মুখ দেখিলেও মনে হয়, যে তাঁহার মন প্রাণ পবিত্রস্বরূপের চরণে সমর্পিত। প্রভুর অনুগত হওয়া ভিন্ন তাঁহার অন্য লক্ষ্য নাই। তাঁহার ভাষা ও আচরণের বর্ণে বর্ণে পংক্তিতে পংক্তিতে সরল প্রেমের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পবিত্রস্বরূপের ইচ্ছাধীন হওয়া ভিন্ন তিনি অন্য লক্ষ্য জানেন না, অন্য অভিসন্ধি রাখেন না, অন্য বাসনা করেন না; সুতরাং এরূপ ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র আমাদের মস্তক শ্রদ্ধাভরে অবনত হয়। তাঁহাকে দেখিলে আমাদের অসাধুতা লজ্জা প্রাপ্ত হয়, তাঁহার সহবাসে থাকিয়া আমাদের সংসারাসক্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত মনও উন্নত হয়। আমরা একভাব লইয়া ইহাঁদের নিকট গমন করি কিন্তু সে স্বর্গীয় সহবাসে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল থাকিয়া উঠিয়া আসিবার সময় অনুভব করিতে থাকি যেন পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল লোক হইয়াছি। যেন কে হৃদয় মনকে পরিবর্ত্তিত করিয়া স্বর্গের দিকে মুখ ফিরাইয়া দিয়াছে। যেন কে মনকে লজ্জা দিয়া পবিত্র বিষয়ের চিন্তাতে রত করিয়াছে; যেন কে প্রাণে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণের গবাক্ষ প্রভৃতি খুলিয়া দিয়া অন্তরের বহুদিনের সঞ্চিত দূষিত ভাব ও প্রবৃত্তি সকলকে বাহির করিয়া স্বর্গের বিশুদ্ধ বায়ু

তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়াছে, কে যেন হঠাৎ পুণ্যের ক্ষুধা প্রবল করিয়া দিয়াছে! এই জন্যই ভক্তেরা সাধুসঙ্গের এত গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

যাহাকে দেখিলে মনে হয় এ ব্যক্তি ঈশ্বরকে চায় আর কিছু চায় না; সেই সাধু, সেই ধার্ম্মিক। এই অভিসন্ধির বিশুদ্ধতাই ধর্ম্মরাজ্যের সর্ব্বপ্রধান সম্বল। ইহা যদি থাকে, তবেই মানুষ রক্ষিত হয়, তবে আর কিছুরই বড় অপ্রতুল থাকে না। আমরা সময়ে সময়ে দেখিতে পাই লোকে অপরকে আকৃষ্ট করিবার জন্য এবং দল বৃদ্ধি করিবার জন্য নানা বাহিরের আড়ম্বর করে। কিন্তু সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যেখানে এই অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা নাই সেখানে শত আড়ম্বরেও কিছু হয় না। যেখানে আত্মম্ভরিতা, বা প্রভুত্বপ্রিয়তা, বা যশোলিপ্সার গন্ধমাত্র থাকে, সেখানে সহস্র উপায় ব্যর্থ হইয়া যায়, সেখানে বিদ্যা বুদ্ধিও বিশেষ কার্য্যে লাগে না; কিন্তু যেখানে সরল প্রেম আছে ঐকান্তিক আগ্রহ আছে, প্রাণগত ভাল হইবার ইচ্ছা আছে, ঈশ্বরের উপর মন প্রাণের নির্ভর আছে, যথা জ্ঞান চলিবার সংকল্প আছে, সেখানে যদি আড়ম্বর না থাকে, ধনবল বা লোকবল না থাকে, তথাপি সেই দিকে জগতের অনুরাগ ও ভক্তি আকৃষ্ট হয়। জগদীশ্বর করুন যেন এই মহৎ সত্য আমরা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে পারি। আর কিছু পারি না পারি যেন মন প্রাণের সহিত সরল ভাবে তাঁহারই অধীন হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতে পারি। যদি এখন ভক্তি সম্বন্ধে হীন হই ভক্তবৎসল ভক্তি দিবেন, যদি দুর্ব্বল হই ভক্তবৎসল বল দিবেন, তিনি সকল অভাব পূরণ করিবেন। তিনি এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাঁহাকে লাভ করা ও তাঁহার অনুগত হওয়া ভিন্ন অন্য আকাঙ্ক্ষা আর না থাকে।

SERMONS OF THE VENERABLE
Pradhan Acharya of the Brahmo Samaj

The sermons delivered from the Vedi of the Brahmo Samaj by the Venerable Pradhan Acharya, during the years of his active ministry are the brightest jewels set in the literature of the Samaj. These sermons were delivered in that pure and excellent Bengali of which our Venerable Leader is an unrivalled master. Inquiries are frequently made about them from various parts of the country and applications for permission to translate them into the varnaculars of the different provinces have not also been wanting. In these circumstances it is considered advisable to extend their sphere of usefulness by rendering them into English, which may now be fairly regarded as the *lingua franca* of Indian thought. These sermons, it is to the sincerely hoped will be an active agent in furthering the work of religious education, which our educated classes stand so much in need of—Ed T. B. Patrika.

SERMON 1.
11th Sravana, 1782 Sakabda.

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বোমৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ ॥ *

"Know that everlating Being who is worthy to be known and adorable of all, and take refuge in Him, so that death may not afflict you." Of all the calamities in this world Death is the most terrible. The grim figure of Death is ever present before us. The world is but an image of Death. Here whatever is born is subject to death; whatever grows, decays. The unsteady and fleeting things of this world, and the everchanging vicissitudes of life remind us only of death. How can we be delivered from this fear and pain of death? Everywhere is to be seen the image of death. But we may become free from the fear of death by taking refuge in Him who is Immortality itself. In this world only is the fear of death, but boyond it is that Eternal Mansion. Here we are oppressed by such fears, but here again we become fearless by taking refuge in the Immortal. Strange! Living in the midst of death we can know the Immortal Being! Although we are very insignificant beings we can still obtain the shelter of that King of kings and God of gods. Living in the midst of these multiform events we are accomplishing His benevolent purposes. Many are the quadrupeds, birds, acquatic animals and other kinds of creatures that are here. They cannot know their Creator and Preserver although they are living happily through His mercy, but they cannot feel it. They are performing His work but without knowing it. Of man only is the broad and high privilege that he can consciously and willingly co-operate with His benevolent purposes. Living amidst death men only can attain to Immortality. Living in this fearful place he only can take shelter under the feet of the Lord, which alone can deliver us from fear. He only can establish relationship with Him. Being the offspring of Immortality he becomes free from all fear by depending on that Immortality. If we depend upon God, a new life is born in us, and our joy never dies. Our body and mind may be distresed, we may fall into danger or be afflicted by disease, but the joy of the spirit never grows less. If we take refuge in that Abode of Immortality, Death terrible as he is, can frighten us no more.

* Literally, Know that Puruscia (Spirit) who ought to be known, so that death may not affiict you.

Therefore, living in this dreadful world, do not forsake thy God. "মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তু ॥" "The Lord has not forsaken me, let me not forsake Him." Let me not live, and forsake Him. Let us not forsake Him, from whom we have obtained all objects of enjoyment and all happiness, and who forgets us not—no, not even for a single moment. Consider for a while what our fate, would have been if He had forsaken us. Where would we have been ? We would by this time, have met with destruction. কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দোন স্যাৎ। "Who could have moved, who could have hreathed if the blissful God had not existed in all space and with us." He awards joy to all. Shall we forsake Him, by whose love we have been reared up from the moment of our birth, and under whose protection we hope to live through all eternity ? He is not forgetful of us ; may we not forget Him ; Let Him for ever remain unforsaken by us. Shall we forsake Him who is ceaselessly sending us righteousness, wealth and happiness ? Is it an act worthy of a *man* ? And why shall we forsake Him ? Will that do us good ? Have we not to suffer pain in this life, is there no danger or difficulty for us in this world, is not our body distressed, is not our mind cast down, that we can live without His protection ? Is there no fear here that we shall not have to take shelter under those feet that deliver us from fear ? Are there not sin and sorrow here that you will not take refuge in that Saviour of the fallen ? Who will cool us when our heads burn with affliction ? Who will give us courage when we become frightened in a world, beset with many causes of fear ? It is only worldly infatuation that comes and estranges us from Him. Does good attend us on our forsaking Him ? Without Him our virtuous acts become acts of selfishness, and our enjoyments evince ingratitude. Those who are here, listening to this sermon, must have come here in vain, if they only hear it and go away. What will it avail them, if they forget God on returning home ? What is the use of their coming here, if their hearts be not elevated thereby, if their love of God be not kindled and if they do not remember Him when engaged in worldly pursuits ? Have they come here only to recite holy texts in unison and listen to sermons ? Have they not come here to establish a stronger union with God ? What have they done, if in prosperity they do not remember His mercy ; when nourished by food and drink they do not remember the giver thereof ? Separated from that fountain of purity, where will you get purity ? Forsaking Him, who is the fountain of righteousness, how will you profess yourselves to be righteous ? Abandoning that Abode of all good, how will you be worthy of the name of good men ? Surrender yourselves to him from to-day, and you will receive new life this very day.

(To be continued.)

পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময় হইতে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আদি ব্রাহ্ম-সমাজে অতি নিপুণতার সহিত সঙ্গীত করিয়া আসিয়াছেন। তিনি এক্ষণে বার্দ্ধক্য নিবন্ধন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর ব্রাহ্মেরা এইরূপ মধুর কণ্ঠে ব্রহ্মসঙ্গীত আর শুনিতে পাইবেন কি না সন্দেহ। যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উপাসনায় যোগ দিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রায় এমন কেহই নাই বিষ্ণুর মধুর সঙ্গীতে যাঁহার অশ্রুপাত না হইয়াছে। বহু দিনের পর ব্রাহ্মসমাজে গায়কের একটী অভাব উপস্থিত হইল। পূরণ হইবে কি না ঈশ্বর জানেন। এক্ষণে ব্রহ্মসঙ্গীতের একান্ত অনুরাগী কোন শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম বিষ্ণুর অবসর গ্রহণে ব্যথিত হইয়া যে কএকটী কবিতা লিখিয়াছেন আমরা সাদরে নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

কি গান গাহিলে বিষ্ণু! কত কাল ধরি,
ধন্য হলো কণ্ঠ তব গেয়ে সেই গান।
উঠায়েছ পরমার্থ ভাবের লহরী,
জুড়ায়েছ সবাকার তুমি মনঃ প্রাণ ॥

গানের মূর্চ্ছনা তব কতই মধুর,
গলাত হৃদয় আঁখি তোমার আলাপ।
কি আনন্দ গান তব দিয়েছে প্রচুর
ঘুচায়েছে কত শোক বিষাদ সন্তাপ ॥

"কত যে তোমার" তুমি গাহিতে যখন,
হৃদয়ের তন্ত্রী সবে দিত তাহে সায়।
"জননী সমান" গেয়ে—করিতে মগন
জননীর গুণে—ভাবে কাঁদিতাম হায়!

"নিরন্তর ভাব তাঁরে" তোমার বদনে,
অনুতাপে বিদ্ধ কিবা করিত অন্তর।
ভজিব কোথায় সদা সেই প্রিয় ধনে
তাঁরে ছাড়ি রহিয়াছি কতই অন্তর ॥

জরা আসি বাধা দিল তোমার সঙ্গীতে।
যাও তবে বৃদ্ধকালে কর গে আরাম।
গাহিলে যাঁহার নাম তিনি তব চিত্তে
থাকিয়া পূরাণ সদা তব মনস্কাম ॥

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২১ ফাল্গুন রবিবার বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়োবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।
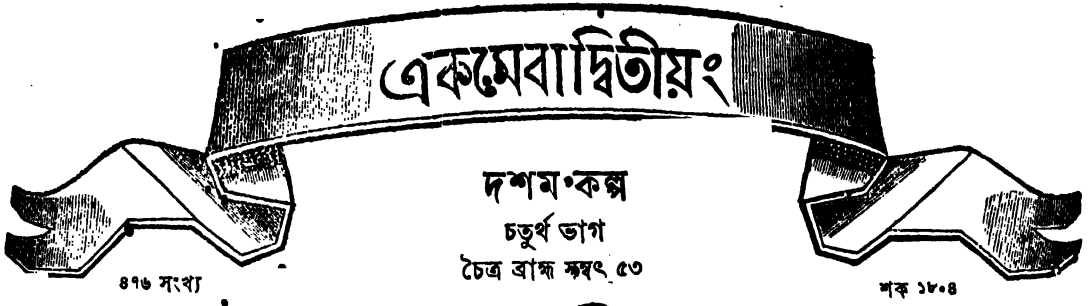
সম্বৎ ১৯৩৯। কলিগতাব্দ ৪৯৮৩ । ১ ফাল্গুন সোমবার।

Registerd NO 52.

দশম কল্প
চতুর্থ ভাগ
চৈত্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৩

৪৭৬ সংখ্যা

শক ১৮০৪

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ाएकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

পঞ্চমপ্রপাঠকে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অসৌ বাব লোকোগৌতমাগ্নিস্তস্যাদিত্য এব সমিদ্রশ্ময়োধূমোঽহরর্চিশ্চন্দ্রমা অঙ্গারা নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ১ ॥

'অসৌ বাব লোকঃ' হে 'গৌতম' 'অগ্নিঃ' 'তস্য' অগ্নের্দ্যুলোকাখ্যস্য 'আদিত্যঃ এব' 'সমিৎ' তেন হীদ্ধোঽসৌ লোকোদীপ্যতে অতঃ সমিন্ধনাৎ সমিদাদিত্যঃ। 'রশ্ময়ঃ ধূমঃ' তদুত্থানাৎ। 'অহঃ অর্চিঃ' প্রকাশসামান্যাৎ। 'চন্দ্রমা অঙ্গারাঃ' অহ্নঃপ্রশমেঽভিব্যক্তঃ 'নক্ষত্রাণি বিস্ফুলিঙ্গাঃ' চন্দ্রমসোঽবয়বা ইব বিপ্রকীর্ণত্বসামান্যাৎ ॥ ১ ॥

হে গৌতম, ঐ দ্যুলোক অগ্নি। সেই অগ্নির আদিত্যই কাষ্ঠ। রশ্মি-সকল ধূম। দিবা তাহার জ্যোতি। চন্দ্রমা তাহার অঙ্গার এবং নক্ষত্র-সকল তাহার বিস্ফুলিঙ্গ ॥ ১॥

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ শ্রদ্ধাং জুহ্বতি তস্যা আহুতেঃ সোমোরাজা সম্ভবতি ॥ ২ ॥

'তস্মিন্ এতস্মিন্' যথোক্তলক্ষণে 'অগ্নৌ' 'দেবাঃ' 'শ্রদ্ধাং' অধিদৈবতং 'জুহ্বতি' 'তস্যাঃ আহুতেঃ সোমঃ সম্ভবতি' ॥ ২ ॥

সেই এই অগ্নিতে দেবতারা শ্রদ্ধাকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে সোমরাজা উৎপন্ন হন ॥ ২ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

পর্জন্যোবাব গৌতমাগ্নিস্তস্য বায়ুরেব সমিদভ্রং ধূমোবিদ্যুদর্চিরশনিরঙ্গারাহ্রাদুনয়ো বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ১ ॥

'পর্জন্যঃ বাব গৌতমঃ অগ্নিঃ' পর্জন্যোনাম বৃষ্ট্যুপকরণাভিমানীদেবতাবিশেষঃ। 'তস্য বায়ুঃ এব সমিৎ' বায়ুনা হি পর্জন্যোঽগ্নিঃ সমিধ্যতে। 'অভ্রং ধূমঃ' ধূমকার্য্যত্বাদ্ধূমবচ্চ লক্ষ্যমাণত্বাৎ। 'বিদ্যুৎ অর্চিঃ' প্রকাশসামান্যাৎ 'অশনিঃ অঙ্গারাঃ' কাঠিন্যাৎ বিদ্যুৎসম্বন্ধাদ্বা। 'হ্রাদুনয়ঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ' হ্রাদুনযোগর্জ্জিতশব্দাঃ ॥ ১ ॥

হে গৌতম, পর্জন্য অগ্নি। সেই অগ্নির বায়ুই কাষ্ঠ। মেঘ তাহার ধূম। বিদ্যুতেরা তাহার জ্যোতি। অশনি তাহার অঙ্গার। মেঘনিনাদ তাহার বিস্ফুলিঙ্গ ॥ ১ ॥

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাঃ সোমং রাজানং জুহ্বতি তস্যা আহুতের্বর্ষং সম্ভবতি ॥ ২ ॥

'তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ সোমং রাজানং জুহ্বতি' তস্যাঃ আহুতেঃ বর্ষং সম্ভবতি' ॥ ২ ॥

সেই এই অগ্নিতে দেবতারা সোম রাজাকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে বৃষ্টির উৎপত্তি হয় ॥ ২ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

পৃথিবী বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যাঃ সম্বৎসর-

এব সমিদাকাশোধূমোরাত্রিরর্চ্চির্দিশোঽঙ্গারা-অবান্তরদিশোবিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ১ ॥

'পৃথিবী বাব গৌতম অগ্নিঃ' 'তস্যাঃ সম্বৎসরঃ এব সমিত্' 'আকাশঃ ধূমঃ' 'রাত্রিঃ অর্চ্চিঃ' 'দিশঃ অঙ্গারাঃ' 'অবান্তরদিশঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ' ॥ ১ ॥

হে গৌতম, পৃথিবী অগ্নি। সেই অগ্নির সম্বৎসরই কাষ্ঠ। আকাশ তাহার ধূম। রাত্রি তাহার জ্যোতি। দিক্-সকল অঙ্গার এবং অবান্তর দিক্-সকল তাহার বিস্ফুলিঙ্গ ॥ ১ ॥

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবাবর্ষং জুহ্বতি তস্যা আহুতেরন্নং সম্ভবতি ॥ ২ ॥

'তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ বর্ষং জুহ্বতি' 'তস্যাঃ আহুতেঃ অন্নং সম্ভবতি' ॥ ২ ॥

সেই এই অগ্নিতে দেবতারা বৃষ্টিকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে অন্নের উৎপত্তি হয় ॥ ২ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

পুরুষোবাব গৌতমাগ্নিস্তস্য বাগেব সমিত্ প্রাণোধূমোজিহ্বার্চ্চিশ্চক্ষুরঙ্গারাঃ শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ১ ॥

'পুরুষঃ বাব গৌতম অগ্নিঃ' 'তস্য বাক্ এব সমিত্' 'প্রাণঃ ধূমঃ' 'জিহ্বা অর্চ্চিঃ' 'চক্ষুঃ অঙ্গারাঃ' শ্রোত্রং বিস্ফুলিঙ্গাঃ' ॥ ১ ॥

হে গৌতম, পুরুষ অগ্নি। বাক্যই তাহার কাষ্ঠ। প্রাণ ধূম। জিহ্বা তাহার জ্যোতি। চক্ষু অঙ্গার এবং শ্রোত্র তাহার বিস্ফুলিঙ্গ ॥ ১ ॥

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা অন্নং জুহ্বতি তস্যা আহুতেরেতঃ সম্ভবতি ॥ ২ ॥

'তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ অন্নং জুহ্বতি' 'তস্যাঃ আহুতেঃ রেতঃ সম্ভবতি ॥ ২ ॥

সেই এই অগ্নিতে দেবতারা অন্নকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে রেত উৎপন্ন হয় ॥ ২ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

যোষা বাব গৌতমাগ্নিস্তস্যাউপস্থএব সমিদ্যদুপমন্ত্রয়তে স ধূমোযোনির্চ্চির্যদন্তঃ করোতি তেঽঙ্গারা অভিনন্দা বিস্ফুলিঙ্গাঃ ॥ ১ ॥

'যোষা বাব গৌতম অগ্নিঃ' 'তস্যাঃ উপস্থঃ এব সমিত্' তেন সা পুত্রাদ্যুৎপাদনায় সমিধ্যতে। 'যৎ উপমন্ত্রয়তে সঃ ধূমঃ' স্ত্রীসম্ভবাদুপমন্ত্রস্য। 'যোনিঃ অর্চ্চিঃ' লোহিতত্বাৎ। 'যৎ অন্তঃ করোতি তে অঙ্গারাঃ' অগ্নিসম্বন্ধাৎ। 'অভিনন্দাঃ' সুখলবাঃ 'বিস্ফুলিঙ্গাঃ' ক্ষুদ্রত্বাৎ ॥ ১ ॥

হে গৌতম, স্ত্রী অগ্নি। তাহার উপস্থই কাষ্ঠ। সে যে মন্ত্রণা করে তাহা ধূম। যোনি তাহার জ্যোতি। যে "অন্তঃ" করে তাহা অঙ্গার। তাহাতে যে আনন্দ হয় তাহা বিস্ফুলিঙ্গ ॥ ১ ॥

তস্মিন্নেতস্মিন্নগ্নৌ দেবা রেতোজুহ্বতি তস্যা আহুতের্গর্ভঃ সম্ভবতি ॥ ২ ॥

'তস্মিন্ এতস্মিন্ অগ্নৌ দেবাঃ রেতঃ জুহ্বতি' তস্যাঃ আহুতেঃ গর্ভঃ সম্ভবতি ॥ ২ ॥

সেই এই অগ্নিতে দেবতারা রেতকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে গর্ভ উৎপন্ন হয় ॥ ২ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি তু পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি স উল্বাবৃতোগর্ভোদশ বা মাসানন্তঃ শয়িত্বা যাবদ্বাথ জায়তে ॥ ১ ॥

'ইতি তু' এবন্তু 'পঞ্চম্যাং আহুতৌ আপঃ পুরুষঃ বচসঃ ভবন্তি ইতি' 'সঃ গর্ভঃ' অপাং পঞ্চমঃ পরিণাম-বিশেষঃ। 'উল্বাবৃতঃ' উল্বেন জরায়ুণা আবৃতঃ বেষ্টিতঃ 'দশঃ বা' নব বা 'মাসান্' 'অন্তঃ' মাতুঃ কুক্ষৌ 'শয়িত্বা' 'যাবৎ বা' যাবতা কালেন ন্যূনেনাতিরিক্তেন। 'অথ' অনন্তরং 'জায়তে' ॥ ১ ॥

এই প্রকারে পঞ্চম-আহুত জল পুরুষ নামে বাচ্য হয়। সেই জরায়ু-পরিবেষ্টিত গর্ভ দশ মাস বা ন্যূনাতিরিক্ত কাল গর্ভে শয়ন করিয়া তাহার পরে জন্মগ্রহণ করে ॥ ১ ॥

সজাতোযাবদায়ুষং জীবতি তং প্রেতং দিষ্টমিতোঽগ্নয়এব হরন্তি যত এবেতো যতঃ সম্ভূতোভবতি ॥ ২ ॥

'সঃ জাতঃ' 'যাবৎ আয়ুষং' তাবৎ 'জীবতি' 'তং' ক্ষীণায়ুষং 'প্রেতং' মৃতং 'দিষ্টং' কর্ম্মণা নির্দ্দিষ্টং পর-লোকং প্রতি। 'ইতঃ' অস্মাৎ গ্রামাৎ 'অগ্নয়ে এব' 'হরন্তি' পুত্রা অন্ত্যকর্ম্মাণঃ 'যতঃএব ইতঃ' আগতোঽগ্নেঃ

সকাশাৎ। 'যতঃ' চ পঞ্চভ্যঃ অগ্নিভ্যঃ 'সম্ভূতঃ' উৎপন্নঃ 'ভবতি' তস্মাএবাগ্নয়ে হরন্তি ॥ ২ ॥

সেই জাত ব্যক্তি যাবৎ আয়ু জীবিত থাকে। তাহার পরে নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহার মৃত্যু হইলে তাহাকে বাটী হইতে অগ্নির নিকট লইয়া যায় যেহেতু সে অগ্নি হইতে আসিয়াছে, যেহেতু সে অগ্নি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ॥ ২ ॥

দেবগৃহে সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোপাসনা কালীন বক্তৃতা।

১১ মাঘ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৩।

কোন গৃহস্থের নিকট কোন সন্ন্যাসী আসিয়া বলিল যে আমি স্পর্শমণি প্রস্তুত করিতে পারি, যে সকল উপকরণে উহা প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার ব্যয় এত, তুমি যদি আমাকে সে ব্যয় দেও তাহা হইলে তোমার বাটীতে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া আমি তাহা প্রস্তুত করিয়া দিই। সরলচিত্ত গৃহস্থ তাহাকে ঐ টাকা, দিল। সন্ন্যাসী তাহার গৃহে অবস্থিতি করিয়া, স্পর্শমণি প্রস্তুত করিবার জন্য যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া আবশ্যক সেই প্রক্রিয়ার উপযোগী দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া স্পর্শমণি প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল। এক দিন গৃহস্থ প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখে যে সন্ন্যাসী পলায়ন করিয়াছে। গৃহস্থ প্রতারিত হইল কিন্তু স্পর্শমণি লাভের ইচ্ছা তাহার মন হইতে অন্তর্হিত হইল না। তাহার পর শুনিল যে অমুক যোগী অমুক পর্ব্বতের উপর যোগ সাধন করিতেছেন। তিনি উহা প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া জানেন। সেই যোগীর নিকট উপস্থিত হইয়া যখন তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল তখন তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া স্পর্শমণি কিরূপে লাভ হইতে পারে তাহার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিল। যোগী ঐবিষয়ে যাহা জানিতেন তাহা বলিয়া দিলেন কিন্তু তাঁহার কথানুসারে কার্য্য করিয়া গৃহস্থ কৃতকার্য্য হইল না। এইরূপে যোগীর পর যোগীর উপাসনা করিয়া স্পর্শমণি লাভে কৃতকার্য্য না হওয়াতে গৃহস্থ অতি বিষণ্ণ হইল এবং স্পর্শমণি লাভে নিরাশ হইল। তৎপরে সে শুনিল যে অমুক পর্ব্বতে একটি পরম যোগী আছেন তিনি স্পর্শমণির তত্ত্ব সকল-অপেক্ষা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছেন। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া যখন সে আপনার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিল তখন তিনি বলিলেন 'রে মূঢ়! তুই স্পর্শমণি লাভের জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিস্, কিন্তু স্পর্শমণি তোর নিজের গৃহেই যে, রহিয়াছে। যা! তোর গৃহের অমুক অলক্ষিত কোণে অনুসন্ধান কর্‌গে, তথায় আবর্জ্জনার মধ্যে স্পর্শমণি পাইয়া কৃতার্থ হইবি।'

এই আখ্যায়িকার অর্থ কি? এই আখ্যায়িকার অর্থ এই যে আত্মারূপ গৃহের অলক্ষিত কোণে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিরূপ আবর্জ্জনামধ্যে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিরূপ স্পর্শমণি আছে; মনুষ্য সেই অমূল্য কোণের কোন সম্বাদ লয় না কিন্তু সেই কোণেই প্রকৃত স্পর্শমণি রহিয়াছে। আমরা কল্পিত স্পর্শমণির জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াই; প্রকৃত স্পর্শমণি যে আমাদিগের অতি নিকটে রহিয়াছে তাহা লক্ষ্য করি না। স্পর্শমণি আমাদিগের অতি নিকটে রহিয়াছে কিন্তু কোল-আঁধারে আমরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, তাহার বিদ্যমানতা অনুভব করিতে পারিতেছি না।

স্পর্শমণি যেমন ইতর ধাতুকে ছোঁয়াইয়া দিলে তাহা স্বর্ণেতে পরিণত হয় তেমনি ধর্ম্মরূপ স্পর্শমণি জীবনের সকল সম্বন্ধে ছোঁয়াইয়া দিলে সেই সকল সামান্য সম্বন্ধ অতি পবিত্র, উন্নত ও মহৎ বেশ ধারণ করে। ইতর ধাতুতে, স্পর্শমণি ছোঁয়াইয়া দিলে তাহা যেমন সকল অপেক্ষা মহৎ ধাতু

স্বর্ণেতে পরিণত হয়, তেমনি জীবনের সামান্য সম্বন্ধ সকলে ধর্ম্মরূপ স্পর্শমণি ছোঁয়াইয়া দিলে তাহা যার পর নাই পবিত্র, উন্নত ও মহৎ বেশ ধারণ করে। এই স্পর্শমণি গার্হস্থ্য সম্বন্ধে ছোঁয়াইয়া দেও তাহা যার পর নাই পবিত্র উন্নত ও মহৎ বেশ ধারণ করিবে। গৃহই ধর্ম্মসাধনের প্রধান ক্ষেত্র। ভীরু ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সংসার-সংগ্রাম হইতে বনে পলায়ন করিয়া ধর্ম্মসাধন করা অতি সহজ, কিন্তু সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করা অতি কঠিন। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই উপদেশ দিতেছেন যে সংসারে থাকিয়াই ধর্ম্মসাধন করিবে। গৃহ ধর্ম্মসাধনের প্রধান ক্ষেত্র এইটি মনে করিলে গৃহ কি পবিত্র বস্তু বোধ হয়! তখন গৃহ সম্বন্ধীয় সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম কেমন এক নবীন মনোহর বেশে আমাদিগের নিকট দেখা দেয়! তখন দাম্পত্য সম্বন্ধ কি মনোহর বলিয়া জ্ঞান হয়! দুইটি আত্মা আমরা একত্রে যত্ন করিয়া সেই অমৃত নিকেতনের দিকে ধাবিত হইতেছি ইহা মনে করিলে দাম্পত্য সম্বন্ধের গুরুত্ব তখন আমরা বিলক্ষণ অনুভব করি। এরূপ মনের অবস্থা হইলে কন্যা কি পুত্রকে ঈশ্বর-দত্ত-নিধি জ্ঞান হইয়া তাহার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধনে আমরা কি আগ্রহের সহিত যত্ন করি। ধর্ম্মরূপ স্পর্শমণি প্রতিবাসীর সহিত সম্বন্ধে ছোঁয়াইয়া দিলে সেই সম্বন্ধ কি সুখের আকর বোধ হয়! তখন প্রতিবাসীর উপকার সাধন করিতে কত উৎসাহ হয়! তখন ঐ সম্বন্ধ কি পবিত্র ও মহৎ বলিয়া বোধ হয়। বন্ধুর সহিত সম্বন্ধে ধর্ম্মরূপ স্পর্শমণি ছোঁয়াইয়া দিলে তাহা কি মহৎ বেশ ধারণ করে! ধর্ম্মোৎপাদ্য বন্ধুতার ন্যায় সুখের আকর আর জগতে নাই। আমরা উভয়ে সেই প্রিয়তম ঈশ্বরের উপাসক, ইহা মনে করিয়া বন্ধুতাবন্ধন কি দৃঢ় হয়। এরূপ বন্ধুতাতে কোন ঈর্ষা জন্মিতে পারে না। যত লোক ঈশ্বরকে ভাল বাসুক না কেন, তাহাতে ঈর্ষা উপস্থিত না হইয়া, বরং আহ্লাদের সঞ্চার হয়। ধর্ম্মরূপ স্পর্শমণি বন্ধুতা সম্বন্ধে ছোঁয়াইয়া দিলে তাহা বন্ধুর দোষ ক্ষমা করিতে আমাদিগকে কতই না উৎসুক করে! ধর্ম্মরূপ স্পর্শমণি স্বদেশপ্রেমে ছোঁয়াইয়া দিলে তাহা কি উন্নত ও মহৎ বেশ ধারণ করে! আমি স্বীকার করি যে নাস্তিক ও সংশয়বাদীরা প্রকৃত স্বদেশপ্রেমী হইতে পারেন কিন্তু ধর্ম্মভাব যেমন স্বদেশপ্রেমীকে স্বদেশের হিতসাধন জন্য কষ্ট সহ্য করিতে পারগ করে এমন আর কিছুতেই করিতে পারে না। যত যত ভুবন-বিখ্যাত স্বদেশপ্রেমী মহাত্মা হইয়া গিয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। ধর্ম্ম যেমন স্বদেশের জন্য শোণিত দিতে, স্বদেশের জন্য প্রাণ সমর্পণ করিতে সমুৎসুক করে এমন আর অন্য কিছুই নহে। ধর্ম্মরূপ স্পর্শমণি সমস্ত মনুষ্যের সহিত বিশ্বজনীন সম্বন্ধে ছোঁয়াইয়া দিলে সে সম্বন্ধ কি মহৎ বোধ হয় তাহা বলা যায় না। তখন সমস্ত পৃথিবীকে গৃহ জ্ঞান হয় ও সমস্ত মনুষ্য সেই পরম পিতার সন্তান বলিয়া ভ্রাতাস্বরূপ বোধ হয়। তখন মনুষ্যবর্গের উপকার সাধন করিতে কি উৎসাহ জন্মে! তখন স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বলিয়া জ্ঞান থাকে না, লোক পাইলেই তাহার উপকার করিতে ইচ্ছা হয়। ধর্ম্মরূপ স্পর্শমণি সাধারণতঃ মানব জীবনে ছোঁয়াইয়া দিলে মানব জীবনের দুঃখ কষ্ট, দুঃখ কষ্ট বলিয়া বোধ হয় না, তখন দুঃখকে ছদ্মবেশধারী সুখ বলিয়া প্রতীতি হয়, তখন এই পৃথিবীকে একটি ক্ষুদ্র স্বর্গ বলিয়া জ্ঞান হয়, তখন এই সামান্য সূর্য্যের কিরণ এক অভূতপূর্ব্ব রমণীয় বেশ ধারণ করে। তখন বোধ

হয় জীবনের আর শেষ হইবে না, তখন নিশ্চয় রূপে জ্ঞান হয় ঈশ্বর তাঁহার ভক্তকে কখন বিনাশ করিবেন না, তাঁহার সহিত এখানে যে প্রীতি-সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইল তাহা অনন্ত কাল চলিয়া যাইবে, তাহার আর শেষ নাই, তাহা বরং উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া ক্রমশঃ অপার সুখের কারণ হইবে। ধর্ম্মরূপ স্পর্শমণি এই অধম জীবনে ছোঁয়াইয়া দিলে বোধ হয় যে ইহা অনন্ত জীবনের দ্বার মাত্র, সেই অনন্ত জীবনে কত স্বর্গের পর স্বর্গ আমাদিগের জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে তাহা বলা যায় না। ধর্ম্মরূপ স্পর্শমণি সামান্য বস্তুকে কি মহৎ বস্তুতে পরিণত করে তাহার একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দেখ। উৎসব কি সামান্য পদার্থ! পুত্র হইলে লোকে উৎসব করে, বিবাহের সময় লোকে উৎসব করে, শোণিত-পিপাসু সেনাপতি জয় লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলে লোকে উৎসব করে, প্রজাপীড়ক রাজা নগরে আগমন করিলেও লোকে উৎসব করে। এই ত উৎসব পদার্থ! অতি পার্থিব! অতি সামান্য! কিন্তু ধর্ম্মরূপ স্পর্শমণি উহাতে ছোঁয়াইয়া দিলে উহা যে কেমন মহৎ বেশ ধারণ করে তাহা বলা যায় না! আমরা এখানে যে কয়েক ব্যক্তি এই উৎসব-ক্ষেত্রে উপস্থিত আছি আমরা সকলেই সেই প্রিয়তম ঈশ্বরের উপাসক উহা মনে করিয়া আমাদিগের আনন্দ কিরূপ বর্দ্ধিত হয় তাহা বলা যায় না। যেমন শত শত কাচময় পদার্থে এক প্রদীপের আলোক প্রতিফলিত হইলে পরস্পরের আলোক পরস্পর বৃদ্ধি করিয়া এক মহান্ আলোক উৎপাদন করে তেমনি অদ্য আমাদিগের পরস্পরের আনন্দ পরস্পরকে বর্দ্ধন করিয়া একটি মহান্ পবিত্র আনন্দ উৎপাদন করিতেছে, সেই মহান্ আনন্দ-রূপ সমুদ্রের অতি উচ্চ তরঙ্গ সেই ঈশ্বরের দিকেই উল্লম্ফন করিতেছে।

হে পরমাত্মন্! তুমিই আমাদিগের প্রকৃত স্পর্শমণি, তুমি দরিদ্রের স্পর্শমণি, তোমাকে পাইয়া ত আমাদিগের কিছুরই অভাব বোধ হয় না। তুমি থাক, আর আমাদিগের যাহা কিছু বিষয় বিভব আছে তাহা সকলই যাউক তাহাতে ক্ষতি নাই। তুমি আমাদিগের গৃহে চিরকাল অবস্থান করিও, তাহা হইলে আমাদিগের সকল অভাব দূরীকৃত হইবে। হে বিপদের কাণ্ডারী! যখন বিপদ উপস্থিত হয় তখন যেন আমরা ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকি যেহেতু এই ব্রহ্মানন্দ-রূপ স্পর্শমণি বিপদকে সম্পদে পরিণত করে। কৃচ্ছ্র সময়ে যেন আমাদিগের আনন্দ আরো উজ্জ্বল বেশ ধারণ করে এই তোমার নিকট আমাদিগের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বর্দ্ধমান ত্রয়োবিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১৮০৪ শক। ২১ ফাল্গুন রবিবার।

আত্মার কি দুর্নিবার্য্য ক্ষুৎপিপাসা, কি দুরতিক্রমণীয় পরাক্রম! এই অধোলোকে আত্মার জন্ম, কিন্তু ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতম লোক সকল তাহার গম্যভূমি। নিম্নে এই ধরাতল, তাহার অন্নপান সমূহের অধঃপতনের পথ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, উপরে জ্বলন্ত সূর্য্য, ভূমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া তৎসমূহের ঊর্দ্ধগমনের সোপান অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। দুস্তর মহাসমুদ্র, পৃথিবীকে বলয়াকারে বেষ্টন করত মনুষ্যের ভোজ্যপানীয় অপহরণ-দ্বার রোধ করিয়া অবস্থান করিতেছে। এদিকে ঋতুভেদে ভূমণ্ডল পর্য্যায়ক্রমে অশেষবিধ অন্নপান তাহার সম্মুখে

ধারণ করিতেছে, কিন্তু মনুষ্যের এমনই দুর্নিবার্য্য ক্ষুৎপিপাসা যে, সে তৎসমুহ উদর-সাৎ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেছে না। শরীরের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ জন্য মনুষ্য, এই অপর্য্যাপ্ত অন্নপান গ্রহণ করে, আবার কিয়ৎক্ষণ পরেই ক্ষুধায় আকুল, তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া ভোজ্যপান সংগ্রহের জন্য উন্মত্ত হইয়া পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। মনুষ্য পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্রাংশ স্থান অধিকার করিয়া অবস্থান করিতেছে, অবশিষ্ট বৃহৎ আয়তন জল-স্থল, পর্ব্বত-অরণ্য হইতে অবিশ্রামে দিবারাত্রি তাঁহার ক্ষুধার অন্ন তৃষ্ণার জল আহরিত হইলেও এককালে তাহার ক্ষুৎপিপাসা শান্তি হইতেছে না। বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেই ক্ষুধা তৃষ্ণাতে আকুল! মনুষ্যের যে পার্থিব নশ্বর শরীর, অধিক হয়ত শতবর্ষই পৃথ্বীতলে অবস্থান করিবেক; যখন অশেষ ভুভাণ্ডার তাহার অভাব মোচন করিতে পারে না, তখন তাহার যে অবিনশ্বর আত্মা চিরকাল—অনন্তকাল জীবিত থাকিয়া ক্রমাগত উন্নতির উপর উন্নতি লাভ করিবে, তাহার সেই চির-উপযোগী—চিরতৃপ্তিকর অন্নপান এখানে কোথায় বর্ত্তমান? পৃথিবীতে বিবিধ রসযুক্ত নানা প্রকার ফল মুল শস্যাদি উৎপাদিত হইতেছে, মনুষ্যের তন্মধ্যে কখন একটির প্রতি বিশেষ আসক্তি, অপরটির প্রতি বিরাগ; কোনটি লাভ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ, কোনটির প্রতি তাহার বিতৃষ্ণা দৃষ্ট হয়। অদ্য যেটি তাহার পক্ষে বিশেষ তৃপ্তি-প্রদ, কল্য আবার সেইটিই অতৃপ্তিকর বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। জড়-শরীর-পোষণ বিষয়েই যখন তাহার অতৃপ্তি-জনিত এইরূপ রুচি-বৈচিত্র—ইচ্ছা-বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়, তখন তাহার মনের ক্ষুধা নিবারণ বিষয়েও যে ঐরূপ প্রবৃত্তি-বৈষম্য থাকিবে, তাহার আর সন্দেহ কি?

অজস্র ফল-মুল-শস্য যেমন মনুষ্যের শারীরিক ক্ষুৎপিপাসা এককালে নিবারণ করিতে পারে না, তেমনই বিচিত্র বিষয়-সুখ ও ইন্দ্রিয়-সুখও তাহাকে চিরতৃপ্তি দানে সমর্থ হয় না। ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া দিবারাত্রি সুখ-রত্ন অযাচিতরূপে তাঁহার অন্তর-প্রবিষ্ট হইতেছে, কিন্তু সে একাকী তাহা সম্ভোগ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করে না। বিবিধ ভোগ-ঐশ্বর্য্যেও তাহার দুর্নিবার্য্য তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেও তাহার হৃদয়ে তৃপ্তি নাই—শান্তি নাই—আরাম নাই। মধুকর যেমন মধু-লোভে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণ করিয়া থাকে, মনুষ্যও সেইরূপ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হইতেছে। সুখ-লাভের জন্য দিনযামিনী তাহার আর বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই; আহরণ অধ্যবসায়েরও ইয়ত্তা নাই। সে যদি পার্থিব অন্নপান-জনিত সুখের প্রার্থী হইত; বিষয়-সুখ ও ইন্দ্রিয়-সুখ যদি তাহার সর্ব্বস্ব হইত, তাহা হইলে সে পশুর ন্যায় ভূমণ্ডলের প্রতিই অধোমুখ হইয়া থাকিত। কুসুমদল-প্রবিষ্ট মুগ্ধ মধু-মক্ষিকার ন্যায় সে বিষয়ের কীট হইয়াই অবস্থান করিত। সে পশু-ভোগ্য সুখের একান্ত অভিলাষী নয় বলিয়াই উন্নত মস্তকে অবস্থান করিতেছে! সে মহত্তর উচ্চতর সুখের জন্য তৃষ্ণাতুর বলিয়াই—সেই দুর্নিবার্য্য পিপাসা শান্তির নিমিত্ত কেবল সম্মুখেই দৃষ্টিপাত করিতেছে। নবপ্রসূত শিশু জরায়ু-অন্ধকার হইতে বিমুক্ত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পদার্পণ পূর্ব্বক যেমন প্রথমে ঊর্দ্ধদিকে চক্ষু উন্মীলন করে, তেমনই সংসার-সুখে ভুক্তভোগী আত্মাও অশান্তি ও অতৃপ্তি নিবন্ধন নিরাশ ও হতাশ হইয়া কেবল জ্যোতির্ম্ময় উন্নত ধামের প্রতিই দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। পক্ষি-শাবকের যতদিন পক্ষপুট

নির্গত না হয়, ততদিনই যেমন সে সংকীর্ণ কুলায় মধ্যে বিমুগ্ধ হইয়া অবস্থান করে; পক্ষদ্বয়-শোভিত ও সবল হইলেই যেমন সে মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ করিবার জন্য আকাশ-পথে উড্ডীন হয়, মনুষ্যেরও সেইরূপ যতদিন না শরীর সবল, মন সতেজ, এবং আত্মার বৃত্তি প্রবৃত্তি প্রস্ফুটিত হয়, ততদিনই সে পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। পার্থিব বস্তুতেই তাহার অনুরাগ ও আসক্তি দৃষ্ট হয়। যত তাহার মানসিক বল বৃদ্ধি পায়, ততই সে ধরণি-বক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া সুখ-পিপাসায় উত্তেজিত হওত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়-সুখ প্রভৃতির স্বাদ গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। পদার্থ হইতে অন্য পদার্থে, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে, এইরূপে যখন সে পার্থিব-সুখে নিরাশ হয়, তখনই তাহার আত্মা বিহঙ্গের ন্যায় সেই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে। তখনই সে এই মলিন ও নিষ্প্রভ ভূমণ্ডলে অবস্থান করিয়াও সেই জ্যোতির্ম্ময় উন্নত ধামের প্রতি দৃষ্টি করিতে থাকে। তখন সে আর পশ্চাতে দৃষ্টি করে না, তাহার দৃষ্টি তখন সম্মুখে—তাহার গতি তখন অগ্রেই। পৃথিবীতে উপর্য্যুপেরি এক-বিধ সুখ, এক প্রকার আনন্দ একাদিক্রমে সম্ভোগ করিয়া প্রার্থিত সুখলাভে নিরাশ হইয়া, সেই ভুক্তভোগী আত্মা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকে

"যোবৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি"

ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই, যিনি ভূমা, যিনি মহান্ তিনি সুখস্বরূপ। মনুষ্য হইতে পৃথিবী যতই কেন আকার—আয়তনে বৃহত্তর ও মহত্তর হউক না, আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তির পক্ষে ইহা অতি ক্ষুদ্র পদার্থ। এখানকার সুখ-সাগর আত্মার বিহার-বিচরণ পক্ষে অতীব অগভীর—নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। যতদিন নরদেহ সংরচন-অবস্থায় অবস্থান করে, ততদিনই, যেমন জননী-জরায়ু তাহার প্রকৃত অবস্থান-ভূমি, পুষ্ট পোষিত হইলেই সে যেমন সেই সঙ্কীর্ণ স্থান ভেদ করিয়া ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হয়; তেমনই যতকাল না আত্মা উন্নত ও বর্দ্ধিত হয়, ততদিনই পৃথিবী তাহার উপযুক্ত স্থান। একবার তাহার চক্ষু উন্মীলিত হইলে—একবার তাহার দুর্নিবার্য্য সুখতৃষ্ণার উদ্রেক হইলে, দন্তবিশিষ্ট শিশু যেমন আর নিরবচ্ছিন্ন স্তন-দুগ্ধে পোষিত হইতে ইচ্ছা করে না—সে অন্যবিধ পুষ্টিকর ভোজ্য পানীয়ের জন্য চিৎকার করে; আত্মাও সেইরূপ এখানে যত দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হয়—তাহার আশা অধিকার যত বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই সে পরীক্ষাতে পার্থিব-সুখের সঙ্কীর্ণত্ব অসারত্ব অনুভব করিয়া নবতর কল্যাণতর অন্ন—নির্ম্মলতর পবিত্রতর পানীয় লাভের জন্য উত্তেজিত হয়। তখন তাহার সেই দুর্নিবার্য্য ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের যত্নচেষ্টা হইতে কেহই তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে না। সে তখন মাতা বসুন্ধরার নিষেধ-নিবারণে দৃকপাতও করে না। তাহার নিকট হইতে প্রলোভনীয় পদার্থ সকল মুহুর্মুহুঃ উপহার প্রাপ্ত হইয়াও সে আর তাহাতে মুগ্ধ বা মোহিত হয় না। তাহার দৃষ্টি তখন মহানের প্রতি—সেই ভূমারই প্রতি নিপতিত হয়। তখন সে প্রতি নিশ্বাসে সেই অনন্ত-সুখ-প্রস্রবণের নবতর কল্যাণতর বারি পান করিবার জন্য ধাবিত হইতে থাকে। তখন সে সেই অমৃতবারির আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়া বলিতে থাকে

"রসোবৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।"

"সেই পরমাত্মা রস-স্বরূপ তৃপ্তিহেতু। সেই রস-স্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন।" সংসার-সুখে তৃপ্তি নাই, তাহা পরীক্ষাতেই প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিয়া সেই সুখের অনন্ত-সাগরে, সেই আনন্দের

অশেষ প্রস্রবণে—সেই অমৃতের সুগভীর আকরের প্রতি আত্মা ধাবিত হয়!

পৃথিবীতে মনুষ্যগণ প্রার্থনীয় বস্তু লাভের জন্য পুনঃপুনঃ যত্নচেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য না হইলে, সে নিরাশ ও নিরুদ্যম হইয়া পড়ে, কিন্তু আধ্যাত্মিক ভোজ্য পানীয় সংগ্রহে আত্মার যত্ন চেষ্টার বিরাম ও বিশ্রাম নাই। শিশু যেমন বিচরণ-সুখ অনুভব করিয়া প্রতি পদবিক্ষেপে নিপতিত হইলেও আবার উ-ত্থিত হয়, আবার সহাস্য বদনে পদসঞ্চালন করে, আত্মাও তেমনই একবার সেই অমৃত-রসের আস্বাদন পাইলে, সহস্রবিধ দুঃখ বিপত্তি শোক সন্তাপ বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইলেও সে তল্লাভেই অগ্রসর হয়, কদাচ তাহা হইতে নিবৃত্ত ও পরাঙ্মুখ হয় না। তাহার সেই দুর্নিবার্য্য পরাক্রমকে কেহই প্রতিরোধ করিতে পারে না। সমুদ্র-উচ্ছ্বাস বরং নিবারণ করা যায়, তুরঙ্গ মাতঙ্গের গতিও বরং স্থগিত করা যায়, বিদ্যুৎ-বিক্রমও মন্দী-ভূত করা যাইতে পারে কিন্তু আত্মার আধ্যা-ত্মিক অন্নপান সংগ্রহ বিষয়ে দুরতিক্রমণীয় পরাক্রমকে কোন রূপেই বাধা দেওয়া যায় না। সে সুখ-তৃষ্ণায় আকুল হইয়া বীর-বি-ক্রমে অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়। যে সূর্য্যের জ্বলন্ত জ্যোতি, পৃথিবীর অন্ধকার তিরোহিত করিতেছে, কিন্তু তাহার সুতীক্ষ্ণ রশ্মি-শর সামান্য জড় পদার্থকে ভেদ করিতে পারে না। যে সমুদ্র-প্রবাহ সমগ্র ভূমণ্ডল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহার প্রখর প্রবাহ, উদরস্থ মগ্ন গিরিকেও বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হয় না, যে বিদ্যুৎ-অগ্নি বন উপবন সকলকে স্পর্শ-মাত্র ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, হিমাদ্রি-সন্নি-ধানে তাহার বিক্রমও মন্দীভূত হইয়া যায়, যে বহুযোজন-ব্যাপী হিমাচল মেঘমালা বক্ষে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সে কদাচ চন্দ্রসূর্য্য-মণ্ডল স্পর্শ করিতে পারে না; কিন্তু আত্মার বল দেখ; সে সমগ্র দুর্ভেদ্য জড়-আবরণ ভেদ করিয়া—সমুদয় প্রাণি জগৎ অতিক্রম করিয়া—সে অদৃশ্য মনোরাজ্য উল্ল-ঙ্ঘন করিয়া—সে বুদ্ধি-বিজ্ঞান-সাম্রাজ্য নি-র্ভেদ করিয়া আত্ম-নিকেতনের অন্তর-নিহিত সেই অমৃতখনি—সেই দুর্নিবার্য্য পিপাসার শান্তি-প্রস্রবণ পরব্রহ্মকে লাভ করত স্বীয় দুরতিক্রমণীয় বিক্রমের কি পরাকাষ্ঠাই প্রদ-র্শন করিতেছে! এমন অনুপমেয় বল-বিক্রম আর কাহারও দেখা যায় না। পঞ্চ-কোষ নির্ভেদ পূর্ব্বক সেই সারতম অন্তরতম রত্ন-লাভের শক্তি, আত্মা ভিন্ন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অযুত অগণ্য জীবের মধ্যে আর কার সাধ্য যে জ্বলন্ত সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। কিন্তু আত্মার চক্ষু কি জ্যোতিষ্মান! সে সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা দূরে থাকুক, সে সূর্য্য চন্দ্রের অভ্যন্তরস্থ সেই জ্যোতির্জ্যোতি ঈশ্বরকে সন্দর্শন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকে যে "যিনি চন্দ্রতারকের অন্তরে থাকিয়া চন্দ্রতারককে নিয়মিত করিতেছেন, চন্দ্র-তারক যাঁহাকে জানে না, চন্দ্র-তারকই যাঁহার শরীর, তিনিই অমৃত স্বরূপ তিনিই আনন্দ স্বরূপ!" সূর্য্য চন্দ্র তাঁহারই জ্বলন্ত জ্যো-তিতে সমুজ্জ্বল হইয়া—তাঁহারই অমৃত আনন্দভাবের ছায়া মাত্র বিস্তার করিয়া পৃথি-বীতে জীবন-জ্যোতি সুখ-আনন্দ প্রচার করিতেছে। আত্মার একি দুরতিক্রমণীয় পরাক্রম! সে এক দৃষ্টিতে সূর্য্য চন্দ্রের অন্ত-র্ব্বর্ত্তী, সকল ভুবনের অন্তরাত্মাকে স্বীয় আ-ত্মস্থ করিয়া সন্দর্শন করিতেছে——কেবল সন্দর্শন করিতেছে না, তাঁহাকে পূর্ণ প্রভায় অবলোকন করত তাঁহার বরণীয় জ্ঞানশক্তি ধ্যান করিতেছে। তাঁহার সহিত অধ্যাত্ম-যোগ নিবদ্ধ করত অহর্নিশি যোগানন্দ, প্রেমা-নন্দ, উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিয়া দুর্নিবার্য্য সুখতৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে।

এই যে আজ এখানে শত শত আত্মা সম্মিলিত হইয়াছেন, ইহার উদ্দেশ্য কি? সংসারের নিকট হইতে নিরাশ হইয়া, বিষয়-দ্বার হইতে বিমুখ হইয়া আত্মার দুর্নিবার্য্য সুখ-তৃষ্ণা নিবারণ করিবার জন্য এই ব্রহ্ম-ক্ষেত্রে——এই উৎসব-সমাজে সকলে আগমন করিয়াছেন। একি মনোহর দৃশ্য——একি পরমাশ্চর্য্য দেবস্পৃহনীয় ভাব! মনুষ্য পৃথিবীর জীব হইয়া পার্থিব বস্তুতে পরিতৃপ্ত হইতেছে না। সে দেবভোগ্য ব্রহ্মানন্দ উপভোগের জন্য তৃষিত চাতকের ন্যায় ঊর্দ্ধ মুখে অবস্থান করিতেছে! আশ্চর্য্য! সে কি সুরবিক্রমে এই শরীর, এই প্রাণ, এই মন, এই বিজ্ঞান, এই আত্মরূপ দুর্ভেদ্য পঞ্চ-কোষ ভেদ করিয়া জগতের অন্তরাত্মাকে প্রত্যক্ষ প্রতীতি করত অসীম বিশ্ব-সংসারকে তাঁহাতে এবং তাঁহাকে স্বীয় আত্মাতে অবলোকন করিয়া রোমাঞ্চিত শরীরে স্তম্ভিত-ভাবে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে! ইহাতেই আত্মার দুর্নিবার্য্য পিপাসা দুরতিক্রমণীয় পরাক্রম প্রকাশ পাইতেছে।

হে দেব! এই উৎসব-ভূমিতে আত্মার জয়ে কেবল তোমারই জয়,—তোমার ধর্ম্মেরই জয় ঘোষিত হইতেছে। হা জগদীশ! তোমার অতুলন স্নেহ করুণা সন্দর্শন করিয়া যে হৃদয় স্তম্ভিত হইতেছে——বাক্য যে নিরোধ হইয়া যাইতেছে! তুমি মনুষ্যের ভোগের জন্য এই ভূলোক দ্যুলোক সৃষ্টি করিয়াও নিরস্ত নহ, তুমি অসীম সুখ-সামগ্রী বিধান করিয়াও যে ক্ষান্ত নহ, তুমি যে আপনাকে দান করিয়া ক্ষুধিত পিপাসিত আত্মার ক্ষুৎপিপাসা শান্তি করিতেছ! ধন্য ধন্য তোমার করুণা! ধন্য ধন্য তোমার দয়া!

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বেদান্তদর্শন।

পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।

(১) ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে স্থূল সূক্ষ্ম প্রভৃতি শরীর ও তদ্ভোগ্য সংসার এই উভয়ই মায়িক এবং প্রকৃতির বিকার। আত্মজ্ঞানোদয়ে তাহা যে কেবল মরণান্তে নিত্যকালের নিমিত্ত রহিত হয় এমত নহে, জীবন কালেও তাহা জ্ঞানতঃ বিচারতঃ ও অনুভবতঃ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এই কারণে বেদান্ত শাস্ত্র সংসার ও দেহবীজস্বরূপিণী প্রকৃতিকে মায়া এবং অজ্ঞান কহেন। যখন মূলটি মায়া ও অজ্ঞান হইল, তখন তাহার বিকারস্বরূপ সংসার ও দেহও মায়া ও অজ্ঞানস্বরূপ মাত্র। সুতরাং পরমার্থতঃ তদুভয় মিথ্যা। আত্মার অস্তিত্ব যেরূপ সত্য-স্বরূপ, তদুভয়ের অস্তিত্ব সেরূপ সত্যস্বরূপ নহে। তাহা কেবল আত্মবিরোধী বিপরীত জ্ঞানজন্য। বাসনা ও ভোগরূপিণী প্রকৃতি সেই বিপরীত জ্ঞানের কারণ। কেবল আত্মজ্ঞান দ্বারাই সেই বিপরীত জ্ঞানটির অসত্যতা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু এস্থলে প্রশ্ন এই যে সংসার দেহ যদি স্বরূপতঃ মিথ্যা হইল, তবে সত্যবস্তুস্বরূপ আত্মার সহিত তাহার পরস্পরাধ্যাস কিরূপে সম্ভবে? প্রথমতঃ "সারূপ্যনিমিত্তাশ্চাধ্যাসাভবন্তি" কোন এক অংশে সাদৃশ্য ব্যতীত ভ্রম বা অধ্যাস জন্মে না, দ্বিতীয়তঃ "স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্ব-দৃষ্টাবভাসঃ।" পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের স্মরণরূপ যে জ্ঞান, সময়ান্তরে অন্য পদার্থে তাহার আভাস অনুভবের নাম অধ্যাস। এখন সন্দেহ এই যে মিথ্যাস্বরূপ সংসার ও দেহ, আর সত্য-স্বরূপ আত্মা, এ উভয়ে সাদৃশ্য কোথা? যাহা নাই অন্যেতে তাহার ভ্রম বা

১ শরীরাভিমান ভ্রম মাত্র। প্রকৃতিই সে ভ্রমের কারণ।

তাহাতে অন্যের ভ্রম কিরূপে সম্ভবে? তাহার স্মরণও সম্ভবে না। এবং সেই স্মৃতি হইতে উৎপন্ন জ্ঞান অন্য পদার্থে অধ্যস্ত হওয়া অসম্ভব। এই প্রশ্নের উত্তর এই যে সংসার ও দেহাদির বীজস্বরূপ যে অজ্ঞান তাহা, আকাশকুসুমবৎ অভাবরূপী নহে। কিন্তু "জ্ঞানবিরোধী ভাবরূপং।" তাহা জ্ঞানবিরোধী ভাবরূপী পদার্থ, তাহাই মায়া, আর "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" সেই মায়াই প্রকৃতি। "অজ্ঞানমনাদ্যনির্ব্বচনীয়ং" সেই মায়া, বা প্রকৃতির নামান্তর অজ্ঞান। তাহা অনাদি ও অনির্ব্বচনীয়। উহা ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি মাত্র। "দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং" উহা ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি এবং স্বীয় স্বত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ দ্বারা বেষ্টিতা। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।" ঈশ্বরের সেই শক্তি মহতী এবং বিচিত্রা। জীবাত্মা চিরকাল তাহার মধ্যে এবং তাহার দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া কোটি কোটি সংসার ও দেহ উপভোগ করিয়াছেন এবং কুসুমাদি হইতে বায়ুর গন্ধগ্রহণের ন্যায় সেই সমস্ত দেহের ও সংসারের সূক্ষ্মাংশস্বরূপ মন-প্রধান সূক্ষ্মদেহ এবং বাসনাপ্রধান অজ্ঞান প্রকৃতিকে সংস্কাররূপে জন্মজন্মান্তরে বহন করিয়া আসিতেছেন। বীজ আর বৃক্ষে যেমন প্রবাহরূপ সম্বন্ধ ঐ মায়া বা অজ্ঞান-প্রকৃতির সহিত জীবের দেহধারণ ও সংসারভোগের সেইরূপ প্রবাহরূপ সম্বন্ধ। অজ্ঞান-সমুৎপন্ন ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনাদি-বিশিষ্ট দেহ ও মনোনিহিত বাসনা চেতনবৎ পদার্থ এবং জীব তৎসমস্ত প্রবাহক্রমে দৃষ্টি ও সংস্কাররূপে ধারণ করিয়া আসিতেছে। ব্যবহার-ক্ষেত্রে সে সমস্ত পদার্থ অলীক নহে। কিন্তু প্রত্যক্ষ বিষয়ের ন্যায় সত্য। জীবাত্মাও "অস্মৎ" জ্ঞানের বিষয়। বিশেষতঃ ঐ সমস্ত মায়িক পদার্থ জীবাত্মার সহিত সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান। এই সমস্ত কারণে তৎসমস্তের সহিত জীবাত্মার কিয়দংশ সৌসাদৃশ্য আছে, এবং তাহাদের আভাস জীবাত্মাতে প্রতিফলিত হইয়া দেহাত্মজ্ঞান ও সংসারাভিমান জন্মে। এরূপ অভিমান না থাকিলে সৃষ্টিসংসার বিশৃঙ্খল হইয়া যায়।

"নচ অনধ্যস্তআত্মভাবেন দেহেন কশ্চিৎ ব্যাপ্রিয়তে"

যে দেহের সহিত আত্মার পরস্পর অধ্যাস না হইয়াছে সে দেহেতেও কোন ব্যবহার হয় না। এবং সে আত্মারও কোন কর্ত্তৃত্ব সম্ভবে না। অতএব অধ্যাসই জীবত্ব ব্যবহারের হেতু। কিন্তু জীবাত্মাতে আত্মজ্ঞানের উদয়মাত্রে বাসনা ও মনের সহিত সংসার ও দেহ-ভ্রম নিবৃত্ত হইয়া যায়। অর্থাৎ প্রকৃতি-রাজ্য হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জীবাত্মা আত্ম-রাজ্যে প্রবেশ করেন। এতাবতা সত্যবস্তুস্বরূপ আত্মার সহিত মায়াবিরচিত পরমার্থতঃ অসত্য দেহাদির পরস্পরাধ্যাস অসম্ভব নহে।

২ আর এক কথা বিচার-সাপেক্ষ। ভ্রমজন্য এক বস্তুতে অন্য বস্তুর যে জ্ঞান সে জ্ঞান এক জাতীয়; আর, উপমাজন্য এক বস্তুতে অন্য বস্তুর গুণ-সদৃশ কোন আরোপিত গুণবিশেষের তাৎপর্য্যজ্ঞান অন্য জাতীয়। ভ্রমজ্ঞানস্থলে উভয় পদার্থের মধ্যে যে প্রভেদ সে বোধ থাকে না। কিন্তু উপমাস্থলে উভয়েরই ভেদ স্পষ্ট জানা থাকে। সর্প আর রজ্জুর মধ্যে যে প্রভেদ, দ্রষ্টার সেই প্রভেদজ্ঞান যে সময়ে না থাকে সেই সময়েই তাহার রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। ভ্রমজ্ঞানের এই লক্ষণ। কিন্তু উপমাস্থলে যে আরোপিত গুণের জ্ঞান তাহা ভ্রম নহে। তাহাকে গৌণ বলে। সিংহ শব্দের মুখ্য তাৎপর্য্য সিংহ নামক পশুতে। কিন্তু কোন

২ দেহাভিমান "গৌণবুদ্ধি" নহে কিন্তু ভ্রমমাত্র। সে ভ্রম নিবারণে মোক্ষ হয়।

পুরুষের শৌর্য্য বীর্য্য প্রভৃতি সিংহ-গুণ তুল্য কোন গুণ প্রকাশার্থে যখন সেই পুরুষের প্রতি সিংহ শব্দের প্রয়োগ হয় তখন তথা উপমা মাত্র উদ্দেশ্য। সে স্থলে সিংহ শব্দের তাৎপর্য্যকে গৌণ তাৎপর্য্য বলা যায়। এরূপ গৌণ-তাৎপর্য্য-গ্রহণ ভ্রম জ্ঞান নহে। সিংহ ও পুরুষে যে ভেদ এই উপমা বা গৌণার্থ দ্বারা সে ভেদ-জ্ঞানের ব্যত্যয় হয় না। এই ক্ষণে প্রশ্ন এই যে জীবাত্মার যে দেহাভিমান তাহা রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ভ্রম? কি পুরুষের সিংহসদৃশ গুণের ন্যায় গৌণ-বুদ্ধি মাত্র? উত্তর, আত্মা আর দেহেতে যে অনাদি ভেদ প্রসিদ্ধ আছে, সেই ভেদ-জ্ঞান-অভাবেই আত্মার দেহাভিমান জন্মে। সুতরাং সেরূপ দেহাভিমানরূপ জ্ঞান ঔপমেয় বা গৌণ নহে। কিন্তু সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেননা সর্প স্বতন্ত্র পদার্থ আর রজ্জু স্বতন্ত্র পদার্থ, এই ভেদ-জ্ঞান উদয় মাত্রে যেমন রজ্জু-আশ্রিত সর্প-ভ্রম নিবারিত হয়, সেই রূপ দেহ স্বতন্ত্র পদার্থ এবং আত্মা স্বতন্ত্র পদার্থ এই পরম-ভেদ-জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম মাত্রে আত্মার দেহাভিমান বিদূরিত হয়। সুতরাং দেহাভিমান কেবল ভ্রমমূলক।

"তস্মাৎ মিথ্যাপ্রত্যয়নিমিত্তত্বাৎ সশরীরত্বসিদ্ধং জীবতোপি বিদুষোঽশরীরত্বং"

অতএব আত্মার সশরীরত্ব কেবল মিথ্যা-জ্ঞান-নিমিত্ত। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির সেই মিথ্যাজ্ঞানটি না থাকায় তাঁহার জীবিতাবস্থাতেও অশরীরত্ব সিদ্ধ হয়। আত্মার যেমন অশরীরত্ব সিদ্ধ, সেই রূপ অসংসারিত্বও সিদ্ধ। তাঁহাতে জাতি, গুণ, বর্ণাশ্রমাচার, যজমানত্ব প্রভৃতি সকলই মিথ্যাজ্ঞানজন্য পরিকল্পিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞানী এই সর্ব্বপ্রকার অভিমান ত্যাগ করেন। তাদৃশ ব্যক্তিই জীবন্মুক্ত। জীবন্মুক্ত অবস্থায় জীবাত্মা ব্রহ্মাত্মভাবসম্পন্ন হয়।

"সচক্ষুরচক্ষুরিব, সকর্ণোকর্ণইব, সবাগবাগিব, সমনা অমনাইব, সপ্রাণোপ্রাণইব"

তখন তিনি এই সংসারে চক্ষু থাকিতেও অচক্ষুর ন্যায়, কর্ণ থাকিতেও অকর্ণের ন্যায়, বাক্য থাকিতেও বাক্যহীনের ন্যায়, মনসত্ত্বেও মনরহিতের ন্যায়, এবং প্রাণ থাকিতেও অপ্রাণের ন্যায় নিঃস্বার্থ হইয়া বিচরণ করেন। দর্শন, শ্রবণ, বাক্য কথন, মনন, এবং প্রাণন প্রভৃতি যে কোন ক্রিয়া করেন তাহা সাংসারিক সঙ্কল্প-বর্জিত হইয়া করিয়া থাকেন। কেননা তখন তিনি একমাত্র ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন, সুতরাং সাংসারিক ভোক্তৃত্ব, ভোগায়তন, ও ভোগ্য পদার্থ সমুদয়ই নিবৃত্ত হইয়া যায়। এতাদৃশ অবস্থায় যে ব্রহ্মভাব প্রকাশ পায় তাহা কখন কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদভাগের প্রতিপাদ্য হইতে পারে না। তাহা যজ্ঞাদি কোন ক্রিয়ার ফল বা অঙ্গ হইতে পারে না এবং শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনরূপ কোন ক্রিয়ারও বিষয় হইতে পারে না। তাহা একমাত্র বস্তুতন্ত্র জ্ঞান এবং তাহার প্রকাশ সমস্ত প্রকার কর্ম্মকাণ্ডের বিনাশক। পরমাত্মস্বরূপ সেই পরম বস্তুই জ্ঞানস্বরূপে বৈদিক জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিপাদ্য এবং কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি সকলেরও পরম্পরা তাঁহাতেই উদ্দেশ্য। তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ, জগৎকারণ, সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতা এবং মোক্ষের অভিন্ন স্বরূপ, সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সমন্বয় দ্বারা তাহাই জানা যায়। তন্মধ্যে নির্গুণপ্রতিপাদক শ্রুতি সমূহ যাহা তাঁহার পরমাত্মীয় বস্তুস্বরূপত্বকে প্রতিপন্ন করে তাহারই প্রাধান্য। কেননা তাঁহাকে এক মাত্র পরমাত্মা রূপে জানিলেই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। সেই জ্ঞানই প্রত্যক্ষ জ্ঞান; আর তাঁহার জগৎকারণত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, ফলদাতৃত্ব প্রভৃতি ভাব শ্রুতি ও যুক্তিসঙ্গত পরোক্ষজ্ঞান মাত্র। বেদশাস্ত্র কামধেনু।

অধিকারী বিশেষে তিনি সর্ব্বতোভাবে সেই এক ব্রহ্মকেই নানা প্রকারে উপদেশ করিয়াছেন। নতুবা কেবল ঈশ্বরশূন্য ক্রিয়া বা কর্ম্মফল মাত্রে বেদের তাৎপর্য্য হইতে পারে না। সমস্ত বেদ কেবল ব্রহ্মপর।

ইতি চতুর্থাধিকরণে চতুর্থ সূত্রের ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

প্রেরিত।

এক্ষণে দেশীয় চিকিৎসার উন্নতি জন্য কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে অনেকেই বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। স্থানে স্থানে সভাও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আমরা দেশীয় চিকিৎসার পক্ষপাতী। দেশীয় চিকিৎসার যাহাতে উন্নতি হয় আমরা কায়মনোবাক্যে তাহা প্রার্থনা করিয়া থাকি। এক্ষণে আমাদিগের কোন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ঐরূপ একটী আয়ুর্ব্বেদীয় সভায় যে বক্তৃতা পাঠ করেন আমরা তাহা সাদরে নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

"নিরবচ্ছিন্ন আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি-সাধন-জন্যই যে এই আয়ুর্ব্বেদীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহার সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়ের দ্বারা এখনই যে বিজ্ঞাপনী পঠিত হইল, তৎশ্রবণে তাহা সকলেরই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকিবে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা যে এতদ্দেশীয় জনগণের নিতান্ত প্রকৃতির উপযোগী এবং একান্ত অবস্থার অনুকূল, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। তাহা সকলেই প্রতিদিনের পরীক্ষাতেই সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদ যদি যথার্থই আমারদের প্রাণদ ও কল্যাণ-প্রদ না হইত, তাহা হইলে ভারতের দীর্ঘকালব্যাপী পরাধীনতার মধ্যে কোন-রূপেই ইহা বর্ত্তমান থাকিত না। আয়ুর্ব্বেদের অস্তিত্বই, তাহার সারবত্তার একমাত্র অমোঘ প্রমাণ। এই বঙ্গভূমিতে——এই ভারতবর্ষে যত দুশ্চিকিৎস্য রোগের প্রাদুর্ভাব হইতেছে, যত বিজাতীয় চিকিৎসার বহুল প্রচার হইতেছে, ততই আয়ুর্ব্বেদের অতুলন প্রভা দীপ্তি পাইতেছে। সত্য কখনই প্রচ্ছন্ন থাকে না; বৈজ্ঞানিক-সত্যপ্রিয় অনুসন্ধিৎসু ইংরাজ-জাতি আপনাদের চিকিৎসা-শাস্ত্রকে সুসম্পন্ন করিয়া তুলিবার জন্য দেশীয় চিকিৎসকগণের সাহায্যে আয়ুর্ব্বেদ হইতে অনেক সত্যই সংহরণ করিয়াছেন। ভারত-ভূমির অনেক খনিজ উদ্ভিদ পদার্থকে ঔষধ-উপাদান-রূপে ব্যবহার করিতেছেন, তথাচ আয়ুর্ব্বেদ-রূপ অশেষ রত্ন-খনি এখনও রত্ন-পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদানুমত ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী এমনই সহজ এবং এমনই অল্পব্যয়-সাধ্য যে, কলিকাতার প্রধানতম জনৈক চিকিৎসা-বিজ্ঞান-বিৎ ইংরাজ অধ্যাপক বলিয়াছেন যে "আমার ইচ্ছা হয়, যে এতদ্বিষয়ে আমি বিশেষ শিক্ষা লাভ করি।" শুদ্ধ ইনিই কেন, অনেকানেক নিরপেক্ষ চিকিৎসক উদরাময়-প্রভৃতি কতকগুলি ব্যাধির অব্যর্থ ঔষধ কয়েক বৎসর অতীত হইল, আয়ুর্ব্বেদ হইতে বিজাতীয় আকারে গ্রহণ করিয়াছেন। তথাচ সেই সেই রোগের দেশীয় ঔষধ সকল যেমন অব্যর্থ ও ফলপ্রদ, অদ্যাপিও অন্য চিকিৎসা দ্বারা তদনুরূপ ফল লাভ হইতে দৃষ্ট হইতেছে না। আয়ুর্ব্বেদের এই জীর্ণাবস্থায় সকল প্রকার-চিকিৎসকগণ-পরিত্যক্ত মৃতকল্প রোগী সকল যথা তথা যেমন আশ্চর্য্য কৌশলে দেশীয় চিকিৎসকগণ দ্বারা রোগ-মুক্ত হইয়া স্বাস্থ্য-সম্পদ্ লাভ করত আয়ুর্ব্বেদের জয়-পতাকা উড্ডীন করিতেছে, এমন আর অন্য চিকিৎসা-শাস্ত্র বিষয়ে সচরাচর দৃষ্ট হইতেছে না। বস্তুতঃ প্রকৃতির বিধান-অনুসারে দেশীয় জল বায়ু, দেশীয়

অন্ন বস্ত্র, দেশীয় ঔষধ-পথ্য যেমন দেশীয় লোকের পক্ষে বিশেষ হিতকর কল্যাণকর, এমন বিজাতীয় উপাদান-উপকরণ সকল, কোন রূপেই বিদেশীয় লোকের পক্ষে অনুকূল ও উপযোগী হইবার সম্ভাবনা নাই।

ইত্যাদি নানা কারণে এই আয়ুর্ব্বেদীয় সভা আয়ুর্ব্বেদের বহুলপ্রচার জন্য দৃঢ়ব্রত হইয়াছেন। অনেকেই আয়ুর্ব্বেদকে কেবল বৈদ্য-জাতির মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া, সাধারণের শিক্ষণীয় করিবার জন্য প্রস্তাব করিতেছেন। অনেকেই আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, অনেকেই ভৈষজ্য উদ্যান-প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন, অবশ্য এসকল সাধু ইচ্ছা নিতান্তই প্রশংসনীয়, তাঁহার আর সংশয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে বিজাতীয় শিক্ষা ও সভ্যতা প্রভাবে আমরা কার্য্য হইতে ভাবে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছি, অধিকার হইতে আশাতে সবিশেষ উন্নতি লাভ করিতেছি, শক্তি-সামর্থ্য-যোগ্যতা হইতে প্রার্থনা বিষয়ে বিলক্ষণ সুপটু হইয়া উঠিয়াছি, অনুষ্ঠান হইতে বাক্য-জল্পনায় আমরা বিশেষ পারদর্শী হইয়াছি! আমরা আমাদের নিজ নিজ বল-বুদ্ধি, এবং জন-সমাজের উৎসাহ-অনুরাগ ও ধন-সম্পদের বিষয় যদি বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে যে, বর্ত্তমান সময়ে প্রাগুক্ত আশা সকল যে, আমারদের পক্ষে নিতান্ত দুরাশা ও দুরাকাঙ্ক্ষা, তাহা সুস্পষ্ট রূপেই বুঝিতে পারি। ইহা কাহার না ইচ্ছা, যে একদিনেই জ্ঞান-গিরির শিরোদেশে উত্থিত হই, ইহা কাহার না আশা, যে এককালে ভূমণ্ডলের একাধিপত্য লাভ করি, ইহা কাহার না অভিলাষ, যে অত্যল্প কাল-মধ্যেই দেশের জ্ঞান-ধর্ম্ম-বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি-সাধন করি। ইচ্ছা, আশা, অভিলাষ একরূপ, আর তাহা কার্য্যে, অনুষ্ঠানে পরিণত করিয়া সিদ্ধিলাভ করা অন্য প্রকার। আমরা যদি আমারদের শক্তি-সামর্থ্য, সঙ্গতি-সমাবেশ অনুসারে কার্য্য করি, তাহা হইলেই সহজে সিদ্ধিলাভ করিতে পারি। আর কেবল ভাব-আশায় উত্তেজিত হইয়া কার্য্য করিতে গেলেই পুনঃ পুনঃ নিরাশ ও উপহাসাস্পদ হইতে হয়। আমারদের মধ্যে এরূপ উদাহরণ ও দৃষ্টান্তেরও নিতান্ত অসদ্ভাব নাই। আমারদের দেশে ধনীর সংখ্যা তত অধিক নহে, যে কয়েকটী ধনকুবের বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারদের হয় তো তাদৃশ অনুরাগ উৎসাহ নাই। রাজার সাহায্যেই প্রজাবর্গের নানা বিষয়ে শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়া থাকে, আমারদের আয়ুর্ব্বেদীয় উন্নতি সাধন-জন্য যে রাজভাণ্ডার প্রমুক্ত হইবে, ইহা কোন-রূপেই আশা করা যায় না। এমত অবস্থায় প্রাগুক্ত প্রস্তাবগুলি কার্য্যে পরিণত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। সেই জন্য বলিতেছি, যে আমারদের যেমন শক্তি-সামর্থ্য, সঙ্গতি-সমাবেশ তদনুসারেই কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই এই আয়ুর্ব্বেদীয়-সভা বর্ষে বর্ষে সিদ্ধি-লাভ করিতেছে। আমারদের যেমন আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয়ের অভাব, তেমনি এই সকল মহামহোপাধ্যায় আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ, উপস্থিত ছাত্রবৃন্দকে আপনাপন আলয়ে অন্ন-বস্ত্র দিয়া পোষণ করত চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন। আমারদের যেমন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়ের অপ্রতুল, তেমনি অধ্যাপকগণ সঙ্গে সঙ্গে করিয়া রোগী-গৃহে গমন করত শিক্ষিত বিষয়-সকল কার্য্যে পরিণত করিবার নৈপুণ্যলাভের উপদেশ দিতেছেন; আমারদের যেমন ভৈষজ্য-উদ্যানের অসদ্ভাব তেমনি কৃতবিদ্য চিকিৎসকগণ যথা তথা খনিজ উদ্ভিদ্ পদার্থাদির রূপ গুণের

পরিচয় দিয়া, তাঁহারা স্ব স্ব গৃহে ঔসধ প্রস্তুত করণে প্রবৃত্ত করিয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজনীয় শাখার সুশিক্ষা প্রদান-পূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদীয় স্বতন্ত্র বিদ্যালয়াদির অভাব অনেক পরিমাণে নিরাকৃত করিতেছেন; অথচ ইহার জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় সভাকে হয় তো কিছুই ব্যয় স্বীকার করিতে হয় না। ছাত্রগণের শিক্ষা-পটুতা ও শিক্ষিত বিষয়ের অভ্রান্ততা সপ্রমাণ জন্য বিভিন্ন অধ্যাপকগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদের পরীক্ষা পরিগৃহীত হইয়া পুরস্কার ও প্রতিষ্ঠা-পত্র প্রদত্ত হইতেছে। চিকিৎসা ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও উপাদান সংগ্রহ জন্য কতকগুলি মুদ্রাও পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে বর্ষে বর্ষে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রবৃন্দকে প্রদত্ত হইয়া থাকে। এ সমুদয় উদ্যোগ আয়োজন এবং সাহায্য বৈদ্য-সমাজ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। আয়ুর্ব্বেদীয় সভা সাধারণের সাহায্য গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকিলেও, আয়ুর্ব্বেদ-প্রচার সমুদায় আর্য্য-জাতির একান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য হইলেও দুঃখের বিষয় এই যে, অদ্যাপিও কোন উদারচিত্ত ভারত-সন্তান এতদ্বিষয়ে বিশেষ সাহায্য-দানে অগ্রসর হন নাই। এই জন্যই পূর্ব্বতন আর্য্য-সমাজ-পতি দূরদর্শী মহোদয়গণ আর্য্য-সমাজের এক একটী শাখার প্রতি এক একটী জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চ্চার ভার অর্পণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে স্বাধীন-শিক্ষার পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তদনুসারে ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মতত্ত্ব, বৈদ্যেরা চিকিৎসা-বিজ্ঞান, ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ-বিদ্যা, বৈশ্যেরা কৃষি-বাণিজ্যের আলোচনায় ও উন্নতি-সাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার দ্বারা কাহারও উন্নতির ব্যাঘাত বা ব্যবসায়-বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে নাই। প্রত্যুত প্রত্যেক শাখাই স্ব স্ব অবলম্বিত বিষয়ের যৎপরোনাস্তি শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়া ভারতের পুনঃ পুনঃ সমাজ-বিপ্লব ও রাজ্য-বিপ্লবের মধ্যেও অবলম্বিত বিষয়-সকল স্ব স্ব সম্পত্তি বোধে বহু-আয়াসে বহু-কষ্টে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। সেই জন্যই এখনও ভারতে বেদ-উপনিষৎ, পুরাণ-তন্ত্র এবং আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদি বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই কারণেই অদ্যাপিও ক্ষত্রিয়-সৈন্য-সকল সর্ব্বোপরি উচ্চাসন প্রাপ্ত হইতেছে। সেই হেতু বৈশ্য-জাতি বাণিজ্য-ব্যবসায়ে উন্নতি-লাভ করিতেছেন।

আপনাপন শক্তি-সামর্থ্য, সঙ্গতি-সমাবেশ অনুসারে কার্য্য করা যে কেবল নীতিজ্ঞ পণ্ডিতদিগেরই উপদেশ, তাহা নহে; প্রকৃতি হইতেও প্রতিনিয়ত ইহার অভ্রান্ত নিদর্শন আমরা সন্দর্শন করিতেছি। উর্ণনাভ আপনার শক্তি-সামর্থ্য অনুসারেই কেমন জাল-বয়ন ক্ষেত্র অবধারণ করিয়া লয়। কেমন অপ্রতিহত উৎসাহে সুকৌশল সম্পন্ন জাল বয়ন করিয়া নিরুদ্বেগে জীবিকা লাভ করে। আমারদের যেমন অবস্থা, যেমন বিদ্যা বুদ্ধি, তদনুসারে কার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে, তেমনি নিশ্চয়ই সিদ্ধি লাভ করিতে পারি। কেবল মাত্র পরকীয় সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া চলিলে—অন্যের কৃপা-পাত্র হইয়া কার্য্য করিতে গেলে মনোমত উন্নতি-লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন হইয়া উঠে। এই আয়ুর্ব্বেদীয়-সভা এই গুরুতর কল্যাণতর কার্য্য-সাধনের জন্য কয়েক বৎসর সমগ্র হিন্দু-সমাজের নিকট উচ্চৈঃস্বরে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন, সকলকেই এই মহত্তর কার্য্যের আনন্দভাগী হইবার নিমিত্ত বিনয়-সহকারে প্রার্থনা করিতেছেন, কিন্তু ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়, যে ব্রাহ্মণ কায়স্থের কথা দূরে থাকুক, যে বৈদ্য-জাতি নিরবচ্ছিন্ন আয়ুর্ব্বেদ অবলম্বন করিয়া এই বঙ্গ-ভূমিতে ধন-সম্পদ্ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন, তাঁহারাও সকলে এখানে

—সাধারণ বৈদ্য-জাতির ঐক্য স্থল রূপ এই আয়ুর্ব্বেদীয়-সভায় এক-ঘণ্টা কালের জন্য আগমন করত এই অল্প-পরিসর গৃহকে শোভিত, এই ঘটনাটীকে আরো উৎসাহকর করিয়া তুলিতে পারিলেন না! সেই জন্যই বোধ হয়, যেন সাধারণের অর্থ-সাহায্যে এবং সমবেত যত্ন চেষ্টায় কোন-কার্য্য সাধন করা যেন আর্য্য-জাতির প্রকৃতি বিরুদ্ধ কার্য্য!! অথচ এই মহদ্ব্যাপার রাশীকৃত অর্থ এবং বহু লোকের সাহায্য ভিন্ন সুনিষ্পন্ন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সেই কারণেই আয়ুর্ব্বেদীয় সভার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আয়ুর্ব্বেদের উপর সাধারণের চিত্ত আকর্ষণের জন্য মাসিক-নিয়মে "আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা দর্পণ" নামক এক খানি পত্রিকা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হউন, তাহাতে সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক নানাস্থানে যে সকল রোগী দুশ্চিকিৎস্য-ব্যাধি-মুক্ত হইয়াছেন বা হইতেছেন তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বিবৃত হউক, এবং সেই পত্রিকায় যথা নিয়মে আয়ুর্ব্বেদীয় প্রাচীন-গ্রন্থাদি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হউক, তাহা হইলে তৎপাঠে সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট হইবে। সত্যের প্রতি মানব-আত্মার এমনই অনুরাগ, যে কোন উজ্জ্বল সত্য সম্মুখে পড়িলে কোন-রূপেই কেহ তৎপ্রতি উদাসীন থাকিতে পারে না। সহজে সকলেরই মন তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। মনুষ্য কিছু অভ্রান্ত নহে, কোন বিজ্ঞান-শাস্ত্রই কিছু উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করে নাই। এই পত্রিকায় প্রকৃত প্রস্তাবে চিকিৎসা-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইলে সহজেই চিকিৎসা-সংক্রান্ত ভ্রম-প্রমাদ-সকল নিরাকৃত হইতে পারিবে। তদ্দ্বারা আর্য্য-চিকিৎসা ক্রমে নির্ম্মল ও নির্দোষ আকারে পরিণত হইবে,ক্রমে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার অভাব-অনটন সকল সহজেই বিদূরিত হইবে এবং নবতর কল্যাণতর সত্য সকলও উপার্জ্জিত হইতে থাকিবে। আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান দ্বারা যে অর্থাগম হইবে, তাহা আয়ুর্ব্বেদীয়-সভার সম্পত্তি-রূপে পরিগৃহীত হইতে পারিবে।

আয়ুর্ব্বেদ-সংক্রান্ত বহুতর গ্রন্থই এখন দুষ্প্রাপ্য; ক্রমে আয়ুর্ব্বেদীয় সভা হইতে সেই সকল গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের যুগান্তর উপস্থিত হইবে এবং তদ্দ্বারা বহু-অর্থও লব্ধ হইবে। এইরূপে কিছু দিন কার্য্য করিতে পারিলে, হয় তো আয়ুর্ব্বেদীয়-সভা অন্যের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া অপরাপর গুরুতর কার্য্য করিতে সামর্থ্য লাভ করিবে।

প্রস্তাবিত-কার্য্য-সাধনের জন্য লেখকের অপ্রতুল নাই। যে সকল মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপকগণ আয়ুর্ব্বেদীয় সভার সভ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, যাঁহারা শিক্ষা-উপদেশ দান দ্বারা এবং অর্থ-সাহায্য দ্বারা আয়ুর্ব্বেদীয়-সভাকে পোষণ করিতেছেন, তাঁহারা যত্নবান্ হইলে উপস্থিত সঙ্গতি-সমাবেশ দ্বারাই প্রস্তাবিত বিষয়-দ্বয় সুচারু-রূপে সুসম্পাদিত হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে প্রাগুক্ত বিষয়টী আর্য্য-সমাজের একটী গুরুতর গভীরতর অভাব। ইহার দ্বারা যেমন আয়ুর্ব্বেদের ক্রমশঃ উৎকর্ষ সাধিত হইবে, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই রোগোৎপত্তি ও স্বাস্থ্য-লাভাদি বিষয়ে বিচক্ষণ জনগণের স্বাধীন-চিন্তার ফলাফলও প্রচারিত হইতে পারিবে।

যে আয়ুর্ব্বেদ নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্ম-সাধনে মনুষ্যকে নিরাময় ও নীরোগ করিবার জন্যই এই পুণ্য-ভূমি ভারতবর্ষে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছে, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-সাধনে মনুষ্য-শরীরকে সুপটু ও সমর্থ করাই যে আয়ুর্ব্বেদের লক্ষ্য, মঙ্গলময় ঈশ্বর, সেই আয়ু-

ব্রাহ্মোদয়-সভাকে চিরস্থায়ী করুন, এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

Sermons of Maharshee Debendra nath Tagore Chief minister of the Brahmo Samaj.

SERMON 1.

11th Sravana, 1782 Sakabda.

तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथाः ॥

"Know that everlasting Being who is worthy to be known and adorable of all, and take refuge in Him, so that death may not afflict you." Of all the calamities in this world Death is the most terrible. The grim figure of Death is ever present before us. The world is but an image of Death. Here whatever is born is subject to death ; whatever grows decays. The unsteady and fleeting things of this world, and the everchanging vicissitudes of life remind us only of death. How can we be delivered from this fear and pain of death ? Everywhere is to be seen the image of death. But we may become free from the fear of death by taking refuge in *Him* who is Immortality itself. In this world only is the fear of death, but beyond it is that Eternal Mansion. Here we are oppressed by such fears, but here again we become fearless by taking refuge in the Immortal. Strange : Living in the midst of death we can know the Immortal Being ! Although we are very insignificant beings we can still obtain the shelter of that King of kings and God of gods. Living in the midst of these multifrom events we are accomplishing His benevolent purposes. Many are the quadrupeds, birds, acquatic animals and other kinds of creatures that are here! They cannot know their Creator and Preserver although they are living happily through His mercy, but they cannot feel it. They are performing His work, but without knowing it. Of man only is the broad and high privilege that he can consciously and willingly co-operate with His benevolent purposes. Living amidist death men only can attain to Immortality. Living in this fearful place he only can take shelter under the feet of the Lord, which alone can deliver us from fear. He only can establish relationship with Him. Being the offspring of Immortality he becomes free from all fear by depending on that Immortality. If we depend upon God, a new life is born in us, and our joy never dies. Our body and mind may be distressed, we may fall into danger or be afflicted by disease, but the joy of the spirit never grows less. If we take refuge in that Abode of Immortality, Death terrible as he is, can frighten us no more.

Therefore, living in this dreadful world, do not forsake thy God. **'माहं ब्रह्म निराकुर्य्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्तु ॥'** "The Lord has not forsaken me, let me not forsake Him." Let me not live and forsake Him. Let us not forsake Him, from whom we have obtained all objects of enjoyment and all happiness and who forgets us not—no, not even for a single moment. Consider for a while what our fate would have been if He had forsaken us. Where would we have been ? We would by this time, have met with destruction. **कोह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्** "Who could have moved, who could have breathed if the blissful God had not existed in all space and with us." He awards joy to all. Shall we forsake Him, by whose love we have been reared up from the moment of our birth, and under whose protection we hope to live through all eternity ? He is not forgetful of us ; may we not forget Him ; Let Him for ever remain unforsaken by us. Shall we forsake Him who is ceaselessly sending us righteousness, wealth and happines ? Is it an act worthy of a *man* ? And why shall we forsake Him ? Will that do us good ? Have we not to suffer pain in this life, is there no danger or difficulty for us in this world, is not our body distressed, is not our mind cast down, that we can live without His protection ? Is there no fear here that we shall not have to take shelter under those feet that deliver us form fear ? Are there not sin and sorrow here that you will not take refuge in that Saviour of the fallen ? Who will cool us when our heads burn with affliction ? Who will give us courage when we become frightened in a world beset with many causes of fear ? It is only worldly infatuation that comes and estranges us from Him. Does good attend us on our forsaking Him ? Without Him our virtuous acts become acts of selfishness, and our enjoy-

ments evince ingratitude. Those who are here, listening to this sermon, must have come here in vain, if they only hear it and go away. What will it avail them, if they forget God on returning home? What is the use of their coming here, if their hearts be not elevated there by, if their love of God be not kindled and if they do not remember Him when engaged in worldly pursuits? Have they come here only to recite holy texts in unison and listen to sermons? Have they notcome here to establish a stronger union with God? What have they done, if in prosperity they do not remember His mercy; when nourished by food and drink they do not remember the giver thereof? Separated from that fountain of purity, where will you get purity? Forsaking Him, who is the fountain of righteousness, how will you profess yourselves to be righteous? Abandoning that Abode of all good, how will you be worthy of the name of good men? Surrender yourselves to him from to-day, and you will receive new life this very day.

Is any advice needed as to the way how God is to be worshipped? Is instruction necessary for being grateful to Him from whom we have got life, wealth, knowledge and intelligence? Does the worship of Him whose mercy we enjoy from the day of our brith, and under whose protection we shall live for ever, require teaching? Distressed by sin, will you not try to remove the impurity of your minds by placing yourselves under His shelter? Will you not worship that Teacher of teachers and Father of fathers? Will you not pray to him for spiritual strength? There can be no disinclination to worship Him unless one's nature be perverted? Bring your soul into its natural condition. Begin to worship Him from this very night. There is no use in mere hearing. Where indeed can there be any good for our country if we do not take refuge in Him. The country where God is not worshipped, the family in which His Holy Name is not uttered, the heart in which there is no seat for Him—that country, that family, that heart is but a desert—the abode only of deep sorrow and pain. From this very day make Him your place of shelter and worship Him. There is no want of opportunities for you to hear of Him, you have understood much about Him with the aid of your intellect, why not then join knowlego to work and faith to practice? Commence to worship Him from this very day and you shall reap the fruits of your act immediately. Through His mercy you are enjoying all the pleasures of life; bow down to Him with gratitude. In times of fear and danger make Him your place of shelter, and ye shall be as fearless as the child is in its mother's lap. When sin distresses you, repent and with tears in your eyes place yourselves under His protection. He loves those who take refuge in Him, and He will save you from sin. Worship Him who is the Lord of the universe, the King of kings and the God of gods. Let such who, know this all and feel no inclination to worship Him, purify their inward self, let them pray to God with an open heart, let them exert themselves and they will surely feel His mercy and fully realise the meaning of the text "The Lord has not forsaken me, let me not forsake Him."

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে ১৮০৫ শকের গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা খানি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। মূল্য ।০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ আগামী ৩০ চৈত্র বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে হইবে,

এবং

নববর্ষের ব্রাহ্মসমাজ আগামী ১ বৈশাখ শুক্রবার প্রত্যূষে ৫ ঘটিকার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে হইবেক।

যাঁহারা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য কিম্বা পুস্তকাদি ক্রয় জন্য হুণ্ডি মনিঅর্ডার ইত্যাদি পাঠাইবেন তাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নামে পাঠাইবেন।

যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয় বর্ত্তমান বৎসরের মূল্য প্রদান করেন নাই তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক চৈত্রমাস মধ্যে মূল্য পাঠাইবেন। না পাঠাইলে পশ্চাদ্দেয় হিসাবে অর্থাৎ বৎসর ৪৷৷০ হিসাবে মূল্য গৃহীত হইবে।

মফস্বলস্থ যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের নিকট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য দুই বৎসরের বাকি আছে তাঁহারা শীঘ্র টাকা পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। টাকা না পাঠাইলে তাঁহাদের নিকট পত্রিকা রহিত করিতে অগত্যা বাধ্য হইতে হইবে।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৩।

আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয় … …	১৬৮২৷৷ ৬
পূর্ব্বকার স্থিত	২৮৪৯৷৷৵৩
সমষ্টি … …	৪৫৩২ ৵৯
ব্যয় … …	১৬৫৮৷০
স্থিত … …	২৮৭৩৸৵৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ … …	৩৩০৷/০
দান প্রাপ্তি	
শ্রীমৎ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর …	২২১৷৩
„ বাবু রমণীমোহন চৌধুরী রায় বাহাদুর ভুষভাণ্ডার …	২৫৲
„ „ তারকনাথ দত্ত …	১০৲
„ „ কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডিব্রুগড় …	৩৷৵০
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাতুরেঘাটা) …	৩৲
„ „ গোকুলকৃষ্ণ সিংহ …	২৲
„ „ শ্যামলাল সুর …	২৲
„ „ কৈলাশচন্দ্র সিংহ …	[illegible]
„ „ বেচারাম চট্টোপাধ্যায় …	১৲
„ „ প্রসন্নকুমার বিশ্বাস …	১৲
„ „ গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী …	১৲
„ „ রাধামোহন বসু …	১৲
„ „ রামলাল ঘোষাল …	১৲
„ „ নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস …	৷৷০
দুইটি স্ত্রীলোকের দান …	৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন ঘোষ (আনুষ্ঠানিক দান) …	৫৲
„ „ রসিকলাল রায় (শুভ কর্ম্মের দান) …	১৲
„ „ রাধামোহন বসু (শুভ কর্ম্মের দান) …	১৲
	২৮৩৷৷৵৩
পরলোকগত পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রদত্ত গবর্ণমেণ্ট কাগজের সুদ আদায়	৩০৲
দানাধারে প্রাপ্তি	৯৷৷/৯
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	৭/০
	৩৩০৷/০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা …	৩৬৭৷৶৬
পুস্তকালয় …	১৩০৷৵৬
যন্ত্রালয় …	৬৫০৸ ৬
গচ্ছিত …	১২৩৷৷/০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মুল ধন	৮০৲
সমষ্টি	১৬৮২৷৷ ৬

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ … …	৪৩৭ ৵৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা.. …	৪১৩৷/৬
পুস্তকালয় … …	১৩৯৷ ৬
যন্ত্রালয় … …	৫৫২ /৩
গচ্ছিত … …	১০০৷৵৩
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মুল ধন	১৬৲
সমষ্টি	১৬৫৮৷০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।